শ্রীমদ্ভাগবতম্

মহর্ষি-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাসপ্রণীতম্

শ্রীমচ্ছুকদেবকৃতসিদ্ধান্তপ্রদীপটীকয়া সহিতম্

চতুর্থখণ্ডম্

শ্রীবৃন্দাবনস্থ ব্রজবিদেহি মহন্ত-
অষ্টোত্তরশতশ্রীক স্বামি ধনঞ্জয়দাস তর্ক-তর্ক-ব্যাকরণতীর্থেন
শিবপুরস্থ নিম্বার্কাশ্রম-সম্পাদক
শ্রীমতা নৃসিংহদাস বসুনা চ
সম্পাদিতম্

পণ্ডিতপ্রবরেণ শ্রীমতা বিনোদবিহারি কাব্য-ব্যাকরণ-
সাংখ্য-বেদান্তোপনিষত্তীর্থেন
অনূদিতম্

শিবপুরস্থনিম্বার্কাশ্রমসভ্যেন শ্রীমতা রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তিনা
প্রকাশিতম্

কলিকাতা, কর্ণওয়ালিশবর্ত্মস্থ-ত্রিংশৎসংখ্যকভবনে তাপসী মুদ্রাযন্ত্রাধ্যক্ষেণ
শ্রীমতা গঙ্গানারায়ণ ভট্টাচার্য্যেণ মুদ্রিতম্

কলিকাতা, কলেজস্কোয়ারস্থ পঞ্চদশসংখ্যক-ভবনে
চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিমিটেড্ নামধেয়-
পুস্তকবিপণ্যাং প্রাপ্তব্যম্

১৩৪৪ বঙ্গাব্দে

গ্রাহকপক্ষে মূল্যম্ ১।০] [সাধারণপক্ষে মূল্যম্ ১॥০

নির্ভিন্নান্যস্য চর্ম্মাণি লোকপালোঽনিলোঽবিশৎ।
প্রাণেনাংশেন সংস্পর্শং যেনাসৌ প্রতিপদ্যতে ॥ ১৬ ॥
কর্ণাবস্য বিনির্ভিন্নৌ ধিষ্ণ্যং স্বং বিবিশুর্দ্দিশঃ।
শ্রোত্রেণাংশেন শব্দস্য সিদ্ধিং যেন প্রপদ্যতে ॥ ১৭ ॥
ত্বচমস্য বিনির্ভিন্নাং বিবিশুর্ধিষ্ণ্যমোষধীঃ।
অংশেন রোমভিঃ কণ্ডূং যৈরসৌ প্রতিপদ্যতে ॥ ১৮ ॥

অন্বয়

অস্য (এই বিরাট্ দেহের) চর্ম্মাণি (অধিষ্ঠান চর্ম্ম) নির্ভিন্নানি (উৎপন্ন হইল)। লোকপালঃ অনিলঃ (সমষ্টি ও ব্যষ্টি স্পর্শাধিষ্ঠাত্রী দেবতা লোকপাল বায়ু) [সেই চর্ম্মে] প্রাণেন (প্রাণসংযুক্ত) অংশেন (স্বীয় আধেয় ত্বগিন্দ্রিয়ের সহিত) অবিশৎ (প্রবিষ্ট হইলেন); যেন (যে ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা) অসৌ (সমষ্টি দেহাভিমানী হিরণ্যগর্ভ) সংস্পর্শং (স্পর্শ) প্রতিপদ্যতে (অনুভব করিয়া থাকেন) ॥ ১৬ ॥

অস্য (এই বিরাট্দেহের) কর্ণৌ (অধিষ্ঠান কর্ণদ্বয়) বিনির্ভিন্নৌ (উৎপন্ন হইল); দিশঃ (সমষ্টি ও ব্যষ্টি শব্দাধিষ্ঠাত্রী দেবতা দিকসমূহ) অংশেন শ্রোত্রেণ (স্বীয় আধেয় শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত) স্বং ধিষ্ণ্যং (স্বীয় অধিষ্ঠান কর্ণদ্বয়ে) বিবিশুঃ (প্রবেশ করিলেন); যেন (যে শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা) [হিরণ্যগর্ভ] শব্দস্য (শব্দের) সিদ্ধিং (জ্ঞান) প্রপদ্যতে (প্রাপ্ত হইয়া থাকেন) ॥ ১৭ ॥

অস্য (এই বিরাট্ দেহের) বিনির্ভিন্নাং ত্বচম্ ধিষ্ণ্যম (উৎপন্ন অধিষ্ঠান চর্ম্মে) ওষধীঃ (কণ্ডূর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ওষধি অর্থাৎ মহীরুহ) অংশেন (স্বীয় আধেয় রোমসংযুক্ত ত্বগিন্দ্রিয়ের সহিত) বিবিশুঃ (প্রবেশ করিলেন); যৈঃ রোমভিঃ (যে রোমসংযুক্ত ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা) অসৌ (হিরণ্যগর্ভ) কণ্ডূং প্রতিপদ্যতে (কণ্ডূয়ন অনুভব করিয়া থাকেন) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ

ভগবদালোচনার ফলে বিরাট্ দেহে অধিষ্ঠান চর্ম্ম উৎপন্ন হইল। সমষ্টি ও ব্যষ্টি স্পর্শাধিষ্ঠাত্রী দেবতা লোকপাল বায়ু প্রাণসংযুক্ত স্বীয় আধেয় ত্বগিন্দ্রিয়ের সহিত তাহাতে প্রবেশ করিলেন। সেই ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা সমষ্টিদেহাভিমানী হিরণ্যগর্ভ স্পর্শ অনুভব করিয়া থাকেন ॥ ১৬ ॥

পরমেশ্বরের আলোচনার ফলে এই বিরাট্ দেহে অধিষ্ঠান কর্ণদ্বয় উৎপন্ন হইল। সমষ্টি ও ব্যষ্টি শব্দাধিষ্ঠাত্রী দেবতা দিক্‌সমূহ স্বীয় আধেয় শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত স্বীয় অধিষ্ঠান কর্ণদ্বয়ে প্রবেশ করিলেন। এই শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা হিরণ্যগর্ভ শব্দের উপলব্ধি করিয়া থাকেন ॥ ১৭ ॥

এই বিরাট্ দেহে উৎপন্ন অধিষ্ঠান চর্ম্মে কণ্ডূয়নের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মহীরুহ সকল

টীকা

ফলভূতসংস্পর্শাদিনিরপেক্ষত্বং সূচ্যতে ॥ ১৬।১৭ ॥ ত্বগিন্দ্রিয়স্যৈব বিষয়ান্তরং তদ্‌গ্রহণে সহায়ভূতং দেবতান্তরঞ্চাহ—ত্বচমিতি। ত্বচমুৎপন্নাং চর্ম্মণীত্যর্থঃ। ওষধীঃ ওষধয়ঃ বিভক্তিব্যত্যয়ঃ আর্ষঃ। দ্বিতীয়স্কন্ধে মহীরুহশব্দেনোক্তাঃ দেবতাঃ অংশেন ত্বগিন্দ্রিয়েণ সহ বিবিশুঃ। অসৌ জীবঃ সমষ্টিব্যষ্টিরূপঃ যেন অংশেন ত্বগিন্দ্রিয়েণ যৈঃ রোমভিঃ তদুপলক্ষিতৈঃ চর্ম্মভিঃ ধিষ্ণ্যভূতৈঃ কণ্ডূং প্রতিপাদ্যতে।

মেঢ্রং তস্য বিনির্ভিন্নং স্বধিষ্ণ্যং ক উপাবিশৎ।
রেতসাংশেন যেনাসাবানন্দং প্রতিপদ্যতে॥ ১৯॥
গুদং পুংসো বিনির্ভিন্নং মিত্রো লোকেশ আবিশৎ।
পায়ুনাংশেন যেনাসৌ বিসর্গং প্রতিপদ্যতে॥ ২০॥
হস্তাবস্য বিনির্ভিন্নাবিন্দ্রঃ স্বঃপতিরাবিশৎ।
বার্ত্তয়াংশেন পুরুষো যয়া বৃত্তিং প্রপদ্যতে॥ ২১॥

অন্বয়

তস্য (সেই বিরাট্দেহের) মেঢ্রং (অধিষ্ঠান মেঢ্র) বিনির্ভিন্নং (উৎপন্ন হইল)। কঃ (অধিষ্ঠাত্রী দেবতা প্রজাপতি) অংশেন (স্বীয় আধেয় উপস্থেন্দ্রিয়ের সহিত) স্বধিষ্ণ্যং (স্বস্থান মেঢ্রে) উপাবিশৎ (প্রবেশ করিলেন); যেন রেতসা (যে উপস্থেন্দ্রিয়ের দ্বারা) অসৌ (হিরণ্যগর্ভ) আনন্দং (তজ্জনিত সুখ) প্রতিপদ্যতে (অনুভব করেন)॥ ১৯॥

পুংসঃ (বিরাট্দেহে) গুদং (গুহ্যদেশ) বিনির্ভিন্নং (উৎপন্ন হইল)। লোকেশঃ মিত্রঃ (অধিষ্ঠাত্রী লোকপাল মিত্রদেবতা) অংশেন পায়ুনা (আধেয় পায়ু-ইন্দ্রিয়ের সহিত) [অধিষ্ঠান গুহ্যে] আবিশৎ (প্রবেশ করিলেন); যেন (যে পায়ু-ইন্দ্রিয় দ্বারা) অসৌ (হিরণ্যগর্ভ) বিসর্গং (মলত্যাগ) প্রতিপদ্যতে (করিয়া থাকেন)॥ ২০॥

অস্য (এই বিরাট্দেহে) হস্তৌ (হস্তদ্বয়) বিনির্ভিন্নৌ (উৎপন্ন হইল); স্বঃপতিঃ ইন্দ্রঃ (অধিষ্ঠাত্রী

অনুবাদ

স্বীয় আধেয় রোমসংযুক্ত ত্বগিন্দ্রিয়ের সহিত প্রবেশ করিলেন। সেই রোমসংযুক্ত ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা হিরণ্যগর্ভ কণ্ডূয়ন অনুভব করিয়া থাকেন। [অর্থাৎ একই ত্বগিন্দ্রিয়ের স্থানভেদে বিষয়ভেদ ও দেবতাভেদ বুঝিতে হইবে। বায়ুদেবতাসহায়ক ত্বগিন্দ্রিয়ের অন্তরে ও বাহিরে স্পর্শ বিষয় এবং মহীরুহদেবতাসহায়ক রোমসংযুক্ত ত্বগিন্দ্রিয়ের কেবল বাহিরে কণ্ডূয়ন বিষয়]॥ ১৮॥

সেই বিরাট্দেহে অধিষ্ঠান মেঢ্রস্থান উৎপন্ন হইল। তখন অধিষ্ঠাত্রী প্রজাপতিদেবতা স্বীয় আধেয় উপস্থেন্দ্রিয়ের সহিত স্বস্থান মেঢ্রে প্রবেশ করিলেন। সেই উপস্থেন্দ্রিয়ের দ্বারা হিরণ্যগর্ভ ঔপস্থ্যসুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন॥ ১৯॥

ভগবদালোচনার ফলে বিরাট্দেহে গুহ্যদেশ উৎপন্ন হইল। তখন অধিষ্ঠাত্রী লোকপাল মিত্রদেবতা স্বীয় আধেয় পায়ু-ইন্দ্রিয়ের সহিত অধিষ্ঠান গুহ্যদেশে প্রবেশ করিলেন। সেই পায়ু-ইন্দ্রিয়দ্বারা হিরণ্যগর্ভ মলত্যাগ করিয়া থাকেন॥ ২০॥

ভগবদালোচনার ফলে এই বিরাট্দেহে হস্তদ্বয় উৎপন্ন হইল। তখন অধিষ্ঠাত্রী

টীকা

জীবঃ মহীরুহৈঃ সহায়ভূতৈঃ দেবৈঃ বহিঃ কণ্ডূং, বায়ুদেবেন সহায়ভূতেন অন্তর্ব্বহিশ্চ স্পর্শম্ ইত্যেবং দ্বিতীয়স্কন্ধে অত্র চ স্থানভেদাদ্বিষয়ভেদঃ দেবভেদশ্চ বোধ্যঃ॥ ১৮॥ কঃ প্রজাপতিঃ অংশেন উপস্থেন্দ্রিয়েণ সহ উপাবিশৎ, যেন অংশেন উপস্থেন ইন্দ্রিয়েণ রেতসা আনন্দম্ ঔপস্থ্যসুখং প্রাপ্নোতি॥ ১৯। ২০॥ যয়া আদানাদিক্রিয়য়া অসৌ জীবঃ বৃত্তিং জীবিকাং প্রপদ্যতে। তয়া বার্ত্তয়া অনুমেয়েনাংশেন

পাদাবস্য বিনির্ভিন্নৌ লোকেশো বিষ্ণুরাবিশৎ।
গত্যা স্বাংশেন পুরুষো যয়া প্রাপ্যং প্রপদ্যতে ॥ ২২ ॥
বুদ্ধিঞ্চাস্য বিনির্ভিন্নাং বাগীশো ধিষ্ণ্যমাবিশৎ।
বোধেনাংশেন বোদ্ধব্যং প্রতিপত্তির্যতো ভবেৎ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়

দেবতা স্বর্গপতি ইন্দ্র) অংশেন বার্ত্তয়া (আধেয় আদানাদি ক্রিয়ারূপ পাণীন্দ্রিয়ের সহিত) [অধিষ্ঠান হস্তদ্বয়ে] আবিশৎ (প্রবিষ্ট হইলেন) ; যয়া (যে আদানাদিক্রিয়ারূপ পাণীন্দ্রিয়ের দ্বারা) পুরুষঃ (হিরণ্যগর্ভ) বৃত্তিং (জীবিকা) প্রপদ্যতে (নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন) ॥ ২১ ॥

অস্য (এই বিরাট্‌দেহের) পাদৌ (অধিষ্ঠান পাদদ্বয়) বিনির্ভিন্নৌ (উৎপন্ন হইল) ; লোকেশঃ (জগৎপতি) বিষ্ণুঃ (অধিষ্ঠাত্রী বিষ্ণুদেবতা) স্বাংশেন গত্যা (আধেয় গমনক্রিয়ারূপ পাদেন্দ্রিয়ের সহিত) [অধিষ্ঠান পাদদ্বয়ে] আবিশৎ (প্রবেশ করিলেন) ; যয়া (যে গমনক্রিয়ারূপ পাদেন্দ্রিয়দ্বারা) পুরুষঃ (হিরণ্যগর্ভ) প্রাপ্যং (গন্তব্য দেশ) প্রপদ্যতে (প্রাপ্ত হইয়া থাকেন) ॥ ২২ ॥

অস্য (এই বিরাট্‌পুরুষের) ধিষ্ণ্যং (অধিষ্ঠানস্বরূপ) বিনির্ভিন্নাং বুদ্ধিং চ (উৎপন্ন বুদ্ধিতে) বাগীশঃ (অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বৃহস্পতি) অংশেন বোধেন (আধেয় নিশ্চয়াত্মকজ্ঞানের সহিত) আবিশৎ (প্রবেশ করিলেন)। যতঃ (যে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানের সাধন বুদ্ধি হইতে) [হিরণ্যগর্ভের] বোদ্ধব্যং (বোদ্ধব্য বিষয়ে) প্রতিপত্তিঃ ভবেৎ (নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান হইয়া থাকে) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ

স্বর্গপতি ইন্দ্রদেবতা স্বীয় আধেয় আদানাদিক্রিয়ারূপ পাণীন্দ্রিয়ের সহিত অধিষ্ঠান হস্তদ্বয়ে প্রবেশ করিলেন। সেই পাণীন্দ্রিয়ের দ্বারা হিরণ্যগর্ভ জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকেন ॥ ২১ ॥

বিরাট্‌দেহে অধিষ্ঠান পাদদ্বয় উৎপন্ন হইল। তখন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বিষ্ণু আধেয় গমনক্রিয়ারূপ পাদেন্দ্রিয়ের সহিত অধিষ্ঠান পাদদ্বয়ে প্রবেশ করিলেন। সেই পাদেন্দ্রিয়ের দ্বারা হিরণ্যগর্ভ গন্তব্য দেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ২২ ॥

[এক অন্তঃকরণেরই বৃত্তিভেদে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত এই চারি প্রকার স্থান এবং যথাক্রমে সংশয়, নিশ্চয়, অভিমান ও স্মরণ এই চারিটি বিষয় হইয়া থাকে। গ্রন্থান্তরে আছে—"মনো বুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তং করণমান্তরম্। সংশয়ো নিশ্চয়ো গর্ব্বঃ স্মরণং বিষয়া ইমে ॥" অতএব এক্ষণে সেই স্থানসমূহে সাধনের সহিত বিষয়সমূহের ও দেবতাগণের প্রবেশ বলিতেছেন]—এই বিরাট্‌পুরুষে বুদ্ধিস্থান উৎপন্ন হইল ; তখন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বৃহস্পতি আধেয় নিশ্চয়াত্মকজ্ঞানের সাধন বুদ্ধীন্দ্রিয়ের সহিত বুদ্ধিস্থানে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই বুদ্ধীন্দ্রিয় হইতে হিরণ্যগর্ভের বোদ্ধব্য বিষয়ে নিশ্চয়াত্মকজ্ঞান হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

টীকা

পাণীন্দ্রিয়েণ সহ স্বঃপতিঃ স্বর্গপতিরিন্দ্রঃ আবিশৎ ॥ ২১ ॥ যয়া প্রাপ্যং গন্তব্যং দেশং প্রপদ্যতে, তয়া গত্যাম্নু-মেয়েন স্বাংশেন স্বাধিষ্ঠেয়েন পাদেন্দ্রিয়েণ সহ আবিশৎ ॥ ২২ ॥ অথৈকস্যৈবান্তঃকরণস্য বোধবিক্রিয়াভিমান-বিবেকাখ্যাভির্বৃত্তিভির্ভেদেষু বুদ্ধিমনোঽহঙ্কারচিত্তেষু ব্রহ্মণঃ প্রবেশমাহ বুদ্ধিমিতি চতুর্ভিঃ। যতঃ সহায়-

হৃদয়ঞ্চাস্য নির্ভিন্নং চন্দ্রমা ধিষ্ণ্যমাবিশৎ।
মনসাংশেন যেনাসৌ বিক্রিয়াং প্রতিপদ্যতে ॥ ২৪ ॥
আত্মানঞ্চাস্য নির্ভিন্নমভিমানোঽবিশৎ পদম্।
কর্ম্মণাংশেন যেনাসৌ কর্ত্তব্যং প্রতিপদ্যতে ॥ ২৫ ॥
সত্ত্বঞ্চাস্য বিনির্ভিন্নং মহান্ ধিষ্ণ্যমুপাবিশৎ।
চিত্তেনাংশেন যেনাসৌ বিজ্ঞানং প্রতিপদ্যতে ॥ ২৬ ॥

অন্বয়

অস্য (বিরাট্‌দেহের) হৃদয়ং চ (হৃদয়স্থান) নির্ভিন্নং (উৎপন্ন হইল)। চন্দ্রমা (অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্র) অংশেন মনসা (আধেয় মন-ইন্দ্রিয়ের সহিত) ধিষ্ণ্যং (হৃদয়স্থানে) আবিশৎ (প্রবেশ করিলেন); যেন (যে মনের দ্বারা) অসৌ (হিরণ্যগর্ভ) বিক্রিয়াং (সঙ্কল্পাদিরূপ বিক্রিয়া) প্রতিপদ্যতে (প্রাপ্ত হইয়া থাকেন)॥ ২৪ ॥

অস্য (এই বিরাট্‌পুরুষের) নির্ভিন্নং (উৎপন্ন) আত্মানং পদং চ (অহঙ্কারস্থানে) অংশেন কর্ম্মণা (অহংবৃত্তির সহিত) অভিমানঃ (অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রুদ্র) অবিশৎ (প্রবেশ করিলেন); যেন (যে অহংবৃত্তির দ্বারা) অসৌ (সমষ্টি শরীরাভিমানী হিরণ্যগর্ভ) কর্ত্তব্যং প্রতিপদ্যতে (দেহগেহাদিতে "আমি আমার" ইত্যাদি গর্ব্ব করিয়া থাকেন)॥ ২৫ ॥

অস্য (এই বিরাট্‌দেহের) সত্ত্বং ধিষ্ণ্যং চ (চিত্তস্থান) বিনির্ভিন্নং (উৎপন্ন হইল); মহান্ (ক্ষেত্রজ্ঞ ব্রহ্মা) অংশেন চিত্তেন (আধেয় চেতনার সহিত) [তাহাতে] উপাবিশৎ (প্রবেশ করিলেন)। যেন (যে চেতনাদ্বারা) অসৌ (হিরণ্যগর্ভ) বিজ্ঞানং প্রতিপদ্যতে (বিজ্ঞান অনুভব করেন অর্থাৎ স্মরণ করেন)॥ ২৬ ॥

অনুবাদ

এই বিরাট্‌দেহে হৃদয়স্থান উৎপন্ন হইল; তখন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্র আধেয় মনের সহিত হৃদয়স্থানে প্রবেশ করিলেন। সেই মনের দ্বারা হিরণ্যগর্ভ সঙ্কল্পাদিরূপ বিক্রিয়া প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥

ভগবদালোচনার ফলে এই বিরাট্‌দেহে অহঙ্কার স্থান উৎপন্ন হইলে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রুদ্র আধেয় অহংবৃত্তির সহিত তাহাতে প্রবেশ করিলেন। সেই অহংবৃত্তির দ্বারা সমষ্টি দেহাভিমানী হিরণ্যগর্ভ দেহগেহ প্রভৃতিতে "আমি আমার" ইত্যাদি গর্ব্ব অনুভব করিয়া থাকেন ॥২৫॥

এই বিরাট দেহে চিত্তস্থান উৎপন্ন হইল; তখন ব্রহ্মা আধেয় চেতনার সহিত তাহাতে প্রবেশ করিলেন। সেই চেতনাদ্বারা হিরণ্যগর্ভ বিজ্ঞান অনুভব করেন অর্থাৎ স্মরণ করেন ॥ ২৬ ॥

টীকা

ভূতাদ্বাগীশাৎ ॥ ২৩ ॥ হৃদয়ং মনঃ যেন মনসাত্মিকায়াঃ বিক্রিয়ায়াঃ হেতুভূতেনাংশেন স্বকরণেন অসৌ জীবঃ বিক্রিয়াং সঙ্কল্পাদিরূপাম্ ॥ ২৪ ॥ আত্মানমহঙ্কারম্। অভিমন্যতে অনেনেতি অভিমানো রুদ্রঃ, কর্ম্মণাংশেন অহং দেবো মনুষ্যঃ মমেদমিত্যেবং বচনাদিকর্ম্মকৌশলেন কর্ত্তব্যং দেহগেহাদৌ ক্রিয়মাণমহন্তাং মমতাং চ

শীর্ষ্ণোঽস্য দ্যৌর্ধরা পদ্ভ্যাং খং নাভেরুদপদ্যতে।
গুণানাং বৃত্তয়ো যেষু প্রতীয়ন্তে সুরাদয়ঃ ॥ ২৭ ॥
আত্যন্তিকেন সত্ত্বেন দিবং দেবাঃ প্রপেদিরে।
ধরাং রজঃস্বভাবেন পণয়ো যে চ তাননু ॥ ২৮ ॥
তার্তীয়েন স্বভাবেন ভগবন্নাভিমাশ্রিতাঃ।
উভয়োরন্তরং ব্যোম যে রুদ্রপার্ষদাং গণাঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়

অস্য (এই বিরাট্পুরুষের) শীর্ষ্ণঃ (মস্তক হইতে) দ্যৌঃ (স্বর্গ), পদ্ভ্যাং (পদদ্বয় হইতে) ধরা (পৃথিবী), নাভেঃ (ও নাভি হইতে) খং (অন্তরীক্ষ) উদপদ্যতে (উৎপন্ন হইল); যেষু (যে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও অন্তরীক্ষলোকে) গুণানাং (সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের) বৃত্তয়ঃ (পরিণামস্বরূপ) সুরাদয়ঃ (দেব মনুষ্যাদি) প্রতীয়ন্তে (প্রতীত হইয়া থাকে) ॥ ২৭ ॥

দেবাঃ (দেবতাগণ) আত্যন্তিকেন (অতিশয়) সত্ত্বেন (সত্ত্বগুণপ্রভাবে) দিবং (স্বর্গলোক) প্রপেদিরে (প্রাপ্ত হইয়াছেন), পণয়ঃ (পণ ধাতুর অর্থ ব্যবহার ; যাহারা যাগাদির অনুষ্ঠান করে, তাহারা অর্থাৎ মনুষ্যগণ) রজঃস্বভাবেন (রজোগুণপ্রভাবে অর্থাৎ রজোগুণাধিক্যবশতঃ) ধরাং (পৃথিবীলোক) প্রপেদিরে (প্রাপ্ত হইয়াছে), যে চ (আর যাহারা) তান্ অনু [বর্ত্তন্তে] (সেই মনুষ্যগণের অনুবর্ত্তন করে অর্থাৎ প্রয়োজনসাধক হইয়া থাকে, সেই সকল গবাদিও পৃথিবীলোক প্রাপ্ত হইয়াছে) ॥ ২৮ ॥

তার্তীয়েন স্বভাবেন (তমোগুণ স্বভাবপ্রযুক্ত) যে রুদ্রপার্ষদাং গণাঃ (রুদ্রানুচরগণ) উভয়োঃ (স্বর্গ

অনুবাদ

এই বিরাট্পুরুষের মস্তক হইতে স্বর্গ, পদদ্বয় হইতে পৃথিবী ও নাভি হইতে অন্তরীক্ষ লোক উৎপন্ন হইল। এই সকল লোকে সত্ত্বাদি ত্রিগুণের পরিণাম দেবতা, মনুষ্য, খেচর প্রভৃতি প্রতীত হইতেছে। [অর্থাৎ সত্ত্বগুণপ্রধান দেবগণ স্বর্গে, রজোগুণ-প্রধান মনুষ্য প্রভৃতি পৃথিবীতে ও তমোগুণপ্রধান খেচর আকাশে অবস্থান করিতেছে] ॥ ২৭ ॥

দেবতাগণ অত্যুজ্জ্বল সত্ত্বগুণপ্রভাবে অর্থাৎ সত্ত্বগুণাধিক্যবশতঃ স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইল ; মনুষ্যগণ রজোগুণপ্রভাবে অর্থাৎ রজোগুণাধিক্যবশতঃ পৃথিবীলোক প্রাপ্ত হইল এবং মনুষ্যগণের প্রয়োজনসাধক গবাদি পশু প্রভৃতিও পৃথিবীলোক প্রাপ্ত হইল ॥ ২৮ ॥

তমোগুণস্বভাব বশতঃ রুদ্রদেবের অনুচরগণ স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী ভগবানের নাভিস্থানীয় আকাশ আশ্রয় করিল অর্থাৎ অন্তরীক্ষলোক প্রাপ্ত হইল ॥ ২৯ ॥

টীকা

প্রতিপদ্যতে ॥ ২৫ ॥ সত্ত্বং চিত্তম্ মহান্ ক্ষেত্রজ্ঞঃ, চিত্তেনাংশেন চেতনয়া, বিজ্ঞানং বিবেকং ॥ ২৬ ॥ ভগবদ্দেহাত্ত্রিলোকোৎপত্তিমাহ—শীর্ষ্ণ ইতি। অস্য বৈরাজস্য ভগবতঃ, যেষু দ্যুপ্রভৃতিষু গুণানাং সত্ত্বাদীনাং বৃত্তয়ঃ প্রতীয়ন্তে ॥ ২৭ ॥ গুণানাং বৃত্তয় ইত্যর্দ্ধশ্লোকার্থং প্রপঞ্চয়তি আত্যন্তিকেনেতি দ্বাভ্যাম্। আত্যন্তিকেন উর্জ্জিতেন, পণ্যন্তে যাগাদিনা ব্যবহরন্তীতি পণয়ো মনুষ্যাদয়ঃ যে চ তাননু মনুষ্যোপকরণ-ভূতা গবাদয়স্তে চ ধরাং প্রপেদিরে ॥ ২৮ ॥ তার্তীয়েন তামসেন উভয়োর্দ্যাবাপৃথিব্যোরন্তরং মধ্যে ব্যোম

মুখতোঽবর্ত্তত ব্রহ্ম পুরুষস্য কুরূদ্বহ !।
যস্তূন্মুখত্বাদ্বর্ণানাং মুখ্যোঽভূদ্‌ব্রাহ্মণো গুরুঃ ॥ ৩০ ॥
বাহুভ্যোঽবর্ত্তত ক্ষত্রং ক্ষত্রিয়স্তদনুব্রতঃ।
যো জাতস্ত্রায়তে বর্ণান্ পৌরুষঃ কণ্টকক্ষতাৎ ॥ ৩১ ॥
বিশোঽবর্ত্তন্ত তস্যোর্ব্বোর্লোকবৃত্তিকরীর্বিভোঃ।
বৈশ্যস্তদুদ্ভবো বার্ত্তাং নৃণাং যঃ সমবর্ত্তয়ৎ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়

ও পৃথিবীর) অন্তরং (মধ্যবর্ত্তী) ভগবন্নাভিং ব্যোম আশ্রিতাঃ (ভগবানের নাভিস্থানীয় আকাশ আশ্রয় করিয়াছে) ॥ ২৯ ॥

কুরূদ্বহ! (হে কুরুবংশধর বিদুর!) পুরুষস্য (বিরাট্‌পুরুষের) মুখতঃ (মুখ হইতে) ব্রহ্ম (বেদ) অবর্ত্তত (নিঃসৃত হইয়াছে)। যঃ তু ব্রাহ্মণঃ (আর যে ব্রাহ্মণ) উন্মুখত্বাৎ (মুখ হইতে উদ্ভূত বলিয়া) বর্ণানাং (বর্ণসমূহের মধ্যে) মুখ্যঃ (শ্রেষ্ঠ) গুরুঃ (ও গুরু), [সেই ব্রাহ্মণও মুখ হইতে] অভূৎ (উদ্ভূত হইয়াছেন) ॥ ৩০ ॥

[বিরাট্‌ পুরুষের] বাহুভ্যঃ (বাহুসমূহ হইতে) ক্ষত্রং (পালনরূপা বৃত্তি) অবর্ত্তত (উদ্ভূত হইল); তদনুব্রতঃ (সেই পালনরূপা বৃত্তির অনুবর্ত্তনকারী) ক্ষত্রিয়ঃ [অপি] জাতঃ (ক্ষত্রিয়ও উদ্ভূত হইল)। যঃ পৌরুষঃ (যে বিরাট্‌পুরুষের বাহু হইতে সমুৎপন্ন ক্ষত্রিয়) বর্ণান্ (বর্ণসমূহকে) কণ্টকক্ষতাৎ (চৌরাদির উপদ্রব হইতে) ত্রায়তে (রক্ষা করিয়া থাকে) ॥ ৩১ ॥

তস্য বিভোঃ (সেই বিরাট্‌পুরুষের) ঊর্ব্বোঃ (উরুদ্বয় হইতে) লোকবৃত্তিকরীঃ (লোকসমূহের

অনুবাদ

হে কুরুবংশধর বিদুর! বিরাট্‌পুরুষের মুখ হইতে বেদ নিঃসৃত হইয়াছে। আর যে ব্রাহ্মণ বর্ণসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও গুরু, সেই ব্রাহ্মণও বিরাট্‌পুরুষের মুখ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছেন অর্থাৎ অধ্যাপনাদিদ্বারা বেদ ব্রাহ্মণগণের বৃত্তি; সেই বেদের সহিত ব্রাহ্মণ বিরাট্‌পুরুষের মুখ হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন ॥ ৩০ ॥

বিরাট্‌পুরুষের বাহুসমূহ হইতে পালনরূপা বৃত্তি সমুদ্ভূতা হইল ও সেই পালনরূপা বৃত্তির অনুবর্ত্তনকারী ক্ষত্রিয়ও উৎপন্ন হইল অর্থাৎ পালনাদি ক্ষত্রিয়গণের বৃত্তি; সেই পালনাদির সহিত ক্ষত্রিয় বিরাট্‌পুরুষের বাহু হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছেন। ক্ষত্রিয়গণই বর্ণসকলকে চৌরাদির উপদ্রব হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন ॥ ৩১ ॥

বিরাট্‌পুরুষের উরুদ্বয় হইতে লোকসমূহের জীবিকানির্ব্বাহক কৃষ্যাদি ব্যবসায় সমুদ্ভূত

টীকা

অন্তরীক্ষং তদেব ভগবন্নাভিমাশ্রিতাঃ ॥ ২৯ ॥ পুরুষস্য ভগবতো মুখতো ব্রহ্ম বেদঃ ব্রাহ্মণবৃত্তিহেতুঃ **অবর্ত্তত** জাতম্। **যস্তূন্মুখত্বাৎ** মুখোদ্ভূতত্বাৎ **বর্ণানাং মুখ্যঃ** অগ্রগণ্যঃ অতএব **গুরুশ্চ অভূৎ** সোঽপি মুখতোঽবর্ত্তত ইত্যনুষঙ্গঃ ॥ ৩০ ॥ **ক্ষত্রং** ক্ষত্রিয়বৃত্তিহেতুঃ পুরুষস্য **বাহুভ্যোঽবর্ত্তত**। **তদনুব্রতঃ** ক্ষত্রানুসৃতঃ ক্ষত্রিয়োঽপি **পৌরুষঃ** পুরুষবাহুজ ইত্যর্থঃ। যঃ **কণ্টকেভ্যঃ** চৌরাদিভ্যো যৎ **ক্ষত**মুপদ্রবস্তস্মাৎ **ত্রায়তে** রক্ষতি ॥ ৩১ ॥ **লোকস্য বৃত্তিকরীঃ** জীবিকাহেতবঃ **বিশঃ** কৃষ্যাদিব্যবসায়াঃ **তস্য পুরুষস্য ঊর্ব্বোর**-

পদ্ভ্যাং ভগবতো জজ্ঞে শুশ্রূষা ধর্ম্মসিদ্ধয়ে।
তস্যাং জাতঃ পুরা শূদ্রো যদ্‌বৃত্ত্যা তুষ্যতে হরিঃ ॥ ৩৩ ॥
এতে বর্ণাঃ স্বধর্ম্মেণ যজন্তি স্বগুরুং হরিম্‌।
শ্রদ্ধয়াত্মবিশুদ্ধ্যর্থং যজ্জাতাঃ সহ বৃত্তিভিঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়

জীবিকার উপায়) বিশঃ (কৃষ্যাদিব্যবসায়) অবর্ত্তন্ত (উদ্ভূত হইল), বৈশ্যঃ অপি (বৈশ্যও) তদ্ভবঃ (সেই বিরাট্‌পুরুষের উরুদ্বয় হইতেই সমুদ্ভূত); যঃ (যে বৈশ্য) নৃণাং (মানবগণের) বার্ত্তাং (জীবিকা) [স্বীয় বৃত্তির দ্বারা] সমবর্ত্তয়ৎ (সম্পাদন করিয়া থাকে) ॥ ৩২ ॥

ভগবতঃ (বিরাট্‌পুরুষ ভগবানের) পদ্ভ্যাং (পদদ্বয় হইতে) পুরা (অগ্রে) শুশ্রূষা (পরিচর্য্যা অর্থাৎ সেবা) জজ্ঞে (উৎপন্ন হইল); তস্যাং (সেবা উৎপন্ন হইলে) ধর্ম্মসিদ্ধয়ে (ধর্ম্মসিদ্ধির জন্য) অর্থাৎ ত্রৈবর্ণিকের পরিচর্য্যার জন্য] শূদ্রঃ জাতঃ (শূদ্র উৎপন্ন হইল); যদ্‌বৃত্ত্যা (যে শূদ্রের সেবাবৃত্তির দ্বারা) হরিঃ তুষ্যতে (শ্রীহরি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন) ॥ ৩৩ ॥

এতে বর্ণাঃ (এই ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়) বৃত্তিভিঃ সহ (বৃত্তিসমূহের সহিত) যজ্জাতাঃ (যাঁহা হইতে জন্মিয়াছেন), আত্মবিশুদ্ধ্যর্থং (চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত) শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধার সহিত) [তং] স্বগুরুং হরিং (সেই গুরু শ্রীহরিকে) স্বধর্ম্মেণ (তাহারা নিজ নিজ বর্ণোচিত ধর্ম্মানুসারে) যজন্তি (যজনা করিয়া থাকেন) ॥৩৪॥

অনুবাদ

হইল এবং সেই উরুদ্বয় হইতেই বৈশ্যও উৎপন্ন হইল। বৈশ্যই স্বীয় বৃত্তির দ্বারা মানবগণের জীবিকা সম্পাদন করিয়া থাকে অর্থাৎ কৃষ্যাদিব্যবসায় বৈশ্যের জীবিকার উপায়; সেই ব্যবসায়ের সহিত বৈশ্য বিরাট্‌পুরুষের উরুদ্বয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৩২ ॥

বিরাট্‌পুরুষের পদদ্বয় হইতে প্রথমে পরিচর্য্যা উৎপন্ন হইল। ধর্ম্মসিদ্ধির নিমিত্তস্থানীয় সেই পরিচর্য্যা উৎপন্ন হইলে ত্রৈবর্ণিকের পরিচর্য্যার জন্য বিরাট-পুরুষের পদদ্বয় হইতেই শূদ্রও উৎপন্ন হইল অর্থাৎ পরিচর্য্যা শূদ্রগণের জীবিকার উপায়; সেই পরিচর্য্যার সহিত শূদ্র বিরাট্‌পুরুষের পদদ্বয় হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে। শূদ্রের সেবাবৃত্তির দ্বারা স্বয়ং শ্রীহরি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন ॥ ৩৩ ॥

এই ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় স্ব স্ব বৃত্তির সহিত বিরাট্‌পুরুষ ভগবান্‌ হইতে জন্মিয়াছে। ভগবান্‌ তাহাদের গুরু, কারণ তিনি তাহাদের জন্মদাতা ও বৃত্তিদাতা; অতএব তাহারা চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত শ্রদ্ধার সহিত সেই গুরু শ্রীহরিকে নিজ নিজ বর্ণোচিত ধর্ম্মানুসারে পূজা করিয়া থাকেন ॥ ৩৪ ॥

টীকা

বর্ত্তন্ত, তদ্ভবঃ পুরুষোদ্ভবঃ ॥ ৩২ ॥ ভগবতঃ পুরুষস্য বিষ্ণোঃ পদ্ভ্যাং শুশ্রূষা জজ্ঞে, তস্যাং নিমিত্তভূতায়াং জাতায়াং সত্যাং ধর্ম্মসিদ্ধয়ে ত্রৈবর্ণিকপরিচর্য্যার্থং শূদ্রোঽপি পদ্ভ্যাং জজ্ঞে। যস্য বৃত্ত্যা হরিঃ স্বয়ং তুষ্যতি ॥ ৩৩।৩৪ ॥ ভো ক্ষত্তঃ! বিদুর! দৈবকর্ম্মাত্মরূপিণ ইতি দৈবাদিশব্দবাচ্যকালকর্ম্মস্বভাবরূপাণি

এতৎ ক্ষত্তর্ভগবতো দৈবকর্ম্মাত্মরূপিণঃ।
কঃ শ্রদ্দধ্যাদুপাকর্ত্তুং যোগমায়াবলোদয়ম্ ॥ ৩৫ ॥
অথাপি কীর্ত্তয়াম্যঙ্গ! যথামতি যথাশ্রুতম্।
কীর্ত্তিং হরেঃ স্বাং সৎকর্ত্তুং গিরমন্যাভিধাসতীম্ ॥ ৩৬ ॥
একান্তলাভং বচসো নু পুংসাং সুশ্লোকমৌলেগুর্ণবাদমাহুঃ।
শ্রুতেশ্চ বিদ্বদ্ভিরুপাকৃতায়াং কথাসুধায়ামুপসংপ্রয়োগম্ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়

ক্ষত্তঃ! (হে বিদুর!) দৈবকর্ম্মাত্মরূপিণঃ (কাল, কর্ম্ম ও স্বভাবশক্তিযুক্ত) ভগবতঃ (ভগবানের) যোগমায়াবলোদয়ম্ (যোগমায়াবলে বিরাট্সৃষ্ট্যাদি) উপাকর্ত্তুং (সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করিতে) কঃ (কোন্ ব্যক্তি) শ্রদ্দধ্যাৎ (শ্রদ্ধা করিতে অর্থাৎ ইচ্ছা করিতে পারে?) [অর্থাৎ বর্ণনার ইচ্ছাই করা যায় না, বর্ণনা করা ত দূরের কথা] ॥ ৩৫ ॥

অঙ্গ! (হে বিদুর!) অথাপি (তাহা হইলেও) অন্যাভিধাসতীম্ (হরিবিমুখ জনের নামোচ্চারণে মলিন) স্বাং গিরং (স্বকীয় বাক্যকে) সৎকর্ত্তু (পবিত্র করিবার জন্য) হরেঃ কীর্ত্তিং (শ্রীহরির যশঃ) [আমি] যথাশ্রুতং (গুরুমুখে যেমন শ্রবণ করিয়াছি) যথামতি (বুদ্ধি অনুসারে) কীর্ত্তয়ামি (তাহা কীর্ত্তন করিতেছি) ॥ ৩৬ ॥

সুশ্লোকমৌলেঃ (পবিত্রকীর্ত্তিগণের শিরোমণি শ্রীহরির) গুণানুবাদং (গুণকীর্ত্তন) পুংসাং (মানবগণের) বচসঃ (বাক্যের) একান্তলাভং নু (নিশ্চিত পরমলাভ) বিদ্বদ্ভিঃ (ও পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক) উপকৃতায়াং (উচ্চারিত) কথাসুধায়াং (বার্কাসুধায়) শ্রুতেঃ চ (কর্ণেন্দ্রিয়ের) উপসংপ্রয়োগম্ (নিয়োজন) [একান্তলাভং নু] (নিশ্চিত পরমলাভ) আহুঃ (ইহা বিবেকিগণ বলিয়া থাকেন)॥ [শ্লোকস্থ চকারের দ্বারা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণেরও ভগবন্মূর্ত্তিদর্শনাদি পরমলাভ ইহা বুঝিতে হইবে] ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ

হে বিদুর! কাল, কর্ম্ম ও স্বভাবশক্তিযুক্ত ভগবানের যোগমায়াবলে বিরাট্সৃষ্টি প্রভৃতি সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করিতে কোন্ ব্যক্তিই বা অভিলাষ করিতে পারে? অর্থাৎ বর্ণনার ইচ্ছাই করা যায় না, বর্ণনা করা ত দূরের কথা ॥ ৩৫ ॥

হে বিদুর! তাহা হইলেও আমি হরিবিমুখজনের নামোচ্চারণে মলিন স্বকীয় বাক্যকে পবিত্র করিবার জন্য শ্রীহরির লীলা গুরুমুখে যেমন শ্রবণ করিয়াছি ও যেমন ধারণা করিতে পারিয়াছি, তদনুসারে কীর্ত্তন করিতেছি ॥ ৩৬ ॥

পবিত্রকীর্ত্তিগণের শিরোমণি শ্রীহরির গুণকীর্ত্তনই মানবগণের বাক্যের পরম লাভ

টীকা

প্রবর্ত্তকতয়া সন্তি অস্যেতি স তথা, তস্য যোগমায়াবলেন উজ্জৃম্ভিতবিরাট্সৃষ্ট্যাদি উপাকর্ত্তুং কার্ৎস্ন্যেন ব্যাকর্ত্তুং বর্ণয়িতুং কঃ শ্রদ্দধ্যাৎ। বর্ণনে অস্য তু কা কথা; বর্ণনেচ্ছামাত্রমপি কঃ কুর্য্যাদিত্যর্থঃ॥ ৩৫ ॥ তথাপি যথাশ্রুতং তত্রাপি যথামতি হরেঃ কীর্ত্তিং যশঃ হে অঙ্গ! বিদুর! কীর্ত্তয়ামি; তত্র স্বার্থমাহ স্বামিতি; অন্যাভিধয়া হরিবহির্ম্মুখজনাভিধানেন অসতীং ভ্রষ্টাং স্বাং স্বকীয়াং বাচং সৎকর্ত্তুং সাধ্বীং কর্ত্তুং ॥ ৩৬ ॥ পুংসাং বচসঃ একান্ততঃ অব্যভিচারতঃ লাভং গুণানুবাদং নু নিশ্চিতমাহুঃ। শ্রুতেঃ কর্ণেন্দ্রিয়স্য

আত্মনোঽবসিতো বৎস ! মহিমা কবিনাদিনা।
সংবৎসরসহস্রান্তে ধিয়া যোগবিপক্কয়া ॥ ৩৮ ॥
অতো ভগবতো মায়া মায়িনামপি মোহিনী।
যৎ স্বয়ঞ্চাত্মবর্ত্মাত্মা ন বেদ কিমুতাপরে ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়

[পূর্ব্বে ভগবন্মহিমা দুর্জ্ঞেয় বলা হইয়াছে ; অতএব ভগবান্‌ও দুর্জ্ঞেয় বুঝা গেল। তাহা হইলে ত মোক্ষ হইতে পারে না ? ইহার উত্তরে ভগবান্ যোগাদি সাধনের দ্বারা জ্ঞেয় হইয়া থাকেন, ইহাই বলিতেছেন] বৎস! (হে বিদুর !) আত্মনঃ (পরমাত্মার) মহিমা (প্রভাব) আদিনা কবিনা (আদিকবি ব্রহ্মা) যোগবিপক্কয়া (ধ্যানপরিনিষ্পন্ন) ধিয়া (বুদ্ধিদ্বারা) সংবৎসরসহস্রান্তে (সহস্র বৎসর পরে) অবসিতঃ (জ্ঞাত হইয়াছিলেন) ॥ ৩৮ ॥

[ভগবৎপুত্র ব্রহ্মাও দীর্ঘকালসাধ্য ধ্যানের পূর্ব্বে ভগবন্মহিমা কেন জানিতে পারেন নাই, তাহাই বলিতেছেন] যৎ (যেহেতু) ভগবতো মায়া (ভগবানের মায়া) মায়িনাম অপি (আশ্চর্য্য শক্তিশালী ব্রহ্মাদিরও) মোহিনী (মোহোৎপাদিকা) ; অতঃ (অতএব) স্বয়ম আত্মা চ (ধ্যানবলনিরপেক্ষ ভগবৎপুত্র ব্রহ্মাও) আত্মবর্ত্ম (ভগবন্মার্গ) ন বেদ (জানিতে পারেন নাই) ; কিম্ উত অপরে (অপরে যে জানিতে পারিবে না সেই বিষয়ে আর বক্তব্য কি ?) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ

এবং পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক কীর্ত্তিত শ্রীহরির কথামৃতে শ্রবণেন্দ্রিয়ের নিয়োজনই শ্রবণেন্দ্রিয়ের পরম লাভ অর্থাৎ শ্রীহরির গুণকীর্ত্তনই বাক্যের পরম সার্থকতা ও শ্রীহরির লীলাগুণ-শ্রবণই শ্রবণেন্দ্রিয়ের পরম সার্থকতা। সেইরূপ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণেরও ভগবন্মূর্ত্তি দর্শন করাই পরম লাভ, ইহা বিবেকিগণ বলিয়া থাকেন ॥ ৩৭ ॥

[পূর্ব্বে ভগবন্মহিমা দুর্জ্ঞেয় বলা হইয়াছে ; অতএব ভগবান্‌ও দুর্জ্ঞেয় ; ফলতঃ মোক্ষ হইতে পারে না, এই আশঙ্কা নিবারণের জন্য "ভগবান্ ও ভগবন্মহিমা যোগাদি সাধনের দ্বারা জ্ঞেয়" ইহাই বলিতেছেন]—হে বিদুর ! আদিকবি ব্রহ্মা সহস্রবৎসর ধ্যান করিয়া যোগপরিপক্ক বুদ্ধির দ্বারা সহস্রবৎসরান্তে ভগবন্মহিমা অবগত হইয়াছিলেন ॥ ৩৮॥

যেহেতু ভগবানের মায়া আশ্চর্য্যশক্তিসম্পন্ন ব্রহ্মাদি দেবগণেরও মোহজনিকা ; অতএব সাক্ষাৎ ভগবৎপুত্র হইয়াও ব্রহ্মা ধ্যান ব্যতীত ভগবন্মহিমা জানিতে পারেন নাই ; কিন্তু যখন সহস্রবৎসর ধ্যান করিয়াছেন, তখনই জানিতে পারিয়াছেন। অপরে যে ভগবন্মহিমা জানিতে পারিবে না সে বিষয়ে আর বক্তব্য কি ? ॥ ৩৯ ॥

টীকা

উপাকৃতায়াং প্রবর্ত্তিতায়াং কথা এব সুধা তস্যাম্ উপসম্প্রয়োগম্ সুগ্রাহকতয়া যোজনম্। চকারাচ্চক্ষুরাদীনাং তল্লিঙ্গদর্শনাদৌ উপসম্প্রয়োগমিত্যূহ্যম্ ॥ ৩৭ ॥ নমু "কঃ শ্রদ্দধ্যাদুপাকর্ত্তু" মিত্যনেন যদি ভগবদ্যশস এব দুর্জ্ঞেয়ত্বমুক্তং তর্হি সুতরাং ভগবতো দুর্জ্ঞেয়ত্বমতোঽনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ স্যাদিত্যত্র সাধনেন ভগবান্ জ্ঞেয় এবেত্যাহ—আত্মনঃ ইতি। আত্মনঃ পরমাত্মনঃ মহিমা কবিনা যোগবিপক্কয়া ধ্যাননিষ্পন্নয়া অবসিতঃ

যতোঽপ্রাপ্য ন্যবর্ত্তন্ত বাচশ্চ মনসা সহ।
অহঞ্চান্য ইমে দেবাস্তস্মৈ ভগবতে নমঃ ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে
বিদুরমৈত্রেয়-সংবাদে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥৬॥

অন্বয়

[যাঁহাকে পাইবার নিমিত্ত প্রবৃত্ত হইয়া] অপ্রাপ্য (পরন্তু প্রাপ্ত না হইয়াই) যতঃ (যাঁহা হইতে) মনসা সহ (মনের সহিত) বাচঃ (বাক্য সকল) ন্যবর্ত্তন্ত (প্রতিনিবৃত্ত হইয়া থাকে) [এবং] অহং চ (অহঙ্কারাধিষ্ঠাতা রুদ্র), ইমে দেবাঃ (এই সকল দেবতাগণ) অন্যে চ (ও অপর সকলে) ন্যবর্ত্তন্ত (প্রতি-নিবৃত্ত হইয়া থাকেন), [আমি] তস্মৈ ভগবতে (সেই ভগবান্‌কে) নমঃ (নমস্কার করি) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ

যাঁহাকে লাভ করিবার নিমিত্ত প্রবৃত্ত হইয়া লাভ না করিয়াই যাঁহা হইতে মনের সহিত বাক্যসকল প্রতিনিবৃত্ত হইয়া থাকে এবং রুদ্রদেব, দেবতাগণ ও অপর সকলে যাঁহাকে না পাইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইয়া থাকেন, আমি সেই ভগবান্‌কে নমস্কার করি অর্থাৎ যিনি অবাঙ্‌মনসগোচর ও রুদ্রাদি দেবগণের দুর্জ্ঞেয়, আমি সেই ভগবান্‌কে প্রণাম করিতেছি ॥ ৪০ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত হইল ॥ ৬ ॥

টীকা

জ্ঞাতঃ ॥ ৩৮ ॥ ননু ভগবৎপুত্রোঽপি মহতা কালসাধ্যেন ধ্যানেন জ্ঞাতবান্। ততঃ পূর্ব্বং ন বেদ, তত্র কারণং কিমত্রাহ—অত ইতি। যৎ যতঃ ভগবতো মায়া মায়িনাং আশ্চর্য্যশক্তিমতাং ব্রহ্মাদীনামপি মোহিনী, অতঃ স্বয়ং ধ্যাননৈরপেক্ষ্যেণ আত্মা ভগবৎপুত্রোঽপি আত্মবর্ত্ম ভগবদ্বর্ত্ম ন বেদ, অপরে ন বিদুরিতি কিমুবক্তব্যম্। সর্ব্বে জীবা ভগবদংশভূতা অপি তন্মায়ামোহিতত্বাৎ তং ন জানন্তি। সাধন-সম্পত্ত্যা তু জানন্তীতি ফলিতোঽর্থঃ ॥ ৩৯ ॥ এবং ভগবতো জ্ঞানবিষয়ত্বমুপপাদ্য অথ ইয়ত্তয়া তু বাগাদ্য-বিষয়ত্বং ভগবতো বদন্ নমস্করোতি—যত ইতি ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে তৃতীয়স্কন্ধে সিদ্ধান্তপ্রদীপে
ষষ্ঠাধ্যায়ার্থপ্রকাশঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ

এবং ব্রুবাণং মৈত্রেয়ং দ্বৈপায়নসুতো বুধঃ।
প্রীণয়ন্নিব ভারত্যা বিদুরঃ প্রত্যভাষত ॥ ১ ॥

শ্রীবিদুর উবাচ

ব্রহ্মন্! কথং ভগবতশ্চিন্মাত্রস্যাবিকারিণঃ।
লীলয়া বাপি যুজ্যেরন্ নির্গুণস্য গুণাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়

শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) [হে মহারাজ!] দ্বৈপায়নসুতঃ (ব্যাসপুত্র) বুধঃ (জ্ঞানী) বিদুরঃ (বিদুর) এবং ব্রুবাণং (পূর্ব্বোক্তপ্রকারে বক্তা) মৈত্রেয়ং (মৈত্রেয় ঋষিকে) ভারত্যা (প্রণয়যুক্ত প্রার্থনাবাক্যের দ্বারা) প্রীণয়ন্ ইব (প্রসন্ন করিয়াই যেন) প্রত্যভাষত (তাঁহার প্রতি বলিতে লাগিলেন) ॥ ১ ॥

শ্রীবিদুরঃ উবাচ (বিদুর বলিতে লাগিলেন) ব্রহ্মন্! (হে মৈত্রেয়!) চিন্মাত্রস্য (চিচ্ছক্তিমান্) নির্গুণস্য (প্রাকৃত গুণরহিত) অবিকারিণঃ ("আমি এই লীলাদ্বারাই সুখী হইব" এই প্রকার বিকারশূন্য) ভগবতঃ (ষড়ৈশ্বর্য্যশালী শ্রীহরির) লীলয়া বাপি (লীলানিমিত্তই বা) কথং (কি প্রকারে) গুণাঃ ক্রিয়াঃ (বিশ্বকর্তৃত্বাদি ও বিশ্বসৃষ্ট্যাদিব্যাপার) যুজ্যেরন্ (যুক্তিযুক্ত হইতে পারে?) ॥ ২ ॥

অনুবাদ

শুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ! দ্বৈপায়নপুত্র পরমজ্ঞানী বিদুর পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বক্তা মৈত্রেয়ঋষিকে প্রণয়যুক্ত প্রার্থনাবাক্যের দ্বারা প্রসন্ন করিয়াই যেন তাঁহার প্রতি বলিতে লাগিলেন অর্থাৎ ভগবল্লীলাবিষয়ক প্রশ্নের দ্বারা মৈত্রেয়ঋষি পূর্ব্বেই বিদুরের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন; এক্ষণে বক্ষ্যমাণ প্রশ্নের দ্বারা আরও প্রসন্ন হইলেন ॥ ১ ॥

বিদুর বলিতে লাগিলেন—হে ব্রহ্মন্! চিচ্ছক্তিমান্ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী শ্রীহরি নির্গুণ

টীকা

সপ্তমে বিদুরকৃত আক্ষেপস্তৎপরিহারঃ, পুনঃ বিদুরকৃতাঃ প্রশ্নাশ্চ নিরূপ্যন্তে—এবমিতি। "অথ তে ভগবল্লীলা যোগমায়োপবৃংহিতাঃ। বিশ্বস্থিত্যুদ্ভবান্তার্থা বর্ণয়াম্যনুপূর্ব্বশঃ॥ ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুঃ। স বা এষ তদা দ্রষ্টা নাপশ্যদ্দৃশ্যমেকরাট্॥ মেনেঽসন্তমিবাত্মানং সুপ্তশক্তিরসুপ্তদৃক্॥ সা বা এতস্য সংদ্রষ্টুঃ শক্তিঃ সদসদাত্মিকা। মায়া নাম মহাভাগ! যয়েদং নির্ম্মমে বিভু"রিত্যেবং ব্রুবাণং ভারত্যা প্রীণয়ন্নিব প্রসন্নীকুর্ব্বন্নিব প্রত্যভাষত। ইবশব্দঃ বহুভির্বিদুরগুণৈঃ পূর্ব্বমেব তৎপ্রসন্নতাং দ্যোতয়তি ॥ ১ ॥ হে ব্রহ্মন্! চিন্মাত্রস্য চিদ্রূপা মাত্রা জ্ঞাতৃত্বশক্তির্যস্য তস্য সর্ব্বপ্রবৃত্তিনিমিত্তাভিজ্ঞস্য নির্গুণস্য হেয়গুণরহিতস্য অবিকারিণঃ অনয়া লীলয়ৈব সুখী স্যামিত্যেবং বিকারশূন্যস্য উভয়ত্র হেতুগর্ভং বিশেষণং ভগবতঃ স্বাভাবিকষাড়্গুণ্যসিন্ধোঃ লীলয়া হেতুভূতয়া লীলার্থমিত্যর্থঃ, গুণাঃ বিশ্বকর্তৃত্বাদয়ঃ

ক্রীড়ায়ামুদ্যমোঽর্ভস্য কামশ্চিক্রীড়িষান্যতঃ।
স্বতস্তৃপ্তস্য চ কথং নিবৃত্তস্য সদান্যতঃ ॥ ৩ ॥
অস্রাক্ষীদ্ভগবান্ বিশ্বং গুণময্যাত্মমায়য়া।
তয়া সংস্থাপয়ত্যেতদ্ভূয়ঃ প্রত্যপিধাস্যতি ॥ ৪ ॥

অন্বয়

অর্ভস্য (বালকের) ক্রীডায়াম্ (খেলায়) উদ্যমঃ (প্রবৃত্তির কারণ) কামঃ (স্বীয় অভিলাষ); অন্যতঃ চ (অথবা অপর বালকের প্রেরণায়) চিক্রীডিষা (ক্রীড়ার ইচ্ছা) [হইয়া থাকে]; স্বতস্তৃপ্তস্য (পূর্ণকাম)অন্যতঃ সদা নিবৃত্তস্য (সতত দ্বিতীয়শূন্য ভগবানের) কথং (কি প্রকারে) [কামঃ চিক্রীড়িষা চ স্যাৎ ?] (স্বীয় অভিলাষ বা অপরের প্রেরণায় ক্রীডেচ্ছা হইতে পারে ?) ॥ ৩ ॥

ভগবান্ (ষড়ৈশ্বর্য্যশালী শ্রীহরি) গুণময্যা (ত্রিগুণাত্মিকা) আত্মমায়য়া (স্বীয় শক্তিভূতা প্রকৃতির দ্বারা) এতৎ বিশ্বং (এই জগৎ) অস্রাক্ষীৎ (সৃষ্টি করিয়াছেন); তয়া (সেই স্বশক্তির দ্বারা) সংস্থাপয়তি (পালন করিতেছেন) ভূয়ঃ (এবং পুনরায়) প্রত্যপিধাস্যতি (সৃষ্টির বিপরীতক্রমে সংহার করিবেন) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ

অর্থাৎ প্রাকৃতগুণরহিত এবং "আমি এই লীলাদ্বারাই সুখী হইব" এই প্রকার বিকারশূন্য ; অতএব তাঁহার লীলা নিমিত্তই বা কিরূপে বিশ্বকর্ত্তৃত্বাদি ও বিশ্বসৃষ্ট্যাদিব্যাপার যুক্তিযুক্ত হইতে পারে ? ॥ ২ ॥

[লীলার নিমিত্ত যে ভগবানের বালকের ন্যায় বিশ্বকর্তৃত্বাদি ও বিশ্বসৃষ্ট্যাদিব্যাপার হইতে পারে না, তাহাই বলিতেছেন]—বালকের স্বীয় অভিলাষ অথবা অন্য বালকের প্রেরণায়ই ক্রীড়ার ইচ্ছা হইয়া থাকে ; যিনি সর্ব্বদা পূর্ণকাম ও সতত দ্বিতীয়শূন্য, সেই ভগবানের কি প্রকারে স্বীয় অভিলাষ বা অপরের প্রেরণায় ক্রীড়া করিবার ইচ্ছা হইতে পারে ? অর্থাৎ পূর্ণকামের অভিলাষ এবং দ্বিতীয়শূন্যের অপরের প্রেরণা কখনও সম্ভাবিত হয় না বলিয়া আপনি যে "এক ভগবান্ই লীলাহেতু বিশ্বসৃষ্ট্যাদি করিয়াছেন" ইহা বলিয়াছেন, তাহা কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে ? ॥ ৩ ॥

[হে ব্রহ্মন্ ! আপনি যে ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছেন] ভগবান্ ত্রিগুণাত্মিকা স্বশক্তির দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, স্বশক্তির দ্বারাই ইহাকে পালন করিতেছেন এবং পুনরায় সেই শক্তির দ্বারাই সৃষ্টির বিপরীতক্রমে লয় করিবেন ॥ ৪ ॥

টীকা

ক্রিয়াঃ বিশ্বসৃষ্ট্যাদিব্যাপারাশ্চ কথং যুজ্যেরন্ যুক্তাঃ স্যুরিত্যর্থঃ ॥২॥ নন্বু কো দোষ ইত্যত্রাহ—ক্রীড়ায়ামিতি। অর্ভস্য বালস্য ক্রীড়ায়াম্ উদ্যময়তি নিযোজয়তি ইতি প্রবৃত্তিনিমিত্তং কামঃ অন্যতঃ বালান্তরেণ চিক্রীড়িষা ক্রীড়েচ্ছা চাস্তি। স্বতস্তৃপ্তস্য পূর্ণকামস্য অন্যতঃ সজাতের্ব্বিজাতেশ্চ সদা নিবৃত্তস্য সজাতীয়বিজাতীয়ভেদ শূন্যস্য কামঃ চিক্রীড়িষা চ কথং স্যাৎ ? ন কথমপীত্যর্থঃ। "অথ তে ভগবল্লীলে"ত্যাদিনা এক এব ভগবান্ লীলয়া বিশ্বসৃষ্ট্যাদি করোতীতি তব বাক্যং কথং ঘটেত ? লীলাপ্রবৃত্তিনিমিত্তাসম্ভবাদিত্যাক্ষেপঃ ॥ ৩ ॥ "সা বা এতস্য সংদ্রষ্টুঃ শক্তিঃ সদসদাত্মিকা। মায়া নাম মহাভাগ ! যয়েদং নির্ম্মমে বিভু"রিত্যপি

দেশতঃ কালতো যোঽসাববস্থাতঃ স্বতোঽন্যতঃ।
অবিলুপ্তাববোধাত্মা স যুজ্যেতাজয়া কথম্ ॥ ৫ ॥
ভগবানেক এবৈষ সর্ব্বক্ষেত্রেষ্ববস্থিতঃ।
অমুষ্য দুর্ভগত্বং বা ক্লেশো বা কর্ম্মভিঃ কুতঃ ॥ ৬ ॥
এতস্মিন্ মে মনো বিদ্বন্! খিদ্যতেঽজ্ঞানসঙ্কটে।
তন্নঃ পরাণুদ বিভো! কশ্মলং মানসং মহৎ ॥ ৭ ॥

অন্বয়

যঃ অসৌ (যে ভগবান্) দেশতঃ (দেশ দ্বারা) কালতঃ (কাল দ্বারা) অবস্থাতঃ (অবস্থা দ্বারা) স্বতঃ (নিজ দ্বারা) অন্যতঃ (ও অপরের দ্বারা) অবিলুপ্তাববোধাত্মা (অনাবৃত জ্ঞানস্বরূপ), সঃ (সেই ভগবান্) অজয়া (মায়ার সহিত) কথং যুজ্যেত (কি প্রকারে যুক্ত হইবেন?) ॥ ৫ ॥

এষঃ ভগবান্ (এই ভগবান্) একঃ এব (এক হইয়াই) সর্ব্বক্ষেত্রেষু (নিখিল জীবে) অবস্থিতঃ (বর্ত্তমান আছেন) ; [অতএব] অমুষ্য (এই জীবের) দুর্ভগত্বং বা (দেহাভিমানরূপ অজ্ঞানতা) কর্ম্মভিঃ (এবং কর্ম্মের দ্বারা) ক্লেশঃ বা কুতঃ (সুখ দুঃখাদিই বা কোথা হইতে সম্ভবপর হইতে পারে?) ॥ ৬ ॥

বিদ্বন্! (হে তত্ত্বদর্শিন্!) এতস্মিন্ (এই পূর্ব্বোক্ত) অজ্ঞানসঙ্কটে (অজ্ঞানজনিত সংশয়রূপ

অনুবাদ

যে ভগবানের জ্ঞান দীপপ্রভার ন্যায় অল্পদেশ প্রকাশক নহে, বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণিক নহে, প্রাকৃতিক বস্তুর ন্যায় অবস্থান্তরবিশিষ্ট নহে, স্বপ্নের ন্যায় মিথ্যা নহে এবং অপরের দ্বারা লুপ্ত হইবারও নহে অর্থাৎ] দেশ, কাল, অবস্থা, নিজ বা অপরের দ্বারা যাঁহার জ্ঞান কখনও আবৃত হয় না, সেই ভগবান্ সৃষ্ট্যাদিকার্য্যের জন্য মায়ার সহিত কি করিয়া যুক্ত হইবেন? [যদি সৃষ্ট্যাদিকার্য্যে মায়া সহায়ভূতা হয়, তবে মায়ারও জগৎ-কারণত্ব, ভগবানের জগৎকর্ত্তৃত্বের পরাধীনত্ব এবং "ভগবান্ এক ছিলেন" এই পূর্ব্বোক্ত বাক্যের বিরোধ হয়; অতএব প্রকৃতিই জগৎকারণ হউক ইহাই বিদুরের প্রশ্নের তাৎপর্য্য] ॥ ৫ ॥

হে ব্রহ্মন্! (আপনি বলিয়াছেন) এই এক ভগবানই অন্তর্য্যামীরূপে সকল জীবে বর্ত্তমান আছেন; [তাহা যদি হয়, তবে] এই জীবের দেহাভিমানরূপ অজ্ঞানতা ও কর্ম্মসমূহের দ্বারা সুখদুঃখাদিই বা কোথা হইতে সম্ভব হইতে পারে? ॥ ৬ ॥

হে তত্ত্বদর্শিন্! এই পূর্ব্বোক্তপ্রকার অজ্ঞানজনিত সংশয়সঙ্কটে পড়িয়া আমার

টীকা

তদ্বাক্যং ব্রহ্মকারণবাদে কথং ঘটেত? ইত্যাক্ষিপতি—অপ্রাক্ষীদিতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ৪ ॥ দেশাদিভিঃ অবিলুপ্তাববোধঃ অনাবৃতজ্ঞানঃ আত্মা স্বরূপং যস্য সঃ, অজয়া মায়য়া বিশ্বসৃষ্ট্যাদৌ সহায়ভূতয়া কথং যুজ্যেত মায়য়া অপি জগদ্ধেতুপ্রসঙ্গাৎ, ভগবতো জগৎকর্ত্তৃত্বস্য পরায়ত্তত্বপ্রসঙ্গাচ্চ "ভগবানেক আসেদ" মিত্যেকত্ব-বিরোধাচ্চ প্রধানং জগৎকারণং স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥ "আত্মাত্মনাং বিভু"রিত্যনেন সর্ব্বজীবান্তরাত্মত্বং ভগবতো যত্ত্বয়া দর্শিতং তদপি কথং ঘটেত? সবিতৃসন্নিধৌ দুর্ভগত্বাদ্যযোগপ্রসঙ্গাদিত্যাক্ষিপতি—ভগবানিতি।

শ্রীশুক উবাচ

স ইত্থং চোদিতঃ ক্ষত্রা তত্ত্বজিজ্ঞাসুনা মুনিঃ।
প্রত্যাহ ভগবচ্চিত্তঃ স্ময়ন্নিব গতস্ময়ঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ

সেয়ং ভগবতো মায়া যন্নয়েন বিরুধ্যতে।
ঈশ্বরস্য বিমুক্তস্য কার্পণ্যমুত বন্ধনম্ ॥ ৯ ॥

অন্বয়

সঙ্কটে) মে মনঃ (আমার মন) খিদ্যতে (খেদযুক্ত হইয়াছে), অত (অতএব) বিভো! (হে মৈত্রেয়!) নঃ (আমার) মহৎ মানসং কশ্মলং (গভীর মানসিক মোহ) পরাণুদ (অপনোদন করুন) ॥ ৭ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) তত্ত্বজিজ্ঞাসুনা (তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছু) ক্ষত্রা (বিদুরকর্ত্তৃক) ইত্থং (এই প্রকারে) চোদিতঃ (জিজ্ঞাসিত) সঃ মুনিঃ (সেই মৈত্রেয়ঋষি) ভগবচ্চিত্তঃ (ভগবদ্‌গতচিত্ত হইয়া) গতস্ময়ঃ [অপি] (স্বয়ং আশ্চর্য্যান্বিত না হইলেও) স্ময়ন্ ইব (বিস্ময়প্রকাশ করিয়াই যেন) প্রত্যাহ (প্রত্যুত্তর দিতে লাগিলেন) ॥ ৮ ॥

শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ (মৈত্রেয় ঋষি বলিলেন) [ভগবান যাহাকে বিশ্বসৃষ্ট্যাদিকালে সহায় করিয়াছেন, তাহা ভগবান্ হইতে ভিন্ন নহে কিন্তু] সা ইয়ং (তাহাই) বিমুক্তস্য (সকল প্রাকৃতদোষবর্জ্জিত) ঈশ্বরস্য (সর্ব্বনিয়ন্তা) ভগবতঃ (ভগবানের) মায়া (মায়াশক্তি), [অতএব] নয়ে (ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদানকারণ এই সিদ্ধান্তে) ন বিরুধ্যতে (বিরোধ হয় না)। যৎ (এই অনাদি মায়াদ্বারা) [জীবের] বন্ধনং (বন্ধন) উত কার্পণ্যং (ও দেহাভিমানরূপ অজ্ঞানতা) [হইয়া থাকে] ॥ ৯ ॥

অনুবাদ

মন খিন্ন হইতেছে, অতএব হে বিভো! আপনি আমার এই গভীর মানসিক মোহ অপনয়ন করুন ॥ ৭ ॥

শুকদেব বলিলেন—হে রাজন্! তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছু বিদুর এই প্রকারে মৈত্রেয়ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলে সেই মৈত্রেয়ঋষি ভগবানে চিত্ত সমর্পণ করতঃ বিদুরের বাক্যে নিজে বিস্মিত না হইলেও বিস্ময় প্রকাশ করিয়াই যেন তাহাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥

[দ্বিতীয় প্রশ্নে "দেশতঃ কালতঃ" ইত্যাদি শ্লোকে যে প্রশ্ন করা হইয়াছে, তদুত্তরে বলিতেছেন] মৈত্রেয়ঋষি বলিলেন—হে বিদুর! ভগবান যাহাকে বিশ্বসৃষ্ট্যাদি কালে

টীকা

অমুষ্য জীবস্য দুর্ভগত্বং দেহোঽস্মীত্যাদি কার্পণ্যম্ ॥ ৬ ॥ ৭ ॥ চোদিতঃ আক্ষিপ্তঃ ॥ ৮ ॥ দ্বিতীয়মাক্ষেপং পরিহরতি—সেয়মিতি। যা বিশ্বসৃষ্টিকালে ভগবতা পুরস্ক্রিয়তে সা রাজ্ঞঃ অশ্ব ইব অতদাত্মিকা ন ভবতি। কিন্তু বিমুক্তস্য সর্ব্বপ্রাকৃতদোষাস্পৃষ্টস্য ঈশ্বরস্য সর্ব্বনিয়ন্তুঃ ভগবতঃ মায়াশক্তিরস্তি। ন স্বতন্ত্রস্থিতিপ্রবৃত্তিমতী অব্রহ্মাত্মিকা। যতঃ উক্তদূষণযোগঃ স্যাদিত্যর্থঃ। অতো নয়ে "তদাত্মানং স্বয়মকুরুতে"তি শ্রুতিপ্রোক্তে ব্রহ্মৈব জগদভিন্ননিমিত্তোপাদানকারণমিতি সিদ্ধান্তে নৈব বিরুধ্যতে। অথ তৃতীয়মাক্ষেপং পরিহরতি যৎ যয়া মায়য়া অনাদিরূপয়া বন্ধনং দেহোঽস্মি মবিদ্যামীত্যাদি কার্পণ্যং চাস্তি জীবস্যেতি শেষঃ। অতঃ ভগবতি সন্নিহিতেঽপি অনাদিমায়াবদ্ধস্য জীবস্য দুর্ভগত্বং ক্লেশো বা কর্ম্মভিঃ কুতঃ? ইতি চ আক্ষেপঃ পরিহৃতঃ

যদর্থেন বিনামুষ্য পুংস আত্মবিপর্য্যয়ঃ।
প্রতীয়ত উপদ্রষ্টুঃ স্বশিরশ্ছেদনাদিকঃ ॥ ১০ ॥
যথা জলে চন্দ্রমসঃ কম্পাদিস্তৎকৃতো গুণঃ।
দৃশ্যতেঽসন্নপি দ্রষ্টুরাত্মনোঽনাত্মনো গুণঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়

অর্থেন বিনা (আত্মার দেহভাব ব্যতীতও) যৎ (এই মায়াদ্বারা) অমুষ্য পুংসঃ (এই জীবের) আত্মবিপর্য্যয়ঃ (আমি দেহ, আমি কৃশ, আমি মরিব ইত্যাদি বিপরীত অভিমান) [হইয়া থাকে]। [অনাত্মজ্ঞের বিপরীত বুদ্ধির দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন] উপদ্রষ্টুঃ (মনুষ্যাকার নিজকে ভুলিয়া স্বপ্নদৃষ্ট অপর পশ্বাদি শরীরকে স্বীয়রূপে দর্শনকারী ব্যক্তির) স্বশিরশ্ছেদনাদিকঃ (শিরশ্ছেদনাদি) প্রতীয়তে (উপলব্ধি হইয়া থাকে) ॥ ১০ ॥

যথা (যেমন) জলে চন্দ্রমসঃ (জলে চন্দ্রপ্রতিবিম্বের) তৎকৃতঃ (জলকৃত) গুণঃ (গুণ) কম্পাদিঃ (কম্পনাদি) দৃশ্যতে (প্রতীত হইয়া থাকে); [সেইরূপ] অনাত্মনঃ (দেহাদির) গুণঃ (কৃশত্ব, স্থূলত্বাদি গুণ) অসন্ অপি [দেহাদিসাক্ষী দ্রষ্টা জীবাত্মাতে] (না থাকিলেও) দ্রষ্টুঃ আত্মনঃ (দ্রষ্টা জীবাত্মার বলিয়া) দৃশ্যতে (প্রতীত হইয়া থাকে) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ

সহায় করিয়াছেন, তাহা ভগবান্ হইতে পৃথক্ নহে; তাহাই প্রাকৃতদোষবর্জ্জিত সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানের মায়াশক্তি; অতএব শ্রুতিপ্রোক্ত ব্রহ্মই যাহাতে তোমার প্রশ্নোক্ত জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ এই সিদ্ধান্তে কোনই বিরোধ হয় না। [এক্ষণে তৃতীয় প্রশ্নে "ভগবান্ একৈষ" ইত্যাদি শ্লোকে যে প্রশ্ন করা হইয়াছে, তদুত্তরে বলিতেছেন] এই অনাদি মায়াদ্বারাই জীবের বন্ধন ও দেহাভিমানরূপ অজ্ঞানতা হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

বস্তুতঃ দেহ আত্মা নহে; তথাপি এই মায়াদ্বারাই জীবের আমি দেহ, আমি কৃশ, আমি মরিব ইত্যাদি বিপরীত বুদ্ধি হইয়া থাকে। যেমন স্বপ্নে মনুষ্যাকার নিজকে ভুলিয়া স্বপ্নদৃষ্ট অপর পশ্বাদি শরীরকে স্বীয়রূপে দর্শনকারী ব্যক্তি নিজেই নিজের শিরশ্ছেদনাদি দেখিয়া থাকে, সেইরূপ অনাত্মজ্ঞ জীবেরও বিপরীত বুদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

[অজ্ঞানতাবশতঃ একের গুণ অপরের বলিয়া যে প্রতীত হয়, ইহাই দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিতেছেন] হে বিদুর! যেমন জলে চন্দ্রপ্রতিবিম্বের জলগুণ কম্পাদি প্রতীত হইয়া থাকে, বস্তুতঃ কম্পাদিগুণ চন্দ্রপ্রতিবিম্বের স্বাভাবিক নহে, সেইরূপ

টীকা

ইতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥ অনাদিমায়াকৃতং কার্পণ্যং প্রপঞ্চয়তি দ্বাভ্যাম্—যদিতি। যৎ যয়া মায়য়া অর্থেন আত্মনো দেহভাবেন বিনাপি অমুষ্য জীবস্য আত্মবিপর্য্যয়ঃ দেহোঽস্মি, কৃশোঽস্মি মরিষ্যামীত্যাদিবিপর্য্যয়ঃ। অনাত্মজ্ঞস্য বিপর্য্যয়ঃ প্রসিদ্ধ এব ইত্যাহ—উপদ্রষ্টুঃ মনুষ্যাকারমাত্মানং বিস্মৃত্য স্বাপ্নং পরকীয়ং পশ্বাদিশরীরমাত্মত্বেন পশ্যমানস্য স্বশিরশ্ছেদনাদিকঃ প্রতীয়তে ॥ ১০ ॥ অন্যগুণোঽন্যসম্বন্ধিত্বেন প্রতীয়তে ইতি সদৃষ্টান্ত-

স বৈ নিবৃত্তিধর্ম্মেণ বাসুদেবানুকম্পয়া।
ভগবদ্ভক্তিযোগেন তিরোধত্তে শনৈরিহ ॥ ১২ ॥
যদেন্দ্রিয়োপরামোঽথ দ্রষ্ট্রাত্মনি পরে হরৌ।
বিলীয়ন্তে তদা ক্লেশাঃ সংসুপ্তস্যেব কৃৎস্নশঃ ॥ ১৩ ॥
অশেষসংক্লেশশমং বিধত্তে গুণানুবাদশ্রবণং মুরারেঃ।
কুতঃ পুনস্তচ্চরণারবিন্দ-পরাগসেবারতিরাত্মলব্ধা ॥ ১৪ ॥

অন্বয়

সঃ বৈ (সেই দেহাভিমানরূপ আত্মবিপর্য্যয় অর্থাৎ অজ্ঞানতা) নিবৃত্তিধর্ম্মেণ (শমদমাদি নিবৃত্তধর্ম্মের দ্বারা) বাসুদেবানুকম্পয়া (বাসুদেবের দয়ায়) ভগবদ্ভক্তিযোগেন (বাসুদেবে ভক্তিযোগ উৎপন্ন হইলে তাহাদ্বারা) ইহ (এই জন্মেই) শনৈঃ (ক্রমশঃ) তিরোধত্তে (তিরোহিত হইয়া থাকে) ॥ ১২ ॥

অথ (অনন্তর) যদা (যখন) দ্রষ্ট্রাত্মনি (অন্তর্য্যামী) পরে হরৌ (পরমাত্মা শ্রীহরিতে) ইন্দ্রিয়োপ-রামঃ (ইন্দ্রিয়গ্রামের স্থিরতা হয়), তদা (তখন) সংসুপ্তস্য ইব (নিদ্রিত ব্যক্তির জাগ্রৎদুঃখের ন্যায়) ক্লেশাঃ (ক্লেশসমূহ) কৃৎস্নশঃ (সম্পূর্ণরূপে) বিলীয়ন্তে (বিলীন হইয়া যায়) ॥ ১৩ ॥

মুরারেঃ (মুরারি শ্রীহরির) গুণানুবাদশ্রবণং (বিশ্বসৃষ্ট্যাদি লীলাকীর্ত্তনশ্রবণই) অশেষসংক্লেশশমম্ (বহু দুঃখযুক্ত সংসারের বিনাশ) বিধত্তে (বিধান করিয়া থাকে)। আত্মলব্ধা (হৃদয়ে প্রাপ্ত অর্থাৎ ধ্যানরূপ) তচ্চরণারবিন্দপরাগসেবারতিঃ (শ্রীহরির চরণকমলরেণুর সেবায় আসক্তি) [যে অশেষদুঃখান্বিত সংসারের বিনাশ করিবে এই বিষয়ে] কুতঃ পুনঃ [বক্তব্যম্] (আর বক্তব্য কি ?) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ

দেহাদির স্থূলত্বকৃশত্বাদিগুণ দ্রষ্টা জীবে না থাকিলেও সেই সকল গুণ দ্রষ্টা জীবের বলিয়াই প্রতীত হইয়া থাকে। অনাত্মজ্ঞতাই ইহার মূল কারণ ॥ ১১ ॥

বাসুদেবের দয়ায় শমদমাদি নিবৃত্তিধর্ম্মের দ্বারা ভক্তিযোগ উৎপন্ন হইলে তাহাদ্বারা দেহাভিমানরূপ আত্মবিপর্য্যয় অর্থাৎ অজ্ঞানতা ইহজন্মেই ক্রমশঃ তিরোহিত হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

অনন্তর যখন সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমাত্মা শ্রীহরিতে জীবের ইন্দ্রিয়গ্রাম নিশ্চল হয় অর্থাৎ অন্তর্মুখ হইয়া ভগবৎপরায়ণ হয়, তখন নিদ্রিত ব্যক্তির যেমন সকল জাগরিত অবস্থার দুঃখের বিলয় হয়, সেইরূপ তাহার দুঃখসমূহও সম্পূর্ণরূপে বিলীন হইয়া যায় ॥ ১৩ ॥

[বিদুর প্রথম প্রশ্নে যে "ভগবান্ কি নিমিত্ত বিশ্বসৃষ্ট্যাদি লীলা করিয়া থাকেন ?" ইহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তদুত্তরে বলিতেছেন]—ভগবান্ শ্রীহরির বিশ্বসৃষ্ট্যাদি লীলা-

টীকা

মাহ—যথেতি। জলে সতঃ চন্দ্রমসঃ চন্দ্রপ্রতিবিম্বস্য তৎকৃতঃ তস্মিন্ জলে কৃতঃ বায়্বাদিজনিতঃ অর্থাৎ জলগুণঃ কম্পাদিঃ প্রতীয়তে। নতু প্রতিবিম্বস্যৈব কম্পাদির্গুণঃ স্বাভাবিকঃ। এবং অনাত্মনঃ দেহাদেঃ কৃশত্বাদি-গুণঃ দ্রষ্টরি দেহাদিসাক্ষিণি আত্মনি অসন্ অপি অবিদ্যমানোঽপি দ্রষ্টুরেব অনাত্মজ্ঞত্বেন প্রতীয়তে ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥ আত্মবিপর্য্যয়স্য নিবৃত্তিহেতুমাহ—স ইতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥ বিশ্বসৃষ্ট্যাদিলীলায়াং নিমিত্তং নাস্তি। অতঃ সা কথং ঘটেতেতি প্রথমাক্ষেপসমাধানং বদন্ পরাভক্তেঃ সংসারনিবর্ত্তকত্বং কৈমুতিক-

শ্রীবিদুর উবাচ

সংছিন্নঃ সংশয়ো মহ্যং তব সূক্তাসিনা বিভো।

উভয়ত্রাপি ভগবন্! মনো মে সংপ্রধাবতি॥ ১৫॥

সাধ্বেতদ্ব্যাহৃতং বিদ্বন্নাত্মমায়ায়নং হরেঃ।

আভাত্যপার্থং নির্ম্মূলং বিশ্বমূলং ন যদ্বহিঃ॥ ১৬॥

অন্বয়

শ্রীবিদুরঃ উবাচ (বিদুর বলিলেন) বিভো! (হে ভগবন্!) তব (আপনার) সূক্তাসিনা (উপপত্তিযুক্ত বাক্যরূপ খড়গদ্বারা) মহ্যং (আমার) সংশয়ঃ সংছিন্নঃ (সংশয় ছিন্ন অর্থাৎ দূরীভূত হইয়াছে); ভগবন্! মে মনঃ (আমার চিত্ত) উভয়ত্রাপি (ভগবন্মায়ায় বন্ধ ও ভগবদ্ভজনে বন্ধনিবৃত্তি হয় এই উভয়বিষয়ে) সংপ্রধাবতি (সম্যক্‌রূপে নিবেশিত হইয়াছে)॥ ১৫॥

বিদ্বন্! (হে জ্ঞানিন্!) বিশ্বমূলং (সকল শাস্ত্রযুক্ত্যাদি প্রমাণক) আত্মমায়ায়নং (জীবের মায়ানাম্নী ভগবচ্ছক্তির পরিণামস্বরূপ স্থান অর্থাৎ সংসার) হরেঃ (শ্রীহরিরই রচিত), এতৎ (ইহা) [ভবতা] সাধু ব্যাহৃতম (আপনি উত্তম বলিয়াছেন)। যদ্ (যাহা) বহিঃ (বেদবহির্ভূত মত), [তৎ] ন (তাহা ঠিক নহে), [যেহেতু তাহা] নির্ম্মূলং (মূলশূন্য), [অতএব] অপার্থম আভাতি (অযথার্থ বলিয়াই প্রতীত হয়)॥ ১৬॥

অনুবাদ

কীর্ত্তন শ্রবণ করিলে তাহাই জীবগণের অশেষদুঃখযুক্ত সংসার বিনষ্ট করিয়া থাকে, অতএব জীবগণের সংসার নির্বৃত্তির জন্যই বিশ্বসৃষ্ট্যাদি লীলার প্রয়োজন। ভগবল্লীলাশ্রবণই যখন সংসারের নিবর্ত্তক হয়, তখন ধ্যানরূপ শ্রীহরির চরণকমলরেণুর সেবারতি যে অশেষদুঃখযুক্ত সংসারের নিবর্ত্তক হইবে এই বিষয়ে আর বক্তব্য কি?॥ ১৪॥

বিদুর বলিলেন—হে ভগবন! আপনার যুক্তযুক্ত বাক্যরূপ খড়্গের দ্বারা আমার সংশয় ছিন্ন হইয়াছে অর্থাৎ আপনার বাক্যে সংশয় দূরীভূত হইয়াছে। এক্ষণে আমার চিত্ত ভগবন্মায়ায় বন্ধ ও ভগবদ্ভজনে বন্ধনিবৃত্তি হয় এই উভয় বিষয়ে সম্যক্‌রূপে প্রবেশ করিয়াছে অর্থাৎ আমি বুঝিতে সক্ষম হইয়াছি॥ ১৫॥

হে তত্ত্বজ্ঞ! আপনি যে জীবের মায়ানাম্নী ভগবচ্ছক্তির পরিণামভূত সংসার

টীকা

ন্যায়েন উপপাদয়তি—অশেষ ইতি। হরেঃ গুণানাং বিশ্বসৃষ্ট্যাদিলীলানাং যোঽনুবাদঃ অনুবর্ণনং তচ্ছ্রবণং হরিগুণানুবাদশ্রবণরূপা ভক্তিরিত্যর্থঃ। অশেষাঃ সংক্লেশা যস্মিন্ স সংসারঃ তচ্ছমং বিধত্তে। অনেন বিশ্বসৃষ্ট্যাদি লীলানিমিত্তং দর্শিতম। জীবানামনুগ্রহার্থং বিশ্বসৃষ্ট্যাদিকং ভগবান্ করোতীত্যর্থঃ। আত্মনি হৃদি লব্ধা ধ্যানরূপা ধ্রুবানুস্মৃতিরূপা হরিচরণারবিন্দয়োর্যঃ পরাগঃ তৎসেবারতিঃ অশেষসংক্লেশশমং বিধত্তে ইতি কুতঃ পুনর্বক্তব্যম॥ ১৪॥ সূক্তাসিনা সোপপত্তিবাক্যরূপেণ খড়্গেন নির্নিমিত্তা লীলা কথং ঘটেত ইত্যাদি সংশয়ঃ সংছিন্নঃ। কিঞ্চ ভগবৎসন্নিধৌ সতোঽপি জ বস্য তন্মায়য়া বন্ধপূর্ব্বকঃ আত্মবিপর্য্যয়ঃ তদ্ভজনেন তন্নিবৃত্তিরিত্যুভয়ত্র॥ ১৫॥ হে বিদ্বন্! ত্বয়া সাধু ব্যাহৃতং সম্যগুক্তম। তদেবাহ এতৎ আত্মনাং জীবানাং মায়ায়নং মায়ারূপং স্থানম্। মায়াখ্যতচ্ছক্তিপরিণামভূতং হরেরেব হরিকর্ত্তৃকমেব; কথম্ভূতম্?

যশ্চ মূঢ়তমো লোকে যশ্চ বুদ্ধেঃ পরং গতঃ।
তাবুভৌ সুখমেধেতে ক্লিশ্যত্যন্তরিতো জনঃ ॥ ১৭ ॥
অর্থাভাবং বিনিশ্চিত্য প্রতীতস্যাপি নাত্মনঃ।
তাঞ্চাপি যুষ্মচ্চরণসেবয়াহং পরাণুদে ॥ ১৮ ॥
যৎসেবয়া ভগবতঃ কূটস্থস্য মধুদ্বিষঃ।
রতিরাসো ভবেৎ তীব্রঃ পাদয়োর্ব্ব্যসনার্দ্দনঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়

লোকে (এই পৃথিবীতে) যঃ চ মূঢ়তমঃ (যে ব্যক্তি অতিশয় মূঢ়) যঃ চ (এবং যে ব্যক্তি) বুদ্ধেঃ পরং গতঃ (পরমেশ্বরকে অবগত হইয়াছেন), তৌ উভৌ (তাহারা উভয়েই) সুখম্ এধেতে (সুখে অবস্থিত হইয়া থাকেন) ; অন্তরিতঃ (পূর্ব্বোক্ত উভয়ের মধ্য স্থিত অর্থাৎ অল্পজ্ঞ) জনঃ (ব্যক্তি) ক্লিশ্যতি (ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে) ॥ ১৭ ॥

যুষ্মচ্চরণসেবয়া (আপনার চরণকমলের সেবাদ্বারা) প্রতীতস্য অপি (আত্মরূপে প্রতীয়মান হইলেও) নাত্মনঃ (দেহাদির) অর্থাভাবং বিনিশ্চিত্য (অনাত্মভাব নিশ্চয় করিয়া) অহং (আমি) তাং চ অপি (সেই প্রতীতিকেও) পরাণুদে (দূর করিব) ॥ ১৮ ॥

যৎসেবয়া (ভগবদ্ভক্ত আপনাদের সেবাদ্বারা) কূটস্থস্য (নির্ব্বিকার) মধুদ্বিষঃ (মধুসূদন)

অনুবাদ

শ্রীহরিকর্ত্তৃকই রচিত বলিয়াছেন, ইহা অতি উত্তম কথা। আর যে বেদবহির্ভূত অব্রহ্মাত্মক মত, তাহা ঠিক নহে ; যেহেতু তাহা মূলশূন্য ও অযথার্থ বলিয়া মনে হইতেছে ॥ ১৬ ॥

এই পৃথিবীতে যে ব্যক্তি অতিশয় অজ্ঞ অর্থাৎ দেহগেহাদিতে আসক্ত এবং যিনি পরমেশ্বরকে অবগত হইয়াছেন, তাহারা উভয়েই সুখে অবস্থান করিয়া থাকেন অর্থাৎ তাহাদের সংশয়জনিত ক্লেশের অভাববশতঃ তাহারা সুখে জীবন অতিবাহিত করেন ; কিন্তু এই উভয়ের মধ্যস্থিত ব্যক্তি অর্থাৎ অল্পজ্ঞ ব্যক্তি কেবল ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আমি অল্পজ্ঞ বলিয়া পূর্ব্বে কেবল ক্লেশই পাইয়াছিলাম ; এক্ষণে আমার সংশয় দূর হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

হে ভগবন্! আপনার চরণকমলের সেবাদ্বারা এই অনাত্ম দেহাদি আত্মরূপে প্রতীত হইলেও ইহাদের অনাত্মত্ব নিশ্চয় করিয়া আমি সেই অনুভবকেও দূর করিব ॥ ১৮ ॥

ভগবদ্ভক্ত আপনাদের সেবাদ্বারা নির্ব্বিকার মধুসূদন শ্রীহরির চরণদ্বয়ে

টীকা

বিশ্বমূলং বিশ্বানি সর্ব্বাণি শ্রুতিস্মৃত্যাদীনি মূলানি প্রমাণানি যস্মিন্ তৎ। যচ্চ বহিঃ শ্রুত্যাদিবাহ্যম্ অব্রহ্মাত্মকপ্রধানাদিকারণবাদিমতং তন্ন, যতো নির্ম্মূলম্ অতোঽপার্থমাভাতি মুমুক্ষুণা দূরতো হেয়মিতি ভাবঃ ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥ আত্মবিপর্য্যয়শব্দেন উক্তো দেহাত্মাহঙ্কারঃ মায়য়া জাত ইত্যবধার্য্য তন্নিঃশেষনিবৃত্তির্যুষ্মচ্চরণ-সেবয়া ভবিষ্যতীত্যাহ অর্থাভাবমিতি। নাত্মনঃ অনাত্মনঃ দেহাদেঃ প্রতীতস্য আত্মত্বেন প্রতীতস্যাপি অর্থাভাবং আত্মত্বাভাবং যুষ্মচ্চরণসেবয়া বিনিশ্চিত্য তাং প্রতীতিমপি পরাণুদে অপনেষ্যামীত্যন্বয়ঃ ॥ ১৮ ॥ রতিরাসঃ

দুরাপা হ্যল্পতপসঃ সেবা বৈকুণ্ঠবর্ত্মসু।
যত্রোপগীয়তে নিত্যং দেবদেবো জনার্দ্দনঃ ॥ ২০ ॥
সৃষ্ট্বাগ্রে মহাদাদীনি সবিকারাণ্যনুক্রমাৎ।
তেভ্যো বিরাজমুদ্ধৃত্য তমনুপ্রাবিশদ্বিভুঃ ॥ ২১ ॥
যমাহুরাদ্যং পুরুষং সহস্রাঙ্ঘ্র্যূরুবাহুকম্।
যত্র বিশ্ব ইমে লোকাঃ সবিকাশং ত আসতে ॥ ২২ ॥

অন্বয়

ভগবতঃ (শ্রীহরির) পাদয়োঃ (শ্রীচরণদ্বয়ে) ব্যসনার্দ্দনঃ (সর্ব্বদুঃখের হেতু জন্মমরণপ্রবাহের বিনাশক) তীব্রঃ রতিরাসঃ (প্রগাঢ় ভক্তির উল্লাস) ভবেৎ (হইয়া থাকে) ॥ ১৯ ॥

অল্পতপসঃ (অল্পতপা ব্যক্তির) বৈকুণ্ঠবর্ত্মসু (বিষ্ণুর পরমভক্তগণের) সেবা দুরাপা হি (সেবা দুর্ল্লভই হইয়া থাকে)। যত্র (এই ভক্তগণের মুখে) দেবদেবঃ জনার্দ্দনঃ (দেবদেব শ্রীহরি) নিত্যং (সর্ব্বদা) উপগীয়তে (কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন) ॥ ২০ ॥

[বিরাট্‌পুরুষের বিভূতি জানিতে ইচ্ছা করিয়া প্রথমতঃ মৈত্রেয় ঋষির মুখে মহদাদিস্রষ্টা ভগবান্‌কে যেমন শুনিয়াছেন, তাহাই উল্লেখ করিয়া বিদুর বলিতেছেন]—বিভুঃ (ভগবান্) সবিকারাণি (ইন্দ্রিয়াদির সহিত) মহদাদীনি (মহদাদিকে) অগ্রে (ব্যষ্টিসৃষ্টির পূর্ব্বে) অনুক্রমাৎ (যথাক্রমে) সৃষ্ট্বা (সৃষ্টি করিয়া) তেভ্যঃ (সেই সকল হইতে) বিরাজং (বিরাট্‌দেহ) উদ্ধৃত্য (সৃষ্টি করিয়া) তম্ অনুপ্রাবিশৎ (তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন) ॥ ২১ ॥

যং (যে বিরাট্‌পুরুষকে) আদ্যং পুরুষং (আদি পুরুষ অর্থাৎ সর্ব্বকারণের কারণ) সহস্রাঙ্ঘ্র্যূরু-

অনুবাদ

সর্ব্বদুঃখের কারণস্বরূপ জন্মমরণপ্রবাহের বিনাশক প্রগাঢ় ভক্তির উদ্রেক হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

[আজ আমি দুর্ল্লভ ভগবদ্ভক্তের সঙ্গলাভ করিলাম।] ভগবদ্ভক্তগণ শ্রীহরিপ্রাপ্তির মার্গস্বরূপ ; অল্পতপা ব্যক্তির এই ভগবদ্ভক্তগণের সেবা দুর্ল্লভই হইয়া থাকে। এই ভক্তগণের মুখে দেবদেব জনার্দ্দন শ্রীহরি নিত্যই কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। [ভাগবতসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ হয় ; তাহাতে শ্রীহরিতে প্রেম উপজাত হইলে ফলে দেহাদির অভিমানও চলিয়া যায়] ॥ ২০ ॥

হে ব্রহ্মন্! আপনি বলিয়াছেন—ভগবান্ শ্রীহরি প্রথমে ইন্দ্রিয়গণের সহিত মহদাদি তত্ত্বসমূহের যথাক্রমে সৃষ্টি করিয়া সেই সকল হইতে বিরাট্‌দেহ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং স্বয়ং তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন ॥ ২১ ॥

এই বিরাট্‌পুরুষকেই সর্ব্বকারণ আদিপুরুষ এবং সহস্রচরণ, সহস্রউরু ও সহস্রবাহু-

টীকা

ভক্ত্যুৎসবঃ, ব্যসনং সর্ব্বব্যসনহেতুং জন্মমরণপ্রবাহম্ অর্দ্দয়তি নাশয়তীতি তথা ॥ ১৯ ॥ বৈকুণ্ঠস্য বর্ত্মসু প্রাপকেষু মহৎসু ॥ ২০ ॥ অথ মহদাদিস্রষ্টারমৃষিমুখাচ্ছ্রুতং ভগবন্তমনুবর্ণয়ন্ তস্য বিভূতীর্বদস্বেতি প্রার্থয়তে সৃষ্ট্বেতি ত্রিভিঃ। বিভুঃ বিকারৈঃ ইন্দ্রিয়াদিভিঃ সহিতানি সবিকারাণি মহদাদীনি অগ্রে সৃষ্ট্বা তেভ্যঃ বিরাজং সাবরণং স্বদেহমুদ্ধৃত্য সৃষ্ট্বা তমনুপ্রাবিশৎ "তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশদি"তি শ্রুতেঃ ॥ ২১ ॥ যং বিভুম্ আদ্যং

যস্মিন্ দশবিধঃ প্রাণঃ সেন্দ্রিয়ার্থেন্দ্রিয়স্ত্রিবৃৎ।
ত্বয়েরিতো যতো বর্ণাস্তদ্বিভূতীর্ব্বদস্ব নঃ ॥ ২৩ ॥
যত্র পুত্রৈশ্চ পৌত্রৈশ্চ নপ্তৃভিঃ সহ গোত্রজৈঃ।
প্রজা বিচিত্রাকৃতয় আসন্ যাভিরিদং ততম্ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়

বাহুকম্ (সহস্রচরণ, সহস্রউরু এবং সহস্রবাহুযুক্ত) আহুঃ (বলিয়া থাকেন, অর্থাৎ সহস্রশীর্ষা ইত্যাদি পুরুষসূক্তে শ্রুতি বলিয়াছেন), যত্র (যে বিরাট্‌দেহে) তে ইমে বিশ্বে (এই) লোকাঃ (লোকসমূহ) সবিকাশং (অসঙ্কোচে) আসতে (অবস্থান করিতেছে) ॥ ২২ ॥

সেন্দ্রিয়ার্থেন্দ্রিয়ঃ (ইন্দ্রিয়সমূহের বিষয় ও ইন্দ্রিয়সমূহের সহিত) ত্রিবৃৎ (ত্রিগুণকার্য্য) দশবিধঃ প্রাণঃ (প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় এই দশবিধ প্রাণ) যস্মিন্ (যাঁহাতে) [সমাসতে] (অবস্থিত আছে বলিয়া) ত্বয়া ঈরিতঃ (আপনাকর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে), যতঃ (যাহা হইতে) বর্ণাঃ (ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়) [জাতাঃ] (উৎপন্ন হইয়াছে), তদ্বিভূতীঃ (সেই বিরাট্‌পুরুষের বিভূতিসকল) নঃ (আমাকে) বদস্ব (বলুন) ॥ ২৩ ॥

যত্র (যে বিভূতিতে) পুত্রৈঃ পৌত্রৈঃ চ নপ্তৃভিঃ (পুত্র, পৌত্র ও দৌহিত্র প্রভৃতি) গোত্রজৈঃ চ সহ (ও জ্ঞাতিগণের সহিত) বিচিত্রাকৃতয়ঃ (নানাবিধ) প্রজাঃ (প্রজাগণ) আসন্ (অবস্থিত আছে) ; যাভিঃ (যে সকল প্রজাগণে) ইদং (এই জগৎ) ততম্ (পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে) [তাহা আপনি বর্ণনা করুন]॥ ৪ ॥

অনুবাদ

যুক্ত বলিয়া শ্রুতি প্রতিপাদন করিয়াছেন। এই বিরাট্‌দেহেই লোকসমূহ অসঙ্কোচে অবস্থান করিতেছে ॥ ২২ ॥

হে ব্রহ্মন্! ইন্দ্রিয়সমূহের বিষয় শব্দাদি ও ইন্দ্রিয়সমূহের সহিত ত্রিগুণকার্য্য প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় এই দশবিধ প্রাণ যাঁহাতে অবস্থিত আছে এবং যাঁহা হইতে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয় উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া আপনি বর্ণনা করিয়াছেন, এক্ষণে সেই বিরাট্‌পুরুষের বিভূতি সকল আমাকে বলুন ॥ ২৩ ॥

বিরাট্‌পুরুষের যে বিভূতিতে-পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্র ও জ্ঞাতিগণের সহিত নানাবিধ জীবগণ অবস্থান করিতেছে এবং যে সকল প্রজাগণে এই জগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, [সেই বিভূতিসকল আমাকে বলুন]॥ ২৪ ॥

টীকা

পুরুষং মহৎস্রষ্টারং সহস্রাজ্ঘ্র্যুরুবাহুকম্ "সহস্রশীর্ষা পুরুষ" ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয় আহুঃ। যত্র যস্মিন্ উভয়দেহযুক্তে বিশ্বে সর্ব্বে লোকাঃ সবিকাশমসঙ্কোচেন সম্যগাসতে ॥২২ ॥ ইন্দ্রিয়ার্থৈঃ ইন্দ্রিয়ৈশ্চ সহিতঃ সর্ব্বোপবৃংহকত্বাৎ ত্রিবৃৎ ত্রিগুণকার্য্যঃ দশবিধঃ—প্রাণাদয়ঃ পঞ্চ, নাগাদয়ঃ উপপ্রাণাঃ পঞ্চৈবং দশবিধঃ প্রাণঃ যত্র সমাসতে ইত্যন্বয়ঃ, ত্বয়েরিতঃ বর্ণিতঃ, যতো বর্ণাঃ জাতাঃ তস্য বিভোর্ব্বিভূতীঃ ব্রহ্মাদ্যাঃ নঃ অস্মভ্যম্ বদস্ব ॥ ২৩ ॥ যত্র যাসু বিভূতিষু। যাভিঃ প্রজাভিঃ ইদং বিশ্বম্ ততম্ ব্যাপ্তম্ ॥ ২৪ ॥ "এবমেতৎ পুরা পৃষ্টো মৈত্রেয়ো

প্রজাপতীনাং স পতিশ্চক্‌ৢপে কান্ প্রজাপতীন্।
সর্গাংশ্চৈবানুসর্গাংশ্চ মনূন্ মন্বন্তরাধিপান্।
এতেষামপি বংশাংশ্চ বংশানুচরিতানি চ ॥ ২৫ ॥
উপর্য্যধশ্চ যে লোকা ভূমের্মিত্রাত্মজাসতে।
তেষাং সংস্থাং প্রমাণঞ্চ ভূর্লোকস্য চ বর্ণয় ॥ ২৬ ॥
তির্য্যঙ্‌মানুষদেবানাং সরীসৃপপতত্রিণাম্।
বদ নঃ সর্গসংব্যূহং গার্ভস্বেদদ্বিজোদ্ভিদাম্ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়

প্রজাপতীনাং পতিঃ সঃ (প্রজাপতিগণের পতি ব্রহ্মা) কান্ প্রজাপতীন্ (কোন্ কোন্ প্রজাপতি), সর্গান্ (কত প্রকার সর্গ অর্থাৎ সৃষ্টি), অনুসর্গান্ চ (অনুসৃষ্টি) মন্বন্তরাধিপান্ (এবং মন্বন্তরাধিপতিগণ) মনূন্ চ (ও মনুগণকে) চক্‌ৢপে (সৃষ্টি করিয়াছেন) এতেষামপি (এবং পূর্ব্বোক্ত সকলের) বংশান্ চ (বংশ সকল) বংশানুচরিতানি চ (ও বংশধরগণের চরিত্র সকল) [বর্ণয়] (বর্ণনা করুন) [পর শ্লোকের "বর্ণয়" এই ক্রিয়াপদের সহিত অন্বয় হইবে] ॥ ২৫ ॥

মিত্রাত্মজ! (হে মিত্রানন্দন মৈত্রেয়!) যে লোকাঃ (যে সকল লোক) ভূমেঃ (পৃথিবীর) উপরি (উপরিভাগে) অধঃ চ (ও নিম্নভাগে) আসতে (অবস্থান করিতেছে), তেষাং (সেই সকল লোকের) ভূর্লোকস্য চ (এবং এই ভূলোকের) সংস্থাং (সন্নিবেশ) প্রমাণং চ (ও পরিমাণ) বর্ণয় (বর্ণনা করুন) ॥ ২৬ ॥

গার্ভস্বেদদ্বিজোদ্ভিদাম (গার্ভ—জরায়ুজ, স্বেদ—স্বেদজ, দ্বিজ—অণ্ডজ ও উদ্ভিজ্জ), তির্য্যঙ্‌মানুষদেবানাং (তির্য্যক, মানুষ, দেবতা), সরীসৃপপতত্রিণাম্ (সরীসৃপ ও পক্ষী প্রভৃতির) সর্গসংব্যূহং (সৃষ্টি বিভাগ) নঃ (আমাকে) বদ (বলুন) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ

হে ব্রহ্মন্! প্রজাপতিগণের পতি ব্রহ্মা কোন্ কোন্ প্রজাপতি, কতপ্রকার সৃষ্টি, অনুসৃষ্টি এবং কোন্ কোন্ মন্বন্তরাধিপতিগণ ও মনুগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন? এবং এই সকলের বংশসমূহ ও বংশধরগণের চরিত্রসমূহ আমার নিকটে বর্ণনা করুন ॥ ২৫ ॥

হে মৈত্রেয়! এই পৃথিবীর উপরিভাগে ও নিম্নভাগে যে সকল লোক অবস্থিত আছে, সেই সকল লোকের এবং এই ভূলোকের সন্নিবেশ ও পরিমাণ বর্ণনা করুন ॥ ২৬ ॥

জরায়ুজ, স্বেদজ, অণ্ডজ ও উদ্ভিজ্জ এই চতুর্ব্বিধ তির্য্যক্, মনুষ্য, দেবতা, সরীসৃপ ও পক্ষী প্রভৃতির সৃষ্টিবিভাগ আপনি আমাকে বলুন ॥ ২৭ ॥

টীকা

ভগবান্ কিলে"তি পরীক্ষিৎপ্রশ্নোত্তরতয়া বিদুরমৈত্রেয়াখ্যায়িকা প্রস্তাবিতা ; অতস্তান্ এব বিদুরকৃতান্ প্রশ্নানাহ—আ অধ্যায়পরিসমাপ্তেঃ। প্রজাপতীনাং পতিঃ সঃ প্রসিদ্ধো ব্রহ্মা কান্ প্রজাপতীন্ চক্‌ৢপে সৃষ্টবান্, এতৎ সর্ব্বং বর্ণয়েতি বক্ষ্যমাণেনান্বয়ঃ ॥ ২৫ ॥ হে মিত্রাত্মজ! ॥ ২৬ ॥ সংস্থাং নিবেশং সর্গসংব্যূহং সর্গবিভাগম্ ॥ ২৭ ॥ বিশ্বস্য বিশ্বং সৃজতঃ শ্রীনিবাসস্য বিক্রমং ব্যাচক্ষ্ব ; কথম্ভূতম্? সর্গাদয়ঃ আশ্রয়ো

গুণাবতারৈর্বিশ্বস্য সর্গস্থিত্যপ্যয়াশ্রয়ম্ ।
সৃজতঃ শ্রীনিবাসস্য ব্যাচক্ষ্বোদারবিক্রমম্ ॥ ২৮ ॥
বর্ণাশ্রমবিভাগাংশ্চ রূপশীলস্বভাবতঃ ।
ঋষীণাং জন্মকর্ম্মাণি বেদস্য চ বিকর্ষণম্ ॥ ২৯ ॥
যজ্ঞস্য চ বিতানানি যোগস্য চ পথঃ প্রভো ! ।
নৈষ্কর্ম্ম্যস্য চ সাংখ্যস্য তন্ত্রং বা ভগবৎস্মৃতম্ ॥ ৩০ ॥
পাখণ্ডপথবৈষম্যং প্রতিলোমনিবেশনম্ ।
জীবস্য গতয়ো যাশ্চ যাবতীর্গুণকর্ম্মজাঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়

গুণাবতারৈঃ (লীলাবতার ব্রহ্মাদিদ্বারা) বিশ্বস্য সৃজতঃ (বিশ্বসৃষ্টিকারী) শ্রীনিবাসস্য (লক্ষ্মীপতি শ্রীহরির) সর্গস্থিত্যপ্যয়াশ্রয়ম্ (সৃষ্টি, স্থিতি, লয়বিষয়ক) উদারবিক্রমম্ (উদার লীলাসমূহ) ব্যাচক্ষ্ব (বর্ণনা করুন) ॥ ২৮ ॥

[হে ব্রহ্মন্ !] রূপশীলস্বভাবতঃ (রূপ, আচার ও শমদম প্রভৃতি বিভাগ অনুসারে) বর্ণাশ্রম-বিভাগান্ চ (বর্ণাশ্রমবিভাগ), ঋষীণাং (ঋষিগণের) জন্মকর্ম্মাণি (জন্ম ও কর্ম্ম সকল) বেদস্য চ (ও বেদের) বিকর্ষণম্ (বিভাগ) [এতদাখ্যাহি] (এই সকল আমাকে বলুন) [৩৫ সংখ্যক শ্লোকের "আখ্যাহি" ক্রিয়ার সহিত অন্বয় হইবে] ॥ ২৯ ॥

প্রভো ! (হে গুরো !) যজ্ঞস্য (কর্ম্মকাণ্ডের) বিতানানি চ (বিস্তার) যোগস্য চ (ও ধ্যান-যোগের) পথঃ (মার্গসমূহ) নৈষ্কর্ম্ম্যস্য (এবং জ্ঞানের পথ), সাংখ্যস্য চ (ভগবদবতার কপিলকৃত সাংখ্যশাস্ত্রের) [পথঃ] (উপায়রূপ পথ) ভগবৎস্মৃতম্ তন্ত্রং বা (ও ভগবান্ নারদকৃত পঞ্চরাত্র) [এই সকল বিষয় আমাকে বলুন] ॥ ৩০ ॥

পাখণ্ডপথবৈষম্যং (বেদবহির্ভূত উপধর্ম্মপরায়ণ পাষণ্ডগণের প্রবৃত্তি), প্রতিলোমনিবেশনম্ (অন্ত্যজ-

অনুবাদ

যিনি লীলাবতার ব্রহ্মাদির দ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়া থাকেন, সেই লক্ষ্মীপতি শ্রীহরির সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়বিষয়ক উদার লীলাসমূহ আমাকে বলুন ॥২৮॥

হে ব্রহ্মন্ ! রূপ, আচার ও শমদমাদির বিভাগ অনুসারে বর্ণ ও আশ্রম, ঋষিগণের জন্ম ও কর্ম্মসকল এবং বেদের বিভাগ, এই সকল বিষয় আপনি আমাকে বলুন ॥২৯॥

হে প্রভো ! কর্ম্মকাণ্ডের বিস্তার, ধ্যানযোগের পথ, জ্ঞান ও ভগবদবতার কপিলকৃত সাংখ্যশাস্ত্রের পথ এবং নারদকৃত পঞ্চরাত্র এই সকল বিষয় আমাকে বলুন ॥৩০॥

বেদবহির্ভূত উপধর্ম্মপরায়ণ পাষণ্ডগণের বিপরীত প্রবৃত্তি, অন্ত্যজজাতির সন্নিবেশ এবং

টীকা

বিষয়ো যস্য তম্ ॥ ২৮ ॥ রূপশীলবিভাগতঃ তৃতীয়ার্থে তসিঃ। রূপেণ লিঙ্গেন শীলেন আচারেণ স্বভাবেন শমাদিনা বর্ণাশ্রমবিভাগান্ এতদাখ্যাহীত্যগ্রিমেণান্বয়ঃ। বিকর্ষণম্ বিভাগম্ ॥ ২৯ ॥ যজ্ঞস্য কর্ম্মকাণ্ডস্য বিতানানি বিস্তারান্, যোগস্য পথঃ ধ্যানযোগস্য মার্গান্, তথা নৈষ্কর্ম্ম্যস্য জ্ঞানস্য পথঃ, সাংখ্যস্য বিষ্ণ্বতারকপিলকৃতস্য শাস্ত্রস্য পথঃ ॥ ৩০ ॥ পাখণ্ডানাং বেদবাহ্যানাম্ উপধর্ম্মাণাং পন্থাঃ প্রবৃত্তিস্তদেব

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং নিমিত্তান্যবিরোধতঃ।
বার্ত্তাযা দণ্ডনীতেশ্চ শ্রুতস্য চ বিধিং পৃথক্ ॥ ৩২ ॥
শ্রাদ্ধস্য চ বিধিং ব্রহ্মন্! পিতৃণাং সর্গমেব চ।
গ্রহনক্ষত্রতারাণাং কালাবযবসংস্থিতিম্ ॥ ৩৩ ॥
দানস্য তপসো বাপি যচ্চেষ্টাপূর্ত্তযোঃ ফলম্।
প্রবাসস্থস্য যো ধর্ম্মো যশ্চ পুংস উতাপদি ॥ ৩৪

অন্বয়

জাতিব সন্নিবেশ) জীবস্য (এবং জীবেব) গুণকর্ম্মজাঃ (গুণ ও কর্ম্ম অনুসাবে) যাবতীঃ (যতসংখ্যক) যাশ্চ (ও যে সকল) গতযঃ (গতি হয) [এই সকল আমাকে বলুন] ॥ ৩১ ॥

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং (ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গেব) অবিবোধতঃ (পবস্পব অবিবোধে) নিমিত্তানি (প্রাপ্তিব উপায সকল), বার্ত্তাযাঃ (ব্যবসাশাস্ত্র) দণ্ডনীতেঃ চ (ও দণ্ডনীতি অর্থাৎ বাজশাস্ত্র) শ্রুতস্য চ (এবং বেদশাস্ত্রেব) পৃথক্ বিধিং (পৃথক্ পৃথক্ অনুষ্ঠান বিধি) [আমাকে বলুন] ॥ ৩২ ॥

ব্রহ্মন্! (হে মৈত্রেয!) শ্রাদ্ধস্য চ বিধিং (শ্রাদ্ধেব অনুষ্ঠানবিধি) পিতৃণাম সর্গম এব চ (ও পিতৃগণেব সৃষ্টি) গ্রহনক্ষত্রতাবাণাং (এবং গ্রহ, নক্ষত্র ও তাবাগণেব) কালাবযবসংস্থিতিম (কালচক্রে অর্থাৎ দিন, বাত্রি, মাস ও বর্ষাদিতে অবস্থিতি) [এই সকল আমাকে বলুন] ॥ ৩৩ ॥

দানস্য (দানেব), তপসঃ (তপস্যাব) ইষ্টাপূর্ত্তযোঃ বা অপি (এবং ইষ্ট—যজ্ঞাদি শ্রৌতকর্ম্ম, পূর্ত্ত—বাপী ও কূপখননাদি স্মার্ত্তকর্ম্ম, ইহাদেব) যচ্চ ফলম (যে ফল) প্রবাসস্থস্য (ও প্রবাসে স্থিত ব্যক্তিব) উত (এবং) পুংসঃ (জীবেব) আপদি (বিপদ্‌কালে) যঃ ধর্ম্মঃ (যে ধর্ম্ম) [সেই সকল আমাকে বলুন] ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ

জীবেব গুণ ও কর্ম্মানুসাবে যত সংখ্যক ও যতপ্রকাব গতি আছে, এই সকল আমাকে বলুন ॥৩১॥

হে ব্রহ্মন্! পবস্পব অবিবোধে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গেব প্রাপ্তিব উপায়-সকল, ব্যবসাশাস্ত্র, বাজশাস্ত্র ও বেদশাস্ত্রসমূহেব পৃথক্ পৃথক্ অনুষ্ঠানবিধি আমাকে বলুন ॥ ৩২ ॥

হে ব্রহ্মন্! শ্রাদ্ধেব অনুষ্ঠানবিধি, পিতৃগণেব সৃষ্টি এবং গ্রহ, নক্ষত্র ও তাবাগণেব দিন, বাত্রি, মাস ও বর্ষ প্রভৃতি ক্রমে কালচক্রে অবস্থিতি এই সকল আমাকে বলুন ॥ ৩৩ ॥

দান, তপস্যা এবং যজ্ঞাদি শ্রৌতকর্ম্ম ও বাপীকূপখননাদি স্মার্ত্তকর্ম্মেব যাহা ফল, প্রবাসী ব্যক্তির যাহা ধর্ম্ম ও জীবেব আপৎকালে যাহা ধর্ম্ম, আপনি এই সকল আমাকে বলুন ॥৩৪॥

টীকা

বৈষম্যম্ ॥ ৩১ ॥ নিমিত্তান্যুপায়ান্ ॥ ৩২॥ গ্রহাদীনাং কালাবয়বে কালচক্রে সংস্থিতিম্ ॥৩৩॥ ৩৪ ॥৩৫॥

যেন বা ভগবাংস্তুষ্যেদ্ধর্ম্মযোনির্জ্জনার্দ্দনঃ।
সংপ্রসীদতি বা যেষামেতদাখ্যাহি মেঽনঘ! ॥ ৩৫ ॥
অনুব্রতানাং শিষ্যাণাং পুত্রাণাঞ্চ দ্বিজোত্তম!।
অনাপৃষ্টমপি ব্রুয়ুর্গুরবো দীনবৎসলাঃ ॥ ৩৬ ॥
তত্ত্বানাং ভগবংস্তেষাং কতিধা প্রতিসংক্রমঃ।
তত্রেমং ক উপাসীরন্ ক উ স্বিদনুশেরতে ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়

অনঘ! (হে নিষ্পাপ মৈত্রেয়!) যেন বা (যে উপায়ে) ধর্ম্মযোনিঃ (সর্ব্বধর্ম্মের কারণ) ভগবান্ জনার্দ্দনঃ (ভগবান্ শ্রীহরি) তুষ্যেৎ (পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন) যেষাং বা (এবং যাহাদের প্রতি) সম্প্রসীদতি (সম্যক্‌রূপে প্রসন্ন হইয়া থাকেন) এতৎ (এই সকল) মে (আমাকে) আখ্যাহি (বলুন) ॥ ৩৫ ॥

দ্বিজোত্তম! (হে বিপ্রবর!) অনুব্রতানাং (অনুগত) শিষ্যাণাং পুত্রাণাং চ (শিষ্য ও পুত্রগণকে) দীনবৎসলাঃ গুরবঃ (দীনবৎসল গুরুগণ) অনাপৃষ্টম্ অপি (অজিজ্ঞাসিত বিষয়ও) ব্রূয়ুঃ (উপদেশ করিয়া থাকেন) ॥ ৩৬ ॥

ভগবন্! (হে মৈত্রেয়!) তেষাং তত্ত্বানাং (আপনাকর্ত্তৃক কথিত সেই তত্ত্বসমূহের) প্রতিসংক্রমঃ (প্রলয়) কতিধা (কত প্রকার?) তত্র (প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে তাহাদের মধ্যে) ইমং (এই ভগবান্‌কে) কে (কাহারা) [মুক্ত হইয়া] উপাসীরন্ (উপাসনা করিয়া থাকেন?) কে উ স্বিৎ (এবং কাহারাই বা) অনুশেরতে (লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে?) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ

হে নিষ্পাপ মৈত্রেয়! যে উপায়ে ধর্ম্মযোনি ভগবান্ শ্রীহরি যাহাদের উপরে পরিতুষ্ট ও প্রসন্ন হইয়া থাকেন, সেই সকল আমাকে সম্যক্‌রূপে বলুন ॥ ৩৫ ॥

হে দ্বিজপ্রবর! অনুগত শিষ্য ও পুত্রগণকে গুরুজনগণ তাহাদের অজিজ্ঞাসিত বিষয়ও উপদেশ করিয়া থাকেন, কারণ তাঁহারা দীনবৎসল; আমি আপনার অনুগত শিষ্য; যে যে বিষয়ে আমার জিজ্ঞাসা করিবারও ক্ষমতা নাই, সেই সকল বিষয় যদি আমার পক্ষে মঙ্গলজনক বলিয়া মনে করেন, তবে তাহা আমাকে উপদেশ করুন ॥ ৩৬ ॥

হে ভগবন্ মৈত্রেয়! আপনি যে পূর্ব্বে তত্ত্বসমূহের কথা বলিয়াছেন, সেই তত্ত্বসমূহের লয় কতপ্রকার? প্রলয় হইলে তাহাদের মধ্যে কাহারা মুক্ত হইয়া এই ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন? এবং কাহারাই বা লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে? ॥ ৩৭ ॥

টীকা

শিষ্যাণাং শিষ্যেভ্যঃ, পুত্রাণাং পুত্রেভ্যঃ অনাপৃষ্টমপি ব্রূয়ুঃ। যতঃ দীনবৎসলাঃ। অনেন যৎ প্রষ্টুং মম শক্তির্ন, তদপি হিতং চেৎ মহ্যং ব্রূহীতি সূচিতম্ ॥ ৩৬ ॥ তত্ত্বানাং প্রাকৃতানাং প্রতিসংক্রমঃ কতিধা, কতি প্রকারঃ? তত্র প্রলয়ে সতি ইমং ভগবন্তং কে উপাসীরন্ মুক্তাঃ সন্তঃ সেবন্তে? কে উ স্বিৎ কে বা অনুশেরতে উপসংহ্রিয়ন্তে ইত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

পুরুষস্য চ সংস্থানং স্বরূপং বা পরস্য চ।
জ্ঞানঞ্চ নৈগমং যত্তদ্ গুরুশিষ্যপ্রয়োজনম্ ॥ ৩৮ ॥
নিমিত্তানি চ তস্যেহ প্রোক্তান্যনঘ ! সূরিভিঃ।
স্বতো জ্ঞানং কুতঃ পুংসাং ভক্তির্বৈরাগ্যমেব চ ॥ ৩৯ ॥
এতান্ মে পৃচ্ছতঃ প্রশ্নান্ হরেঃ কর্ম্মবিবিৎসয়া।
ব্রূহি মেঽজ্ঞস্য মিত্রত্বাদজয়া নষ্টচক্ষুষঃ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়

পুরুষস্য চ (জীবের) পরস্য চ (ও পরমেশ্বরের) সংস্থানং (পরিমাণ) স্বরূপং বা (ও স্বরূপ) যৎ (এবং যাহা) গুরুশিষ্যপ্রয়োজনং (গুরু ও শিষ্যের প্রয়োজনায়) তৎ (সেই) নৈগমং (উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য আত্মপরমাত্মবিষয়ক) জ্ঞানং চ (জ্ঞান) ব্রূহি (উপদেশ করুন) ॥ ৩৮ ॥

সূরিভিঃ (জ্ঞানিগণকর্ত্তৃক) প্রোক্তানি (কথিত) তস্য (সেই জ্ঞানের) নিমিত্তানি চ (সাধনসমূহ ইহ (আমার নিকটে) [ব্রূহি] (বলুন)। অনঘ ! (হে নিষ্পাপ !) পুংসাং (জীবগণের) জ্ঞানং ভক্তিঃ বৈরাগ্যম্ এব চ (জ্ঞান, ভক্তি ও বৈরাগ্য) স্বতঃ (আপনা হইতে) কুতঃ [স্যাৎ] (কি করিয়া হইতে পারে ?) ॥ ৩৯ ॥

অজয়া (মায়াদ্বারা) নষ্টচক্ষুষঃ (জ্ঞানচক্ষু বিনষ্ট হওয়ায়) হরেঃ কর্ম্মবিবিৎসয়া (শ্রীহরির লীলাদি জানিতে ইচ্ছুক) পৃচ্ছতঃ (জিজ্ঞাসাকারী) অজ্ঞস্য মে (অজ্ঞ আমার) এতান্ প্রশ্নান্ (এই সকল জিজ্ঞাসিত বিষয়) মে মিত্রত্বাৎ (আপনি আমার পরম সুহৃৎ অর্থাৎ হিতকারী বলিয়া) ব্রূহি (বলুন) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ

হে প্রভো ! জীবের ও পরমেশ্বরের পরিমাণ ও স্বরূপ এবং যাহা গুরু ও শিষ্যের প্রয়োজনায়, সেই উপনিষৎপ্রতিপাদ্য আত্মপরমাত্মবিষয়ক জ্ঞান আমাকে উপদেশ করুন ॥৩৮॥

হে মৈত্রেয় ! জ্ঞানিগণ যাহা নিরূপণ করিয়াছেন, সেই জ্ঞানের সাধনসমূহও আমাকে উপদেশ করুন। হে অনঘ ! জীবগণের জ্ঞান, ভক্তি ও বৈরাগ্যের উদয় আপনা হইতে কি করিয়া হইতে পারে ? অর্থাৎ স্বভাবতঃ কখনও জ্ঞান, ভক্তি ও বৈরাগ্য জন্মে না। পরন্তু গুরুর উপদেশ হইতেই জন্মিয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥

মায়াদ্বারা আমার জ্ঞানচক্ষু বিনষ্ট হইয়াছে ; আমি অতিশয় অজ্ঞানী ; অতএব শ্রীহরির লীলাদি জানিতে ইচ্ছা করিয়া আপনাকে যে সকল প্রশ্ন করিয়াছি, আমার সেই সকল জিজ্ঞাসিত বিষয় আমাকে উপদেশ করুন ; কারণ আপনি আমার পরম হিতকারী ॥ ৪০ ॥

টীকা

পুরুষস্য জীবস্য পরস্য পরমেশ্বরস্য চ সংস্থানং পরিমাণং স্বরূপঞ্চ গুরুশিষ্যয়োঃ প্রয়োজনভূতং নৈগমম্ ঔপনিষদমাত্মপরমাত্মবিষয়কং জ্ঞানম্ ॥ ৩৮ ॥ তস্য জ্ঞানস্য নিমিত্তানি সাধনানি চ ব্রূহি। জ্ঞানং, ততো ভক্তিঃ, ততো বৈরাগ্যং ; স্বতঃ কুতঃ স্যাৎ কিন্তু গুরূপদেশতঃ এব স্যাৎ ॥ ৩৯ ॥ অতঃ হরেঃ কর্ম্মবিবিৎসয়া

সর্ব্বে বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ তপোদানানি চানঘ ।
জীবাভয়প্রদানস্য ন কুর্ব্বীরন্ কলামপি ॥ ৪১ ॥

শ্রীশুক উবাচ

স ইত্থমাপৃষ্টপুরাণকল্পঃ কুরুপ্রধানেন মুনিপ্রধানঃ ।
প্রবৃদ্ধহর্ষো ভগবৎকথায়াং সঞ্চোদিতস্তং প্রহসন্নিবাহ ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে বিদুর-মৈত্রেয় সংবাদে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৭॥

অন্বয়

অনঘ ! (হে নিষ্পাপ !) জীবাভয়প্রদানস্য (তত্ত্বোপদেশদ্বারা জীবগণের অভয়প্রদানকারী গুরু যেমন অভয় প্রদান করেন, তাহার) কলাম্ অপি (একাংশও) সর্ব্বে বেদাঃ চ (বেদসমূহ), যজ্ঞাঃ চ (যজ্ঞসমূহ), তপোদানানি চ (তপস্যা ও দান এই সকল) ন কুর্ব্বীরন্ (করিতে পারে না) ॥ ৪১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) কুরুপ্রধানেন (কৌরবশ্রেষ্ঠ বিদুরকর্ত্তৃক) ইত্থং (এই প্রকারে) আপৃষ্টপুরাণকল্পঃ (পুরাণোক্তবিষয় জিজ্ঞাসিত হইয়া) মুনিপ্রধানঃ (ঋষিশ্রেষ্ঠ) সঃ (সেই মৈত্রেয় ঋষি) ভগবৎকথায়াং সঞ্চোদিতঃ (ভগবল্লীলাকথনে প্রণোদিত হইয়া) প্রবৃদ্ধহর্ষঃ (অতিশয় আনন্দিত) [হইলেন ও] প্রহসন্ ইব (ঈষৎ হাস্য করিয়াই যেন) তম্ আহ (সেই বিদুরকে বলিতে লাগিলেন) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ

হে নিষ্পাপ মৈত্রেয় ! তত্ত্বোপদেশের দ্বারা জীবগণের অভয়প্রদানকারী গুরু শিষ্যকে যেমন অভয় প্রদান করিয়া থাকেন, সমস্ত বেদ, সমস্ত যজ্ঞ এবং তপস্যা ও দান তাহার একাংশও করিতে পারে না অর্থাৎ গুরুর উপদেশে শিষ্যের যতটা সংসারভয় দূর হয়, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, তপস্যা ও দানদ্বারা তাহার একাংশও হয় না ॥ ৪১ ॥

শুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ ! কৌরবশ্রেষ্ঠ বিদুরকর্ত্তৃক পূর্ব্বোক্তপ্রকারে পুরাণোক্ত বিষয়সমূহ জিজ্ঞাসিত হইয়া মুনিশ্রেষ্ঠ মৈত্রেয়ঋষি ভগবল্লীলাকথনে প্রণোদিত হইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং ঈষৎ হাস্য করিয়াই যেন সেই বিদুরকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৪২ ॥

সপ্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত হইল ॥৭॥

টীকা

পৃচ্ছতঃ মে প্রশ্নান্ প্রষ্টব্যান্ অর্থান্ মে মিত্রত্বাৎ হিতকারিত্বাৎ ব্রূহি ॥ ৪০ ॥ ৪১ ॥ পুরাণে কল্পতে প্রকাশতে ইতি পুরাণকল্পো বুভুৎসিতোঽর্থঃ আপৃষ্টঃ পুরাণকল্পো যং স তথা । মুনিষু প্রধানঃ ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে সিদ্ধান্তপ্রদীপে তৃতীয়স্কন্ধীয়ে সপ্তমাধ্যায়ার্থপ্রকাশঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ

সৎসেবনীয়ো বত পূরুবংশো যল্লোকপালো ভগবৎপ্রধানঃ।
বভূবিথেহাজিতকীর্ত্তিমালাং পদে পদে নূতনয়স্যভীক্ষ্ণম্ ॥ ১ ॥
সোঽহং নৃণাং ক্ষুল্লসুখায় দুঃখং মহদ্গতানাং বিরমায় তস্য।
প্রবর্ত্তয়ে ভাগবতং পুরাণং যদাহ সাক্ষাদ্ভগবানৃষিভ্যঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়

[এই অষ্টম অধ্যায়ে মৈত্রেয়ঋষি বিদুরের প্রশ্নসমূহের উত্তর বলিতে যাইয়া ভগবদ্বিভূতি, ব্রহ্মার উৎপত্তি ও ব্রহ্মাকর্ত্তৃক ভগবৎস্তোত্র নিরূপণ করিবেন] শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ (মৈত্রেয়ঋষি বলিলেন) বত (আহা !) পূরুবংশঃ (এই পূরুবংশ) সৎসেবনীয়ঃ (সজ্জনগণের মাননীয়) ; যৎ (যেহেতু) ইহ (এই পূরুবংশে) ভগবৎপ্রধানঃ (ভগবদুপাসক) লোকপালঃ (ধর্ম্মরাজ যম) [তুমি বিদুররূপে] বভূবিথ (জন্মগ্রহণ করিয়াছ)। [তুমি] অজিতকীর্ত্তিমালাং (ভগবানের লীলাপ্রসঙ্গকে) পদে পদে (পুনঃ পুনঃ) অভীক্ষ্ণম্ (অতিশয়) নূতনয়সি (নূতন করিয়া তুলিতেছ) ॥১॥

ক্ষুল্লসুখায় (অল্প সুখের নিমিত্ত) মহৎ দুঃখং গতানাং (অতিশয় ক্লেশভোগকারী) নৃণাং (মানবগণের) তস্য (দুঃখের) বিরমায় (নিবৃত্তির জন্য) সাক্ষাৎ ভগবান্ (সাক্ষাৎ ভগবান্ সঙ্কর্ষণ) যৎ (যাহা) ঋষিভ্যঃ (সনৎকুমারাদি ঋষিগণকে) আহ (উপদেশ করিয়াছিলেন), সঃ অহং (আমি) [তৎ] ভাগবতং পুরাণং (সেই ভাগবত নামক মহাপুরাণ) প্রবর্ত্তয়ে (আরম্ভ করিতেছি) ॥২॥

অনুবাদ

মৈত্রেয়ঋষি বলিলেন—আহা ! এই পূরুবংশ সজ্জনগণের মাননীয় ; যেহেতু এই পূরুবংশে ভগবদুপাসক ধর্ম্মরাজ যম তুমি বিদুররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তুমি শ্রেষ্ঠ ভগবদুপাসক ; যেহেতু ভগবানের লীলাপ্রসঙ্গকে তুমি পুনঃ পুনঃ অতিশয় নূতন করিয়া তুলিতেছ ॥১॥

হে বিদুর ! যদিও তুমি কৃতার্থ, তথাপি তোমাকে অবলম্বন করিয়া আমি এক্ষণে তুচ্ছ সুখের নিমিত্ত যাহারা অতিশয় দুঃখ ভোগ করিতেছে, সেই মানবগণের দুঃখ নিবারণ করিবার জন্য সাক্ষাৎ ভগবান্ সঙ্কর্ষণ যাহা সনৎকুমারপ্রমুখ ঋষিগণকে উপদেশ করিয়াছিলেন, সেই ভাগবত নামক মহাপুরাণ আরম্ভ করিতেছি [শ্রবণ কর] ॥ ২ ॥

টীকা

ইত্থং স্ববুভুৎসিতার্থপ্রবচনে বিদুরেণ প্রবর্ত্তিতো মুনিস্তৎকৃতপ্রশ্নোত্তরাণ্যভিধাস্যমানস্তাবদ্ভগবদ্বিভূতের্ব্রহ্মণঃ উৎপত্তিং, ব্রহ্মকৃতং ভগবৎস্তোত্রং চানুবদত্যষ্টমাধ্যায়ে। তত্রাদৌ শ্রোতারমভিনন্দতি—সৎসেবনীয় ইতি। পূরুবংশঃ সতাং সেবনীয়ঃ মাননীয়ঃ। বত! অহো! যৎ যত ইহ পূরুবংশে ভগবান্ প্রধান উপাস্যো যস্য সঃ লোকপালঃ ধর্ম্মঃ ত্বং বভূবিথ জাতোঽসি। ভগবৎপ্রধানত্বে হেতুমাহ—পদে পদে পুনঃ পুনঃ অভীক্ষ্ণং ভৃশম্ অজিতস্য বিষ্ণোঃ কীর্ত্তিমালাং নূতনয়সি নবীনাং করোষি ॥ ১ ॥ বিদুর! ত্বং কৃতার্থস্তথাপি ত্বদ্দ্বারা ক্ষুল্লসুখায় অল্পসুখায় মহদ্দুঃখং গতানাং নৃণাং তস্য

আসীনমুর্ব্ব্যাং ভগবন্তমাদ্যং সঙ্কর্ষণং দেবমকুণ্ঠসত্ত্বম্।
বিবিৎসবস্তত্ত্বমতঃ পরস্য কুমারমুখ্যা মুনয়োঽন্বপৃচ্ছন্ ॥ ৩ ॥
স্বমেব ধিষ্ণ্যং বহু মানয়ন্তং যং বাসুদেবাভিধমামনন্তি।
প্রত্যগ্ধৃতাক্ষাম্বুজকোষমীষ-দুন্মীলয়ন্তং বিবুধোদয়ায় ॥ ৪ ॥

অন্বয়

অতঃ (জগতের) পরস্য (শ্রেষ্ঠ বাসুদেবের) তত্ত্বং (স্বরূপ) বিবিৎসবঃ (জানিতে ইচ্ছুক) কুমারমুখ্যাঃ (সনকাদি) মুনয়ঃ (ঋষিগণ) উর্ব্ব্যাং (পাতালতলে) আসীনম্ (উপবিষ্ট) অকুণ্ঠসত্ত্বম (অপ্রতিহতজ্ঞানী) আদ্যং দেবম (আদিদেব) ভগবন্তং সঙ্কর্ষণম্ (ভগবান্ সঙ্কর্ষণকে) অন্বপৃচ্ছন্ (জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন) ॥৩॥

[সেই সঙ্কর্ষণদেবের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন] যং (যাঁহাকে) [পণ্ডিতগণ] বাসুদেবাভিধম্ (বাসুদেব নামে) আমনন্তি (বলিয়া থাকেন), স্বম্ এব ধিষ্ণ্যং (নিজেরই আশ্রয়) [তং] (তাঁহাকে) বহু মানয়ন্তং (যিনি সর্ব্বোৎকৃষ্টজ্ঞানে পূজা করিতেছিলেন) প্রত্যগ্ধৃতাক্ষাম্বুজকোষম্ (এবং নয়নকমল অন্তর্মুখী করিয়াছিলেন), বিবুধোদয়ায় (ও পরে জ্ঞানী সনকাদি ঋষিগণের মঙ্গলের নিমিত্ত) ঈষৎ উন্মীলয়ন্তং (যিনি নয়ন ঈষৎ উন্মীলন করিলেন), [সেই সঙ্কর্ষণদেবকে মুনিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পূর্ব্বের সহিত অন্বয়] ॥৪॥

অনুবাদ

হে বিদুর! [একদা] সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীবাসুদেবের স্বরূপ জানিতে অভিলাষী হইয়া সনকাদি ঋষিগণ পাতালতলে উপবিষ্ট অপ্রতিহতজ্ঞানী [অর্থাৎ যাঁহার জ্ঞান কখনও মোহাচ্ছন্ন হয় না এমন] আদিদেব ভগবান্ সঙ্কর্ষণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

পণ্ডিতগণ যাঁহাকে বাসুদেব নামে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, নিজেরই আশ্রয় সেই বাসুদেবকে সঙ্কর্ষণদেব ধ্যানপথে অনুভব করিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্টজ্ঞানে পূজা করিতেছিলেন; সেই অবস্থায় তিনি নয়নকমল অন্তর্মুখী করিয়াছিলেন ও পরে কৃপাবলোকনের দ্বারা জ্ঞানী সনকাদি ঋষিগণের মঙ্গলের নিমিত্ত নয়নকমল ঈষৎ উন্মীলন করিলেন, [এইরূপ সঙ্কর্ষণদেবকে সনকাদি ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন] ॥ ৪ ॥

টীকা

দুঃখস্য বিরমায় নিবৃত্তয়ে যৎ পুরাণং ভগবান সঙ্কর্ষণঃ ঋষিভ্যঃ কুমারমুখ্যেভ্যঃ আহ, তৎ পুরাণং ভাগবতাখ্যম্ অহং প্রবর্ত্তয়ে ॥ ২ ॥ অতঃ সঙ্কর্ষণাৎ জগতো বা পরস্য বাসুদেবস্য তত্ত্বং স্বরূপং গুণাদিযাথাত্ম্যং বিবিৎসবঃ বেত্তুমিচ্ছবঃ কুমারাঃ সনকাদয়ঃ মুখ্যা যেষু তে। কুমারাণাং নিত্যতয়া আগতজ্ঞানা ইতি বৈষ্ণবে নিত্যসিদ্ধজ্ঞানবত্ত্বোক্তের্বিবিৎসব ইতি ছত্রিন্যায়েনোক্তম্। কুমারমুখ্যাঃ সনকাদয়শ্চত্বারঃ ইতি ব্যাখ্যা তু অসঙ্গতা, তেষু মুখ্যামুখ্যব্যবহারাভাবাৎ ; উর্ব্ব্যাং পাতালতলে, আসীনমুপাবিষ্টম্, অকুণ্ঠসত্ত্বম্ নিরাবরণজ্ঞানম্ ॥ ৩ ॥ সঙ্কর্ষণং বিশিনষ্টি—যং বাসুদেবাভিধমামনন্তি, তং স্বমেব ধিষ্ণ্যং স্বীয়মেবাশ্রয়ং ধ্যানপথেনানুভূয় বহুমানয়ন্তং সর্ব্বোৎকৃষ্টত্বেন পূজয়ন্তম্ প্রত্যক্ধৃতমন্তর্ম্মুখীকৃতমক্ষাম্বুজকোষং নয়নাব্জমুকুলং যেন তং বিবুধানাং বিদুষামভ্যুদয়ায় ঈষদুন্মীলয়ন্তম্ ॥ ৪ ॥ কুমারমুখ্যান্ বিশিনষ্টি সার্দ্ধেন। তজ্জ্ঞাঃ সঙ্কর্ষণকৃতজ্ঞাঃ অস্য সঙ্কর্ষণস্য কৃতানি প্রেম্না স্খলন্তি পদানি

স্বর্ধুন্যুদার্দ্রৈঃ স্বজটাকলাপৈ-রুপস্পৃশন্তশ্চরণোপধানম্।
পদ্মং যদর্চ্চন্ত্যহিরাজকন্যাঃ সপ্রেমনানাবলিভির্ব্বরার্থাঃ ॥ ৫ ॥
মুহুর্গৃণন্ত্যো বচসানুরাগ-স্খলৎপদেনাস্য কৃতানি তজ্জ্ঞাঃ।
কিরীটসাহস্রমণিপ্রবেক-প্রদ্যোতিতোদ্দামফণাসহস্রম্ ॥ ৬ ॥

অন্বয়

[সনকাদি ঋষিগণের বর্ণনা করিতেছেন এবং ষষ্ঠশ্লোকের শেষার্দ্ধে সঙ্কর্ষণদেবের বর্ণনা করিতেছেন] তজ্জ্ঞাঃ (সঙ্কর্ষণের লীলাভিজ্ঞা) অস্য (এই সঙ্কর্ষণের) কৃতানি (লীলাসকল) অনুরাগস্খলৎপদেন বচসা (অনুরাগবশতঃ স্খলিতপদযুক্ত বাক্যের দ্বারা) মুহুঃ গৃণন্ত্যঃ (পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তনকারিণী) বরার্থাঃ (বিষ্ণুপদপ্রাপ্তিকামা) অহিরাজকন্যাঃ (নাগরাজকন্যাগণ) যৎ পদ্মং (যে পদ্মকে) সপ্রেম (প্রেমের সহিত) নানাবলিভিঃ (নানা উপহারের দ্বারা) অর্চ্চন্তি (পূজা করিয়া থাকেন), [তৎ] চরণোপধানং (সেই সঙ্কর্ষণের চরণাধার পদ্মকে) [যাঁহারা সত্যলোক হইতে গঙ্গামধ্য দিয়া অবতরণ হেতু] স্বধুন্যুদার্দ্রৈঃ (স্বর্ধুনী—গঙ্গা, উদ—জল, গঙ্গাজলের দ্বারা সিক্ত) জটাকলাপৈঃ (জটাসমূহের দ্বারা) উপস্পৃশন্তঃ (নমস্কার করিয়া থাকেন, সেই সনকাদি মুনিগণ) কিরীটসাহস্রমণিপ্রবেকপ্রদ্যোতিতোদ্দামফণাসহস্রম্ (সহস্র কিরীটে যে উত্তম মণিসমূহ আছে, তাহাদ্বারা উদ্ভাসিত ও উন্নত সহস্র কিরীটফণা যাঁহার আছে, সেই সঙ্কর্ষণদেবকে) [জিজ্ঞাসা করিলেন]॥ ৫-৬ ॥

অনুবাদ

যাহারা সঙ্কর্ষণদেবের লীলা সকল জানেন বলিয়া সঙ্কর্ষণদেবের প্রতি অনুরাগবশতঃ স্খলিতপদযুক্ত বাক্যের দ্বারা তাঁহার লীলাসকল পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, বিষ্ণুপদলাভের অভিলাষিণী সেই নাগরাজকন্যাগণ ভগবানের যে চরণাধার কমলকে প্রেমের সহিত নানা উপহারের দ্বারা পূজা করিয়া থাকেন, সত্যলোক হইতে গঙ্গামধ্য দিয়া অবতরণ করায় গঙ্গাজলে আর্দ্র জটাসমূহের দ্বারা সেই চরণাধার পদ্মকে নমস্কার করিয়া সনকাদি মুনিগণ সঙ্কর্ষণদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন; সঙ্কর্ষণদেবের সহস্র কিরীটে যে সকল উত্তম মণি আছে, তাহা দ্বারা তাঁহার কিরীটের ফণা উদ্ভাসিত ও উন্নত ॥ ৫-৬ ॥

টীকা

যস্মিন্ তেন বচসা মুহুর্গৃণন্ত্যঃ গায়ন্ত্যঃ বরার্থাঃ পতিকামা বিষ্ণুপদপ্রাপ্তিকামাঃ বা অহিরাজানাং কন্যাঃ যৎ পদ্মং সপ্রেম প্রেমসহিতং যথা ভবতি তথা বলিভিঃ নানোপহারৈঃ অর্চ্চন্তি পূজয়ন্তি তচ্চরণোপধানং চরণৌ উপধীয়েতে যস্মিন্ এতাদৃশং পদ্মং সত্যলোকাদ্ গঙ্গামধ্যতঃ পাতালাবতরণবশাৎ স্বর্ধুন্যুদার্দ্রৈঃ জটাকলাপৈঃ উপস্পৃশন্তঃ নমন্তঃ সহস্রমেব সাহস্রং কিরীটানাং সাহস্রে যে মণিপ্রবেকাঃ মণ্যুত্তমাঃ তৈঃ প্রদ্যোতিতম উদ্দামানাং শ্রেষ্ঠানাং ফণানাং সহস্রং যস্য তম্ অপৃচ্ছন্নিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ৫-৬ ॥ তেন পাতালতলগতেন সনৎকুমারায় এতদ্ভাগবতাখ্যং শাস্ত্রম্ প্রোক্তম্ বর্ণিতম্। বর্ণনপ্রয়োজনং বক্তুং সনৎকুমারং বিশিনষ্টি—নিবৃত্তিধর্ম্মাভিরতায় মোক্ষধর্ম্মপ্রবর্ত্তকায়, তদুক্তং মোক্ষধর্ম্মে—

প্রোক্তং কিলৈতদ্ভগবত্তমেন নিবৃত্তিধর্ম্মাভিরতায় তেন।
সনৎকুমারায় স চাহ পৃষ্টঃ সাংখ্যায়নায়াঙ্গ! ধৃতব্রতায় ॥ ৭ ॥
সাংখ্যায়নঃ পারমহংস্যমুখ্যো বিবক্ষমাণো ভগবদ্বিভূতীঃ।
জগাদ সোঽস্মদ্গুরবেঽন্বিতায় পরাশরায়াথ বৃহস্পতেশ্চ ॥ ৮ ॥

অন্বয়

অঙ্গ! (হে বিদুর!) তেন ভগবত্তমেন (সেই পাতালগত ভগবান্ সঙ্কর্ষণ) নিবৃত্তধর্ম্মাভিরতায় (মোক্ষধর্ম্মপ্রবর্ত্তক) সনৎকুমারায় (সনৎকুমারকে) এতৎ (এই ভাগবত শাস্ত্র) প্রোক্তম্ কিল (উপদেশ করিয়াছিলেন); সঃ চ (সেই সনৎকুমারও) পৃষ্টঃ (জিজ্ঞাসিত হইয়া) ধৃতব্রতায় (ব্রতাবলম্বী) সাংখ্যায়নায় (সাংখ্যায়ন নামক ঋষিকে) আহ (তাহা বলিয়াছিলেন) ॥ ৭ ॥

পারমহংস্যমুখ্যঃ (পরমহংসগণের শ্রেষ্ঠ) সঃ সাংখ্যায়নঃ (সেই সাংখ্যায়ন নামক ঋষি)

অনুবাদ

হে বিদুর! সেই পাতালগত ভগবান্ সঙ্কর্ষণদেব মোক্ষধর্ম্মপ্রবর্ত্তক সনৎকুমারকে এই ভাগবত শাস্ত্র উপদেশ করিয়াছিলেন; সেই সনৎকুমারও আবার সাংখ্যায়ন ঋষিকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাকে ইহা উপদেশ করিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥*

হে বিদুর! পরমহংসগণের শ্রেষ্ঠ সেই সাংখ্যায়ন নামক ঋষি ভগবানের বিভূতিসকল

টীকা

"সনঃ সনৎসুজাতশ্চ সনকঃ সসনন্দনঃ। সনৎকুমারঃ কপিলঃ সপ্তমশ্চ সনাতনঃ ॥ ১ ।
সপ্তৈতে মানসাঃ প্রোক্তা ঋষয়ো ব্রহ্মণঃ সুতাঃ। স্বয়মাগতবিজ্ঞানা নিবৃত্তিধর্ম্মমাস্থিতাঃ ॥ ২ ॥
এতে যোগবিদাং মুখ্যাঃ সাংখ্যজ্ঞানবিশারদাঃ। আচার্য্যা ধর্ম্মশাস্ত্রেষু মোক্ষধর্ম্মপ্রবর্ত্তকাঃ ॥ ৩ ॥"

ইতি। বৈষ্ণবে চ ভৃগ্বাদ্যুৎপত্তিমুক্ত্বা "সনন্দনাদয়ো যে চ পূর্ব্বং সৃষ্টাস্তু বেধসা। নৈতে লোকেষু সজ্জন্তে নিরপেক্ষাঃ প্রজাসু তে ॥ সর্ব্বে তে চাগতজ্ঞানাঃ বীতরাগা বিমৎসরাঃ। আচার্য্যা মোক্ষধর্ম্মস্য মোক্ষশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকাঃ ॥" ইতি। অত্রাপি—"প্রাক্কল্পসংপ্লববিনষ্টমিহাত্মতত্ত্বং, সম্যগ্ জগাদ মুনয়ো যদচক্ষতাত্মন্" ইত্যুক্তম্। নমু পাতালতলে শেষঃ কশ্যপপুত্রোঽপ্যস্তি, তস্যাপি অনন্তসঙ্কর্ষণাদিসংজ্ঞাঃ সন্তি। স কিং সনৎকুমারায় মোক্ষপ্রয়োজনকমিদং প্রোক্তবান্? ইত্যত্রাহ—ভগবত্তমেনেতি। শেষোঽপি ভগবান্ সঙ্কর্ষণাংশত্বাৎ, তস্যাপ্যংশী সাক্ষাৎ সঙ্কর্ষণঃ ভগবত্তমঃ। অনয়োর্ভেদঃ দশমস্কন্ধে স্ফুটতরঃ—"বাসুদেবকলানন্তঃ সহস্রবদনঃ স্বরাট্। অগ্রতো ভবিতা দেব" ইতি সঙ্কর্ষণং ভগবত্তমমভিধায় তস্য গোকুলে বাসং প্রতিপাদ্য পুনঃ "শেষোঽন্বগাদ্বারি নিবারয়ন্ ফণৈরি"তি ভগবান্ শেষ উক্তঃ; স চ পুনঃ "যস্যৈকাংশেন বিধৃতা জগতী জগতঃ পতে"রিত্যনেন ভগবত্তমসঙ্কর্ষণাংশত্বেনোক্তঃ। তস্য কশ্যপপুত্রস্য স্বপিতৃপিতামহপূজ্যং সনৎকুমারং প্রতি শ্রীমদ্ভাগবতবর্ণনে অধিকারাভাবাৎ সামর্থ্যাভাবাচ্চ, তদংশিনা সাক্ষাৎ সঙ্কর্ষণেন ইত্যর্থঃ। স চ সনৎকুমারঃ সাংখ্যায়নায় আহ ॥ ৭ ॥ পারমহংস্যে

---

* সনৎকুমার প্রভৃতি ঋষিগণ যে মোক্ষধর্ম্ম প্রবর্ত্তক ছিলেন, এ বিষয়ে মোক্ষশাস্ত্র, বৈষ্ণবশাস্ত্র ও এই ভাগবত শাস্ত্রের প্রমাণ টীকায় প্রদর্শিত হইয়াছে। আর এই সঙ্কর্ষণশব্দে পাতালস্থিত কশ্যপ পুত্র শেষনাগের সঙ্কর্ষণ নাম থাকিলেও তাঁহাকে বুঝায় না, এ বিষয়ে যুক্তি ও প্রমাণ টীকাকার প্রদর্শন করিয়াছেন।

প্রোবাচ মহ্যং স দয়ালুরুক্তো মুনিঃ পুলস্ত্যেন পুরাণমাদ্যম্ ।
সোহহং তবৈতৎ কথয়ামি বৎস ! শ্রদ্ধালবে নিত্যমনুব্রতায় ॥৯॥
উদাপ্লুতং বিশ্বমিদং তদাসীদ্-যন্নিদ্রয়ামীলিতদৃঙ্ন্যমীলয়ৎ ।
অহীন্দ্রতল্পেহধিশয়ান একঃ কৃতক্ষণঃ স্বাত্মরতৌ নিরীহঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়

ভগবদ্বিভূতিঃ (শ্রীভগবানের বিভূতি সকল) বিবক্ষমাণঃ (বলিতে ইচ্ছুক হইয়া) অন্বিতায় (অনুগত) অস্মদ্গুরবে (আমাদের গুরু) পরাশরায় (পরাশর মুনিকে) জগাদ (এই ভাগবত বলিয়াছিলেন); অথ (অনন্তর) বৃহস্পতেঃ চ (বৃহস্পতির নিকটেও) [বলিয়াছিলেন] ॥৮॥

সঃ দয়ালুঃ মুনিঃ (সেই দয়ালু পরাশর মুনি) পুলস্ত্যেন উক্তঃ (পুলস্ত্যকর্তৃক "পুরাণাচার্য্য হইবে" এইরূপ বর প্রাপ্ত হইয়া) আদ্যং পুরাণং (শ্রীমদ্ভাগবত নামক আদি পুরাণ) মহ্যং (আমাকে) প্রোবাচ (উপদেশ করিয়াছেন); বৎস ! (হে বৎস !) সঃ অহং (এক্ষণে আমি) শ্রদ্ধালবে (শ্রদ্ধাশীল) নিত্যম্ অনুব্রতায় (সর্ব্বদা অনুগত) তব (তোমাকে) এতৎ (সেই ভাগবত) কথয়ামি (বলিতেছি) ॥ ৯ ॥

যৎ (যখন) অমীলিতদৃক্ (নিত্যজ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্ন) একঃ (এক ভগবান্) নিরীহঃ (নিশ্চেষ্ট) স্বাত্মরতৌ (ও স্বরূপানন্দে) কৃতক্ষণঃ (নিমগ্ন হইয়া) অহীন্দ্রতল্পে (অনন্তশয্যায়) নিদ্রয়া (যোগনিদ্রায়) অধিশয়ানঃ (শয়ন করতঃ) ন্যমীলয়ৎ (নেত্রদ্বয় মুদ্রিত করিয়াছিলেন) ; তদা (তখন) ইদং বিশ্বম্ (এই জগৎ) উদাপ্লুতং আসীৎ (জলে নিমগ্ন ছিল) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ

বর্ণনা করিতে অভিলাষী হইয়া আমাদের গুরু ও তাঁহার অনুগত পরাশরমুনিকে এই ভাগবত বলিয়াছিলেন এবং সুরগুরু বৃহস্পতির নিকটেও ইহা বলিয়াছিলেন ॥ ৮ ॥

সেই দয়ালু পরাশর মুনি পুলস্ত্যের বরে পুরাণাচার্য্য হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত নামক আদি পুরাণ আমাকে উপদেশ করিয়াছেন ; হে বৎস ! আমি শ্রদ্ধাশীল ও সতত অনুগত তোমাকে সেই ভাগবত বলিতেছি ॥ ৯ ॥*

হে বিদুর ! যাঁহার জ্ঞানদৃষ্টি কখনও লুপ্ত হয় না, সেই ভগবান্ নিশ্চেষ্ট

টীকা

পরমহংসানাং ধর্ম্মে মুখ্যঃ প্রধানঃ বিবক্ষমাণঃ বক্তুমিচ্ছুঃ, অন্বিতায় অনুগতায় ॥ ৮ ॥ স দয়ালুঃ পরাশরঃ পুলস্ত্যেন পুরাণাচার্য্যো ভবিষ্যতীত্যুক্তঃ ; আদ্যং সনাতনং পুরাণং শ্রীমদ্ভাগবতাভিধং মহ্যং প্রোবাচ । এতৎ পুরাণং তব কথয়ামি । পুলস্ত্যেনোক্তঃ ইত্যত্রাখ্যায়িকা—পরাশরঃ রাক্ষসেন ভক্ষিতং শক্তিসংজ্ঞকং পিতরং শ্রুত্বা রাক্ষসসত্রে প্রবৃত্তঃ । পিতামহস্য বশিষ্ঠস্য বাক্যেন রাক্ষসসত্রান্নিবৃত্তঃ ; ততঃ পুলস্ত্যেন স্বসন্ততিরক্ষণাৎ তুষ্টেন পরাশরায় বরো দত্তঃ "পুরাণপ্রবক্তা ভবিষ্যতীতি" ॥ ৯ ॥ এবং সঙ্কর্ষণাৎ সনৎকুমারেণ আনীয় ইহ প্রবর্ত্তিতং শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণং পরাশরাম্নয়া লব্ধমিত্যুক্তম্ । অথ শ্রীমদ্ভাগবত-

* এইরূপ কথিত আছে যে—পরাশরঋষি স্বীয় পিতাকে রাক্ষস ভক্ষণ করিয়াছে শ্রবণ করিয়া রাক্ষসগণকে বিনাশ করিবার মানসে এক রাক্ষসযজ্ঞ আরম্ভ করেন ; অনন্তর পিতামহ বশিষ্ঠ আসিয়া তাঁহাকে সেই কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করেন । বশিষ্ঠের বাক্যে নিবৃত্ত হইয়াছে দেখিয়া রাক্ষসদের পিতা পুলস্ত্য নিজ সন্তানগণের রক্ষাহেতু পরিতুষ্ট হইয়া পরাশরমুনিকে "তুমি পুরাণপ্রবক্তা হইবে" এইরূপ বর দিয়াছিলেন ।

সোঽন্তঃশরীরেঽর্পিতভূতসূক্ষ্মঃ কালাত্মিকাং শক্তিমুদীরয়াণঃ।
উবাস তস্মিন্ সলিলে পদে স্বে যথানলো দারুনিরুদ্ধবীর্য্যঃ॥১১॥

অন্বয়

অন্তঃশরীরে (নিজ শরীরমধ্যে) অর্পিতভূতসূক্ষ্মঃ (ভূতসূক্ষ্মসমূহ যাঁহাকর্ত্তৃক নিহিত হইয়াছে), সঃ (সেই ভগবান্) কালাত্মিকাং শক্তিং (স্বীয়া কালরূপা শক্তিকে) উদীরয়াণঃ (উদ্বোধন করিয়া) স্বে (স্বকীয়) পদে (স্থান) তস্মিন্ সলিলে (সেই একার্ণবজলে) দারুনিরুদ্ধবীর্য্যঃ অনলঃ যথা (কাষ্ঠে নিরুদ্ধ দাহিকাশক্তিযুক্ত অগ্নির ন্যায়) উবাস (বাস করিতেছিলেন) ॥১১॥

অনুবাদ

ও স্বরূপানন্দে নিমগ্ন হইয়া যখন অনন্তশয্যায় যোগনিদ্রায় শয়ন করতঃ নেত্রদ্বয় মুদ্রিত করিয়াছিলেন, তখন এই জগৎ জলে নিমগ্ন ছিল অর্থাৎ ভগবান্ মহদাদি সৃষ্টি করিয়া তাহাদের অংশে ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণ করতঃ ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত জলে অনন্তশয্যায় যখন শয়ন করিয়া নেত্রদ্বয় মুদ্রিত করিয়াছিলেন, তখন যাহা প্রথমে পদ্মাকারে উৎপন্ন হইয়া জগৎরূপে পরিণত হইবে, সেই বিশ্ব একার্ণবজলে নিমগ্ন হইয়া অবস্থিত ছিল॥ ১০ ॥

ভগবান্ নিজ শরীরমধ্যে সৃজ্যমান সূক্ষ্মভূত সকলকে নিহিত করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং তিনি সৃষ্টিকালে প্রবোধিত হওয়ার জন্য নিজের কালরূপা শক্তিকে প্রেরণ করিয়া দাহিকাশক্তিযুক্ত অগ্নি যেমন কাষ্ঠমধ্যে নিরুদ্ধ হইয়া বাস করে, সেইরূপ স্বীয় শক্তিযুক্ত হইয়া একার্ণবজলে বাস করিতেছিলেন॥ ১১ ॥

টীকা

বলেনৈব প্রস্তুতপ্রশ্নানাং প্রত্যুত্তরাণি বিবক্ষুঃ প্রথমং পদ্মোৎপত্তিং দর্শয়তি—উদাপ্লুতমিত্যাদিনা। যঃ যদা ভগবান্ মহদাদীন্ সৃষ্ট্বা তৈর্ব্রহ্মাণ্ডং বিধায় তত্র ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতজলে গর্ভোদসংজ্ঞকে অহীন্দ্রতল্পে নিরীহঃ ত্যক্তলোকব্যাপারঃ আত্মরতো সত্যাম্ অধিশয়ানো ন্যমীলয়ৎ নেত্রে নিমীলিতবান্। কথম্ভূতঃ ? অমীলিতদৃক্ অতিরোহিতজ্ঞানদৃষ্টিঃ, তদা স্বাধারনারায়ণদ্বারা ইদং পদ্মাকারেণ উৎপন্নতয়া বক্ষ্যমাণং ভুবনত্রয়মুদোদকেন প্লুতং নিমগ্নমাসাদিত্যন্বয়ঃ। চতুর্ম্মুখো যন্নাভ্যাৎ পদ্মাজ্জাতস্তস্মিন্নারায়ণে প্রবিশ্য প্রত্যহং স্বপিতি, পুনরুত্থায় ত্রিলোকীং সৃজতি, স নারায়ণঃ ব্রহ্মাণ্ডান্তর্জ্জলে "অন্তঃ স তস্মিন্ সলিলে আস্তেঽনন্তাসনো হরি" রিতি বক্ষ্যমাণত্বাৎ তদন্তর্গতং লোকত্রয়ং পদ্মাত্মনা স্থিতমভূৎ। "লোকান-পীতান্ দদৃশে স্বদেহে" ইতি বক্ষ্যমাণত্বাৎ। অতো যুক্তমুক্তম্ উদাপ্লুতমিতি। তথাচ—একাদশে "ময়া সংচোদিতা ভাবাঃ সর্ব্বে সংহত্যকারিণঃ। অণ্ডমুৎপাদয়ামাসুর্মমায়তনমুত্তমম্॥ তস্মিন্নহং সমভবমণ্ডে সলিল-সংস্থিতৌ। মম নাভ্যামভূৎ পদ্মং বিশ্বাখ্যং তত্র চাত্মভূঃ" ইতি ॥ ১০ ॥ স ভগবান্ অন্তঃশরীরে অর্পি-তানি নিহিতানি ভূতসূক্ষ্মাণি লোকপদ্মরূপেণ সৃজ্যমানানি ভোক্তৃভোগ্যরূপাণি যেন সঃ, কালাত্মিকাং শক্তিম্ উদীরয়ানঃ কালরূপাং স্বীয়াং শক্তিং প্রেরয়ন্ তদুদীরণং পুনঃ সৃষ্ট্যবসরে প্রবোধনার্থং, সলিলে যৎ স্বীয়ং পদং স্থানং তস্মিন্। বহির্ব্ব্যাপারাভাবে দৃষ্টান্তঃ—দারুণি যথা রুদ্ধং বীর্য্যং দাহকত্বাদি যস্য সঃ ॥ ১১ ॥ স্বয়ং স্বেচ্ছয়া স্বপন্ স্বশক্ত্যা কালাখ্যয়া পূর্ব্বমেব প্রবোধনার্থম্ উদীরিতয়োপলক্ষিতঃ,

চতুর্যুগানাঞ্চ সহস্রমপ্সু স্বপন্ স্বয়োদীরিতয়া স্বশক্ত্যা।
কালাখ্যয়াসাদিতকর্ম্মতন্ত্রো লোকানপীতান্ দদৃশে স্বদেহে ॥১২॥
তস্যার্থসূক্ষ্মাভিনিবিষ্টদৃষ্টে-রন্তর্গতোঽর্থো রজসা তনীয়ান্।
গুণেন কালানুগতেন বিদ্ধঃ সূষ্যংস্তদাভিদ্যত নাভিদেশাৎ ॥ ১৩ ॥
স পদ্মকোষঃ সহসোদতিষ্ঠৎ কালেন কর্ম্মপ্রতিবোধনেন।
স্বরোচিষা তৎ সলিলং বিশালং বিদ্যোতয়ন্নর্ক ইবাত্মযোনিঃ ॥১৪॥

অন্বয়

[সেই ভগবান] চতুর্যুগানাং সহস্রং চ (চারিসহস্র যুগ পর্য্যন্ত) স্বয়া (স্বেচ্ছায়) অপ্সু স্বপন্ (কারণজলে নিদ্রিত থাকিয়া পরে) উদীরিতয়া (প্রবোধনের নিমিত্ত পূর্ব্ব প্রেরিতা) কালাখ্যয়া স্বশক্ত্যা (কালনাম্নী স্বশক্তির সহিত) আসাদিতকর্ম্মতন্ত্রঃ (সৃষ্টিকার্য্যে রত হইয়া) স্বদেহে (নিজ শরীরে) লোকান্ অপীতান (লোকসমূহকে লীন) দদৃশে (দেখিতে পাইলেন) ॥ ১২ ॥

অর্থসূক্ষ্মাভিনিবিষ্টদৃষ্টেঃ (উৎপাদনীয় পদ্মরূপ সূক্ষ্মপদার্থ অবলোকনকারী) তস্য (সেই ভগবানের) অন্তর্গতঃ (স্বীয় শরীরমধ্যস্থিত) তনীয়ান্ (সূক্ষ্মতর) অর্থঃ (পদ্মরূপ বস্তু) কালানুগতেন (কালপ্রবোধিত হওয়ায়) রজসা গুণেন (রজোগুণের দ্বারা) বিদ্ধঃ (সংক্ষোভিত হইয়া) সূষ্যন্ (সৃষ্ট হওয়ার জন্য উন্মুখ হইলে) নাভিদেশাৎ (ভগবানের নাভিদেশ হইতে) তদা (তখন) অভিদ্যত (তাহা নির্ভিন্ন হইল, অর্থাৎ উদ্ভূত হইল) ॥১৩।

আত্মযোনিঃ (পরমাত্মা যাহার কারণ) সঃ (সেই সূক্ষ্মতর পদার্থ) পদ্মকোষঃ [সন্] (পদ্মকোষাকারে পরিণত হইয়া) অর্কঃ ইব (সূর্য্যের ন্যায়) স্বরোচিষা (নিজের দীপ্তিচ্ছটায়) তৎ বিশালং সলিলং (সেই

অনুবাদ

সেই ভগবান্ চারিসহস্র যুগ পর্য্যন্ত নিজের ইচ্ছায় যোগনিদ্রায় থাকিয়া পরে প্রবোধনের নিমিত্ত পূর্ব্বেই যাহাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই কালনাম্না নিজশক্তির সহিত সৃষ্টিকার্য্যে রত হইয়া নিজশরীরে লোকসমূহকে সূক্ষ্মরূপে লীন দেখিতে পাইলেন ॥ ১২ ॥

লোকসৃষ্টির নিমিত্ত উৎপাদনীয় পদ্মরূপ সূক্ষ্মবস্তুতে যাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে, সেই নারায়ণের শরীরমধ্যস্থিত সূক্ষ্মতর পদ্মরূপ বস্তু কালপ্রেরিত হওয়ায় রজোগুণের দ্বারা সংক্ষোভিত হইল এবং সৃষ্ট হওয়ার জন্য উন্মুখ হইলে তখন নারায়ণের নাভিদেশ হইতে তাহা নির্ভিন্ন হইল অর্থাৎ উদ্ভূত হইল ॥ ১৩ ॥

পরমাত্মা যাহার কারণ, সেই সূক্ষ্মতর পদার্থ পদ্মকোষাকারে পরিণত হইয়া সূর্য্য

টীকা

আসাদিতং সম্পাদিতং কর্ম্মতন্ত্রং ক্রিয়াকলাপো যেন সঃ, অপীতান্ লীনান্ দদৃশে ॥ ১২ ॥ অর্থসূক্ষ্মে উৎপাদনীয়ে পদ্মে অভিনিবিষ্টা দৃষ্টিঃ যস্য, অন্তর্গতঃ তনীয়ান্ সূক্ষ্মতরঃ কালানুগতেন কালপ্রবোধিতেন রজসা গুণেন বিদ্ধঃ সংক্ষোভিতঃ সন্ সূষ্যন্ প্রসোষ্যন্ উদ্ভবিষ্যন্ নাভিদেশাৎ তদা অভিদ্যত নির্ভিদ্যতে ॥ ১৩ ॥ স তনীয়ান্ অর্থঃ পদ্মকোষঃ সন্ কর্ম্ম জীবাদৃষ্টং বোধ্যতে অনেনেতি তথা, তেন

তল্লোকপদ্মং স উ এব বিষ্ণুঃ প্রাবীবিশৎ সর্ব্বগুণাবভাসম্।
তস্মিন্ স্বয়ং বেদময়ো বিধাতা স্বয়ম্ভুবং যং স্ম বদন্তি সোঽভূৎ॥১৫॥

অন্বয়

বিস্তীর্ণ জলরাশিকে) বিদ্যোতয়ন্ (আলোকিত করিয়া) কর্ম্মপ্রতিবোধনেন (জীবের সঞ্চিতকর্ম্মের উদ্বোধনকারী) কালেন (কালপ্রভাবে) সহসা উদতিষ্ঠৎ (সহসা উত্থিত হইল) ॥১৪॥

উ (হে বিদুর!) স এব বিষ্ণুঃ (সেই নারায়ণই) সর্ব্বগুণাবভাসং (যাহা জীবগণের ভোগ্যপদার্থসকল প্রকাশ করিয়া থাকে), তং লোকপদ্মং (সেই পদ্মকোষে) প্রাবীবিশৎ (অন্তর্য্যামীরূপে প্রবিষ্ট হইলেন); যং (যাঁহাকে) [পণ্ডিতগণ] স্বয়ম্ভুবং বদন্তি স্ম (জনক দৃষ্ট হয় না বলিয়া স্বয়ম্ভু বলিয়া থাকেন) স্বয়ং বেদময়ঃ (এবং পূর্ব্বকল্পে ভগবানই যাঁহাকে বেদ উপদেশ করায় যিনি শব্দব্রহ্ম নাম ধারণ করিয়াছিলেন), সঃ বিধাতা (সেই ব্রহ্মা) তস্মিন্ (সেই পদ্মকোষে) অভূৎ (আবির্ভূত হইলেন) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ

যেমন স্বকীয় প্রভায় জগদ্ভাসিত করিয়া উদিত হন, সেইরূপ স্বীয় দীপ্তির দ্বারা বিস্তীর্ণ জলরাশিকে উদ্ভাসিত করিয়া কালপ্রভাবে সহসা উত্থিত হইল। এই কালই জীবগণের সঞ্চিতকর্ম্মের উদ্বোধন করিয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

হে বিদুর! সেই নারায়ণই যাহা জীবগণের ভোগ্যপদার্থ সকল প্রকাশ করিয়া থাকে, সেই পদ্মকোষে অন্তর্য্যামী রূপে প্রবিষ্ট হইলেন। জনকদৃষ্ট হয় না বলিয়া যাঁহাকে পণ্ডিতগণ স্বয়ম্ভু বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন এবং পূর্ব্বকল্পে যিনি ভগবৎকর্ত্তৃক বেদ উপদিষ্ট হওয়ায় শব্দব্রহ্মনাম ধারণ করিয়াছিলেন, সেই ব্রহ্মা নারায়ণাধিষ্ঠিত পদ্মকোষে উৎপন্ন হইলেন অর্থাৎ প্রথমে ব্রহ্মকল্প, সেই ব্রহ্মকল্পে মহদাদি সৃষ্টিপূর্ব্বক ব্রহ্মাণ্ডরচনা ও শব্দব্রহ্মের উৎপত্তি, অনন্তর সেই কল্পাবসানে ও তৎপরিমিত রাত্রিকালক্ষয়ে পাদ্মকল্প এবং চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার সৃষ্টি হইল ॥ ১৫ ॥

টীকা

উদতিষ্ঠৎ। কথম্ভূতঃ? আত্মা পরমাত্মা যোনির্হেতুর্যস্য সঃ ॥ ১৪ ॥ সর্ব্বান্ গুণান্ জীবানাং ভোগ্যানর্থানবভাসয়তীতি তথা, তং লোকপদ্মং স এব পদ্মনাভঃ প্রাবীবিশৎ; উ ইতি সম্বোধনে, তস্মিন্ অন্তর্য্যামিতয়া বিষ্ণুনাধিষ্ঠিতে পদ্মে স্বয়ং প্রথমং কেবল এব বেদময়ঃ বেদপ্রচুরঃ "যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং তস্মৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতী"তি শ্রুতেঃ। ভগবদুপদেশেন লব্ধবেদ ইত্যর্থঃ অভূৎ জাতঃ। কোঽসৌ? অদৃষ্টপিতৃকত্বেন যং স্বয়ম্ভুবং বদন্তি। যো ভগবতৈব পূর্ব্বকল্পে মনসা বেদোপদেশতঃ শিক্ষিতঃ বেদপ্রচুরঃ শব্দব্রহ্মাখ্যঃ চতুর্যুগসহস্রপরিমিতে ভগবচ্ছয়নকালে তত্র শয়ানঃ শয়নকালসমাপ্তৌ তস্মিন্ প্রবুদ্ধে তত এব পাদ্মে কল্পে পদ্মদ্বারেণাভিব্যক্তিং প্রাপ্তঃ। তথোক্তং মোক্ষধর্ম্মে—"ব্রাহ্মে রাত্রিক্ষয়ে প্রাপ্তে তস্য হ্যমিততেজসঃ। প্রসাদাৎ প্রাদুরভবৎ পদ্মং পদ্মরুহেক্ষণ। তত্র ব্রহ্মা সমভবদি"তি। আদৌ ব্রহ্মকল্পস্তত্র মহদাদিসৃষ্টিপূর্ব্বকব্রহ্মাণ্ডরচনাশব্দব্রহ্মোৎপাদনাদিলীলা, তদ্রাত্রিক্ষয়ে পদ্মকল্পঃ; তদন্তরালিককল্পান্তরাঙ্গীকারে আন্তরালিকে পাদ্মব্রহ্মকৃতসৃষ্ট্যভাবপ্রসঙ্গঃ; অতঃ ক্বচিন্নামান্তরবাণ্যনয়োরেবেতি দিক্॥১৫॥

তস্যাং স চাম্ভোরুহকর্ণিকায়া-মবস্থিতো লোকমপশ্যমানঃ।
পরিক্রমন্ ব্যোম্নি বিবৃত্তনেত্র-শ্চত্বারি লেভেঽনুদিশং মুখানি ॥১৬॥
তস্মাদ্ যুগান্তশ্বসনাবঘূর্ণ-জলোর্ম্মিচক্রাৎ সলিলাদ্বিরূঢ়ম্।
অপাশ্রিতঃ কঞ্জমু লোকতত্ত্বং নাত্মানমদ্ধাবিদদাদিদেবঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়

তস্যাম্ অম্ভোরুহকর্ণিকায়াম্ (সেই পদ্মকর্ণিকায় অর্থাৎ বীজকোষে) অবস্থিতঃ সঃ চ (অবস্থিত সেই ব্রহ্মা) লোকম্ অপশ্যমানঃ (কোনও লোক দেখিতে না পাইয়া) বিবৃত্তনেত্রঃ (বিস্ফারিত লোচনে) ব্যোম্নি (আকাশে) পরিক্রমন্ (গ্রীবাসঞ্চালন করিয়া দর্শন করতঃ) অনুদিশং (চারিদিকে) চত্বারি মুখানি (চারিটি মুখ) লেভে (প্রাপ্ত হইলেন) [অর্থাৎ চতুর্ম্মুখরূপে প্রকাশিত হইলেন] ॥ ১৬ ॥

আদিদেবঃ (ব্রহ্মা) যুগান্তশ্বসনাবঘূর্ণজলোর্ম্মিচক্রাৎ (প্রলয়কালীন প্রবল বায়ুর দ্বারা ঘূর্ণায়মান যে জল, তাহা হইতে উৎপন্ন যে তরঙ্গসমূহ, সেই তরঙ্গযুক্ত) তস্মাৎ সলিলাৎ (জল হইতে) বিরূঢ়ম্ (উদ্ভূত) কঞ্জং (পদ্মে) অপাশ্রিতঃ (অধিষ্ঠিত হইয়াও) উ (আশ্চর্য্য!) লোকতত্ত্বম্ (লোকতত্ত্ব অর্থাৎ লোকসমূহের মূল পদ্মকে) আত্মানং চ (ও নিজকে) অদ্ধা (যথার্থরূপে) ন অবিদৎ (জানিতে পারিলেন না) [অর্থাৎ কোথা হইতে আসিলেন বুঝিতে পারিলেন না] ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ

সেই পদ্মকর্ণিকায় অর্থাৎ পদ্মের বীজকোষে অবস্থান করিয়া ব্রহ্মা যখন কোনও লোক দেখিতে পাইলেন না, তখন তিনি স্বস্থানে অবস্থান করিয়াই আকাশে গ্রীবা সঞ্চালন করিলেন; তাহাতে তিনি চারিদিকে চারিটি মুখ লাভ করিলেন অর্থাৎ চতুর্ম্মুখরূপে প্রকাশিত হইলেন। যিনি ব্রহ্মকল্পে শব্দব্রহ্ম হইয়াছিলেন, তিনিই পাদ্মকল্পে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা হইলেন ॥১৬॥

প্রলয়কালীন প্রবল বায়ুর দ্বারা ঘূর্ণায়মান যে জল, তাহা হইতে উৎপন্ন যে তরঙ্গমালা, সেই তরঙ্গমালাযুক্ত সলিল হইতে উদ্ভূত পদ্মে ব্রহ্মা অধিষ্ঠিত ছিলেন; বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে—সেই ব্রহ্মাও লোকসমূহের অর্থাৎ ভবিষ্যতে যাহাদের সৃষ্টির কথা বলা হইবে, তাহাদের মূলকারণ পদ্মকে ও নিজকে যথার্থরূপে জানিতে পারিলেন না অর্থাৎ ভগবদনুগ্রহ ব্যতীত তিনি কিছুই জানিতে পারিলেন না; [তাদৃশ ব্রহ্মারই যখন ভগবদনুগ্রহ ব্যতীত কিছুই জানিবার সামর্থ্য হইল না, তখন অন্যের বিষয়ে আর বক্তব্য কি?] ॥ ১৭ ॥

টীকা

যঃ ব্রহ্মকল্পে বেদময়ঃ স ব্রহ্মা পাদ্মকল্পে চতুর্ম্মুখো জাত ইত্যাহ তস্যামিতি ॥ ১৬ ॥ ভগবৎকৃপাং বিনা বেদময়স্য চতুরাননস্যাপি তত্ত্বজ্ঞানং ন ভবতি কুতোঽন্যস্যেতি দ্যোতয়িতুমাহ—তস্মাদিতি। বিরূঢ়ম্ বিবিক্ততয়া স্থিতমপি কঞ্জম্ অপাশ্রিতঃ অধিষ্ঠিতোঽপি উ বিতর্কে, তথাপি লোকানাং প্রত্যহং সৃজ্যমানত্বেন বক্ষ্যমাণানাং তত্ত্বং মূলং কঞ্জম্ তথা আত্মানং চ নাবিদৎ ॥ ১৭ ॥ তদানীং কিং কৃতবানিত্যাকাঙ্ক্ষায়াং স বিতর্ক্য কমলনালছিদ্রে ভগবন্তং দ্রষ্টুং প্রাবিশদিত্যাহ—ক ইতি দ্বাভ্যাম্।

ক এষ যোঽসাবহমব্জপৃষ্ঠে এতৎ কুতো বাব্জমনন্যদপ্সু।
অস্তি হ্যধস্তাদিহ কিঞ্চনৈত-দধিষ্ঠিতং যত্র সতা নু ভাব্যম্ ॥১৮॥
স ইত্থমুদ্বীক্ষ্য তদব্জনাল-নাড়ীভিরন্তর্জ্জলমাবিবেশ।
নার্ব্বাগ্‌গতস্তৎখরনালনাল-নাভিং বিচিন্বংস্তদবিন্দতাজঃ ॥ ১৯ ॥
তমস্যপারে বিদুরাত্মসর্গং বিচিন্বতোঽভূৎ সুমহাংস্ত্রিনেমিঃ।
যো দেহভাজাং ভয়মীরয়াণঃ পরিক্ষিণোত্যায়ুরজস্য হেতিঃ ॥২০॥

অন্বয়

[ব্রহ্মা কিছুই জানিতে না পারিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন] যঃ অসৌ অহং (এই যে আমি) অব্জপৃষ্ঠে (পদ্মবীজকোষে) [অবস্থান করিতেছি], এষঃ কঃ ? (এই আমি কে ?) অপ্সু (জলে) অনন্যৎ (অদ্বিতীয় অর্থাৎ এক) এতৎ অব্জং বা (এই পদ্মই বা) কুতঃ (কাহাতে অধিষ্ঠিত ?) যত্র (যাহাতে) এতৎ (এই পদ্ম) অধিষ্ঠিতং (অধিষ্ঠিত), নু (নিশ্চয়ই) সতা ভাব্যম (তাহার মূল কিছু বর্ত্তমান থাকিবে) ; [অতঃ] (অতএব) ইহ অধস্তাৎ কিঞ্চন অস্তি (এখানে মূল কিছু আছে) ॥১৮॥

সঃ (সেই চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা) ইত্থম্ (এই প্রকারে) উদ্বীক্ষ্য (চিন্তা করিয়া) অন্তর্জ্জলং (জলমধ্যে) তদব্জনালনাড়ীভিঃ (সেই পদ্মনালের ছিদ্রপথে) আবিবেশ (প্রবেশ করিলেন), তৎখরনালনালনাভিং (খরনাল—পদ্ম, সেই পদ্মের নালাধিষ্ঠান অর্থাৎ মূল) বিচিন্বন্ (অন্বেষণ করিয়া) অর্ব্বাগ্‌গতঃ অপি (নিচের দিকে গমন করিয়া অর্থাৎ মূলের সমীপবর্ত্তী হইয়াও) অজঃ (ব্রহ্মা) তৎ (সেই অধিষ্ঠান) ন অবিন্দত (প্রাপ্ত হইলেন না) ॥ ১৯ ॥

বিদুর ! (হে বিদুর !) অপারে তমসি (ঘোর অন্ধকারে) আত্মসর্গং (অধিষ্ঠান বিষ্ণুকে)

অনুবাদ

ব্রহ্মা কিছুই জানিতে না পারিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—এই যে আমি পদ্মবীজকোষে অবস্থান করিতেছি, এই আমি কে ? আর জলে এই যে অদ্বিতীয় পদ্ম, ইহাই বা কাহাতে অধিষ্ঠিত ? যাহাতে যাহা অধিষ্ঠিত, নিশ্চয়ই তাহা বর্ত্তমান থাকিবে ; অতএব এখানেও অধিষ্ঠান অর্থাৎ মূল কিছু আছে ॥ ১৮ ॥

ব্রহ্মা এই প্রকারে মনে মনে চিন্তা করিয়া জলমধ্যে সেই পদ্মনালের মধ্যস্থিত ছিদ্রপথে প্রবেশ করিলেন ; কিন্তু পদ্মনালের মূল অন্বেষণ করতঃ মূলের সমীপবর্ত্তী হইয়াও সেই মূল প্রাপ্ত হইলেন না ॥ ১৯ ॥

হে বিদুর ! যাঁহাতে সমস্ত জগৎ অবস্থান করে, সেই অধিষ্ঠান বিষ্ণুকে অন্বেষণ

টীকা

অনন্যাদেকমব্জং বা কুতঃ ? কুত এতদব্জমধিষ্ঠিতম্ ? তেন অধস্তাৎ সতা বর্ত্তমানেন নিশ্চিতং ভাব্যং ভবিতব্যম্ স ইত্থমুদ্বীক্ষ্যেত্যগ্রিমেণ সম্বন্ধঃ ॥ ১৮ ॥ বহির্বৃত্ত্যাপি ভগবৎস্বরূপগুণাদ্যনভিজ্ঞোঽপি ভগবন্তং মৃগয়ন্ ভগবৎপ্রাপ্ত্যুপায়ং প্রাপ্নোত্যেবেতি চতুর্ম্মুখবৃত্তান্তেন দর্শয়তি—স ইত্থমিত্যাদিনা। ইত্থমুক্তপ্রকারেণ উদ্বীক্ষ্য বিতর্ক্য তদব্জনালস্য নাড়ীভিরন্তশ্ছিদ্রৈঃ অন্তর্জ্জলং জলমধ্যে আবিবেশ। খরনালস্য পদ্মস্য নাভিমধিষ্ঠানং বিচিন্বন্ অন্বেষয়ন্ অর্ব্বাগ্‌গতোঽপি অজঃ ব্রহ্মা তদধিষ্ঠানং ন অবিন্দত ন লেভে। অনেন "সোঽপশ্যৎ পুষ্করপর্ণে তিষ্ঠন্ সোঽমন্যত অস্তি বৈ তদ্ যস্মিন্নিদমধিষ্ঠিত"মিতি শ্রুতিরুপবৃংহিতা

ততো নিবৃত্তোঽপ্রতিলব্ধকামঃ স্বধিষ্ণ্যমাসাদ্য পুনঃ স দেবঃ।
শনৈর্জিতশ্বাসনিবৃত্তচিত্তো ন্যষীদদারূঢ়সমাধিযোগঃ ॥ ২১ ॥
কালেন সোঽজঃ পুরুষায়ুষাভি-প্রবৃত্তযোগেন বিরূঢ়বোধঃ।
স্বয়ং তদন্তর্হৃদয়েঽবভাত-মপশ্যতাপশ্যত যন্ন পূর্ব্বম্ ॥ ২২ ॥

অন্বয়

বিচিন্বতঃ (অন্বেষণ করিতে করিতে ব্রহ্মার) ত্রিনেমিঃ (চাতুর্মাসরূপ তিনটি নেমিযুক্ত) অজস্য হেতিঃ (বিষ্ণুর সংবৎসর নামক কালচক্র) সুমহান্ অভূৎ (দীর্ঘ হইল—অর্থাৎ শতবৎসর পূর্ণ হইল)। যঃ (এই কাল) দেহভাজাং (দেহিগণের) ভয়ম্ ঈরয়াণঃ (ভীতি উৎপাদন করিয়া) আয়ুঃ পরিক্ষিণোতি (পরমায়ু হরণ করিয়া থাকে) ॥২০॥

সঃ দেবঃ (ব্রহ্মা) অপ্রতিলব্ধকামঃ (স্বীয় অধিষ্ঠান-দর্শনরূপ মনোরথ প্রাপ্ত না হইয়া) ততঃ (সেই অন্বেষণ হইতে) নিবৃত্তঃ (বিরত হইলেন এবং) স্বধিষ্ণ্যং (স্বীয় অধিষ্ঠান পদ্মনালকোষে) পুনঃ (পুনরায়) আসাদ্য (আগত হইয়া) শনৈঃ (ক্রমশঃ) জিতশ্বাসনিবৃত্তচিত্তঃ (শ্বাসজয় ও চিত্তসংযম করতঃ) আরূঢ়সমাধিযোগঃ (সমাধিযোগ অবলম্বন করিয়া) ন্যষীদৎ (উপবেশন করিলেন) ॥ ২১ ॥

সঃ অজঃ (ব্রহ্মা) পুরুষায়ুষা কালেন (পুরুষের আয়ুপরিমিত কাল অর্থাৎ শতবৎসর কালব্যাপী) অভিপ্রবৃত্তযোগেন (সুসিদ্ধ যোগের দ্বারা) বিরূঢ়বোধঃ (জ্ঞানলাভ করিয়া) যৎ পূর্ব্বম্ (যাঁহাকে পূর্ব্বে) ন অপশ্যত (দেখিতে পারেন নাই), তৎ (তিনি) স্বয়ং (নিজেই) অন্তর্হৃদয়ে (হৃদয়মধ্যে) অবভাতম (আবির্ভূত হইয়াছেন) অপশ্যত (ইহা দেখিতে পাইলেন) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ

করিতে করিতে ব্রহ্মার শত বৎসর অতীত হইল। এই কালই বিষ্ণুর সংবৎসর নামক চাতুর্মাসরূপ তিনটি নেমিযুক্ত কালচক্র, ইহা দীর্ঘ হইয়া শতবৎসর অতীত হইল। এই কালই দেহিগণের ভীতি উৎপাদন করিয়া পরমায়ু হরণ করিয়া থাকে ॥ ২০ ॥

ব্রহ্মা যখন অধিষ্ঠানদর্শনরূপ মনোরথ প্রাপ্ত হইলেন না অর্থাৎ মূল দেখিতে পাইলেন না, তখন তিনি সেই অন্বেষণ হইতে বিরত হইয়া স্বীয় অধিষ্ঠান পদ্মবীজকোষে পুনরায় আগমন করতঃ ক্রমশঃ শ্বাসজয় ও চিত্তসংযম করিলেন এবং সমাধিযোগ অবলম্বন করতঃ উপবেশন করিলেন ॥ ২১ ॥

অনন্তর ব্রহ্মা পুরুষের আয়ুঃপরিমিত কাল অর্থাৎ শতবৎসর যোগানুষ্ঠান করিয়া

টীকা

॥ ১৯ ॥ আত্মা সৃজ্যতে পুত্রপৌত্রাদিরূপেণ বিস্তার্যতে অস্মিন্ ইত্যাত্মসর্গঃ সৃজ্যমানবিসর্গাধিকরণভূতো বিষ্ণুস্তম্, অধিকরণে ঘঞ্। বিচিন্বতঃ সতঃ ত্রিনেমিঃ ত্রিচাতুর্মাস্যানি নেময়ো যস্য সঃ, অজস্য বিষ্ণোঃ হেতিঃ চক্রং সংবৎসরাখ্যঃ কালঃ সুমহানভূৎ সংবৎসরশতবৃত্ত্যা দীর্ঘোঽভূদিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥ জিতশ্বাসশ্চাসৌ নিবৃত্তচিত্তশ্চ, আরূঢ়ঃ আশ্রিতঃ সমাধিযোগো যেন সঃ, ধিষ্ণ্যং পদ্মমাসাদ্য প্রাপ্য ন্যষীদৎ উপবিবেশ ॥ ২১॥ সঃ অজো ব্রহ্মা পুরুষায়ুষা সংবৎসরশতেন কালেন অভিবৃত্তেন সিদ্ধেন যোগেন ভগবতি মনোনিয়মনেন বিরূঢ়োঽধিগতো বোধো যস্য সঃ, যদন্বেষণবেলায়াং নাপশ্যৎ, তৎ স্বয়মেবান্তর্হৃদি অবভাতমাবির্ভূতমপশ্যৎ

মৃণালগৌরায়তশেষভোগ-পর্য্যঙ্ক একং পুরুষং শয়ানম্।
ফণাতপত্রাযুতমূর্দ্ধরত্ন-দ্যুভির্হতধ্বান্তযুগান্ততোয়ে ॥ ২৩॥
প্রেক্ষাং ক্ষিপন্তং হরিতোপলাদ্রেঃ সন্ধ্যাভ্রনীবেরুরুরুক্মমূর্দ্ধ্নঃ।
রত্নোদধারৌষধিসৌমনস্য-বনস্রজো বেণুভুজাঙ্ঘ্রিপাঙ্ঘ্রেঃ ॥২৪॥

অন্বয়

[তিনি ভগবান্‌কে কিরূপ দেখিলেন, তাহাই নয়টি শ্লোকে বলা হইতেছে] ফণাতপত্রাযুত-মূর্দ্ধরত্নদ্যুভিঃ (ছত্রস্থানীয় অনন্তনাগের ফণাযুক্ত মস্তকে অবস্থিত রত্নের প্রভায়) হতধ্বান্তযুগান্ততোয়ে (অন্ধকার বিনষ্ট হইয়াছে এইরূপ প্রলয়কালীন জলে) মৃণালগৌরায়তশেষভোগপর্য্যঙ্কে (মৃণালের ন্যায় অর্থাৎ পদ্মতন্তুর ন্যায় গৌরবর্ণ ও বিস্তীর্ণ শেষনাগের শরীররূপ পর্য্যঙ্কে) শয়ানং একং পুরুষং [অপশ্যৎ] (শয়ান এক পুরুষকে ব্রহ্মা দেখিতে পাইলেন) ॥ ২৩ ॥

[যিনি স্বীয় পীতাম্বরের দ্বারা] সন্ধ্যাভ্রনীবেঃ (সান্ধ্যপীতমেঘরূপ বসনধারী পর্ব্বতের), [স্বীয় কনক-কিরীটের দ্বারা] উরুরুক্মমূর্দ্ধ্নঃ (বহুসংখ্যক কনকশৃঙ্গযুক্ত পর্ব্বতের), [স্বীয় রত্নমালা, মুক্তা, তুলসী ও পুষ্পমালাদ্বারা] রত্নোদধারৌষধিসৌমনস্যবনস্রজঃ (রত্নসমূহ, নির্ঝরধারা, ওষধি ও পুষ্পসমন্বিত পর্ব্বতের) [এবং স্বীয় বাহু ও পদদ্বারা] বেণুভুজাঙ্ঘ্রিপাঙ্ঘ্রেঃ (বেণু ও নানাবিধ বৃক্ষসমন্বিত পর্ব্বতের) [ও স্বীয় নীলবর্ণের দ্বারা] হরিতোপলাদ্রেঃ (নীলশিলাময় পর্ব্বতের) প্রেক্ষাং (শোভা) ক্ষিপন্তং (ম্লান করিতেছেন), [এইরূপ পুরুষকে ব্রহ্মা দেখিতে পাইলেন] ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ

তাহার দ্বারা বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করিলেন এবং পূর্ব্বে অন্বেষণ করিয়াও যাঁহাকে দেখিতে পান নাই, তিনি নিজেই এক্ষণে তাহার হৃদয়মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছেন, ইহা দেখিতে পাইলেন ॥২২॥

অনন্তনাগের ছত্রস্থানীয় ফণাযুক্ত মস্তকে যে সকল রত্ন বিদ্যমান ছিল, সেই রত্নসমূহের প্রভায় প্রলয়কালীন সলিলের অন্ধকার বিনষ্ট হইয়াছিল ; এই প্রলয়কালীন সলিলে মৃণালের ন্যায় গৌরবর্ণ ও বিস্তীর্ণ শেষনাগের শরীররূপ পর্য্যঙ্কে শয়ান এক পুরুষকে ব্রহ্মা দেখিতে পাইলেন ॥ ২৩ ॥

নীলশিলাময় পর্ব্বত সান্ধ্যপীত মেঘরূপ বসন, বহুসংখ্যক কনকশৃঙ্গ, মালার ন্যায় গ্রথিত রত্নসমূহ, নির্ঝরধারা, ওষধি ও পুষ্প এবং বাহুর ন্যায় বেণু সকল ও চরণের ন্যায় বৃক্ষসকল ধারণ করিয়া শোভিত হয় ; যিনি স্বীয় নীলবর্ণের দ্বারা ঐ পর্ব্বতের নীল-শিলার, স্বীয় পীতাম্বরের দ্বারা সান্ধ্যমেঘরূপ বসনের, স্বীয় রত্ন, মুক্তা, তুলসী ও পুষ্পমালার দ্বারা রত্ন, নির্ঝরধারা, ওষধি ও পুষ্পের এবং স্বীয় ভুজদ্বারা বেণুসকলের ও স্বীয় পদদ্বারা বৃক্ষ সকলের শোভা ম্লান করিতেছেন, সেইরূপ পুরুষকে ব্রহ্মা দেখিতে পাইলেন ॥ ২৪ ॥

টীকা

॥ ২২ ॥ তদেবাহ—মৃণালেতি নবভিঃ। নবস্বপি অপশ্যদিত্যন্বয়ঃ। ফণা এব আতপত্রাণি তৈরেব আ সর্ব্বতো যুতা মূর্দ্ধানঃ তদ্রত্নদ্যুভিঃ তৎকিরীটকান্তিভিঃ হতমপগতং ধ্বান্তং যস্মিন্ যুগান্ততোয়ে মৃণালবৎ পদ্মতন্তুবৎ গৌরশ্চাসৌ আয়তশ্চ যঃ শেষঃ তদ্ভোগো দেহঃ এব পর্য্যঙ্কস্তস্মিন্ ॥ ২৩॥ হরিতোপলাদ্রেঃ

আয়ামতো বিস্তরতঃ স্বমান-দেহেন লোকত্রয়সংগ্রহেণ।
বিচিত্রদিব্যাভরণাংশুকানাং কৃতশ্রিয়াপাশ্রিতবেশদেহম্ ॥ ২৫ ॥
পুংসাং স্বকামায় বিবিক্তমার্গৈ-রভ্যর্চ্চিতাং কামদুঘাঙ্ঘ্রিপদ্মম্।
প্রদর্শয়ন্তং কৃপয়া নখেন্দু-ময়ূখভিন্নাঙ্গুলিচারুপত্রম্ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়

লোকত্রয়সংগ্রহেণ (যাহাতে লোকত্রয় অবস্থিত থাকে), বিচিত্রদিব্যাভরণাংশুকানাং (ও নানাবিধ অলৌকিক আভরণ ও বসনে) কৃতশ্রিয়া (যাহা পরিশোভিত) আয়ামতঃ (এবং দৈর্ঘ্যে) বিস্তরতঃ (ও বিস্তারে) [যাহা] স্বমানদেহেন (সম্যকরূপে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অগোচর এইরূপ দেহের দ্বারা) [নীলশিলাময় পর্ব্বতের শোভা ম্লানকারী] অপাশ্রিতবেশদেহম্ (মৌক্তিকাদি অলঙ্কারে অলঙ্কৃত দেহধারী) [পুরুষকে ব্রহ্মা দেখিতে পাইলেন] ॥ ২৫ ॥

স্বকামায় (নিজ নিজ অভিলষিত ফলের নিমিত্ত) বিবিক্তমার্গৈঃ (বিশুদ্ধ বেদপ্রতিপাদিত উপায়ে) অভ্যর্চ্চিতাং (অর্চ্চনাকারী) পুংসাং (মানবগণের) [প্রতি] কৃপয়া (কৃপা করিয়া) নখেন্দুময়ূখ-ভিন্নাঙ্গুলিচারুপত্রম্ (নখরূপ চন্দ্রের কিরণে সমুদ্ভাসিত অঙ্গুলিরূপ পত্রবিশিষ্ট) কামদুঘাঙ্ঘ্রিপদ্মম্ (মনোরথপরিপূরক স্বীয় চরণকমল) প্রদর্শয়ন্তং (যিনি প্রদর্শন করাইতেছিলেন, এইরূপ) [পুরুষকে ব্রহ্মা দেখিতে পাইলেন] ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ

যাহাতে লোকত্রয় অবস্থিত হইয়া থাকে, নানাবিধ অলৌকিক আভরণ ও বসনে যাহা শোভিত এবং দৈর্ঘ্যে ও বিস্তারে যাহা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অগোচর, এইরূপ দেহের দ্বারা যিনি নীলশিলাময় পর্ব্বতের শোভা ম্লান করিতেছেন এবং মৌক্তিকাদি পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াছেন, সেইরূপ পুরুষকে ব্রহ্মা দেখিতে পাইলেন ॥ ২৫ ॥

স্ব স্ব অভিলষিত ফলপ্রাপ্তির নিমিত্ত যে সকল পুরুষ বিশুদ্ধ বেদবোধিত উপায়ে

টীকা

নীলশিলাময়াচলস্য প্রকর্ষেণ দর্শনীয়া প্রেক্ষা শোভা তাং নীলবর্ণাদিনা ক্ষিপন্তমধঃকুর্ব্বন্তম্, সন্ধ্যাবভ্রং নীবী পরিধানং যস্য তস্য শোভাং পীতপটেন ক্ষিপন্তমিত্যর্থঃ; উরুরুক্মমূর্দ্ধ্নঃ উরবঃ বহবো রুক্মমূর্দ্ধানঃ কনকশৃঙ্গানি যস্য তস্য কনকময়ৈঃ কিরীটৈঃ, রত্নানি চ উদধারাশ্চ ওষধয়শ্চ সৌমনস্যানি চ সুমনসাং পুষ্পানাং মণ্ডলানি তান্যেব রত্নাদিসৌমনস্যান্তানি বনস্রজো বনমালা যস্য, বেণব এব ভুজা যস্য, অঙ্ঘ্রিপা এব অঙ্ঘ্রয়ো যস্য স চাসৌ স চ তস্য, অয়মর্থঃ—যদি তস্মিন্ স্রজ ইব স্থিতানি রত্নোদধারৌষধিসৌমনস্যানি স্যুঃ, বেণবো ভুজা ইব পাদপাশ্চ অঙ্ঘ্রয় ইব স্যুঃ, তদা তস্য শোভাং স্বীয়রত্নমুক্তাতুলসীপুষ্পমালাভিঃ ভুজৈঃ অঙ্ঘ্রিভিশ্চ ক্ষিপন্তমিত্যভূতোপমা দর্শিতা। ॥ ২৪ ॥ আয়ামতো দৈর্ঘ্যেণ বিস্তরতো বিস্তারেণ চ স্বমান-দেহেন সুষ্ঠু অমানঃ প্রত্যক্ষাদিমানাগ্রাহ্যস্তেন "ন প্রত্যক্ষং নানুমানমি"তিশ্রুতেঃ। লোকত্রয়ং সংগৃহ্যতে অনেন অস্মিন্ বা স তথা তেন, বিচিত্রাণি অদ্ভুতানি দিব্যানি অলৌকিকানি চ আভরণানি অংশুকানি চ তেষাং তৃতীয়ার্থে ষষ্ঠী, তৈঃ কৃতা শ্রীঃ শোভা যেন দেহেন হরিতোপলাদ্রেঃ প্রেক্ষাং ক্ষিপন্তমিত্যনেন সম্বন্ধঃ। যত উপাশ্রিতবেশঃ উদধারাদিবৎ স্বীকৃতমৌক্তিকাদিবেশো দেহো যস্য, হরিতোপলাদ্রিপ্রেক্ষাক্ষপণ-শ্যামশোভাযুক্তো যঃ, তমপশ্যদিত্যন্বয়ঃ ॥ ২৫ ॥ নখা এব ইন্দবঃ তেষাং ময়ূখৈঃ রশ্মিভিঃ ভিন্নাঃ সম্ভিন্নাঃ

মুখেন লোকার্ত্তিহরস্মিতেন পরিস্ফুরৎকুণ্ডলমণ্ডিতেন।
শোণায়িতেনাধরবিম্বভাসা প্রত্যর্হয়ন্তং সুনসেন সুভ্র্বা॥ ২৭॥
কদম্বকিঞ্জল্কপিশঙ্গবাসসা স্বলঙ্কৃতং মেখলয়া নিতম্বে।
হারেণ চানন্তধনেন বৎস! শ্রীবৎসবক্ষঃস্থলবল্লভেন॥ ২৮॥

অন্বয়

লোকার্ত্তিহরস্মিতেন (উপাসকগণের দুঃখবিনাশক হাস্যযুক্ত), পরিস্ফুরৎকুণ্ডলমণ্ডিতেন (অত্যুজ্জ্বল কুণ্ডলদ্বয়ে অলঙ্কৃত), অধরবিম্বভাসা (অধররূপ বিম্বফলের দীপ্তিদ্বারা) শোণায়িতেন (শোণকুসুমের ন্যায় রক্তিম), সুনসেন (সুন্দর নাসিকাযুক্ত) সুভ্র্বা (ও সুন্দর ভ্রূযুক্ত) মুখেন (মুখমণ্ডলের দ্বারা) প্রত্যর্হয়ন্তম্ (উপাসকদিগকে যিনি প্রীতিপ্রদান করিতেছিলেন, এইরূপ) [পুরুষকে ব্রহ্মা দেখিতে পাইলেন]॥ ২৭॥

বৎস! (হে বিদুর!) কদম্বকিঞ্জল্কপিশঙ্গবাসসা (কদম্বের কেশরের ন্যায় পীতবর্ণ বস্ত্রে) মেখলয়া [চ] (ও কটিভূষণ মেখলায়) নিতম্বে (যাঁহার নিতম্বদেশ) স্বলঙ্কৃতম্ (উত্তম অলঙ্কৃত) অনন্তধনেন (ও মহামূল্য) শ্রীবৎসবক্ষঃস্থলবল্লভেন হারেণ চ [স্বলঙ্কৃতম্] (বক্ষঃস্থলের শোভাবর্দ্ধক হারে যাঁহার শ্রীবৎসাঙ্কিত বক্ষঃস্থল সমলঙ্কৃত), [সেইরূপ পুরুষকে ব্রহ্মা দেখিতে পাইলেন]॥ ২৮॥

অনুবাদ

অর্চ্চনা করিতেছেন, তাঁহাদিগের প্রতি কৃপা করিয়া যিনি নখরূপ চন্দ্রের কিরণে সমুদ্ভাসিত অঙ্গুলিরূপ পত্রযুক্ত মনোরথপরিপূরক স্বীয় চরণকমল প্রদর্শন করাইতেছিলেন, এইরূপ পুরুষকে ব্রহ্মা দেখিতে পাইলেন॥ ২৬॥

যিনি উপাসকের দুঃখবিনাশক হাস্যযুক্ত, অত্যুজ্জ্বল কুণ্ডলদ্বয়ে অলঙ্কৃত, অধররূপ-বিম্বফলের দীপ্তিতে শোণকুসুমের ন্যায় রক্তিম এবং সুন্দর নাসিকা ও সুন্দর ভ্রূযুক্ত মুখ-মণ্ডলের দ্বারা উপাসকদিগকে তাহাদের নিজ নিজ অভিলাষ পরিপূরণ করিতেছিলেন, এইরূপ পুরুষকে ব্রহ্মা দেখিতে পাইলেন॥ ২৭॥

হে বিদুর! কদম্বকেশরের ন্যায় পীতবস্ত্রে ও কটিভূষণ মেখলায় যাঁহার নিতম্বদেশ সমলঙ্কৃত এবং বক্ষঃস্থলের শোভাবর্দ্ধক মহামূল্য হারে শ্রীবৎসাঙ্কিত বক্ষঃস্থল সমলঙ্কৃত, সেইরূপ পুরুষকে ব্রহ্মা দেখিতে পাইলেন॥ ২৮॥

টীকা

অঙ্গুলয় এব চারূণি পত্রাণি যস্য তদঙ্ঘ্রিপদ্মং কামদুঘাঙ্ঘ্রিপদ্মং কামপূরকচরণকমলং প্রদর্শয়ন্তম্॥ ২৬॥ লোকানামুপাসকানাম্ আর্ত্তিহরং দুঃখহরং স্মিতং যস্মিন্ তেন, পরিস্ফুরদ্ভ্যাং কুণ্ডলাভ্যাং মণ্ডিতেন অলঙ্কৃতেন অধরমেব বিম্বং বিম্বফলং তস্য ভাসা দীপ্ত্যা শোণায়িতেন শোণবৎ আচরিতেন সুনসা শোভমাননাসিকাযুক্তেন সুভ্র্বা শোভমানভ্রূযুক্তেন মুখেন প্রত্যর্হয়ন্তম্ উপাসকান্ সম্মানয়ন্তম্॥ ২৭॥ কদম্বকিঞ্জল্কবৎ পিশঙ্গেন পীতেন বাসসা মেখলয়া চ নিতম্বে স্বলঙ্কৃতং সুষ্ঠু অলঙ্কৃতম্। হে বৎস বিদুর! অনন্তধনেন অনর্ঘ্যেণ শ্রীবৎসযুক্তস্য বক্ষঃস্থলস্য বল্লভেন হারেণ চ বক্ষসি স্বলঙ্কৃতম্॥ ২৮॥ পর্ব্বতরূপেণ ভগবদ্বিগ্রহং

পরার্দ্ধ্যকেয়ূরমণিপ্রবেক-পর্য্যস্তদোর্দ্দণ্ডসহস্রশাখম্ ।
অব্যক্তমূলং ভুবনাঙ্ঘ্রিপেন্দ্র-মহীন্দ্রভোগৈরধিবীতবল্‌শম্ ॥ ২৯ ॥
চরাচরৌকো ভগবন্মহীধ্র-মহীন্দ্রবন্ধুং সলিলোপগূঢ়ম্ ।
কিরীটসাহস্রহিরণ্যশৃঙ্গ-মাবির্ভবৎকৌস্তুভরত্নগর্ভম্ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়

পরার্দ্ধ্যকেয়ূরমণিপ্রবেকপর্য্যস্তদোর্দ্দণ্ডসহস্রশাখম্ (পরার্দ্ধ্য—শ্রেষ্ঠ, কেয়ূর—অঙ্গদ, মণিপ্রবেক—মণিশ্রেষ্ঠ, যাহা শ্রেষ্ঠ কেয়ূর ও মণিসমূহের দ্বারা পরিশোভিত ভুজদণ্ডরূপ সহস্রশাখাসমন্বিত), অব্যক্তমূলম্ (স্বরূপই যাঁহার মূল অথবা যাহার মূল জানা যায় না) অহীন্দ্রভোগৈঃ (এবং সর্পরাজের ফণাদ্বারা) অধিবীতবল্‌শম্ (যাঁহার স্কন্ধদেশ পরিব্যাপ্ত), ভুবনাঙ্ঘ্রিপেন্দ্রম্ (এইরূপ ভুবনাত্মক ভগবদ্রূপ বৃক্ষশ্রেষ্ঠকে) [ব্রহ্মা দেখিতে পাইলেন] ॥ ২৯ ॥

[পুনরায় পর্ব্বতরূপে বর্ণনা করিতেছেন] চরাচরৌকঃ (যাঁহা চরাচরের বাসস্থান), সলিলোপগূঢ়ম্ (জলপরিবেষ্টিত), অহীন্দ্রবন্ধুম্ (সর্পরাজের বন্ধু), কিরীটসাহস্রহিরণ্যশৃঙ্গম্ (সহস্র কিরীটরূপ স্বুবর্ণময় শৃঙ্গযুক্ত) আবির্ভবৎকৌস্তুভরত্নগর্ভম্ (ও কণ্ঠে স্পষ্ট দৃশ্যমান কৌস্তুভরত্নযুক্ত), ভগবন্মহীধ্রম্ (সেই ভগবৎরূপ পর্ব্বতকে) [ব্রহ্মা দেখিতে পাইলেন] ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ

[ব্রহ্মা যাঁহাকে দেখিতে পাইলেন, তাঁহাকে পূর্ব্বে পর্ব্বতরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে ; এক্ষণে আবার তাঁহাকেই বৃক্ষরাজরূপে বর্ণনা করা হইতেছে]—শ্রেষ্ঠ কেয়ূর ও উত্তম মণি-সমূহে যাঁহার ভুজদণ্ড পরিশোভিত, যিনি সহস্রশাখাসমন্বিত, স্বরূপই যাঁহার মূল অথবা যাঁহার মূল জানা যায় না এবং সর্পরাজের ফণাদ্বারা যাঁহার স্কন্ধদেশ পরিব্যাপ্ত, সেই ভগবদ্রূপ বৃক্ষ-রাজকে ব্রহ্মা দেখিতে পাইলেন। [অর্থাৎ ব্রহ্মা চন্দনবৃক্ষরূপে ভগবান্‌কে দেখিতেছিলেন—চন্দনবৃক্ষের বহুশাখা ফলপুষ্পাদি দ্বারা পরিশোভিত থাকে, এই পুরুষের অনন্তবাহুও কেয়ূর ও মণিসমূহের দ্বারা পরিশোভিত ; বৃক্ষের মূল নিজেই, সেইরূপ এই পুরুষেরও মূল নিজেই ; চন্দনবৃক্ষের স্কন্ধদেশ সর্পের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে, এই পুরুষেরও স্কন্ধদেশ শেষনাগের ফণায় পরিবেষ্টিত ॥ ২৯ ॥

[পুনরায় পর্ব্বতরূপে বর্ণনা করিতেছেন]—এই পুরুষকে ব্রহ্মা পর্ব্বতের ন্যায়

টীকা

নিরূপ্য অথ বৃক্ষরাজরূপেণ বিগ্রহং নিরূপয়িতুং ভগবন্তং বিশিনষ্টি—পরার্দ্ধ্যেতি। পরার্দ্ধ্যানি শ্রেষ্ঠানি অমৌল্যানীত্যর্থঃ। কেয়ূরাণি অঙ্গদানি মণিপ্রবেকাঃ মণ্যুত্তমাঃ তৈঃ পর্য্যস্তাঃ পরিবৃতাঃ দোর্দ্দণ্ডা ভুজদণ্ডা এব সহস্রম্ অনন্তাঃ শাখা যস্য তম্, অব্যক্তং স্বস্বরূপলক্ষণং মূলং যস্য তম্ বিগ্রহস্য স্বরূপাশ্রয়ত্বাৎ, ভুবনাত্মকম্ অঙ্ঘ্রিপেন্দ্রং বৃক্ষরাজম্। অহীন্দ্রস্য সঙ্কর্ষণস্য ভোগৈঃ শরীরাবয়বৈঃ অধিবীতা সংবেষ্টিতাঃ বল্‌শাঃ স্কন্ধা যস্য তম্ ॥ ২৯ ॥ পর্ব্বতরূপেণ নিরূপিতং পুনর্ব্বিশিনষ্টি—চরাচরৌক ইতি। চরাচরাণাং ওকঃ বাসস্থানম্, ভগবানেব মহীধ্রঃ তম্, অহীন্দ্রস্য বন্ধুম্, সলিলেন উপগূঢ়ং মৈনাকাদিবদাবৃতম্, কিরীট-সাহস্রমেব হিরণ্যশৃঙ্গাণি যস্য তম্, আবির্ভবৎ স্পষ্টং দৃশ্যমানং কৌস্তুভরত্নং গর্ভে মধ্যে কণ্ঠে যস্য তম্ ॥ ৩০ ॥

নিবীতমাম্নায়মধুব্রতশ্রিয়া স্বকীর্ত্তিময্যা বনমালয়া হরিম্ ।
সূর্য্যেন্দুবায়্বগ্ন্যগমং ত্রিধামভিঃ পরিক্রমৎপ্রাধনিকৈর্দুরাসদম্ ॥৩১॥
তর্হ্যেব তন্নাভিসরঃসরোজ-মাত্মানমম্ভঃ শ্বসনং বিয়চ্চ ।
দদর্শ দেবো জগতো বিধাতা নাতঃ পরং লোকবিসর্গদৃষ্টিঃ ॥৩২॥

অন্বয়

আম্নায়মধুব্রতশ্রিয়া (যিনি বেদসমূহরূপ মধুকরের দ্বারা শোভিত) স্বকীর্ত্তিময্যা (ও মূর্ত্তিমতী নিজ কীর্ত্তিস্বরূপ) বনমালয়া (কণ্ঠবিলম্বিত বনমালার দ্বারা) নিবীতম্ (পরিবেষ্টিত), সূর্য্যেন্দুবায়্বগ্ন্যগমং (যিনি সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু ও অগ্নির অগম্য অর্থাৎ যাঁহাতে সূর্য্যাদি উপমানরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে না) ত্রিধামভিঃ (এবং যিনি ত্রিকালস্থায়া) পরিক্রমৎপ্রাধনিকৈঃ (রক্ষার নিমিত্ত পরিক্রমণশীল সুদর্শনাদি অস্ত্রদ্বারা) দুরাসদম্ (হরিপরাঙ্মুখ অসুরগণের অজেয়), হরিম্ (সেই শ্রীহরিকে) [ব্রহ্মা দেখিতে পাইলেন] ॥ ৩১ ॥

জগতঃ (জগতের) বিধাতা (নির্ম্মাতা) দেবঃ (ব্রহ্মা) লোকবিসর্গদৃষ্টিঃ (লোকসৃষ্টির মানসে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে) তর্হি এব (সেই ভগবদ্দর্শন সময়েই) তন্নাভিসরঃসরোজম্ (ভগবানের নাভিসরোবরে সমুদ্ভূত পদ্মকে), আত্মানং (নিজকে) অম্ভঃ (এবং জল), শ্বসনং (বায়ু), বিয়ৎ চ (ও আকাশকে) দদর্শ (দেখিতে পাইলেন) ; অতঃ (ভগবান্ হইতে) পরং (ভিন্ন) ন [দদর্শ] (কিছুই দেখিতে পাইলেন না) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ

দেখিতেছিলেন—পর্ব্বত যেমন চরাচরের বাসস্থান, সেইরূপ ইনিও চরাচর বিশ্বের বাসস্থান ; মৈনাকপর্ব্বত যেমন জলপরিবেষ্টিত, সেইরূপ ইনিও কারণসলিলে পরিবেষ্টিত ; পর্ব্বত যেমন সর্পগণের আশ্রয় সেইরূপ ইনিও সর্পরাজ অনন্তদেবের আশ্রয় ; সুমেরু প্রভৃতি পর্ব্বত যেমন স্বর্ণময় শৃঙ্গে পরিশোভিত, সেইরূপ ইনিও সুবর্ণময় কিরীটের চূড়ায় পরিশোভিত ; পর্ব্বত যেমন মধ্যস্থলে রত্নাদি ধারণ করিয়া থাকে, সেইরূপ ইনিও অত্যুজ্জ্বল কৌস্তুভমণি কণ্ঠে ধারণ করিয়াছেন ॥ ৩০ ॥

ব্রহ্মা শ্রীহরিকে দেখিতে পাইলেন ; শ্রীহরি বেদসমূহরূপ মধুকরে পরিশোভিত ও মূর্ত্তিমতী নিজ কীর্ত্তিস্বরূপ বনমালাদ্বারা পরিশোভিত এবং তিনি সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু ও অগ্নির অগম্য অর্থাৎ তিনি প্রকাশস্বরূপ বলিয়া সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতির অতুলনীয় ও ত্রিকালস্থায়ী পরিক্রমণশীল সুদর্শনাদি অস্ত্রসমূহের দ্বারা অসুরাদির অজেয় ॥ ৩১ ॥

জগদ্বিধাতা ব্রহ্মা লোকসৃষ্টির নিমিত্ত দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া সেই ভগবদ্দর্শন সময়েই

টীকা

পর্ব্বতবৎ বৃক্ষরাজবচ্চ প্রথমমপশ্যৎ, হরিরসাবিতি জ্ঞাতবানিত্যাশয়েনাহ—নিবীতমিতি। আম্নায়াঃ বেদাঃ এব মধুব্রতাঃ ভ্রমরাঃ তৈঃ শ্রীঃ শোভা যস্যাস্তয়া স্বকীর্ত্তিময্যা বনমালয়া নিবীতং কণ্ঠলম্বিন্যা ব্যাপ্তম্। সূর্য্যাদিভিরগম্যম্, উপমানত্বেন তস্মিন্ অতিপ্রকাশত্বাদিগুণযুক্তে সূর্য্যাদয়ো নান্বিতা ভবন্তীত্যর্থঃ। ত্রিধামভিঃ ত্রিষু কালেষু ধাম মূর্ত্তিঃ যেষাং তৈঃ নিত্যশরীরিভিঃ পরিচর্য্যার্থং পরিক্রমদ্ভিঃ প্রদক্ষিণং কুর্ব্বদ্ভিঃ প্রধনং ভগবৎপরাঙ্মুখৈঃ সহ সংগ্রামঃ তৎপ্রযোজকৈঃ শ্রীমৎসুদর্শনাদিভিঃ হেতুভূতৈঃ দুরাসদং হরিপরাঙ্মুখৈ-

স কর্ম্মবীজং রজসোপরক্তঃ প্রজাঃ সিসৃক্ষন্নিয়দেব দৃষ্ট্বা।
অস্তৌদ্বিসর্গাভিমুখস্তমীড্য-মব্যক্তবর্ত্মন্যভিবেশিতাত্মা ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে
বিদুরমৈত্রেয়-সংবাদে ভগবদ্দর্শনং নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়

সঃ (সেই) রজসোপরক্তঃ (রজোগুণযুক্ত ব্রহ্মা) প্রজাঃ (লোকসমূহ) সিসৃক্ষন্ (সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইয়া) বিসর্গাভিমুখঃ [অপি] (সৃষ্টিকার্য্যে উন্মুখ হইলেও) কর্ম্মবীজং (সৃষ্টিক্রিয়ার কারণ) ইয়ৎ এব দৃষ্ট্বা (ভগবদনুগ্রহ লাভই চিন্তা করিয়া) অব্যক্তবর্ত্মনি (দুর্জ্ঞেয়গতি ভগবানে) অভিবেশিতাত্মা (নিবিষ্টচিত্ত হইলেন এবং) তম্ ঈড্যম্ (সেই পরমারাধ্য ভগবান্‌কে) অস্তৌৎ (স্তব করিতে লাগিলেন) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ

ভগবানের নাভিসরোবর হইতে সমুদ্ভূত পদ্মকে, নিজকে এবং জল, বায়ু ও আকাশকে দেখিতে পাইলেন। কিন্তু ভগবান্ হইতে পৃথক্ কিছুই দেখিলেন না অর্থাৎ এই সমস্তই ভগবানের অংশ, অংশীস্বরূপ ভগবানের দর্শনে এই সমস্তই তিনি দেখিতে পাইলেন [ভগবান্ হইতে কোন বস্তুই পৃথক্ নাই; অতএব ভগবদ্দর্শনে অংশসমূহেরও দর্শন হইল] ॥ ৩২ ॥

সেই রজোগুণযুক্ত ব্রহ্মা লোকসমূহ সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইয়া স্বয়ং সৃষ্টির নিমিত্ত উদ্যত হইলেও সৃষ্টি-কার্য্যের মূলকারণ ভগবদনুগ্রহ লাভই বুঝিতে পারিলেন অর্থাৎ ভগবানের স্তব করিলে ভগবান্ সন্তুষ্ট হইয়া সৃষ্টিসামর্থ্য প্রদান করিবেন ইহা বুঝিতে পারিলেন এবং দুর্জ্ঞেয়গতি ভগবানে অভিনিবিষ্টচিত্ত হইয়া সেই পরমারাধ্য ভগবান্‌কে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥

অষ্টম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত হইল ॥ ৮ ॥

টীকা

রসুরাদ্যৈঃ দুষ্প্রাপম্ ॥ ৩১ ॥ "যদ্বিজ্ঞানেন সর্ব্বং বিজ্ঞাতং ভবতী"তি শ্রুত্যুপবৃংহণায় আহ—তর্হ্যেবেতি। লোকবিসর্গদৃষ্টিরপি তর্হ্যেব ভগবদ্দর্শনবেলায়ামেব তন্নাভিসরঃসরোজাদি দদর্শ। পরন্তু অতো ভগবতঃ পরং ভিন্নমতদাত্মকম্ কিমপি ন দদর্শেত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥ কিঞ্চ সঃ রজসা রজোগুণেনোপরক্তো যুক্তঃ ব্রহ্মা প্রজাঃ সিসৃক্ষন্ স্রষ্টুমিচ্ছন্ কর্ম্মণঃ সৃষ্টিক্রিয়ায়াঃ বীজং কারণং তস্মিন্ ক্রিয়মাণে পরমাশ্রয়মিয়দেব বক্ষ্যমাণং স্তোত্রমেব দৃষ্ট্বা অতো বিসর্গে অভিমুখোঽপি অব্যক্তবর্ত্মনি ভগবতি অভিনিবেশিতঃ আত্মা চিত্তং যেন স তথাভূতঃ সন্ তমেবাস্তৌদিত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে তৃতীয়স্কন্ধে সিদ্ধান্ত-প্রদীপে
অষ্টমাধ্যায়ার্থপ্রকাশঃ ॥ ৮ ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীব্রহ্মোবাচ

জ্ঞাতোঽসি মেঽদ্য সুচিরান্ননু দেহভাজাং ন জ্ঞায়তে ভগবতো গতিরিত্যবদ্যম্।
নান্যৎ ত্বদস্তি ভগবন্নপি তন্ন শুদ্ধং মায়াগুণব্যতিকরাদ্ যদুরুর্বিভাসি ॥ ১ ॥

অন্বয়

[এই নবম অধ্যায়ে ব্রহ্মাকর্তৃক ভগবানের স্তব ও ব্রহ্মার প্রতি ভগবানের অনুগ্রহ নিরূপণ করা হইতেছে] শ্রীব্রহ্মা উবাচ (ব্রহ্মা বলিলেন) ভগবন্ (হে ষড়ৈশ্বর্য্যশালিন্!) [ত্বং] (আপনি) মায়াগুণব্যতিকরাৎ (স্বশক্তি মায়ার গুণের ক্ষোভবশতঃ) উরুঃ বিভাসি (বহুরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন); [ত্বং] (আপনি) সুচিরাৎ (দীর্ঘকাল তপস্যার ফলে) অদ্য (আজ) মে (আমা-কর্তৃক) জ্ঞাতঃ অসি (পরিজ্ঞাত হইয়াছেন)। ননু (আহা!) দেহভাজাং (দেহিগণের) [অর্থাৎ নানা জগৎকারণবাদিগণের] ইতি অবদ্যম্ যৎ (ইহাই দোষ যে তাহারা) ভগবতঃ গতিঃ (ষড়ৈশ্বর্য্যশালী সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবানের তত্ত্ব) ন জ্ঞায়তে (জানে না); [কিন্তু কাল, স্বভাব, নিয়তি প্রভৃতিকেই জগৎকারণ বলিয়া জানিয়া থাকে]। তৎ ন শুদ্ধম্ (সেই মত যথার্থ নহে), [যহেতু] ত্বৎ (আপনা হইতে) অন্যৎ (পৃথক) [কিম্] অপি (কিছুই) ন অস্তি (নাই) ॥ ১ ॥

অনুবাদ

ব্রহ্মা বলিলেন—হে ভগবন্! আপনি আপনার শক্তিভূতা মায়ার গুণক্ষোভে মহদাদি স্তম্ব (তৃণ) পর্য্যন্ত বহুরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। আপনাকে আজ দীর্ঘকাল তপস্যার ফলে জানিতে পারিলাম। আহা! নানা জগৎকারণবাদী দেহিগণের ইহাই দোষ যে—ষড়ৈশ্বর্য্যশালী সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবানের তত্ত্ব ইহারা জানে না। পরন্তু "কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা" ইত্যাদি অর্থাৎ বেদোক্ত কাল, স্বভাব, নিয়তি প্রভৃতিকেই নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে জগৎকারণ বলিয়া জানে। এই সকল মত যথার্থ নহে; কারণ আপনা হইতে পৃথক্ কিছুই নাই; এই কাল, স্বভাব ও নিয়তি প্রভৃতি আপনারই অংশ; অতএব আপনিই জগৎকারণ। এই জন্যই বেদ সিদ্ধান্তরূপে "পুরুষ ইতি চিন্ত্যম্" ইহা বলিয়া আপনাকেই জগৎকারণরূপে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন ॥ ১ ॥

টীকা

নবমে স্তোত্রং তেন প্রসন্নস্য ভগবতোঽনুগ্রহং চাহ। তত্রাদৌ মনসৈব ভগবদুপদিষ্টবেদবলেন বেদার্থভূতং জগদ্ধেতুং ভগবন্তং স্তুবন্ বেদবিরুদ্ধান্ পক্ষান্ নিন্দতি—জ্ঞাতোঽসীতি। যৎ যস্ত্বম্ "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধো জগদ্ধেতুঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিঃ মায়ায়াঃ স্বশক্তেঃ গুণানাং ব্যতিকরাৎ ক্ষোভাৎ মহদাদিস্তম্বান্তরূপৈঃ উরুর্বিভাসি "অদ্বৈতঃ দ্বৈতোঽসি" "একঃ সন্ বহুধা বিচচার" ইত্যাদিশ্রুতিবত্রানুসন্ধেয়া। স ত্বং মে ময়া সুচিরাৎ সুচিরকালোপাসনেন জ্ঞাতোঽসি। এবং যে ন জানন্তি, তান্ নিন্দতি—ননু অহো ভগবন্! দেহভাজাং নানাজগৎকারণ বাদিনামিত্যবদ্যম্ দোষঃ; তদাহ—ভগবতঃ ষাড়্গুণ্যপূর্ণস্য সর্ব্বাত্মনঃ গতির্ন জ্ঞায়তে কিন্তু "কালঃ

রূপং যদেতদববোধরসোদয়েন শশ্বন্নিবৃত্ততমসঃ সদনুগ্রহায়।
আদৌ গৃহীতমবতারশতৈকবীজং যন্নাভিপদ্মভবনাদহমাবিরাসম্ ॥ ২ ॥
নাতঃ পরং পরম! যদ্ভবতঃ স্বরূপ-মানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চ্চ।
পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকমবিশ্বমাত্মন্! ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতোঽস্মি ॥ ৩ ॥

অন্বয়

(হে ভগবন!) অববোধরসোদয়েন (স্বীয় অসাধারণ জ্ঞানরসের সর্ব্বদা প্রকাশহেতু) শশ্বন্নিবৃত্ততমসঃ (স্বভাবতঃ অজ্ঞান প্রভৃতি দোষমাত্রই আপনা হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে, এইরূপ আপনার) যৎ এতৎ রূপং (যে এই রূপ) সদনুগ্রহায় (ভক্তজনের প্রতি অনুগ্রহের নিমিত্ত) আদৌ (প্রথমে) গৃহীতম (প্রকটিত হইয়াছে), যং (যাহা) অবতারশতৈকবীজম (শত শত শুদ্ধ সত্ত্বময় অবতারের বীজস্বরূপ) যন্নাভিপদ্মভবনাৎ (এবং যাঁহার নাভিকমলরূপ ভবন হইতে) অহম (আমি) আবিরাসম (আবির্ভূত হইয়াছি), [এক্ষণে আমি আপনার সেই রূপের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। পরের শ্লোকের সহিত অন্বয় হইবে] ॥ ২ ॥

পরম! আত্মন্! (হে পরমেশ্বর!) যৎ ভবতঃ স্বরূপম (আপনার যে নিজ রূপ) আনন্দমাত্রম (আনন্দস্বরূপ), অবিকল্পম (ভ্রমশূন্য), অবিদ্ধবর্চ্চঃ (অনাবৃত প্রকাশস্বরূপ), ভূতেন্দ্রিয়াত্মকম (ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্ত সকলের ও ইন্দ্রিয়সমূহের কারণ), বিশ্বসৃজম (বিশ্বসৃজনকারী) [হইলেও] অবিশ্বম (বিশ্বের বিপরীতস্বভাব) একম (এবং সমান ও অধিকরহিত), অতঃ পরং (তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ) ন পশ্যামি (আমি অন্য কিছুই দেখিতেছি না); [অতএব আমি] তে (আপনার) অদঃ (এই রূপের) উপাশ্রিতঃ অস্মি (আশ্রয় গ্রহণ করিলাম) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ

হে ভগবন! আপনার স্বীয় অসাধারণ জ্ঞান সর্ব্বদা প্রকাশিত বলিয়া স্বভাবতঃ অজ্ঞান প্রভৃতি দোষমাত্রই আপনা হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে অর্থাৎ আপনাতে অজ্ঞানাদি দোষ নাই, এতাদৃশ আপনার যে মূর্ত্তি ভক্তজনের প্রতি অনুগ্রহের নিমিত্ত প্রথমে প্রকাশিত হইয়াছে,যাহা শত শত শুদ্ধ সত্ত্বময় অবতারের বীজস্বরূপ এবং যাঁহার নাভিকমলরূপ ভবন হইতে আমি আবির্ভূত হইয়াছি, [আমি আপনার সেই রূপের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম] ॥ ২ ॥

হে পরমেশ্বর! আপনি আনন্দস্বরূপ, ভ্রমশূন্য, অনাবৃত প্রকাশস্বরূপ, ব্রহ্মাদি স্তম্ব-পর্য্যন্ত প্রাণিগণের ও ইন্দ্রিয়সমূহের কারণ, বিশ্বসৃজনকারী হইলেও বিশ্ব হইতে ভিন্নস্বরূপ এবং সমান শূন্য ও অধিক শূন্য। আমি আপনার এই স্বরূপ হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই

টীকা

স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা ভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যমি"তি শ্রুতিপ্রোক্তানি নানাকারণানি স্বস্বমনীষয়া মন্যন্তে, তৎ তন্মতং ন শুদ্ধম, যতঃ ত্বৎ ত্বত্তঃ অন্যৎ পৃথক্ কিমপি নাস্তি। সর্ব্বেষাং কালাদিপদার্থানাং ত্বদাত্মকত্বাৎ। অতএব সিদ্ধান্তপক্ষবিবক্ষয়া শ্রুত্যাপ্যুক্তম "পুরুষ ইতি চিন্ত্যম্" ইতি ॥ ১ ॥ এবমাত্মনো জ্ঞানবত্ত্বমুক্ত্বা অথ ভগবদ্রূপং বর্ণয়ন্ ত্বৎপুত্রোঽহং শরণং ব্রজামীত্যাহ— রূপমিতি দ্বাভ্যাম। অববোধরসোদয়েন স্বাসাধারণজ্ঞানরসপ্রকাশেন শশ্বন্নিবৃত্ততমসঃ সর্ব্বদা স্বভাবতঃ এব নিবৃত্ততম উপলক্ষিতং দোষমাত্রং যস্মাৎ তস্য তব যদেতদ্রূপং ত্বয়ৈব গৃহীতমাবিষ্কৃতম্ ॥ ২ ॥ হে পরম! হে আত্মন্! আনন্দমাত্রম্ অবিকল্পম্ নির্ভ্রমম্, যতঃ অনাবৃতপ্রকাশম্, ভূতেন্দ্রিয়াত্মকম্

তদ্বা ইদং ভুবনমঙ্গল ! মঙ্গলায় ধ্যানে স্ম নো দর্শিতং ত উপাসকানাম্ ।
তস্মৈ নমো ভগবতেঽনুবিধেম তুভ্যং যোঽনাদৃতো নরকভাগ্‌ভিরসৎপ্রসঙ্গৈঃ ॥৪॥
যে তু ত্বদীয়চরণাম্বুজকোষগন্ধং জিঘ্রন্তি কর্ণবিবরৈঃ শ্রুতিবাতনীতম্ ।
ভক্ত্যা গৃহীতচরণঃ পরয়া চ তেষাং নাপৈষি নাথ ! হৃদয়াম্বুরুহাৎ স্বপুংসাম্ ॥৫॥

অন্বয়

ভুবনমঙ্গল ! (হে জগন্মঙ্গল !) উপাসকানাং নঃ (উপাসক আমার) মঙ্গলায় (মঙ্গলের নিমিত্ত) তে (আপনাকর্ত্তৃক) তৎ বৈ ইদং (সেই রূপই) ধ্যানে (ধ্যানকালে) দর্শিতম্ স্ম (প্রদর্শিত হইয়াছে) [আমি ধন্য হইলাম !]; তস্মৈ (সেই) ভগবতে (ষড়ৈশ্বর্য্যশালী) তুভ্যং (আপনাকে) নমঃ অনুবিধেম (নমস্কার করিতেছি)। অসৎপ্রসঙ্গৈঃ (নিরীশ্বরবাদী ও কুতর্কাভ্যাসী) নরকভাগ্‌ভিঃ (নারকিগণকর্ত্তৃক) যঃ (আপনি) অনাদৃতঃ (পূজিত হন না) [অর্থাৎ তাহারা আপনার অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত] ॥ ৪ ॥

নাথ ! (হে প্রভো !) যে তু (যে সকল ভক্ত) কর্ণবিবরৈঃ (কর্ণবিবরের দ্বারা) শ্রুতিবাতনীতম (বেদরূপ বায়ুকর্ত্তৃক প্রবাহিত) ত্বদীযচরণাম্বুজকোষগন্ধং (আপনার চরণকমলের গন্ধ) জিঘ্রন্তি (আঘ্রাণ অর্থাৎ শ্রবণ করিয়া থাকেন) পরয়া ভক্ত্যা চ (এবং পরাভক্তির দ্বারা) গৃহীতচরণঃ [ত্বং] (আপনার চরণাশ্রিত হইয়া থাকেন, আপনি) তেষাং স্বপুংসাম (সেই নিজ ভক্তগণের) হৃদযাম্বুরুহাৎ (হৃদয়কমল হইতে) ন অপৈষি (অপসৃত হন না) [অর্থাৎ সর্ব্বদাই তাঁহাদের হৃদয়ে সন্নিহিত থাকেন] ॥ ৫ ॥

অনুবাদ

দেখিতেছি না; অতএব আমি আপনার ঐ রূপের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম অর্থাৎ আপনার শরণাপন্ন হইলাম ॥ ৩ ॥

হে ভুবনমঙ্গল ! আপনি আমার মঙ্গলের নিমিত্ত ধ্যানকালে সেই অপূর্ব্বরূপ দর্শন করাইলেন অর্থাৎ আমাকে কৃতার্থ করিলেন; ষড়ৈশ্বর্য্যশালী আপনাকে আমি নমস্কার করিতেছি। হে ভগবন্ ! যাহারা নিরীশ্বরবাদী ও কুতার্কিক তাহারা আপনার পূজা করিতে পারে না এবং তাহারা নরকগামী হইয়া থাকে ও আপনার অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে ॥৪॥

হে প্রভো ! যাহারা কর্ণবিবরের দ্বারা বেদরূপ বায়ুকর্ত্তৃক প্রবাহিত আপনার চরণকমলের গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া থাকেন অর্থাৎ বেদপ্রতিপাদিত আপনার চরণমহিমা যাঁহারা শ্রবণ করিয়া থাকেন এবং পরাভক্তির দ্বারা যাহারা আপনার শ্রীচরণই আশ্রয়

টীকা

ভূতানাং ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তানাং প্রাণিনাং তদিন্দ্রিয়াণাঞ্চ কারণম্। যতো বিশ্বসৃজং সর্ব্বস্রষ্টৃ, তথাপি অবিশ্বম্ সর্ব্ববিলক্ষণমেকং নিঃসমানাতিশয়ম্, এবম্ভূতং যদ্ ভবতঃ স্বরূপম্, অতঃ পরং শ্রেষ্ঠং ন পশ্যামি। অতঃ অদঃ ইদমুপাশ্রিতোঽস্মি ॥ ৩ ॥ ভগবতঃ কৃপালুতাং ভক্তানাং ভগবৎকৃপাপাত্রতাম্ অভক্তানাং নরকপাত্রতাং চ দর্শয়ন্ ভগবন্তং প্রণমতি—তদ্বা ইতি। হে ভুবনমঙ্গল! উপাসকানাং নোঽস্মাকম্ মঙ্গলায় তে ত্বয়া তৎ স্বরূপম্ দর্শিতম্, ধন্যা বয়মিতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥ ভগবৎকথাশ্রবণাদিনা ভগবদাশ্রয়ণে

তাবদ্ভয়ং দ্রবিণদেহসুহৃন্নিমিত্তং শোকঃ স্পৃহা পরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ।
তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আর্ত্তিমূলং যাবন্ন তেহঙ্ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ ॥ ৬॥
দৈবেন তে হতধিয়ো ভবতঃ প্রসঙ্গাৎ সর্ব্বাশুভোপশমনাদ্বিমুখেন্দ্রিয়া যে।
কুর্ব্বন্তি কামসুখলেশলবায় দীনা লোভাভিভূতমনসোঽকুশলানি শশ্বৎ ॥৭॥

অন্বয়

লোকঃ (জীব) যাবৎ (যে পর্য্যন্ত) তে (আপনার) অভয়ং (ভয়রহিত) অঙ্ঘ্রিং (শ্রীচরণ) ন প্রবৃণীত (আশ্রয় গ্রহণ না করে), তাবৎ (সেই পর্য্যন্তই) [জীবের] দ্রবিণদেহসুহৃন্নিমিত্তং (ধন, দেহ ও স্ত্রীপুত্রাদি স্বজনের নিমিত্ত) ভয়ং (ইহাদের নষ্ট হওয়ার ভয়), শোকঃ (নষ্ট হইলে শোক), স্পৃহা (পরে পুনঃপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা), পরিভবঃ (তাহাতে পরাভব), বিপুলঃ লোভঃ চ (পরাভূত হইলেও অতিশয় তৃষ্ণা) [এবং প্রাপ্ত হইলেও] তাবৎ (তখন) আর্ত্তিমূলং (পূর্ব্বোক্ত দুঃখসমূহের কারণ) মম ইতি অসদবগ্রহঃ [জায়তে] ("আমি আমার" এই প্রকার অসৎ আগ্রহ অর্থাৎ মহামোহ উৎপন্ন হইয়া থাকে) ॥ ৬ ॥

যে (যে সকল ব্যক্তি) সর্ব্বাশুভোপশমনাৎ (সকলপ্রকার অশুভ বিনাশকারী) ভবতঃ প্রসঙ্গাৎ (আপনার লীলাদির শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপ প্রসঙ্গ হইতে) বিমুখেন্দ্রিয়াঃ [ভবন্তি] (বিরত হইয়া থাকে) [এবং] কামসুখলেশলবায় (ক্ষণিক অভিলষিত সুখলেশের নিমিত্ত) লোভাভিভূতমনসঃ (লোভাভিভূতচিত্ত হইয়া) শশ্বৎ (সর্ব্বদা) অকুশলানি (অমঙ্গলজনক কর্ম্মসকল) কুর্ব্বন্তি (করিয়া থাকে), তে (সেই) দীনাঃ (দীন ব্যক্তিগণ) দৈবেন (দুরদৃষ্টবশতঃ) হতধিয়ঃ (বিনষ্টবুদ্ধি অর্থাৎ মন্দভাগ্য হইয়া থাকে) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ

করিয়াছেন, আপনি সেই ভক্তগণের হৃদয়কমল হইতে কখনও অপসৃত হন না অর্থাৎ সর্ব্বদাই তাহাদের হৃদয়ে অবস্থিত থাকেন ॥ ৫ ॥

হে ভগবন্! জীবগণ যে পর্য্যন্ত আপনার অভয়পদ বরণ করিয়া না লয় অর্থাৎ আশ্রয় গ্রহণ না করে, সে পর্য্যন্তই জীবগণের ধন, দেহ, স্ত্রী ও পুত্রাদি স্বজনগণের নিমিত্ত ভয়, শোক, স্পৃহা, পরিভব ও অতিশয় লোভ হইয়া থাকে অর্থাৎ ধন, দেহ ও স্ত্রীপুত্রাদির নষ্ট হওয়ার ভয়, নষ্ট হইলে শোক, পরে পুনঃ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা, তাহাতেও পরাভব এবং পরাভূত হইলেও প্রাপ্তির নিমিত্ত অতিশয় লোভ হইয়া থাকে ; আর যদি কোনও প্রকারে তাহাদের অভিলষিত বস্তুর প্রাপ্তি ঘটে, তাহা হইলেও তখন "আমি আমার" এই প্রকার অভিমানরূপ অসৎ আগ্রহ অর্থাৎ মহামোহ উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

হে ভগবন্! যে সকল ব্যক্তি সকল প্রকার অমঙ্গলবিনাশক আপনার লীলাদির শ্রবণ, দর্শন ও কীর্ত্তনাদিরূপ প্রসঙ্গ হইতে বিরত থাকে এবং ক্ষণিক সুখলেশের নিমিত্ত লোভাভিভূতচিত্তে সর্ব্বদা অমঙ্গলজনক কর্ম্ম সকল করিয়া থাকে, সেই সকল দীন ব্যক্তি দুরদৃষ্টবশতঃ বিনষ্টবুদ্ধি অর্থাৎ অতিশয় মন্দভাগ্য হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

টীকা

জীবানাং কৃতার্থতামাহ—যে ত্বিতি ॥ ৫ ॥ ভগবদনাশ্রয়ণে জীবানামকৃতার্থতামাহ—তাবদিতি পঞ্চভিঃ। ন

ক্ষুত্তৃট্ত্রিধাতুভিরিমা মুহুরর্দ্দ্যমানাঃ শীতোষ্ণবাতবর্ষৈরিতরেতরাচ্চ।
কামাগ্নিনাচ্যুতরুষা চ সুদুর্ভরেণ সংপশ্যতো মন উরুক্রম! সীদতে মে ॥ ৮ ॥
যাবৎ পৃথক্ত্বমিদমাত্মন ইন্দ্রিয়ার্থ-মায়াবলং ভগবতো জন ঈশ! পশ্যেৎ।
তাবন্ন সংসৃতিরসৌ প্রতিসংক্রমেত ব্যর্থাপি দুঃখনিবহং বহতি ক্রিয়ার্থা ॥৯॥

অন্বয়

উরুক্রম! (হে বিপুলকীর্ত্তে!) ক্ষুত্তৃট্ত্রিধাতুভিঃ (ক্ষুধা, তৃষ্ণা, বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মাদ্বারা), শীতোষ্ণবাতবর্ষৈঃ (শীত, উষ্ণ, বায়ু ও বর্ষণের দ্বারা) ইতরেতরাৎ চ (এবং ইহাদের পরস্পর মিশ্রণ হইতে) সুদুর্ভরেণ (উৎপন্ন অতিশয় তীব্র) কামাগ্নিনা (কামনানলের দ্বারা) অচ্যুতরুষা চ (ও অবিচ্ছিন্ন ক্রোধের দ্বারা) মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) অর্দ্দ্যমানাঃ (প্রপীড়িত) ইমাঃ (এই জীবগণকে) সংপশ্যতঃ (অবলোকন করিয়া) মে (আমার) মনঃ সীদতে (হৃদয় ব্যথিত হইতেছে) ॥ ৮ ॥

ঈশ! (হে পরমেশ্বর!) জনঃ (জীব) ভগবতঃ (ভগবানের) ইন্দ্রিয়ার্থমায়াবলং (ইন্দ্রিয় ও বিষয়রূপ মায়াদ্বারা) আত্মনঃ (আত্মার) ইদং পৃথক্ত্বং (এই দেহাদিভাব) যাবৎ (যে পর্য্যন্ত) পশ্যেৎ (দর্শন করিবে), তাবৎ (সেই পর্য্যন্ত) অসৌ (সেই) ক্রিয়ার্থা (কর্ম্মপ্রবাহচালক) সংসৃতিঃ (জন্মমরণপ্রবাহরূপ সংসার) ব্যর্থা অপি (পরমার্থশূন্যা হইলেও) [জীবকে] দুঃখনিবহং (ক্ষুধাতৃষ্ণাদি দুঃখসমূহ) বহতি (প্রদান করিয়া থাকে) ন প্রতিসংক্রমেত (এবং বিরত হয় না; পরন্তু চলিতেই থাকে) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ

হে উরুক্রম। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মা, শীত, উষ্ণ, বায়ু, বর্ষণ এবং ইহাদের পরস্পর সংমিশ্রণজনিত অতিশয় তীব্র কামনানল ও অবিচ্ছিন্ন ক্রোধের দ্বারা জীবগণ পুনঃ পুনঃ নিপীড়িত হইতেছে। এই সকল জীবগণকে দেখিয়া আমার হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হইতেছে ॥ ৮ ॥

হে পরমেশ্বর! জীব আপনার ইন্দ্রিয় ও বিষয়রূপ মায়াদ্বারা আত্মার এই দেহাদিভাব যে পর্য্যন্ত দর্শন করিবে, সেই পর্য্যন্ত কর্ম্মপ্রবাহচালক এই জন্মমরণরূপ সংসার নিবৃত্ত হইবে না। জীবের জন্মমরণ নাই; তথাপি এই সংসার পরমার্থশূন্য হইয়াও ঐ জীবকে ক্ষুধাতৃষ্ণাদি দুঃখসমুদয় প্রদান করিয়া থাকে; আর এই জন্মমরণরূপ সংসার চলিতেই থাকে ॥ ৯ ॥

টীকা

প্রবৃণীত নাশ্রয়েৎ ॥ ৬ ॥ ৭ ॥ ক্ষুচ্চ তৃট্ চ ত্রিধাতবশ্চ বাতপিত্তশ্লেষ্মাণঃ তৈঃ ইমাঃ প্রজাঃ ॥ ৮ ॥ ভগবতঃ ইন্দ্রিয়ার্থরূপা যা মায়া তয়া বলং যস্য তৎ তন্মায়াকারিতম্ আত্মনঃ পৃথক্ত্বং দেহাদিভাবং যাবৎ পশ্যতি তাবদসৌ ক্রিয়া কর্ম্মপ্রবাহঃ অর্থঃ প্রয়োজনং যস্যাঃ সা সংসৃতিঃ জন্মমরণপ্রবাহলক্ষণা ব্যর্থা পরমার্থশূন্যা অপি জন্মমরণস্য আত্মন্যঘটমানত্বাৎ নিশ্চিতং দুঃখনিবহং ক্ষুৎতৃড়াদি দুঃখসমূহং বহতি প্রাপয়তি ॥ ৯ ॥ জ্ঞানিনোঽপি ত্বয্যভক্তাশ্চেৎ তদা তেঽপি দুঃখভাগিন এবেত্যাহ—অহ্নীতি। অহ্নি আপৃতানি ব্যাপৃতানি চ তানি চ তাদ্যার্ত্তানি করণানি ইন্দ্রিয়াণি যেষাং তে, ক্ষণে ক্ষণে ভগ্না নিদ্রা

অহ্ন্যাপৃতার্ত্তকরণা নিশি নিঃশয়ানা নানামনোরথধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ।
দৈবাহতার্থরচনা ঋষয়োঽপি দেব! যুষ্মৎপ্রসঙ্গবিমুখা ইহ সংসরন্তি ॥১০॥
ত্বং ভাবযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজ আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ! পুংসাম্।
যদ্ যদ্ধিয়া ত উরুগায়! বিভাবয়ন্তি তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায় ॥১১॥

অন্বয়

দেব! (হে প্রভো!) ইহ (এই জগতে) যুষ্মৎপ্রসঙ্গবিমুখাঃ (আপনার লীলার শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপ প্রসঙ্গ হইতে বিমুখ) ঋষয়ঃ অপি (জ্ঞানী ঋষিগণও) অহ্নি (দিবসে) আপৃতার্ত্তকরণাঃ (বিষয়ব্যাপারে আসক্ত ও ক্লান্ত হইয়া) নিশি (রাত্রিকালে) নিঃশয়ানাঃ (নিদ্রিত হয় এবং) নানামনোরথধিয়া (নানা প্রকার বাসনাবশতঃ স্বপ্ন দর্শন করায়) ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ (ক্ষণে ক্ষণে জাগরিত হইয়া থাকে অর্থাৎ কোন প্রকারেই শান্তিলাভ করিতে পারে না) দৈবাহতার্থরচনা (এবং প্রয়োজনীয় কার্য্য দৈববশে বিনষ্ট হওয়ায় বিফলমনোরথ হইয়া) সংসরন্তি (জন্মমরণরূপ সংসারে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে) ॥ ১০ ॥

নাথ! (হে প্রভো!) শ্রুতেক্ষিতপথঃ (লীলাগুণাদিশ্রবণে যাঁহার পথ অর্থাৎ মহিমা অবগত হওয়া যায়, সেই) ত্বং (আপনি) পুংসাং (ভক্তগণের) ভাবযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজে (ভক্তিযোগদ্বারা পবিশুদ্ধ হৃদয়পদ্মে) আস্সে (অবস্থান করিয়া থাকেন), উরুগায! (হে বিপুলকীর্ত্তে!) তে (সেই ভক্তগণ) ধিয়া (সমাহিতচিত্তে) যৎ যৎ বপুঃ (যে যে রূপ) বিভাবয়ন্তি (চিন্তা করিয়া থাকেন), ননু (আহা) [আপনি] সদনুগ্রহায় (ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহের নিমিত্ত) তৎ তৎ (সেই সেই রূপ) প্রণয়সে (প্রকটিত করিয়া থাকেন) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ

হে দেব! কেবল যে অজ্ঞানী ব্যক্তিগণ এই সংসারে দুঃখভোগ করিয়া থাকে তাহাই নহে; যাহারা জ্ঞানী, অথচ আপনাতে যাহাদের ভক্তি নাই এবং আপনার লীলার শ্রবণকীর্ত্তনাদিবিষয়ে বিমুখ, তাদৃশ ঋষিগণও সংসারক্লেশ ভোগ করতঃ জন্মমরণপ্রবাহরূপ সংসারে পুনঃ যাতায়াত করিয়া থাকে। তাহাদের ইন্দ্রিয় সকল দিবসে নানা বিষয়ে আসক্ত থাকে ও ক্লান্ত হইয়া পড়ে এবং রাত্রিতে তাহারা নিদ্রা যায়। আবার সেই নিদ্রিতাবস্থায়ও নানাপ্রকার বাসনা বশতঃ স্বপ্নদর্শনে নিদ্রাভঙ্গ হইয়া থাকে; ফলতঃ তাহারা নিদ্রাসুখও অনুভব করিতে পারে না। অধিক কি, তাহারা যখন স্ব স্ব প্রয়োজনীয় কার্য্যে চেষ্টাশীল হয়, তখন দৈব তাহা বিনাশ করিয়া দেয় বলিয়া তাহারা অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে ॥ ১০ ॥

হে প্রভো! আপনার লীলাগুণাদিশ্রবণে আপনার মহিমা অবগত হওয়া যায়,

টীকা

যেষাং তে, দৈবেন আহতাঃ অর্থরচনা যেষাং তে ॥ ১০ ॥ পুনর্ভক্তানাং কৃতার্থতামাহ—ত্বমিতি! ভাবযোগেন ভক্তিযোগেন ভাবিতে শোধিতে পুংসাং ভক্তানাং হৃৎসরোজে আস্সে তিষ্ঠসি, শ্রুতেন তৎস্বরূপগুণাদিশ্রবণেন ঈক্ষিতঃ দৃষ্টঃ পন্থাঃ যস্য সঃ, ভগবতো ভক্তবশ্যতামাহ—তে সন্তঃ যদ্ যদ্

নাতিপ্রসীদতি তথোপচিতোপচারৈ-রারাধিতঃ সুরগণৈর্হৃদি বদ্ধকামৈঃ।
যৎ সর্ব্বভূতদয়য়াসদলভ্যয়ৈকো নানাজনেষ্ববহিতঃ সুহৃদন্তরাত্মা ॥ ১২ ॥

অন্বয়

[ভগবদ্ভক্তগণের মধ্যেও নিষ্কাম ভক্তগণই ভগবানের অতিশয় প্রিয়, ইহাই বলিতেছেন]— নানাজনেষু (স্বীয় অংশস্বরূপ নিখিল প্রাণীতে) অবহিতঃ (অবস্থিত) অন্তরাত্মা (অন্তর্য্যামী) একঃ (এক) সুহৃৎ (সকলের বন্ধু) [আপনি] অসদলভ্যয়া (সকামগণের দুষ্করণীয়) সর্ব্বভূতদয়য়া (নিষ্কাম-ভক্তির দ্বারা ভক্তগণ সর্ব্বভূতের প্রতি দয়া করিলে) [অর্থাৎ ভগবদধিষ্ঠিত ভগবদাত্মক সকল প্রাণীতে ভগবদ্বুদ্ধিদ্বারা যাহারা নিষ্কাম হইয়াছেন, তাহারাই সর্ব্বভূতে দয়া করিয়া থাকেন। কিন্তু যাহারা সকাম, তাহারা সর্ব্বভূতে দয়া করেন না। অতএব বলা হইল, "অসদলভ্যয়া সর্ব্বভূতদয়য়া"] যৎ (যে প্রকার) অতিপ্রসীদতি (অতিশয় প্রসন্ন হইয়া থাকেন), হৃদি বদ্ধকামৈঃ (হৃদয়ে কামনাপোষণকারী) সুরগণৈঃ (দেবতাগণকর্ত্তৃক) উপচিতোপচারৈঃ (নানাবিধ উপচারের দ্বারা) আরাধিতঃ অপি (পূজিত হইয়াও) তথা (আপনি সেই প্রকার) ন [অতিপ্রসীদতি] (প্রসন্ন হন না)॥ ১২ ॥

অনুবাদ

আপনি ভক্তগণের ভক্তিযোগের দ্বারা পরিশুদ্ধ হৃদয়ে অবস্থান করিয়া থাকেন। হে বিপুলকীর্ত্তে! সেই ভক্তগণ আপনার যে যে রূপ সমাহিতচিত্তে ধ্যান করিয়া থাকেন, আপনি ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহের নিমিত্ত সেই সেই রূপ প্রকটিত করিয়া থাকেন। আহা! তাঁহাদের পরম সৌভাগ্য ॥ ১১ ॥

হে ভগবন্! ভক্তগণের মধ্যেও আপনি নিষ্কাম ভক্তগণের প্রতি অধিক প্রসন্ন হইয়া থাকেন। আপনি সমস্ত প্রাণীতে অন্তর্য্যামীরূপে অবস্থান করিয়া থাকেন। আপনি এক হইয়াই সকলের অন্তরাত্মা ও বন্ধু; অতএব যে সকল ভক্ত "সর্ব্বভূতে ভগবান্ অবস্থিত" এই ভগবদ্বুদ্ধিদ্বারা নিষ্কাম হইয়াছেন, তাঁহারাই সর্ব্বভূতে দয়াপরায়ণ। পরন্তু যাহারা উক্তপ্রকার ভগবদ্বুদ্ধির অভাবে নিষ্কাম হইতে পারে নাই, তাহারা সর্ব্বভূতে দয়া করে না; অতএব সর্ব্বভূতের প্রতি দয়া করিলে আপনি যে প্রকার অতিশয় প্রসন্ন হইয়া থাকেন, হৃদয়ে কামনাপোষণকারী দেবতাগণকর্ত্তৃক নানাবিধ উপচারের দ্বারা পূজিত হইয়াও আপনি সেই প্রকার প্রসন্ন হন না ॥ ১২ ॥

টীকা

বপুঃ রূপং ধিয়া বিভাবয়ন্তি ধ্যায়ন্তি তত্তদ্ বপুঃ রূপং সতাং ভক্তানামনুগ্রহায় ত্বং ননু অহো প্রণয়সে প্রকটয়সি ॥ ১১ ॥ ভক্তেষ্বপি নিষ্কামা ভক্তা ভগবতোঽতিপ্রিয়া ইত্যাহ—নাতীতি। একঃ সর্ব্বাত্মা নানাজনেষু স্বাত্মকেষু অন্তর্য্যামিতয়া অবহিতঃ সংস্থিতঃ, তেষু ভগবদাত্মকেষু ভগবদধিষ্ঠিতেষু ভগবদ্দৃষ্ট্যা নিষ্কামাঃ সন্তঃ ত এব দয়াং কুর্ব্বন্তি, ন তু অসন্তোঽতোঽসদলভ্যয়া সর্ব্বভূতদয়য়া নিষ্কামভক্তকর্ত্তৃকয়া প্রসীদতি যদ্ যথা, তথা হৃদি বদ্ধকামৈঃ ইতরস্তু তু কা কথা। সুরগণৈঃ দেবসমূহৈঃ কর্ত্তৃভিঃ উপচিতৈরর্জ্জিতৈরুপচারৈরারাধিতোঽপি কৃতজ্ঞত্বাৎ প্রসন্নোঽপি নাতিপ্রসীদতি। অত্যন্ততঃ প্রসন্নো

পুংসামতো বিবিধকর্ম্মভিরধ্বরাদ্যৈ-র্দানেন চোগ্রতপসা পরিচর্য্যয়া চ।
আরাধনং ভগবতস্তব সৎক্রিয়ার্থো ধর্ম্মোঽর্পিতঃ কর্হিচিদ্ম্রিয়তে ন যত্র ॥১৩॥
শশ্বৎ স্বরূপমহসৈব নিপীতভেদ-মোহায় বোধধিষণায় নমঃ পরস্মৈ।
বিশ্বোদ্ভবস্থিতিলয়েষু নিমিত্তলীলা-রাসায় তে নম ইদং চকৃমেশ্বরায় ॥১৪॥

অন্বয়

[সকাম ভজনই যখন ভগবান্‌কে অতিশয় প্রসন্ন করিতে পারে না, তখন সকাম কর্ম্ম যে ভগবান্‌কে প্রসন্ন করিবে না এ বিষয়ে আর বক্তব্য কি? অতএব সকল কর্ম্ম ভগবানের আরাধনার নিমিত্তই করা উচিত, ইহাই বলিতেছেন] অতঃ (অতএব) অধ্বরাদ্যৈঃ (যজ্ঞাদি) বিবিধকর্ম্মভিঃ (নানাবিধ শ্রৌত ও স্মার্ত্ত কর্ম্মের দ্বারা) দানেন (দানের দ্বারা) উগ্রতপসা চ (উগ্রতপস্যার দ্বারা) পরিচর্য্যয়া চ (ও পরিচর্য্যার দ্বারা) ভগবতঃ তব (ভগবান্ আপনার) আরাধনম্ [এব] (আরাধনাই) পুংসাং (মানবগণের) সৎক্রিয়ার্থঃ (ক্রিয়ার শ্রেষ্ঠ ফল)। যত্র (আপনাতে) অর্পিতঃ ধর্ম্মঃ (অর্পিত ধর্ম্ম) কর্হিচিৎ (কখনও) ন ম্রিয়তে (বিনষ্ট হয় না) [অর্থাৎ অক্ষয় ফল প্রদান করিয়া থাকে] ॥ ১৩ ॥

শশ্বৎ (সর্ব্বদা) স্বরূপমহসা এব (স্বরূপপ্রকাশের দ্বারাই) নিপীতভেদমোহায় (যাঁহাতে ভেদসংশয় অপগত হইয়াছে), বোধধিষণায় (স্বীয় অংশস্বরূপ সকল পদার্থে বিবেক ও জ্ঞান যাঁহার আছে), বিশ্বোদ্ভবস্থিতিলয়েষু (বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কার্য্যে) নিমিত্তলীলারাসায় (নিমিত্তস্থানীয় প্রকৃতিশক্তির বিলাসে যাঁহার ক্রীড়া হইয়া থাকে), [তস্মৈ] (সেই) পরস্মৈ (পরমপুরুষ) ঈশ্বরায় (সর্ব্বনিয়ন্তা) তে (আপনাকে) ইদং নমঃ নমঃ চকৃম (আমি বার বার নমস্কার করিতেছি) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ

অতএব যজ্ঞাদ নানাবিধ শ্রৌত ও স্মার্ত্ত কর্ম্ম, দান, উগ্রতপস্যা ও পরিচর্য্যার দ্বারা আপনার আরাধনাই মানবগণের ক্রিয়ার শ্রেষ্ঠ ফল হইয়া থাকে; যেহেতু আপনাতে কর্ম্ম অর্পণ করিলে তাহা কখনও বিনষ্ট হয় না অর্থাৎ অক্ষয় ফল প্রদান করিয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

স্বরূপপ্রকাশের দ্বারাই যাঁহাতে ভেদসংশয় অপগত হইয়াছে, স্বীয় অংশস্বরূপ সকল পদার্থে বিবেক ও জ্ঞান যাঁহার আছে এবং জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়-কার্য্যের নিমিত্তস্থানীয় প্রকৃতিশক্তির বিলাসে যাঁহার ক্রীড়া হইয়া থাকে, সেই পরম-পুরুষ সর্ব্বনিয়ন্তা আপনাকে আমি পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিতেছি ॥ ১৪।

টীকা

ন ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥ সকামভজনমপি ভগবন্তমত্যন্ততো ন হি প্রসন্নং করোতি যদি, তর্হি সকামকর্ম্ম তং ন প্রসন্নং করোতীতি কিমু বাচ্যমতঃ সর্ব্বক্রিয়া ভগবদারাধনার্থং কর্ত্তব্যেত্যাহ—পুংসামিতি। যতঃ সকামভজনেনাপি ভগবান্ নাতিপ্রসীদতি, অতঃ পুংসাং বিবিধকর্ম্মভিঃ দানাদিভিশ্চ ভগবতস্তব আরাধনমেব সন্ চাসৌ ক্রিয়ার্থশ্চ শ্রেষ্ঠং ক্রিয়াফলং। যত্র ত্বয়ি অর্পিতো ধর্ম্মঃ কর্হিচিদপি ন ম্রিয়তে ন বিনশ্যতি, অক্ষয়ফলো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥ যদর্পিতং কর্ম্মাক্ষয়ফলং ভবত্যেবং ভগবন্তং পুনঃ নমস্যন্

যস্যাবতারগুণকর্ম্মবিড়ম্বনানি নামানি যেঽসুবিগমে বিবশা গৃণন্তি।
তেঽনেকজন্মশমলং সহসৈব হিত্বা সংযান্ত্যপাবৃতমৃতং তমজং প্রপদ্যে ॥ ১৫ ॥
যো বা অহঞ্চ গিরিশশ্চ বিভুঃ স্বয়ঞ্চ স্থিত্যুদ্ভবপ্রলয়হেতব আত্মমূলম্।
ভিত্ত্বা ত্রিপাদ্ববৃধ এক উরুপ্ররোহ-স্তস্মৈ নমো ভগবতে ভুবনদ্রুমায় ॥ ১৬ ॥

অন্বয়

যস্য (যাঁহার) অবতারগুণকর্ম্মবিড়ম্বনানি নামানি (অবতার, গুণ ও কর্ম্মের অনুরূপ নাম সকল) [অবতার অনুকরণে নাম যথা—কুমারাদি, গুণানুকরণে নাম—অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্যবান্ ইত্যাদি, কর্ম্মানুকরণে নাম—বিনষ্টজ্ঞানপ্রবর্ত্তক ইত্যাদি] যে (যাহারা) অসুবিগমে (প্রাণবিয়োগ-কালে) বিবশাঃ [অপি] (বিবশ হইয়াও) গৃণন্তি (কীর্ত্তন করিয়া থাকেন), তে (তাঁহারা) অনেকজন্মশমলং (বহুজন্মার্জ্জিত পাপ) সহসা এব (শীঘ্রই) হিত্বা (পরিত্যাগ করিয়া) অপাবৃতং (নিরাবরণ) ঋতং (সত্য ব্রহ্মকে) সংযান্তি (প্রাপ্ত হইয়া থাকেন), তং (সেই) অজং (জন্মরহিত অর্থাৎ সনাতন ব্রহ্মকে) প্রপদ্যে (আমি আশ্রয় গ্রহণ করিলাম) ॥১৫॥

যঃ বৈ একঃ (যিনি এক হইয়াও) আত্মমূলম্ (প্রকৃতিকে) ভিত্ত্বা (বিভক্ত করিয়া) স্থিত্যুদ্ভব-প্রলয়হেতবঃ (স্থিতি, সৃষ্টি ও প্রলয় করিবার নিমিত্ত) স্বয়ং বিভুঃ চ (স্বয়ং বিষ্ণু) অহং চ (আমি ব্রহ্মা) গিরিশঃ চ (ও মহাদেব) [ইতি] ত্রিপাৎ (এই তিনটি স্কন্ধযুক্ত) উরুপ্ররোহঃ (এবং বহু

অনুবাদ

হে ভগবন্! আপনার অবতার, গুণ ও কর্ম্মের অনুকরণে যে যে নাম আছে, [যথা অবতারানুকরণে—কুমার প্রভৃতি, গুণানুকরণে—অখণ্ডব্রহ্মচর্য্যবান্ ইত্যাদি ও কর্ম্মানুকরণে বিনষ্টজ্ঞানপ্রবর্ত্তক ইত্যাদি] সেই সকল নাম যাহারা প্রাণবিয়োগকালে বিবশ হইয়াও উচ্চারণ করিয়া থাকেন তাহারা বহুজন্মার্জ্জিত পাপ হইতে শীঘ্রই মুক্ত হইয়া সত্য ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; অতএব আমি সেই সনাতন ব্রহ্ম আপনার শরণাপন্ন হইলাম ॥ ১৫ ॥

যিনি এক হইয়াও স্বীয় শক্তি প্রকৃতিকে বিভাগ করিয়া জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও

টীকা

তৎস্বরূপগুণাদিবর্ণনেন স্তৌতি শশ্বদিত্যাদ্যষ্টভিঃ। শশ্বৎ সর্ব্বদা স্বরূপমহসৈব সর্ব্বাত্মস্বরূপপ্রকাশেনৈব নিরস্তভেদভ্রমায় অপগতভেদসংশয়ায় অতদাত্মকপদার্থাভাবাৎ। বোধধিষণায় বোধ এব ধিষণা স্বাত্মকসর্ব্বপদার্থবিবেকবতী জ্ঞাতৃত্বলক্ষণা শক্তির্যস্য তস্মৈ, বিশ্বোদ্ভবাদিষু নিমিত্তানি প্রকৃত্যাদ্যাঃ শক্তয়ঃ তাসাং লীলয়া বিলাসেন বাসঃ ক্রীড়া যস্য তস্মৈ নমঃ নমনং চকৃম কৃতবন্তো বয়ম্ ॥ ১৪ ॥ অবতারাদীনাং বিড়ম্বনমনুকরণমস্তি যেষু তানি নামানি অসুবিগমে প্রাণাত্যয়কালেঽপি যে গৃণন্তি উচ্চারয়ন্তি, তে সহসৈব শীঘ্রমেব অনেকজন্মশমলং বহুজন্মার্জ্জিতং পাপং তথা পুণ্যং হিত্বা অপাবৃতং নিরাবরণম্ ঋতং ব্রহ্ম সংযান্তি। অবতারবিড়ম্বনানি প্রথমে দ্বিতীয়ে চ স্কন্ধে দর্শিতানি। তত্র অবতারবিড়ম্বনানি—"কুমার" ইত্যাদীনি, গুণবিড়ম্বনানি—"অখণ্ডব্রহ্মচর্য্যবান্" ইত্যাদীনি। কর্ম্মবিড়ম্বনানি "বিনষ্টজ্ঞানপ্রবর্ত্তক" ইত্যাদীনি ॥ ১৫ ॥

যো বৈ একঃ অবিস্তারিতচিদচিচ্ছক্তিঃ আত্মা স্বয়ং মূলং যস্য প্রধানস্য তৎ প্রধানং ভিত্ত্বা ব্রহ্মআদিরূপেণ বিভজ্য স্বয়ং বিভুঃ সত্ত্বনিয়ন্তা, অহং রজোযুক্তঃ, গিরিশস্তমোযুক্তঃ এবং স্থিত্যাদি-

লোকো বিকর্ম্মনিরতঃ কুশলে প্রমত্তঃ কর্ম্মণ্যযং ত্বদুদিতে ভবদর্চ্চনে স্বে।
যস্তাবদস্য বলবানিহ জীবিতাশাং সদ্যশ্ছিনত্ত্যনিমিষায নমোঽস্তু তস্মৈ ॥ ১৭ ॥
যস্মাদ্বিভেম্যহমপি দ্বিপরার্দ্ধধিষ্ণ্য-মধ্যাসিতঃ সকললোকনমস্কৃতং যৎ।
তেপে তপো বহুসবোঽবরুরুৎসমান-স্তস্মৈ নমো ভগবতেঽধিমখায তুভ্যম্ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়

মরীচ্যাদি শাখা উপশাখাদিযুক্ত হইযা) ববৃধে (বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছেন), তস্মৈ (সেই) ভুবনদ্রুমায় (ভুবনবৃক্ষরূপ) ভগবতে [তুভ্যং] নমঃ (ভগবান্ আপনাকে নমস্কার করি) ॥ ১৬ ॥

ইহ অযং লোকঃ (এই লোকসমূহ) বিকর্ম্মনিরতঃ (অসৎকর্ম্মে আসক্ত হইযা) ত্বদুদিতে (আপনা কর্তৃক কথিত) ভবদর্চ্চনে (আপনার অর্চ্চনারূপ) স্বে কুশলে কর্ম্মণি (স্বীয মঙ্গলজনক কর্ম্মে) [যাবৎ] (যে পর্য্যন্ত) প্রমত্তঃ (অনবহিত থাকে অর্থাৎ মনোযোগ না দেয), তাবৎ (সে পর্য্যন্তই) যঃ বলবান (যে বলবান্ কাল) অস্য (এই লোকসমূহের) জীবিতাশাং (জীবনের আশাকে) সদ্যঃ ছিনত্তি (সদ্যই ছেদন করিযা থাকেন), তস্মৈ (সেই) অনিমিষায (কালাত্মস্বরূপ আপনাকে) নমঃ অস্তু (নমস্কার করি) ॥ ১৭ ॥

দ্বিপরার্দ্ধধিষ্ণ্যম (দ্বিপরার্দ্ধকালস্থাযী স্থানে) অধ্যাসিতঃ অপি অহং (অবস্থিত হইযাও আমি) যস্মাৎ (যাঁহা হইতে) বিভেমি (ভয পাইযা থাকি) [এবং ভীত হইযা] যৎ সকললোকনমস্কৃতং (সর্ব্বলোকপূজ্য বৈকুণ্ঠাদিলোক) অবরুরুৎসমানঃ (আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিযা) বহুসবঃ (দীর্ঘকালব্যাপী) তপঃ তেপে (যজ্ঞাদি তপস্যার অনুষ্ঠান করিযা থাকি), তস্মৈ (সেই) অধিমখায় (যজ্ঞাধিষ্ঠাতা) ভগবতে তুভ্যং নমঃ (ভগবান্ আপনাকে নমস্কার করি) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ

প্রলযের নিমিত্ত রজোগুণযুক্ত আমি ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণযুক্ত স্বযং বিষ্ণু ও তমোগুণযুক্ত মহেশ্বর এই তিনটি স্কন্ধযুক্ত হইযা থাকেন এবং পরে আবার বহুমরীচ্যাদি শাখা ও উপশাখাদিযুক্ত হইযা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছেন, আমি সেই ভুবনবৃক্ষরূপ ভগবান্ আপনাকে নমস্কার করি ॥ ১৬ ॥

এই লোকসমূহ অসৎকর্ম্মে আসক্ত হইযা আপনাকর্তৃক উপদিষ্ট আপনার অর্চ্চনারূপ স্ব স্ব মঙ্গলজনক কর্ম্মে যতদিন না মনোযোগ দেয, ততদিন যে বলবান্ কাল ইহাদের জীবনের আশাকে সদ্যই ছেদন করিযা থাকেন, আমি সেই কালাত্মস্বরূপ আপনাকে নমস্কার করি ॥ ১৭ ॥

হে ভগবন! দ্বিপরার্দ্ধকালস্থাযী স্থানে অবস্থান করিযাও আমি যে কাল হইতে

টীকা

হেতবঃ ত্রযঃ পাদা স্কন্ধা যস্য স ত্রিস্কন্ধঃ উরুপ্ররোহঃ বহবো মরীচ্যাদযঃ প্ররোহাঃ শাখোপশাখাদযো যস্য সঃ তথাভূতঃ সন্ ববৃধে, তস্মৈ ভুবনদ্রুমায নমঃ ॥ ১৬ ॥ ত্বদুদিতে "যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ। যৎ তপস্যসি কৌন্তেয! তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম" ইত্যাদিনা ত্বদুক্তে কুশলে কর্ম্মণি প্রমত্তঃ, অনিমিষায কালাত্মনে ॥ ১৭ ॥ দ্বিপরার্দ্ধধিষ্ণ্যং দ্বিপরার্দ্ধকালস্থাযি স্থানম্ অধ্যাসিতোঽপ্যহং যস্মাদ্ বিভেমি, তস্মৈ অধিমখায মখাধিষ্ঠাত্রে নমঃ; কথম্ভূতঃ? সকললোকনমস্কৃতং

তির্য্যঙ্‌মনুষ্যবিবুধাদিষু জীবযোনি-ষ্বাত্মেচ্ছয়াত্মকৃতসেতুপরীপ্সয়া যঃ ।
রেমে নিরস্তরতিরপ্যবরুদ্ধদেহ-স্তস্মৈ নমো ভগবতে পুরুষোত্তমায ॥ ১৯ ॥
যোঽবিদ্যযানুপহতোঽপি দশার্দ্ধবৃত্ত্যা নিদ্রামুবাহ জঠরীকৃতলোকযাত্রঃ ।
অন্তর্জ্জলেঽহিকশিপুস্পর্শানুকূলাং ভীমোর্ম্মিমালিনি জনস্য সুখং বিবৃণ্বন্ ॥ ২০ ॥

অন্বয়

যঃ (আপনি) নিরস্তরতিঃ অপি (বিষযসুখশূন্য হইযাও) আত্মকৃতসেতুপরীপ্সয়া (নিজকৃত ধর্ম্মের মর্য্যাদা পরিপালনেচ্ছায) তির্য্যঙ্‌মনুষ্যবিবুধাদিষু জীবযোনিষু (তির্য্যক্, মনুষ্য ও দেবাদি জীবযোনিতে) আত্মেচ্ছয়া (স্বীয সঙ্কল্পদ্বারা) অবরুদ্ধদেহঃ (মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া) রেমে (ক্রীড়া করিয়া থাকেন), তস্মৈ (সেই) ভগবতে পুরুষোত্তমায (ভগবান্ পুরুষোত্তম আপনাকে) নমঃ (নমস্কার করি) ॥ ১৯ ॥

যঃ (আপনি) দশার্দ্ধবৃত্ত্যা (তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র, অন্ধতামিস্র এই পঞ্চ প্রকার বৃত্তিবিশিষ্টা) অবিদ্যয়া (অবিদ্যাদ্বারা) অনুপহতঃ অপি (অনভিভূত হইযাও) জঠরীকৃত-লোকযাত্রঃ (লোকত্রয়কে উদরে নিবেশিত করিয়া) জনস্য (ধ্যানকারী জনের) সুখং বিবৃণ্বন (আনন্দ উৎপাদন করতঃ) ভীমোর্ম্মিমালিনি (ভযঙ্কর তরঙ্গমালাযুক্ত) অন্তর্জ্জলে (জলমধ্যে) অহিকশিপুস্পর্শানুকূলাম (সর্পশয্যায সুখে) নিদ্রাম উবাহ (নিদ্রা যাইয়া থাকেন), [সেই আপনাকে নমস্কার করি] ॥ ২০ ॥

অনুবাদ

ভয পাইযা থাকি এবং সর্ব্বলোকপূজ্য বৈকুণ্ঠলোকে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিযা দীর্ঘকালসাধ্য যজ্ঞাদি তপশ্চর্য্যার অনুষ্ঠান করিযা থাকি, সেই যজ্ঞাধিষ্ঠাতা ভগবান্ আপনাকে আমি নমস্কার করি ॥ ১৮ ॥

হে ভগবন্! আপনি বিষযসুখশূন্য হইযাও স্বকৃত ধর্ম্মমর্য্যাদা পরিপালনেচ্ছায তির্য্যক্, মনুষ্য ও দেবাদি জীবযোনিতে স্বীয সঙ্কল্পের দ্বারা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিযা অর্থাৎ মৎস্যাদি অবতার দেহ ধারণ করিযা ক্রীড়া করিযা থাকেন, সেই ভগবান পুরুষোত্তম আপনাকে নমস্কার করি ॥ ১৯ ॥

হে ভগবন্! আপনি তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামস্র এই পাঁচ প্রকার

টীকা

যদ্ধাম বৈকুণ্ঠাদি তৎ অবরুরুৎসমানঃ আরোঢুমিচ্ছন্ বহুসবঃ বহবঃ সবাঃ তপোঽনুষ্ঠানকালাবয়বাঃ যস্য সঃ, তথাভূতঃ সন্ তপঃ তপ্তবান্। তদুক্তং দ্রোণপর্ব্বণি ভূরিশ্রবসং প্রতি ভগবতা—"যে লোকা মম বিমলাঃ ব্রহ্মাদ্যৈরপি সুরবৃষভৈরপীপ্সমাণাঃ। তান্ ক্ষিপ্রং ব্রজ সততাগ্নিহোত্রযাজিন্। মত্তুল্যো ভব গরুড়োত্তমাঙ্গযানঃ" ইতি ॥ ১৮ ॥ স্বাত্মেচ্ছয়া স্বাত্মনঃ সঙ্কল্পেন অবরুদ্ধদেহঃ স্বীকৃতমূর্ত্তিঃ নিরস্তরতিঃ আনন্দৈকরাশিত্বাৎ নিরস্তবিষয়সুখোঽপি তির্য্যগাদিষু জীবযোনিষু জীবযোগ্যাসু জাতিষু মৎস্যাদিরূপেণ রেমে যঃ তস্মৈ নমঃ ॥ ১৯ ॥ দৃশ্যমানং রূপং প্রণমতি—য ইতি দ্বাভ্যাম্। দশার্দ্ধাঃ পঞ্চঃ তামিস্রান্ধতামিস্রমোহমহামোহতমোরূপাঃ বৃত্তয়ো যস্যাঃ তয়া অবিদ্যয়া নিদ্রাহেতুভূতযা অনুপহতো-

যন্নাভিপদ্মভবনাদহমাসমীড্য ! লোকত্রয়োপকরণো যদনুগ্রহেণ।
তস্মৈ নমস্ত উদরস্থভবায় যোগ-নিদ্রাবসানবিকসন্নলিনেক্ষণায় ॥ ২১ ॥
সোঽয়ং সমস্তজগতাং সুহৃদেক আত্মা সত্ত্বেন যন্মৃড়য়তে ভগবান্ ভগেন।
তেনৈব মে দৃশমনুস্পৃশতাদ্ যথাহং স্রক্ষ্যামি পূর্ব্ববদিদং প্রণতপ্রিয়োঽসৌ ॥ ২২ ॥

অন্বয়

ঈড্য ! (হে পূজনীয় !) যদনুগ্রহেণ (যাঁহার অনুগ্রহে) লোকত্রয়োপকরণঃ (প্রত্যহ সৃষ্টিদ্বারা লোকত্রয়ের উপকারক) অহং (আমি) যন্নাভিপদ্মভবনাৎ (যাঁহার নাভিপদ্মরূপ নিকেতন হইতে) আসম্ (উৎপন্ন হইয়াছি), উদরস্থভবায় (যাঁহার উদরে শিবও অবস্থান করিতেছেন) যোগনিদ্রাবসান-বিকসন্নলিনেক্ষণায় (এবং যোগনিদ্রার অবসানে যিনি নয়নকমল উন্মীলন করিয়া থাকেন), তস্মৈ তে নমঃ (সেই ভগবান্ আপনাকে নমস্কার করি) ॥ ২১ ॥

[যিনি] একঃ (এক হইয়াও) সমস্তজগতাং (সমস্তজগতের) সুহৃৎ (বন্ধু) আত্মা (ও অন্তর্যামী) যৎ [যেন] সত্ত্বেন (এবং যিনি স্বীয় জ্ঞানের দ্বারা) ভগেন [চ] (ও ঐশ্বর্য্যের দ্বারা) [সমস্ত জগৎকে] মৃড়যতে (সুখ প্রদান করিয়া থাকেন), সঃ অযং ভগবান্ (সেই ভগবান্) তেনৈব (জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যের সহিত) মে (আমার) দৃশম্ (প্রজ্ঞাকে) অনুস্পৃশতাৎ (সংযোজিত করুন), যথা অহং (যাহাতে আমি) পূর্ব্ববৎ (পূর্ব্বসৃষ্টির ন্যায়) ইদং (এই জগৎ) স্রক্ষ্যামি (সৃষ্টি করিতে সমর্থ হই) ; [যতঃ] (যেহেতু) অসৌ (ঐ ভগবান্) প্রণতপ্রিযঃ (ভক্তবৎসল) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ

বৃত্তিবিশিষ্ট অবিদ্যার দ্বারা অনভিভূত হইয়াও লোকত্রয়কে উদরে ধারণ করিয়া ভক্তজনের আনন্দ উৎপাদন করতঃ ভয়ঙ্কর তরঙ্গমালাযুক্ত জলমধ্যে সর্পশয্যার সুখে নিদ্রা যাইয়া থাকেন, [সেই আপনাকে আমি নমস্কার করি] ॥ ২০ ॥

হে পূজনীয় ! প্রত্যহ সৃষ্টিদ্বারা লোকত্রয়ের উপকারক আমি যাঁহার অনুগ্রহে যাঁহার নাভিকমলরূপ নিকেতন হইতে উদ্ভূত হইয়াছি, যাঁহার উদরে শিবও অবস্থান করিতেছেন এবং স্বীয় যোগনিদ্রার অবসানে যিনি নয়নকমল উন্মীলন করিয়া থাকেন, সেই ভগবান্ আপনাকে আমি নমস্কার করি ॥ ২১ ॥

যিনি এক হইয়াও সমস্ত জগতের সুহৃৎ ও আত্মা এবং যিনি স্বীয় জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যের

টীকা

ঽস্পৃষ্টোঽপি যঃ অন্তর্জ্জলে জলমধ্যে নিদ্রামুবাহ, তস্মৈ তে নমঃ ইত্যগ্রিমেণান্বয়ঃ। কথম্ভূতঃ ? জঠরীকৃতলোকযাত্রঃ উদরনিবেশিতলোকত্রয়স্থিতিঃ ; কথম্ভূতে ? অন্তর্জ্জলে ভীমোর্ম্মিমালিনি ভীমা ভয়ঙ্করাঃ যা ঊর্ম্ময়ঃ তাসাং মালাঃ বিদ্যন্তে যস্মিন্ তস্মিন্ ; কথম্ভূতাং নিদ্রাম্ ? অহিরেব কশিপুঃ শয্যা তস্যাঃ স্পর্শঃ অনুকূলো যস্যাস্তাম্ ; কিং কুর্ব্বন্নুবাহ ? জনস্য ধ্যাতুঃ সুখং বিবৃণ্বন্ প্রকটয়ন্ ॥ ২০ ॥ যৎ যস্য নাভিপদ্মমেব ভবনং তস্মাৎ, লোকত্রয়স্য প্রত্যহং সৃষ্টিদ্বারেণ উপকরোতীতি লোক-ত্রয়োপকরণঃ অহমাসম্। উদরে স্থিতমদ্বারেণ জায়মানো ভবঃ শিবো যস্য, যুজ্যতে ইতি যোগঃ সঙ্কল্পঃ তেন যা নিদ্রা তদবসানে বিকসন্নলিনে ইব ঈক্ষণে যস্য তস্মৈ ॥ ২১ ॥ অথ প্রার্থয়তে—

এষ প্রপন্নবরদো রময়াত্মশক্ত্যা যদ্ যৎ করিষ্যতি গৃহীতগুণাবতারঃ।
তস্মিন্ স্ববিক্রমমিদং সৃজতোঽপি চেতো যুঞ্জীত কর্ম্মশমলঞ্চ যথা বিজহ্যাম্ ॥ ২৩ ॥
নাভিহ্রদাদিহ সতোঽম্ভসি যস্য পুংসো বিজ্ঞানশক্তিবহমাসমনন্তশক্তেঃ।
রূপং বিচিত্রমিদমস্য বিবৃণ্বতো মে মা রীরিষীষ্ট নিগমস্য গিরাং বিসর্গঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়

গৃহীতগুণাবতারঃ (স্বীকৃতগুণাবতার) [অর্থাৎ অবতার দেহধারণকারী] প্রপন্নবরদঃ (ভক্তজনের অভীষ্টবর প্রদানকারী) এষঃ (এই ভগবান্) আত্মশক্ত্যা (স্বীয় শক্তি) রময়া (রমাদেবীর সহিত) যৎ যৎ (যে যে লীলা) করিষ্যতি (বিস্তার করিবেন), স্ববিক্রমম (বিষ্ণুর লীলাক্ষেত্র) ইদং (এই জগৎ) সৃজতঃ অপি (সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত আসক্ত হইলেও) [মে] (আমার) চেতঃ (চিত্ত) [তিনি] তস্মিন্ (সেই সেই লীলা বিষয়ে) যুঞ্জীত (প্রবর্ত্তিত করুন), যথা (যেন) [আমি] কর্ম্মশমলং চ (কর্ম্মজনিত পাপ) বিজহ্যাম (পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হই) ॥ ২৩ ॥

ইহ অম্ভসি (কারণ সলিলে শয়ান) যস্য অনন্তশক্তেঃ সতঃ পুংসঃ (যে অনন্তশক্তি পরমপুরুষের)

অনুবাদ

দ্বারা সমস্ত জগৎকে সুখ প্রদান করিয়া থাকেন, সেই ভগবান্ জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যের সহিত আমার প্রজ্ঞাকে সংযোজিত করুন, যেন আমি পূর্ব্ব সৃষ্টির ন্যায় এই জগৎ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হই। ভগবান্ ভক্তবৎসল; অতএব আমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন ॥ ২২ ॥

যিনি অবতার গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং ভক্তজনের অভীষ্ট বর প্রদান করিয়া থাকেন, সেই ভগবান্ স্বীয় শক্তি রমাদেবার সহিত যে যে লীলা প্রকাশ করিবেন, বিষ্ণুরই লীলাক্ষেত্র এই জগৎ সৃষ্টি করিতে যাইয়া আমি কর্ম্মাসক্ত হইলেও আমার চিত্ত তিনি তাঁহার সেই লীলাবিষয়ে যোজনা করুন, যেন আমি সৃষ্টিকার্য্যজনিত পাপ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হই [অর্থাৎ আমি তাঁহারই আজ্ঞায় তাঁহার লীলাক্ষেত্র এই বিশ্ব সৃষ্টি করিতে যাইয়া উত্তম, মধ্যম ও অধমভেদে সৃষ্টি করিব; ভগবানে মতি রাখিয়া আমি যেন সৃষ্টিজনিত সেই পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারি] ॥ ২৩ ॥

কারণসলিলে শয়ান যে অনন্তশক্তি পরমপুরুষ ভগবানের নাভিসরোবর হইতে

টীকা

সোঽয়মিতি চতুর্ভিঃ। সমস্তানি অনেককোটিব্রহ্মাণ্ডরূপাণি জগন্তি তেষাং য এক এব সুহৃদাত্মা চ, সমস্তানি জগন্তি যেন মৃড়য়তে সুখয়তি সোঽয়ং তেনৈব সত্ত্বেন মম দৃশং প্রজ্ঞাম অনুস্পৃশতাদ্ যোজয়তু। যথাহম্ ইদং পূর্ব্ববৎ স্রষ্টুং ক্ষমো ভবিষ্যামি। যতোঽসৌ প্রণতানাং প্রিয়ঃ, প্রণতাঃ বা প্রিয়াঃ যস্য সঃ ॥ ২২ ॥ গৃহীতগুণাঃ কৃতজ্ঞাঃ অবতারাঃ যস্য, স এব ভগবান্ আত্মশক্ত্যা রময়া সহ যৎ যৎ চরিত্রং করিষ্যতি, তস্মিন্ তত্র তত্র মে মম প্রণতস্য স্ববিক্রমং বিষ্ণোরের বিক্রমঃ প্রভাবঃ যস্মিন্ তদিদং বিশ্বং সৃজতোঽপি কর্ম্মাসক্তস্যাপি চেতঃ চিত্তং যুঞ্জীত স এব প্রবর্ত্তয়তু; যথা কর্ম্মশমলং কর্ম্মকৃতং বৈষম্যাদিপাপং জহ্যাং ত্যক্ষ্যামি ॥ ২৩ ॥ কিঞ্চ কর্ম্মাসক্ত্যা ভগবৎস্বরূপগুণাদি-জ্ঞানদার্ঢ্যার্থঃ বেদান্তপাঠঃ মা লুপ্যতামিত্যাহ—নাভিহ্রদাদিতি ॥ যস্য পুংসঃ ভগবতঃ অম্ভসি সতঃ

সোঽসাবদভ্রকরুণো ভগবান্ বিবৃদ্ধ-প্রেমস্মিতেন নয়নাম্বুরুহং বিজৃম্ভন্।
উত্থায় বিশ্ববিজয়ায় চ নো বিষাদং মাধ্ব্যা গিয়াপনয়তাৎ পুরুষঃ পুরাণঃ ॥ ২৫ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ

স্বসম্ভবং নিশাম্যৈবং তপোবিদ্যাসমাধিভিঃ।
যাবন্মনোবচঃ স্তুত্বা বিররাম স খিন্নবৎ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়

নাভিহ্রদাৎ (নাভিসরোবর হইতে) বিজ্ঞানশক্তিঃ (বিজ্ঞানশক্তি অর্থাৎ বিশেষ জীবশক্তি) অহম্ (আমি) আসম্ (উৎপন্ন হইয়াছি), অস্য [এব] (তাঁহারই) বিচিত্রং রূপম্ (বিচিত্ররূপ) ইদং (এই জগৎ) বিবৃণ্বতঃ (বিস্তারকারী) মে (আমার) নিগমস্য (বেদের) গিরাম্ বিসর্গঃ (বাক্যসমূহের উচ্চারণ) মা রীরিষীষ্ট (যেন ক্ষীণ না হয়) ॥ ২৪ ॥

অদভ্রকরুণঃ (অদভ্র—অনল্প, পরমকারুণিক) পুরাণঃ পুরুষঃ (সনাতন পুরুষ) সঃ অসৌ ভগবান্ (সেই ভগবান্) বিবৃদ্ধপ্রেমস্মিতেন (প্রেমহাস্যে) নয়নাম্বুরুহং (নয়নকমল) বিজৃম্ভন্ (উন্মীলন করিয়া) বিশ্ববিজয়ায় চ (সর্ব্বত্র বিজয়ের নিমিত্ত অর্থাৎ সৃষ্ট্যাদিকার্য্যে যেন পরাভূত না হই এই জন্য ও পূর্ব্বপ্রার্থনা সিদ্ধির জন্য) উত্থায় (গাত্রোত্থান করিয়া) মাধ্ব্যা গিরা (সুমধুর বাক্যের দ্বারা) নঃ (আমার) বিষাদং (মনের খেদ) অপনয়তাৎ (অপনয়ন করুন) ॥২৫॥

শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ (মৈত্রেয়ঋষি বলিলেন) সঃ (সেই ব্রহ্মা) তপোবিদ্যাসমাধিভিঃ (তপস্যা,

অনুবাদ

বিশেষ জীবশক্তি আমি সমুৎপন্ন হইয়াছি, এই বিচিত্র জগৎ তাঁহারই রূপ; তাঁহার আজ্ঞায় ইহা বিস্তার করিতে গিয়া আমার বেদবাক্যসমূহের উচ্চারণ যেন ক্ষীণ না হয় অর্থাৎ লুপ্ত না হয় ॥ ২৪ ॥

[ভগবানের কৃপা-কটাক্ষ ও কৃপাদেশই ভক্তগণের পরম আনন্দদায়ক; অতএব এক্ষণে ব্রহ্মা তাহাই ভগবৎসমীপে প্রার্থনা করিতেছেন]—যিনি পরমকারুণিক ও সনাতন পুরুষ, সেই ভগবান্ প্রেমহাস্যে নয়নকমল উন্মীলন করিয়া সর্ব্বত্র বিজয়ের নিমিত্ত অর্থাৎ সৃষ্টিকার্য্যে যেন পরাভূত না হই এই জন্য ও আমার পূর্ব্বপ্রার্থিত বাসনা পূরণের জন্য গাত্রোত্থান করিয়া সুমধুর বাক্যের দ্বারা আমার মনোদুঃখ অপনয়ন করুন ॥ ২৫ ॥

মৈত্রেয়ঋষি বলিলেন—হে বিদুর! সেই ব্রহ্মা তপস্যা, উপাসনা ও সমাধিদ্বারা

টীকা

"বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে" ইতি শ্রুতের্বিজ্ঞানরূপা শক্তিঃ জীববিশেষশক্তিরহম্ নাভিহ্রদাৎ ইহ আসম্। তস্যৈব বিচিত্রং রূপমিদং বিশ্বম্ তদাজ্ঞয়া বিবৃণ্বতঃ স্বাধিকারানুসারেণ বিস্তারয়তো মে নিগমস্য অবয়বভূতানাং গিরাম্ বিসর্গঃ উচ্চারণং মা রীরিষীষ্ট মা ক্ষীণঃ স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥ অদভ্রা অনল্পা করুণা যস্য সঃ, নয়নাম্বুরুহং বিজৃম্ভন্ বিজৃম্ভয়ন্ উল্লাসয়ন্ বিশ্ববিজয়ায় চকারাদস্মদনুগ্রহায় উত্থায় বিবৃদ্ধঃ প্রেমা যস্মিন্ তেন স্মিতেন মাধ্ব্যা গিরা চ নোঽস্মাকং বিষাদং বৈমনস্যম্ অপনয়তাৎ ॥ ২৫ ॥

অথাভিপ্রেতমন্বীক্ষ্য ব্রহ্মণো মধুসূদনঃ ।
বিষণ্ণচেতসস্তেন কল্পব্যতিকরাম্ভসা ॥ ২৭ ॥
লোকসংস্থানবিজ্ঞান আত্মনঃ পরিখিদ্যতঃ ।
তমাহাগাধয়া বাচা কশ্মলং শময়ন্নিব ॥ ২৮ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

মা বেদগর্ভ ! গাস্তন্দ্রীং সর্গ উদ্যমমাবহ ।
তন্ময়াপাদিতং হ্যগ্রে যন্মাং প্রার্থয়তে ভবান্ ॥২৯ ॥

অন্বয়

উপাসনা ও সমাধিদ্বারা) স্বসম্ভবং (নিজের উৎপত্তি যাহা হইতে হইয়াছে, সেই নারায়ণকে) নিশাম্য (দর্শন করিয়া) যাবন্মনোবচঃ (মন ও বাক্যের শক্তি অনুসারে) এবং (এই প্রকারে) স্তুত্বা (স্তব করিয়া) খিন্নবৎ (পরিশ্রান্তের ন্যায়) বিররাম (বিরত হইলেন) ॥ ২৬ ॥

অথ (অনন্তর) মধুসূদনঃ (ভগবান্) আত্মনঃ (নিজের) লোকসংস্থানবিজ্ঞানে (লোকনির্ম্মাণ ও স্থাপনাদি বিষয়ে) পরিখিদ্যতঃ (খেদযুক্ত) তেন কল্পব্যতিকরাম্ভসা (ও সেই প্রলয়সলিলের দ্বারা অর্থাৎ প্রলয়সলিল সন্দর্শনে) বিষণ্ণচেতসঃ (দুঃখিতচিত্ত) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মার) অভিপ্রেতম্ (অভিপ্রায়) অন্বীক্ষ্য (বুঝিতে পারিয়া) অগাধয়া বাচা (গম্ভীর বাক্যের দ্বারা) কশ্মলং (মোহ) শময়ন্নিব (প্রশমিত করিয়াই যেন) তম্ (ব্রহ্মাকে) আহ (বলিতে লাগিলেন) ॥ ২৭-২৮ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (ভগবান বলিলেন) বেদগর্ভ ! (হে ব্রহ্মন্ !) তন্দ্রীং মা গাঃ (বিষণ্ণতাহেতু আলস্যপ্রাপ্ত হইও না) ; সর্গে (সৃষ্টিবিষয়ে) উদ্যমম্ (উদ্যম) আবহ (প্রকাশ কর) ; ভবান্ (তুমি) মাং যৎ প্রার্থয়তে (আমার নিকটে যাহা প্রার্থনা করিয়াছ), তৎ (তাহা) ময়া (আমাকর্ত্তৃক) অগ্রে হি (পূর্ব্বেই) আপাদিতং (সম্পাদিত হইয়া রহিয়াছে) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ

নিজের উৎপত্তিস্থান নারায়ণকে দর্শন করিয়া মন ও বাক্যের শক্তি অনুসারে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে স্তব করিয়া পরিশ্রান্তের ন্যায় নিবৃত্ত হইলেন ॥ ২৬ ॥

অনন্তর ভগবান্ মধুসূদন নিজের লোকনির্ম্মাণ ও সংস্থাপনাদি বিষয়ে খিন্ন অর্থাৎ সৃষ্টিকার্য্যে অজ্ঞানতাহেতু খেদপ্রাপ্ত ও প্রলয়সলিল সন্দর্শনে বিষণ্ণচিত্ত ব্রহ্মার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া গম্ভীর বাক্যে ব্রহ্মার মোহ প্রশমিত করিয়াই যেন তাহাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ২৭-২৮ ॥

ভগবান্ বলিলেন—হে বেদগর্ভ ! বিষণ্ণতাহেতু আলস্যপ্রাপ্ত হইও না ; সৃষ্টি-

টীকা

স ব্রহ্মা স্বস্য সম্ভবো যস্মাৎ তং নারায়ণং তপআদিভিঃ নিশাম্য দৃষ্ট্বা যাবন্মনোবচঃ মনোবাক্শক্ত্যনুসারেণ স্তুত্বা খিন্নবৎ বিররাম ॥ ২৬ ॥ আত্মনো লোকসংস্থানবিজ্ঞানে পরিখিদ্যতো ব্রহ্মণ অভিপ্রেতমালক্ষ্য কল্পে কল্পান্তে যো ব্যতিকরঃ লোকত্রয়নাশঃ তদম্ভসা বিষণ্ণং চেতো যস্য স তথঃ

ভূয়স্ত্বং তপ আতিষ্ঠ বিদ্যাঞ্চৈব মদাশ্রয়াম্ ।
তাভ্যামন্তর্হৃদি ব্রহ্মন্ ! লোকান্ দ্রক্ষ্যস্যপাবৃতান্ ॥ ৩০ ॥
তত আত্মনি লোকে চ ভক্তিযুক্তঃ সমাহিতঃ ।
দ্রষ্টাসি মাং ততং ব্রহ্মন্ ! ময়ি লোকাংস্ত্বমাত্মনঃ ॥ ৩১ ॥
যদা তু সর্ব্বভূতেষু দারুষ্বগ্নিমিব স্থিতম্ ।
প্রতিচক্ষীত মাং লোকো জহ্যাৎ তর্হ্যেব কশ্মলম্ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়

ব্রহ্মন্ ! (হে চতুর্ম্মুখ !) ত্বং (তুমি) ভূয়ঃ (পুনরায়) তপঃ (তপস্যা) মদাশ্রয়াম্ বিদ্যাং চ এব (ও মদ্বিষয়িণী উপাসনা) আতিষ্ঠ (আশ্রয় কর অর্থাৎ অবলম্বন কর) ; তাভ্যাম্ (সেই তপস্যা ও উপাসনাদ্বারা) অন্তর্হৃদি (নিজের হৃদয়মধ্যে) অপাবৃতান্ (আবরণশূন্য অর্থাৎ স্পষ্ট) লোকান্ (লোক-সমূহকে) দ্রক্ষ্যসি (দেখিতে পাইবে) ॥ ৩০ ॥

ব্রহ্মন্ ! (হে চতুর্ম্মুখ !) ততঃ (তাহার পরে) ভক্তিযুক্তঃ ত্বং (ভক্তিমান তুমি) সমাহিতঃ (একাগ্রচিত্ত হইয়া) আত্মনি (নিজেতে) লোকে চ (ও লোকসমূহে) মাং (আমাকে) ততং (ব্যাপ্ত) দ্রষ্টাসি (দেখিবে) [এবং] লোকান্ (লোকসমূহ) আত্মনঃ (ও নিজকে) ময়ি (আমাতেই অবস্থিত) [দ্রষ্টাসি] (দেখিতে পাইবে) ॥ ৩১ ॥

[হে ব্রহ্মন্ !] যদা তু (যখন) লোকঃ (জীব) দারুষু (কাষ্ঠে) অগ্নিম্ ইব (অগ্নির ন্যায়) সর্ব্বভূতেষু (সকল প্রাণীতে) স্থিতং মাং (অবস্থিত আমাকে) প্রতিচক্ষীত (দর্শন করিবে), তর্হি এব (তখনই জীব) কশ্মলং (নিজের পাপ অর্থাৎ ভেদদর্শনরূপ অজ্ঞান) জহ্যাৎ (দূর করিতে পারিবে) ॥৩২॥

অনুবাদ

বিষয়ে উদ্যম প্রকাশ কর। তুমি আমার নিকটে যাহা প্রার্থনা করিয়াছ, তাহা আমি পূর্ব্বেই পূরণ করিয়া রাখিয়াছি ॥ ২৯ ॥

হে ব্রহ্মন্ ! তুমি পুনরায় তপস্যা ও মদ্বিষয়িণী উপাসনা অবলম্বন কর। সেই তপস্যা ও উপাসনার দ্বারা লোকসমূহকে নিজের হৃদয়মধ্যে স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইবে ॥ ৩০ ॥

হে ব্রহ্মন্ ! তাহার পরে তুমি ভক্তিযুক্ত ও সমাহিতচিত্ত হইয়া আমাকে তোমাতে ও লোকসমূহে পরিব্যাপ্ত দেখিতে পাইবে এবং লোকসমূহ ও নিজকে আমাতেই অবস্থিত দেখিতে পাইবে ॥ ৩১ ॥

হে ব্রহ্মন্ ! প্রত্যেক কাষ্ঠের অভ্যন্তরে যেমন অগ্নি আছে, সেইরূপ প্রত্যেক জীবের অন্তরেই আমি আছি ; জীব যখন সর্ব্বভূতের অভ্যন্তরে আমাকে বর্ত্তমান

টীকা

তং ব্রহ্মাণং মধুসূদন আহেতি যুগ্মান্বয়ঃ ॥ ২৭ ॥ ২৮ ॥ তন্দ্রীমালস্যম্ মা গাঃ মা প্রাপ্নুহি ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥ ততস্তদনন্তরং ভক্তিযুক্তস্ত্বম্ আত্মনি স্বস্মিন্ লোকে চ মাং ততং ব্যাপ্তং দ্রষ্টাসি দ্রক্ষ্যসি আত্মনঃ স্বস্য স্থিতমিতি শেষঃ ; আত্মনঃ আত্মানশ্চেতি বা ॥ ৩১ ॥ প্রতিচক্ষীত পশ্যেৎ ॥ ৩২ ॥ যদা ভূতাদিভি-

যদা রহিতমাত্মানং ভূতেন্দ্রিয়গুণাশয়ৈঃ।
স্বরূপেণ ময়োপেতং পশ্যন্ স্বারাজ্যমৃচ্ছতি ॥ ৩৩ ॥
নানাকর্ম্মবিতানেন প্রজা বহ্বীঃ সিসৃক্ষতঃ।
নাত্মাবসীদত্যস্মিংস্তে বর্ষীয়ান্ মদনুগ্রহঃ ॥ ৩৪ ॥
ঋষিমাদ্যং ন বধ্নাতি পাপীয়াংস্ত্বাং রজোগুণঃ।
যন্মনো ময়ি নির্ব্বদ্ধং প্রজাঃ সংসৃজতোঽপি তে ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়

যদা (যখন) [জীব] আত্মানং (জীবাত্মাকে) ভূতেন্দ্রিয়গুণাশয়ৈঃ রহিতং (পৃথিব্যাদি ভূত, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং সত্ত্বাদি গুণ ও অন্তঃকরণ বিরহিতরূপে জানিবে) [এবং] স্বরূপেণ ময়া (অংশীস্বরূপ আমার সহিত) উপেতং (যুক্ত আছে বলিয়া) পশ্যন্ (দর্শন করিবে), [তখনই জীব] স্বারাজ্যং (স্বরূপযাথাত্ম্যসুখ অর্থাৎ মোক্ষ) ঋচ্ছতি (প্রাপ্ত হইবে) ॥ ৩৩ ॥

[হে ব্রহ্মন্!] নানাকর্ম্মবিতানেন (বহুবিধ অনাদি কর্ম্ম অনুসারে) বহ্বীঃ (বহুবিধ) প্রজাঃ (দেবতা, তির্য্যক্ ও মনুষ্যাদি জীব) সিসৃক্ষতঃ (সৃষ্টি করিতে অভিলাষী) তে (তোমার) আত্মা (চিত্ত) ন অবসীদতি (অবসন্ন হইবে না)। অস্মিন্ (এ বিষয়ে) বর্ষীয়ান্ মদনুগ্রহঃ (আমার অত্যধিক অনুগ্রহ আছে বলিয়া জানিবে) ॥ ৩৪ ॥

যৎ (যেহেতু) প্রজাঃ সংসৃজতঃ অপি (প্রজাসৃষ্টিকারী হইলেও) তে (তোমার) মনঃ ময়ি (মন আমাতে) নির্ব্বদ্ধং (নিবদ্ধ আছে); [অতএব] পাপীয়ান্ (পাপিষ্ঠ) [অর্থাৎ বিক্ষেপকারী] রজোগুণঃ (রজোগুণ) আদ্যম্ ঋষিং (আদিকবি) ত্বাং (তোমাকে) ন বধ্নাতি (অভিভূত করিতে পারিবে না) ॥৩৫॥

অনুবাদ

দেখিবে, তখনই জীব ভেদদর্শনরূপ মোহ পরিত্যাগ করিবে অর্থাৎ তাহার অজ্ঞান দূর হইয়া যাইবে ॥ ৩২ ॥

যখন জীব জীবাত্মাকে ভূত, ইন্দ্রিয়, গুণ ও অন্তঃকরণবিরহিত বলিয়া জানিবে ও অংশীস্বরূপ আমার সহিত যুক্ত আছে বলিয়া দর্শন কবিবে, তখনই জীব স্বারূপ্য অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করিবে ॥ ৩৩ ॥

হে ব্রহ্মন্! তুমি জীবের অনাদি পাপপুণ্যরূপ বহুবিধ কর্ম্ম অনুসারে দেবতা, তির্য্যক্ ও মনুষ্যাদি বহুবিধ জীব সৃষ্টি করিতে অভিলাষ করিয়াছ; এই সৃষ্টিকার্য্যে তোমার চিত্ত অবসন্ন হইবে না; কারণ এ বিষয়ে তোমার প্রতি আমার অত্যধিক অনুগ্রহ আছে বলিয়া জানিবে ॥ ৩৪ ॥

হে ব্রহ্মন্! তুমি প্রজাসৃজনকারী হইলেও তোমার মন আমাতেই নিবদ্ধ আছে;

টীকা

দৃ´শ্যৈঃ আত্মানং দ্রষ্টারং বিরহিতং ময়া বা অংশিনা উপেতং চ পশ্যন্ ভবতি, তদা স্বারাজ্যং স্বরূপযাথাত্ম্যসুখমৃচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ৩৩ ॥ বর্ষীয়ান্ বৃদ্ধতরঃ বহুবিবেকবান্ ইত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥ ৩৫ ॥ ভূতাদি-

জ্ঞাতোঽহং ভবতা ত্বদ্য দুর্বিজ্ঞেয়োঽপি দেহিনাম্।
যন্মাং ত্বং মন্যসেঽযুক্তং ভূতেন্দ্রিয়গুণাত্মভিঃ ॥ ৩৬ ॥
তুভ্যং মদ্বিচিকিৎসায়ামাত্মা মে দর্শিতোঽবহিঃ।
নালেন সলিলে মূলং পুষ্করস্য বিচিন্বতঃ ॥ ৩৭ ॥
যচ্চকর্থাঙ্গ! মৎস্তোত্রং মৎকথাভ্যুদয়াঙ্কিতম্।
যদ্বা তপসি তে নিষ্ঠা স এষ মদনুগ্রহঃ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়

[হে ব্রহ্মন্!] যৎ (যেহেতু) ত্বং (তুমি) মাং (আমাকে) ভূতেন্দ্রিয়গুণাত্মভিঃ (ভূত, ইন্দ্রিয়, গুণ ও অন্তঃকরণ হইতে) অযুক্তং মন্যসে (পৃথক্ বলিয়া মনে করিয়াছ অর্থাৎ বুঝিতে পারিয়াছ); [অতএব] দেহিনাং (জীবগণের) দুর্বিজ্ঞেয়ঃ অপি অহং (দুর্জ্ঞেয় হইলেও আমি) অদ্য তু (আজ কিন্তু) ভবতা (তোমাকর্ত্তৃক) জ্ঞাতঃ [অস্মি] (পরিজ্ঞাত হইলাম) ॥ ৩৬ ॥

মদ্‌বিচিকিৎসায়াম্ (অবশ্যই এই পদ্মের অধিষ্ঠান কিছু আছে এই প্রকার চিন্তা উপস্থিত হইলে) সলিলে (কারণজলে) নালেন (পদ্মনালে অর্থাৎ পদ্মনালের ছিদ্রপথে) পুষ্করস্য (পদ্মের) মূলং বিচিন্বতঃ (মূলদেশ অন্বেষণকারী) তুভ্যম্ (তোমার) অবহিঃ (হৃদয়মধ্যে) মে আত্মা দর্শিতঃ (আমিই তোমাকে আমার স্বরূপ দর্শন করাইয়াছি) ॥ ৩৭ ॥

অঙ্গ! (হে ব্রহ্মন্!) [তুমি] যৎ (যে) মৎকথাভ্যুদয়াঙ্কিতম্ (আমার কথারূপ পরমমঙ্গলের নিদান-স্বরূপ) মৎস্তোত্রং (আমার স্তব) চকর্থ (করিয়াছ), যদ্বা (আর যে) তে (তোমার) তপসি (তপস্যাতে) নিষ্ঠা (একাগ্রতা), সঃ এষঃ মদনুগ্রহঃ (ইহাও আমার অনুগ্রহ) [অর্থাৎ আমার অনুগ্রহেই স্তব ও তপস্যা করিতে সমর্থ হইয়াছ] ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ

অতএব চিত্তবিক্ষোভকারী পাপিষ্ঠ রজোগুণ আদিকবি তোমাকে কখনই অভিভূত করিতে পারিবে না ॥ ৩৫ ॥

হে ব্রহ্মন্! যেহেতু তুমি আমাকে ভূত, ইন্দ্রিয়, গুণ ও অন্তঃকরণ হইতে পৃথক্ বলিয়া জানিতে পারিয়াছ, অতএব জীবগণের দুর্জ্ঞেয় হইলেও আমি আজ তোমাকর্ত্তৃক পরিজ্ঞাত হইলাম অর্থাৎ তুমি আমার যথার্থস্বরূপ অবগত হইলে ॥ ৩৬ ॥

হে ব্রহ্মন্! "অবশ্যই এই পদ্মের মূল নীচে কোথাও আছে" এই প্রকার চিন্তা করিয়া তুমি কারণসলিলে পদ্মনালের ছিদ্রপথে পদ্মের মূলদেশ অন্বেষণ করিয়া নিবৃত্ত হইলে আমিই তোমার হৃদয়মধ্যে আমার স্বরূপ তোমাকে দর্শন করাইয়াছি ॥ ৩৭ ॥

হে ব্রহ্মন্! আমার লীলাকীর্ত্তন করিলে পরমমঙ্গল হয়; তুমি যে আমার স্তব

টীকা

ভিরযুক্তমপ্রাকৃতবিগ্রহত্বাৎ আত্মনা অন্তঃকরণেন ॥ ৩৬ ॥ মদ্বিচিকিৎসায়াম্ "অস্তি হ্যধস্তাদিহ কিঞ্চনে"ত্যেবম্ভূতায়াং মদ্বিষয়ায়াং বিচারণায়াং হেতুভূতায়াং নালেন নালগতচ্ছিদ্রমার্গেণ পুষ্করস্য মূলং বিচিন্বতোঽন্বেষয়তঃ তুভ্যং তব ময়া আত্মা অবহিঃ অন্তর্হৃদি দর্শিতঃ ॥ ৩৭ ॥ মৎকথানুরূপেণ অভ্যুদয়েন

প্রীতোঽহমস্তু ভদ্রং তে লোকানাং বিজয়েচ্ছয়া ।
যদস্তৌষীগুর্ণময়ং নিগুর্ণং মানুবর্ণয়ন্ ॥ ৩৯ ॥
য এতেন পুমান্ নিত্যং স্তুত্বা স্তোত্রেণ মাং ভজেৎ ।
তস্যাশু সম্প্রসীদেয়ং সর্ব্বকামবরেশ্বরঃ ॥ ৪০ ॥
পূর্ত্তেন তপসা যজ্ঞৈর্দ্দানৈর্যোগৈঃ সমাধিনা ।
রাদ্ধং নিঃশ্রেয়সং পুংসা মৎপ্রীতিস্তত্ত্ববিন্মতম্ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়

লোকানাং বিজয়েচ্ছয়া (লোকসমূহের সৃষ্টি ইচ্ছা করিয়া) [তুমি] মা (আমাকে) নির্গুণং (প্রাকৃতগুণরহিত) গুণময়ং (ও কল্যাণগুণরাশিরূপে) অনুবর্ণয়ন্ (বর্ণনা করিয়া) যৎ (যেহেতু) অস্তৌষীঃ (স্তব করিয়াছে); [অতএব] অহং (আমি) প্রীতঃ (অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি); তে (তোমার) ভদ্রং (মঙ্গল) অস্তু (হউক) ॥ ৩৯ ॥

যঃ পুমান্ (যে পুরুষ) এতেন স্তোত্রেণ (এই স্তোত্রের দ্বারা) স্তুত্বা (স্তব করিয়া) নিত্যং মাং ভজেৎ (সর্ব্বদা আমার ভজনা করে), সর্ব্বকামবরেশ্বরঃ [অহং] (সকল অভিলষিত বর প্রদানে সমর্থ আমি) তস্য (সেই পুরুষের) [প্রতি] আশু (শীঘ্রই) সম্প্রসীদেয়ম্ (প্রসন্ন হইয়া থাকি) ॥ ৪০ ॥

[হে ব্রহ্মন্ !] পুংসাং (মানবগণের) পূর্ত্তেন (বাপী, কূপ ও তড়াগাদিখনন), তপসা (তপস্যা) যজ্ঞৈঃ দানৈঃ (যজ্ঞ, দান) যোগৈঃ (জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তিযোগ) সমাধিনা (এবং আমাতে একাগ্রতা এই সকলের দ্বারা) [যৎ] নিঃশ্রেয়সং (যে কল্যাণ) রাদ্ধং (সিদ্ধ হয়), [তৎ] (তাহা) মৎপ্রীতিঃ (আমার প্রীতি সম্পাদনের জন্যই) [ইতি] তত্ত্ববিন্মতম্ (ইহাই তত্ত্বজ্ঞগণের অভিমত) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ

করিয়াছ, আর যে তোমার তপস্যাতে এই একাগ্রতা, ইহাও আমারই অনুগ্রহ অর্থাৎ আমার অনুগ্রহেই আমার স্তব ও তপস্যা করিতে সমর্থ হইয়াছ ॥ ৩৮ ॥

হে ব্রহ্মন্ ! তুমি লোকসমূহ সৃষ্টির ইচ্ছায় আমাকে নির্গুণ অর্থাৎ প্রাকৃতগুণরহিত ও কল্যাণময়রূপে বর্ণনা করিয়া যে স্তব করিয়াছ, তাহাতে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি ; তোমার মঙ্গল হউক ॥ ৩৯ ॥

হে ব্রহ্মন্ ! যে পুরুষ তোমাকর্ত্তৃক কীর্ত্তিত এই স্তোত্রের দ্বারা স্তব করিয়া আমাকে ভজনা করিয়া থাকে, আমি সেই পুরুষের প্রতি শীঘ্রই প্রসন্ন হইয়া থাকি এবং তাহার মনোবাসনা শীঘ্রই পূরণ করিয়া থাকি ॥ ৪০ ॥

হে ব্রহ্মন্ ! মানবগণ বাপী, কূপ ও তড়াগাদি খননরূপ পূর্ত্তকর্ম্ম, তপস্যা, যজ্ঞ, দান,

টীকা

অঙ্কিতম্ ॥ ৩৮ ॥ গুণময়ং কল্যাণগুণরাশিম্, নির্গুণম্ প্রাকৃতগুণরহিতম্ ॥ ৩৯ ॥ ৪০ ॥ পূর্ত্তাদিভিঃ রাদ্ধং সিদ্ধং নিঃশ্রেয়সং কল্যাণং তন্মৎপ্রীতিরেবেতি তত্ত্ববিদাং মতম্। "কিমলভ্যং ভগবতি প্রসন্নে

অহমাত্মাত্মনাং ধাতঃ প্রেষ্ঠঃ সন্ প্রেয়সামপি।
অতো ময়ি রতিং কুর্য্যাদ্দেহাদির্যৎকৃতে প্রিয়ঃ ॥ ৪২ ॥
সর্ব্ববেদময়েনেদমাত্মনাত্মাত্মযোনিনা।
প্রজাঃ সৃজ যথাপূর্ব্বং যাশ্চ ময্যনুশেরতে ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়

ধাতঃ (হে বিধাতঃ!) অহম্ (আমি) আত্মনাং (জীবগণের) আত্মা (আশ্রয়) সন্ (হইয়া) প্রেয়সাম্ অপি (প্রিয় পদার্থ সকলের মধ্যেও) প্রেষ্ঠঃ (অতিশয় প্রিয় হইয়া থাকি), যৎকৃতে (যাহার জন্য) দেহাদিঃ প্রিয়ঃ (দেহাদি প্রিয় হইয়া থাকে), অতঃ (অতএব) [তস্মিন্] ময়ি (সেই আমাতে) রতিং কুর্য্যাৎ (অনুরাগ স্থাপন করা কর্ত্তব্য) ॥৪২॥

[হে ব্রহ্মন!] আত্মাত্মযোনিনা (জীবগণের আত্মা আমিই তোমার কারণ; তুমি) সর্ব্ববেদময়েন (সর্ব্ববেদময় অর্থাৎ জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তিযুক্ত) আত্মনা (নিজের দ্বারা অর্থাৎ অন্যনিরপেক্ষ হইয়া) ইদং (এই ত্রৈলোক্য) যাঃ (ও যাহারা) ময়ি (আমাতে) অনুশেরতে (বিলীন হইয়া রহিয়াছে), [তাঃ] প্রজাঃ চ (সেই সকল প্রজা) যথাপূর্ব্বং (পূর্ব্বকল্পানুসারে) সৃজ (সৃষ্টি কর) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ

জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তিযোগ এবং সমাধিযোগের দ্বারা যে পরমকল্যাণ লাভ করিয়া থাকে, তাহা আমারই প্রীতির নিমিত্ত অর্থাৎ আমার প্রীতিসম্পাদনই সেই সকল কর্ম্মের ফল, ইহাই তত্ত্বজ্ঞগণের অভিমত ॥ ৪১ ॥

আমি জীবগণের আশ্রয় এবং তাহাদের প্রিয় বস্তুসকলের মধ্যেও অতিশয় প্রিয় হইয়া থাকি; অতএব যাঁহার জন্য জীবের দেহগেহাদি প্রিয় হইয়া থাকে, সেই পরমাত্মা আমাতে জীবগণের অনুরাগ করা কর্ত্তব্য ॥ ৪২ ॥

হে ব্রহ্মন্! আমি জীবগণের আত্মস্বরূপ এবং আমিই তোমার কারণ, আমা হইতেই তুমি উৎপন্ন হইয়াছ; অতএব তুমি সর্ব্ববেদময় অর্থাৎ সমস্ত জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির আধার; তোমার আর সৃষ্টিকার্য্যে অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন নাই। তুমি নিজেই অন্য নিরপেক্ষ হইয়া এই ত্রৈলোক্য ও যাহারা আমাতে বিলীন হইয়া রহিয়াছে, সেই প্রজাগণকে পূর্ব্বসৃষ্টি অনুসারে সৃষ্টি কর [অর্থাৎ তুমি সর্ব্ববেদময়,—কাজেই কাহারও সাহায্যের প্রয়োজন নাই, অতএব পূর্ব্বসৃষ্টি অনুসারে অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পে যাহা সৃষ্টি করিয়াছ তাহাই করিবে; বিশেষতঃ আমাতে যে সকল প্রজা বিলীন হইয়া রহিয়াছে,

টীকা

শ্রীনিকেতনে” ইত্যাদি বাক্যান্যত্রানুসন্ধেয়ানি ॥ ৪১ ॥ আত্মনাং জীবানাম্ আত্মা আশ্রয়ঃ সন্ প্রেয়সাং প্রেষ্ঠোঽহমতো ময়ি রতিং কুর্য্যাৎ। দেহাদিঃ যৎ কৃতে যদারাধনার্থং প্রিয়স্তস্মিন্ ॥ ৪২ ॥ আত্মনা

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ

তস্মা এবং জগৎস্রষ্ট্রে প্রধানপুরুষেশ্বরঃ।
ব্যজ্যেদং স্বেন রূপেণ কঞ্জনাভস্তিরোদধে ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে বিদুরমৈত্রেয়-সংবাদে পাদ্মোদ্ভবে ব্রহ্মস্তবো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়

শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ (মৈত্রেয়ঋষি বলিলেন) [হে বিদুর!] প্রধানপুরুষেশ্বরঃ (প্রকৃতি ও পুরুষের অধীশ্বর) কঞ্জনাভঃ (পদ্মনাভ শ্রীহরি) তস্মৈ জগৎস্রষ্ট্রে (সেই জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মাকে) এবং (এই প্রকারে) ইদং ব্যজ্য (আদেশ করিয়া) স্বেন রূপেণ (স্বীয় নারায়ণরূপে) তিরোদধে (অন্তর্হিত হইলেন) ॥৪৪॥

অনুবাদ

তাহাদেরই তুমি অভিব্যক্তি করিবে মাত্র; এ সকল কারণে তোমার আর অন্যের অপেক্ষা নাই] ॥ ৪৩ ॥

মৈত্রেয়ঋষি বলিলেন—হে বিদুর! প্রকৃতিপুরুষনিয়ন্তা পদ্মনাভ শ্রীহরি জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মাকে এই প্রকার আদেশ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন ॥ ৪৪ ॥

নবম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত হইল ॥ ৯ ॥

টীকা

অন্যনিরপেক্ষেণ ইদং ত্রৈলোক্যং যা ময়ি অনুশেরতে, তাঃ প্রজাশ্চ যথাপূর্ব্বং সৃজ; অন্যনিরপেক্ষঃ অদৃষ্টপূর্ব্বপ্রজশ্চ কথমেবং করিষ্যামীত্যত আহ—আত্মনাত্মা অহং যোনির্যস্য তেন সর্ব্ববেদময়েনেতি ॥ ৪৩ ॥ ইদং পূর্ব্বোক্তং বাক্যং ব্যপদিশ্য ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে সিদ্ধান্তপ্রদীপে তৃতীয়স্কন্ধীয়-নবমাধ্যায়ার্থপ্রকাশঃ ॥ ৯ ॥

দশমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীবিদুর উবাচ

অন্তর্হিতে ভগবতি ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
প্রজাঃ সসর্জ্জ কতিধা দৈহিকীর্মানসীর্বিভুঃ ॥ ১ ॥
যে চ মে ভগবন্! পৃষ্টাস্ত্বয্যর্থা বহুবিত্তম!।
তান্ বদস্বানুপূর্ব্ব্যেণ ছিন্ধি নঃ সর্ব্বসংশয়ান্ ॥ ২ ॥

শ্রীসূত উবাচ

এবং সঞ্চোদিতস্তেন ক্ষত্ত্রা কৌশারবির্মুনিঃ।
প্রীতঃ প্রত্যাহ তান্ প্রশ্নান্ হৃদিস্থানথ ভার্গব! ॥ ৩ ॥

অন্বয়

শ্রীবিদুরঃ উবাচ (বিদুর বলিলেন)—ভগবতি অন্তর্হিতে (ভগবান্ নারায়ণ অন্তর্হিত হইলে) লোকপিতামহঃ বিভুঃ ব্রহ্মা (লোকপিতামহ বিভু ব্রহ্মা) দৈহিকীঃ (দেহজ) মানসীঃ (ও সঙ্কল্পজ) কতিধা (কতপ্রকার) প্রজাঃ সসর্জ্জ (প্রজা সৃষ্টি করিলেন?) ॥১॥

ভগবন্ বহুবিত্তম! (হে ভগবন্ জ্ঞানিপ্রবর!) ত্বয়ি (আপনার নিকটে) মে (আমাকর্ত্তৃক) যে চ অর্থাঃ (যে সকল বিষয়) পৃষ্টাঃ (জিজ্ঞাসিত হইয়াছে), আনুপূর্ব্ব্যেণ (আনুপূর্ব্বিক) তান্ (সেই সকল) বদস্ব (আমার নিকটে বলুন); নঃ (আমার) সর্ব্বসংশয়ান্ (সকল সংশয়) ছিন্ধি (ছেদন করুন) ॥ ২ ॥

শ্রীসূতঃ উবাচ (সূত বলিলেন) ভার্গব! (হে ভৃগুকুলতিলক শৌনক!) অথ (অনন্তর) তেন ক্ষত্ত্রা (সেই বিদুরকর্ত্তৃক) এবং (এই প্রকারে) সঞ্চোদিতঃ (প্রেরিত হইয়া অর্থাৎ প্রার্থিত হইয়া) মুনিঃ (মননশীল) কৌশারবিঃ (কুশারুনন্দন মৈত্রেয়ঋষি) প্রীতঃ [সন্] (প্রীত হইলেন এবং) হৃদিস্থান্ (হৃদয়গত অর্থাৎ অবিস্মৃত) তান্ প্রশ্নান্ (সেই প্রশ্নসমূহের) প্রত্যাহ (প্রত্যুত্তর দিতে লাগিলেন) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ

বিদুর বলিলেন—হে গুরো! ভগবান্ নারায়ণ অন্তর্হিত হইলে লোকপিতামহ বিভু ব্রহ্মা দেহ হইতে ও মন হইতে কত প্রকার প্রজা সৃষ্টি করিলেন? ॥ ১ ॥

হে ভগবন্! আমি আপনাকে যে সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছি, সেই সকল আনুপূর্ব্বিক আমার নিকটে বর্ণনা করুন; হে জ্ঞানিপ্রবর! আমার সংশয়সমূহ ছেদন করুন ॥ ২ ॥

সূত বলিলেন—হে ভৃগুকুলতিলক শৌনক! বিদুরকর্ত্তৃক এই প্রকারে প্রার্থিত হইয়া মৈত্রেয়ঋষি সন্তুষ্ট হইলেন এবং ক্রমশঃ সেই প্রশ্নসমূহের প্রত্যুত্তর দিতে লাগিলেন ॥ ৩ ॥

টীকা

এবং ব্রহ্মোৎপত্ত্যাদিকং শ্রুত্বা ব্রহ্মকৃতাং প্রজোৎপত্তিং পূর্ব্বকৃতস্বপ্রশ্নোত্তরঞ্চ শ্রোতুং বিদুরঃ পৃচ্ছতি—অন্তর্হিত ইতি ॥ ১ ॥ ২ ॥ সঞ্চোদিতঃ প্রেরিতঃ প্রার্থিত ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ আত্মনি শ্রীনারায়ণে

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ

বিরিঞ্চোঽপি তথা চক্রে দিব্যং বর্ষশতং তপঃ।
আত্মন্যাত্মানমাবেশ্য যথাহ ভগবানজঃ ॥ ৪ ॥
তদ্বিলোক্যাব্জসম্ভূতো বায়ুনা যদধিষ্ঠিতঃ।
পদ্মমম্ভশ্চ তৎকালকৃতবীর্য্যেণ কম্পিতম্ ॥ ৫ ॥
তপসা হ্যেধমানেন বিদ্যয়া চাত্মসংস্থয়া।
বিবৃদ্ধবিজ্ঞানবলো ন্যপাদ্বায়ুং সহাম্ভসা ॥ ৬ ॥
তদ্বিলোক্য বিয়দ্ব্যাপি পুষ্করং যদধিষ্ঠিতম্।
অনেন লোকান্ প্রাগ্লীনান্ কল্পিতাস্মীত্যচিন্তয়ৎ ॥৭॥

অন্বয়

শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ (মৈত্রেয়ঋষি বলিলেন) [হে বিদুর !] বিরিঞ্চঃ অপি (ব্রহ্মাও) ভগবান্ অজঃ (ষড়ৈশ্বর্য্যশালী নারায়ণ) যথা আহ (যে প্রকার বলিয়াছিলেন), তথা (সেই প্রকারে) আত্মনি (শ্রীনারায়ণে) আত্মানং (চিত্ত) আবেশ্য (নিবেশিত করিয়া) দিব্যং বর্ষশতং (দেবপরিমাণে শতবৎসর) তপঃ চক্রে (তপস্যা করিলেন) ॥ ৪ ॥

অব্জসম্ভূতঃ (কমলযোনি ব্রহ্মা) যদধিষ্ঠিতঃ (যাহাতে অবস্থান করিতেছিলেন), তৎ পদ্মম্ (সেই পদ্ম) অম্ভঃ চ (ও সেই জল) তৎকালকৃতবীর্য্যেণ (প্রলয়কালীন বীর্য্যশালী) বায়ুনা (বায়ুকর্ত্তৃক) কম্পিতং বিলোক্য (কম্পিত দেখিয়া) এধমানেন (ক্রমশঃ বর্দ্ধিত) তপসা (তপস্যার দ্বারা) আত্মসংস্থয়া (ও পরমাত্মবিষয়ক) বিদ্যয়া চ (উপাসনাদ্বারা) বিবৃদ্ধবিজ্ঞানবলঃ (উত্তরোত্তর জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া) অম্ভসা সহ (জলের সহিত) বায়ুং ন্যপাৎ (বায়ুকে পান করিলেন) ॥ ৫-৬ ॥

[অনন্তর ব্রহ্মা] যৎ অধিষ্ঠিতং (যাহা স্বীয় অধিষ্ঠান), তৎ পুষ্করং (সেই পদ্মকে) বিয়দ্ব্যাপি (আকাশ-

অনুবাদ

মৈত্রেয়ঋষি বলিলেন—হে বিদুর! ব্রহ্মাও ভগবান্ নারায়ণ যেরূপ আদেশ করিয়াছিলেন, সেই প্রকারে নারায়ণে চিত্ত নিবেশিত করিয়া দেবপরিমাণে শতবৎসর তপস্যা করিলেন ॥ ৪ ॥

কমলযোনি ব্রহ্মা যাহাতে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই পদ্ম ও সেই জল প্রলয়-কালীন শক্তিসম্পন্ন বায়ুকর্ত্তৃক কম্পিত দেখিয়া ক্রমবর্দ্ধিত তপস্যা ও পরমাত্মবিষয়ক উপাসনা দ্বারা স্বীয় বিজ্ঞান ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিলেন ও জলের সহিত বায়ুকে পান করিলেন ॥ ৫-৬ ॥

অনন্তর ব্রহ্মা যাহা নিজের অধিষ্ঠান, সেই পদ্মকে আকাশব্যাপী দর্শন করিয়া "এই

টীকা

আত্মানং মনঃ ॥ ৪ ॥ যদধিষ্ঠায় স্থিতঃ কর্ত্তরি ক্তঃ, তৎ পদ্মম্ অম্ভশ্চ বিলোক্য সহাম্ভসা বায়ুং ন্যপাদিত্যুত্তরেণান্বয়ঃ ॥ ৫ ॥ আত্মসংস্থয়া পরমাত্মবিষয়য়া বিবৃদ্ধং বিজ্ঞানং বলং চ যস্য সঃ, ন্যপাৎ সর্ব্বং পীতবান্ ॥ ৬ ॥ লোকান্ কল্পিতাস্মি স্থাপয়িষ্যামি ॥ ৭ ॥ ভগবতা স্বয়ং করণীয়ে কর্ম্মণি নিযুক্তঃ সন্

পদ্মকোষং তদাবিশ্য ভগবৎকর্ম্মচোদিতঃ।
একং ব্যভাঙ্ক্ষীদুরুধা ত্রিধা ভাব্যং দ্বিসপ্তধা ॥ ৮ ॥
এতাবান্ জীবলোকস্য সংস্থাভেদঃ সমাহৃতঃ।
ধর্ম্মস্য হ্যনিমিত্তস্য বিপাকঃ পরমেষ্ঠ্যসৌ ॥ ৯ ॥

অন্বয়

ব্যাপী) বিলোক্য (দর্শন করিয়া) অনেন (এই পদ্মদ্বারা) [আমি] প্রাগ্‌লীনান্ লোকান্ (পূর্ব্ব কল্পান্তে বিলীন লোকসমূহকে) কল্পিতাস্মি (স্থাপন করিব) [অর্থাৎ সৃষ্টি করিব] ইতি অচিন্তয়ৎ (ইহা চিন্তা করিলেন) ॥ ৭ ॥

ভগবৎকর্ম্মচোদিতঃ (ভগবৎকর্ত্তৃক কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া ব্রহ্মা) তদা (তখন) পদ্মকোষং আবিশ্য (পদ্মকোষে প্রবেশ করিয়া) [তম্] একং [এব] (সেই একমাত্র পদ্মকোষকেই) ত্রিধা (লোকত্রয়রূপে) ব্যভাঙ্ক্ষীৎ (বিভক্ত করিলেন)। [ইহা আশ্চর্য্যজনক নহে ; যেহেতু এই পদ্ম] দ্বিসপ্তধা (চতুর্দ্দশলোকরূপে) উরুধা (এমন কি বহু প্রকারে) ভাব্যং (বিভক্ত হইবার যোগ্য) ॥ ৮ ॥

[হে বিদুর !] জীবলোকস্য (ব্রহ্মাকর্ত্তৃক প্রত্যহ সৃষ্ট জীবসমূহের ভোগস্থানের) সংস্থাভেদঃ (রচনাবিশেষ) এতাবান্ (ইহাই) সমাহৃতঃ (আমাকর্ত্তৃক কথিত হইল)। [ব্রহ্মাও যখন জীব-বিশেষ, তখন ব্রহ্মলোকেরও প্রত্যহ সৃষ্টি হয় না কেন ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন] হি (যেহেতু) অসৌ পরমেষ্ঠী (সেই ব্রহ্মা) অনিমিত্তস্য (নিষ্কাম) ধর্ম্মস্য (ধর্ম্মের) বিপাকঃ (ফল-স্বরূপ) [অতএব তিনি দ্বিপরার্দ্ধকাল পর্য্যন্ত অবস্থান করেন] ॥ ৯ ॥

অনুবাদ

পদ্মদ্বারাই আমি পূর্ব্বকল্পান্তে বিলীন লোকসমূহকে পুনরায় সংস্থাপন করিব" এইরূপ চিন্তা করিলেন ॥ ৭ ॥

এইরূপে ভগবৎকর্ত্তৃক কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া ব্রহ্মা তখন পদ্মকোষে প্রবেশ করিলেন এবং সেই একমাত্র পদ্মকোষকেই লোকত্রয়রূপে বিভক্ত করিলেন। একপদ্মের দ্বারা কি করিয়া লোকত্রয় সৃষ্টি করিলেন ? এইরূপ আশঙ্কার কোনও কারণ নাই ; যেহেতু এই পদ্ম চতুর্দ্দশ লোকরূপে এমন কি বহুপ্রকারেও বিভক্ত হইবার যোগ্য ; অতএব ইহার পক্ষে লোকত্রয়রূপে বিভক্ত হওয়া আশ্চর্য্যজনক নহে ॥ ৮ ॥

হে বিদুর ! ব্রহ্মাকর্ত্তৃক প্রত্যহ সৃষ্ট জীবসমূহের ভোগস্থান এই ত্রৈলোক্য

টীকা

পদ্মকোষমাবিশ্য তমেকমেব ত্রিধা লোকত্রয়রূপেণ ব্যভাঙ্ক্ষীৎ বিবভাজ, "সোঽসৃজত্তপসা যুক্তো রজসা মদনুগ্রহাৎ। লোকান্ সপালান্ বিশ্বাত্মা ভূর্ভুবঃ স্বরিতি ত্রিধা ॥" ইতি একাদশে বক্ষ্যমাণাৎ। "এষঃ দৈনন্দিনঃ সর্গো ব্রাহ্মস্ত্রৈলোক্যবর্ত্তন" ইতি অত্রৈব বক্ষ্যমাণত্বাচ্চ। একেন কমলমুকুলেন লোকত্রয়-সৃষ্ট্যসম্ভাবনাং নিরাকর্ত্তুমাহ—দ্বিসপ্তধা ; ততোঽপি উরুধা বহুধা ভাব্যং ভাবয়িতুং যোগ্যম্ ; অতস্ত্রিধাবিভাগে অসম্ভাবনা ন কার্য্যা ইতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥ জীবলোকস্য জীবানাং ভোগস্থানভেদঃ রচনাবিশেষঃ এতাবান্ লোকত্রয়রচনালক্ষণঃ। তত্র লোকস্য প্রত্যহং সৃষ্টিঃ, ন তু মহরাদিলোক-

শ্রীবিদুর উবাচ

যদাত্থ বহুরূপস্য হরেরদ্ভুতকর্ম্মণঃ।
কালাখ্যং লক্ষণং ব্রহ্মন্! যথা বর্ণয় নঃ প্রভো! ॥১০॥

অন্বয়

শ্রীবিদুরঃ উবাচ (বিদুর বলিলেন) প্রভো! ব্রহ্মন্! (হে গুরো! হে ব্রহ্মন্!) অদ্ভুতকর্ম্মণঃ (অদ্ভুতকর্ম্মা) বহুরূপস্য (বহুরূপধারী) হরেঃ (শ্রীহরির) যৎ কালাখ্যং লক্ষণং (যে কালনামক **স্বরূপ অর্থাৎ কালশক্তিরূপ তত্ত্ব**) [আছে] আত্থ (আপনি বলিলেন), [তৎ] (তাহা) নঃ (আমার নিকটে) যথা (আনুপূর্ব্বিক) বর্ণয় (বর্ণনা করুন) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ

আমি তোমার নিকটে কীর্ত্তন করিলাম। ব্রহ্মা জীববিশেষ হইলেও ব্রহ্মলোকের প্রত্যহ সৃষ্টি হয় না। ব্রহ্মা ও ব্রহ্মলোকের ন্যায় মহঃ, জন, তপঃ ও সত্যলোকের এবং সেই সেই লোকবাসিগণেরও প্রত্যহ সৃষ্টি হয় না; যেহেতু ঐ ব্রহ্মা প্রভৃতি নিষ্কাম ধর্ম্মের ফল-স্বরূপ। [অর্থাৎ যাঁহারা নিষ্কাম কর্ম্ম করেন, তাঁহারা প্রায়ই মহরাদি লোকচতুষ্টয়ে গমন করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে যাঁহারা ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহারা সেই সেই লোক পরিত্যাগ করিয়া মুক্ত হইয়া থাকেন। আবার যাঁহারা কেবল নিষ্কাম কর্ম্ম সকল করিয়া "কেবল তাহার দ্বারাই মুক্তি হওয়া অসম্ভব" এই বিবেচনায় নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা বিশুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া বহুকাল সেখানে পরব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা তপস্যা সিদ্ধি হইলে দ্বিপরার্দ্ধকালান্তে ব্রহ্মার সহিত মুক্ত হইয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন অপর সকলে সেই সেই লোকে গমন করিলেও ভোগশেষে পুনরায় পতিত হইয়া থাকে; অতএব মহরাদিলোকসমূহ দ্বিপরার্দ্ধকাল স্থায়ী বলিয়া তাঁহাদের ও সেই সেই লোকবাসিগণের প্রত্যহ সৃষ্টি হয় না] ॥ ৯ ॥

[পূর্ব্বে যে পঞ্চম শ্লোকে "তৎকালকৃতবীর্য্যেণ" এই অংশের দ্বারা কালকে বায়ুর শক্তিবৃদ্ধির কারণ বলা হইয়াছে, তাহা শুনিয়া বিদুর সেই কালকে জানিবার ইচ্ছায়

টীকা

চতুষ্টয়স্য। তচ্চ প্রায়ঃ নিষ্কামকর্ম্মিণাং বাসস্থানমিত্যাশয়েনাহ—অসৌ পরমেষ্ঠী উপলক্ষণমেতৎ মহরাদিসত্যলোকান্তপ্রপঞ্চস্য, অনিমিত্তস্য নিষ্কামস্য ধর্ম্মস্য নিয়ামকঃ ফলম্। হিশব্দাদিদং বোধ্যম্—প্রায়ঃ নিষ্কামকর্ম্মকর্ত্তারো মহরাদিষু গচ্ছন্তি, তত্র যে পরব্রহ্মোপাসকাঃ তান্ লোকান্ বিহায় ব্রহ্মাণ্ডং ভিত্বা মুক্তা ভবন্তি। যে কেবলাশ্রমকর্ম্মকর্ত্তারঃ কেবলৈর্নিষ্কামকর্ম্মভিঃ মুক্ত্যসম্ভবাৎ তৈঃ কর্ম্মভিঃ বিশুদ্ধান্তঃকরণাঃ পরব্রহ্মোপাসনাং তত্র বহুকালং কুর্ব্বন্তি; তৎসিদ্ধৌ ব্রহ্মাণ্ডং ভিত্বা ব্রহ্মণা সহ দ্বিপরার্দ্ধান্তে মুক্তা ভবন্তি। অন্যে সর্ব্বে তেষু লোকেষু গত্বাপি ভোগান্তে পতন্তি। অতঃ তেষাং লোকানাং প্রত্যহং সৃষ্টির্ন ভবতি দ্বিপরার্দ্ধস্থায়িত্বাদিতি ॥ ৯ ॥ তৎকালকৃতবীর্য্যেণেতি লোকত্রয়-পূর্ব্ববর্ত্তিবায়ুবীর্য্যবৃদ্ধিনিমিত্তং কালং শ্রুত্বা তমেব কালং জিজ্ঞাসুর্ব্বিদুরঃ পৃচ্ছতি—যদাত্থেতি। হরেঃ কালাখ্যং লক্ষণং শক্তিমদ্ধরিরূপজ্ঞাপকং কালনামকং শক্তিভূতং তত্ত্বং কালকৃতবীর্য্যেণেত্যনেন আত্থ

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ

গুণব্যতিকরাকারো নির্বিশেষোঽপ্রতিষ্ঠিতঃ।
পুরুষস্তদুপাদানমাত্মানং লীলয়াসৃজৎ ॥ ১১ ॥
বিশ্বং বৈ ব্রহ্মতন্মাত্রং সংস্থিতং বিষ্ণুমায়য়া।
ঈশ্বরেণ পরিচ্ছিন্নং কালেনাব্যক্তমূর্ত্তিনা ॥ ১২ ॥

অন্বয়

শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ (মৈত্রেয়ঋষি বলিলেন) গুণব্যতিকরাকারঃ (গুণত্রয়ের ক্ষোভ যাহা হইতে হইয়া থাকে এবং তাহাই যাঁহার আকার অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্মরূপ সেই) নির্ব্বিশেষঃ (প্রাকৃত-দোষশূন্য অর্থাৎ নিগুর্ণ) অপ্রতিষ্ঠিতঃ (এবং সকলের আধার হইয়াও স্বয়ং আধাররহিত) পুরুষঃ (পরমেশ্বর) তদুপাদানং (এই সৃজ্যমান জগতের উপাদান) আত্মানং (নিজকে) লীলয়া (লীলাহেতু) অসৃজৎ (বিশ্বাকারে সৃষ্টি করিলেন) ॥ ১১ ॥

[পরমেশ্বরেরই অবস্থাবিশেষ যখন এই বিশ্ব, তখন বিশ্বই কেন প্রাপ্য হয় না, কি জন্যই বা বিশ্ব-ব্যতিরিক্ত পরমেশ্বর প্রাপ্তির উপায় অবলম্বন করা হয়? ইহার উত্তরে বলিতেছেন] বিষ্ণুমায়য়া সংস্থিতং (ভগবন্মায়ার দ্বারা সংস্থিত অর্থাৎ ভগবচ্ছক্তির পরিণামভূত) বিশ্বং (জগৎ) ব্রহ্ম বৈ (ব্রহ্মই); [যতঃ] (যেহেতু) তন্মাত্রম্ (এই বিশ্ব ব্রহ্মাত্মক অর্থাৎ ভগবদাত্মক) [যদিও ব্রহ্মাত্মক, তথাপি]

অনুবাদ

জিজ্ঞাসা করিতেছেন] বিদুর বলিলেন—হে ব্রহ্মন্! হে প্রভো! আপনি যে অদ্ভুতকর্ম্মা বহুরূপধারী শ্রীহরির কালনামক তত্ত্বের কথা বলিয়াছেন, তাহা আমার নিকটে আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করুন। [অর্থাৎ কাল কিরূপে কল্পিত হয় এবং তাহার স্থূল ও সূক্ষ্ম রূপই বা কি? আমাকে বলুন] ॥ ১০ ॥

[কালের স্বরূপাদি পরের অধ্যায়ে বিস্তারিত করিয়া বলিবেন; এক্ষণে কেবল সামান্যরূপে বলিতেছেন] মৈত্রেয়ঋষি বলিলেন—হে বিদুর! গুণত্রয়ের ক্ষোভ যাহা হইতে হইয়া থাকে এবং তাহাই যাঁহার স্থূল ও সূক্ষ্ম রূপ, সেই নিগুর্ণ ও আধার-রহিত পরমেশ্বর এই সৃজ্যমান জগতের উপাদান নিজকে লীলাহেতু বিশ্বাকারে পরিণত করিয়াছেন ॥ ১১ ॥

[পরমেশ্বরেরই অবস্থাবিশেষ যখন এই জগৎ, তখন জগৎই কেন সকলের প্রাপ্য হয়

টীকা

উক্তবান্, তৎ নোঽস্মভ্যং বর্ণয় ইত্যন্বয়ঃ ॥ ১০ ॥ তত্র বিশেষতস্ত্বগ্রিমে অধ্যায়ে কালো বর্ণ্যতে। সামান্যতঃ তং বিশ্বসৃষ্ট্যাদিনিমিত্ততয়া দর্শয়তি—গুণব্যতিকরাকার ইত্যাদিনা। গুণানাং ব্যতিকরো যস্মাৎ তৎপ্রধানং আকারঃ দ্বিতীয়স্কন্ধোক্তরীত্যা স্থূলং সূক্ষ্মং চ রূপং যস্য সঃ পুরুষঃ পরমেশ্বরঃ নির্ব্বিশেষঃ প্রাকৃতদোষাস্পৃষ্টঃ অপ্রতিষ্ঠিতঃ সর্ব্বাধারত্বে সতি আধাররহিতঃ স্বাশ্রয়ঃ আত্মানং বিশ্ব-মসৃজৎ বিশ্বাকারং কৃতবান্; কথম্ভূতমাত্মানম্? তদুপাদানং তস্য সৃজ্যমানস্য বিশ্বস্য উপাদানম্ ॥ ১১ ॥ নমু তর্হি বিশ্বস্য পুরুষাবস্থাবিশেষত্বাদুপাদেয়ত্বমেব, কিমর্থো বিশ্বব্যতিরিক্তপুরুষপ্রাপ্ত্যুপায় ইত্যত

যথেদানীং তথা চাগ্রে পশ্চাদপ্যেতদীদৃশম্।
সর্গো নববিধস্তস্য প্রাকৃতো বৈকৃতস্তু যঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়

অব্যক্তমূর্ত্তিনা (অপ্রকাশিত অর্থাৎ অলক্ষিতমূর্ত্তি) ঈশ্বরেণ (সেই কালনিয়ন্তা ভগবৎকর্ত্তৃক) কালেন (জগতের সৃষ্টি সংহারের নিমিত্তভূত কালের দ্বারা) পরিচ্ছিন্নং (এই জগৎ ব্যাপ্ত অর্থাৎ অনিত্য) [অতএব বিশ্ব অনিত্য বলিয়া প্রাপ্য নহে] ॥ ১২ ॥

[বিশ্বকে অনিত্য বলায় সৃষ্টির পূর্ব্বে এবং প্রলয়ের পরে কি বিশ্বের অভাব ছিল? এই আশঙ্কা নিবারণ করিবার জন্য বলিতেছেন]—যথা ইদানীম্ (যেমন বর্ত্তমানে) এতৎ (এই বিশ্ব) [ভাবরূপ], তথা (সেইরূপ) অগ্রে চ (সৃষ্টির পূর্ব্বে) পশ্চাৎ অপি (এবং প্রলয়ের পরেও) এতৎ ঈদৃশম্ (এই বিশ্ব এই প্রকারই ছিল) [অর্থাৎ ভাবরূপই ছিল]। [কেবলমাত্র কার্য্যাবস্থারই অনিত্যতা, কারণরূপে জগৎ নিত্যই]। তস্য (সেই কার্য্যাবস্থাপন্ন ও কালপরিচ্ছিন্ন জগতের) সর্গঃ (সৃষ্টি) নববিধঃ (প্রাকৃত ছয় প্রকার ও বৈকৃত তিন প্রকার এই নয় প্রকার)। যঃ তু (যে সৃষ্টি) প্রাকৃতঃ বৈকৃতঃ (প্রাকৃত ও বৈকৃত), [তাহা দশম] ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ

না? কি জন্যই বা বিশ্ব ব্যতিরিক্ত পরমেশ্বর প্রাপ্তির উপায় অবলম্বন করা হয়? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন]—ভগবচ্ছক্তির পরিণামভূত এই জগৎ ব্রহ্মই; যেহেতু এই জগৎ ব্রহ্মাত্মক। যদিও এই জগৎ ভগবদাত্মক, তথাপি অব্যক্ত কালনিয়ন্তা ভগবান্ স্বীয় শক্তি কালের দ্বারা এই জগৎকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন; সীমাবদ্ধ বলিয়াই জগৎ অনিত্য; অতএব অনিত্য জগৎ মুমুক্ষুর প্রাপ্য নহে ॥ ১২ ॥

[সৃষ্টির পূর্ব্বে ও প্রলয়ের পরে জগতের অভাব যে ছিল না. তাহাই বলিতেছেন]—এই বিশ্ব বর্ত্তমানে যেমন ভাবরূপ, সেইরূপ সৃষ্টির পূর্ব্বে এবং প্রলয়ের পরেও এই জগৎ কারণরূপে অবস্থিত আছে জানিবে। পূর্ব্বে যে অনিত্য বলা হইয়াছে, তাহাতে কেবলমাত্র কার্য্যাবস্থাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে; কারণরূপে জগৎ নিত্যই। এই কার্য্যাবস্থাপন্ন ও কালপরিচ্ছিন্ন জগতের সৃষ্টি প্রাকৃত ছয় প্রকার ও বৈকৃত তিন প্রকারে মোট নয় প্রকার। আর যে সৃষ্টি প্রাকৃত ও বৈকৃত, তাহা দশম ॥ ১৩ ॥

টীকা

আহ—বিশ্বং সর্ব্বং কার্য্যজাতং ব্রহ্মৈব; যতঃ তন্মাত্রং তদাত্মকম্ বিষ্ণুমায়য়া তচ্ছক্ত্যা সংস্থিতং তচ্ছক্তিপরিণামত্ত্বমিত্যর্থঃ। যদ্যপ্যেবম্ভূতং তথাপি তেনৈব অব্যক্তমূর্ত্তিনা কালনিয়ন্ত্রা ঈশ্বরেণ কর্ত্রা কালেন সৃষ্টিসংহারনিমিত্তেন পরিচ্ছিন্নমনিত্যমিত্যর্থঃ। অতো বিশ্বমনিত্যত্বাদনুপাদেয়মেব। অনেন কালো নিত্য ইত্যর্থোঽপি জ্ঞাপিতঃ ॥ ১২ ॥ নন্থু বিশ্বস্যানিত্যত্বে সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং প্রলয়ঃ পশ্চাচ্চ বিশ্বাভাব এব কিম্? ইত্যত আহ—যথেতি। যথেদানীং ভাবরূপং তথাচাগ্রে সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং পশ্চাৎ প্রলয়ানন্তরমীদৃশং ভাবরূপমেব। কার্য্যাবস্থায়াঃ এবানিত্যত্বম্। কারণরূপেণ তু নিত্যমেব। তথোক্তং বৈষ্ণবৈঃ—"তদেতদক্ষয়ং নিত্যং জগন্মুনিবরাখিলম্। আবির্ভাবতিরোভাবজন্মনাশবিকল্পবদি"তি। এবং

কালদ্রব্যগুণৈরস্য ত্রিবিধঃ প্রতিসংক্রমঃ।
আদ্যস্তু মহতঃ সর্গো গুণবৈষম্যমাত্মনঃ ॥ ১৪ ॥
দ্বিতীয়স্ত্বহমো যত্র দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়োদয়ঃ।
ভূতসর্গস্তৃতীয়স্তু তন্মাত্রো দ্রব্যশক্তিমান্ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়

কালদ্রব্যগুণৈঃ (কাল, দ্রব্য—সঙ্কর্ষণাগ্নি, গুণ—সত্ত্বাদিগুণ, এই সকলের দ্বারা) অস্য (এই জগতের) ত্রিবিধঃ (তিন প্রকার) [অর্থাৎ যথাক্রমে—নিত্য, নৈমিত্তিক ও প্রাকৃত এই তিন প্রকার] প্রতিসংক্রমঃ (প্রলয় হইয়া থাকে)। [পূর্ব্বে যে সৃষ্টি গণনা করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে] আত্মনঃ (ভগবান্ হইতে) গুণবৈষম্যং (গুণসমূহের ক্ষোভ) মহতঃ স্বর্গঃ (মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি); [সঃ] তু আদ্যঃ (তাহাই আদ্যসৃষ্টি) ॥ ১৪ ॥

যত্র (যাহা হইতে) দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়োদয়ঃ (দ্রব্য, জ্ঞান ও ক্রিয়ার উদয় হয়), [তাহাই] অহমঃ (অহঙ্কারের) [সর্গঃ] (সৃষ্টি); [সঃ] তু দ্বিতীয়ঃ (তাহাই দ্বিতীয় সৃষ্টি)। তন্মাত্রঃ (শব্দাদি তন্মাত্র-প্রধান) দ্রব্যশক্তিমান্ (আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতই যাহার কার্য্য), ভূতসর্গঃ তু (সেই ভূতসৃষ্টিই) তৃতীয়ঃ (তৃতীয় সৃষ্টি) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ

এই সৃষ্টির ত্রিবিধ প্রলয় হইয়া থাকে; কেবল কালের দ্বারা নিত্য প্রলয়, দ্রব্য অর্থাৎ সঙ্কর্ষণাগ্নির দ্বারা নৈমিত্তিক প্রলয় এবং সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের দ্বারা প্রাকৃত প্রলয় হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত দশবিধ সৃষ্টির মধ্যে ভগবান্ হইতে গুণসমূহের যে ক্ষোভ তাহাই মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি এবং তাহাই আদ্যসৃষ্টি ॥ ১৪ ॥

হে বিদুর! যাহা হইতে দ্রব্য, জ্ঞান ও ক্রিয়ার উদয় হয়, তাহাই অহঙ্কারের স্বরূপ অর্থাৎ লক্ষণ এবং সেই অহঙ্কারই দ্বিতীয় সৃষ্টি। আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত যাহার কার্য্য, সেই শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্ররূপ সূক্ষ্ম ভূতসৃষ্টিই তৃতীয় সৃষ্টি ॥ ১৫ ॥

টীকা

বিশ্বসৃষ্ট্যাদিনিমিত্তয়া কালং সামান্যতো নিরূপ্য বিশেষতস্তং নিরূপয়িষ্যন্ কালপরিচ্ছিন্নস্য সর্গস্য পূর্ব্বোক্তানেব ভেদাননুবদতি—সর্গ ইত্যাদিনা। ষড়্বিধঃ প্রাকৃতঃ, ত্রিবিধো বৈকৃতঃ ইত্যেবং নববিধঃ। যস্তু প্রাকৃতো বৈকৃতঃ স দশম ইত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥ সৃষ্টিপ্রসঙ্গাৎ কালনিমিত্তং ত্রিবিধং প্রলয়মাহ—কাল ইতি। কালেন নিত্যঃ প্রলয়ঃ, দ্রব্যেণ সঙ্কর্ষণাগ্ন্যাদিনা নৈমিত্তিকঃ, গুণৈঃ সত্ত্বাদিভিঃ স্বকার্য্যং গ্রসদ্ভিঃ প্রাকৃতিকঃ। দশ সর্গান্ প্রপঞ্চয়তি—আদ্য ইত্যাদিনা দশৈতে বিদুরাখ্যাতাঃ সর্গাস্তে বিশ্বসৃক্কৃতা ইত্যন্তেন। আত্মনো হরেঃ সকাশাৎ গুণানাং স্বশক্তিগুণানাং বৈষম্যং নাম মহতঃ সর্গঃ ॥ ১৪ ॥ যত্র যস্মাৎ দ্রব্যাদীনাং বক্ষ্যমাণানাং ত্রিবিধসর্গাণাম্ উদয়ঃ তস্য অহমঃ অহঙ্কারস্য সর্গঃ। তৃতীয়স্তু—ভূতসর্গঃ; কথম্ভূতঃ? তন্মাত্রঃ শব্দাদিতন্মাত্রপ্রধানঃ দ্রব্যশক্তিমান্ আকাশাদিমহাভূতান্যেব শক্তয়ঃ শব্দাদিতন্মাত্রকার্য্যাণি যস্য সন্তি স তথা ॥ ১৫ ॥

চতুর্থ ঐন্দ্রিয়ঃ সর্গো যস্তু জ্ঞানক্রিয়াত্মকঃ।
বৈকারিকো দেবসর্গঃ পঞ্চমো যন্ময়ং মনঃ॥ ১৬॥
ষষ্ঠস্তু তমসঃ সর্গো যস্ত্ববুদ্ধিকৃতঃ প্রভো!।
ষড়িমে প্রাকৃতাঃ সর্গা বৈকৃতানপি মে শৃণু॥ ১৭॥
রজোভাজো ভগবতো লীলেয়ং হরিমেধসঃ।
সপ্তমো মুখ্যসর্গস্তু ষড়্‌বিধস্তস্থুষাঞ্চ যঃ॥ ১৮॥

অন্বয়

যঃ তু (আর যাহা) জ্ঞানক্রিয়াত্মকঃ (জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়াত্মক), [সঃ] ঐন্দ্রিয়ঃ সর্গঃ (সেই ইন্দ্রিয়সৃষ্টি) চতুর্থঃ (চতুর্থ সৃষ্টি)। যন্ময়ং মনঃ (যে সাত্ত্বিক অহঙ্কারের কার্য্য মন), [সঃ] (সেই বৈকারিকঃ (সাত্ত্বিক অহঙ্কারকার্য্য) [মনের সহিত] দেবসর্গঃ (ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবসৃষ্টি) পঞ্চমঃ (পঞ্চম সৃষ্টি)॥ ১৬॥

প্রভো (হে বিদুর!) অবুদ্ধিকৃতঃ (অজ্ঞানজনক) তমসঃ (কার্য্যভূতা প্রকৃতির অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের) যঃ তু সর্গঃ (যে সৃষ্টি), [সঃ] তু (তাহাই) ষষ্ঠঃ (ষষ্ঠ সৃষ্টি); ইমে ষট্ প্রাকৃতাঃ সর্গাঃ (এই ছয়টি প্রাকৃত অর্থাৎ তত্ত্বাদির সৃষ্টি); বৈকৃতান্ অপি (বৈকৃতসৃষ্টিসমূহও) মে (আমার নিকটে) শৃণু (শ্রবণ কর)॥ ১৭॥

রজোভাজঃ (যিনি রজোগুণাবলম্বী ব্রহ্মার অন্তর্য্যামী) ভগবতঃ (ষড়ৈশ্বর্য্যশালী) হরিমেধসঃ (এবং যদ্বিষয়িণী বুদ্ধি সংসার হরণ করে, সেই শ্রীহরির) ইয়ং লীলা (এই সকল লীলা) [অর্থাৎ ব্রহ্মা প্রভৃতি যে সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তাহাও ভগবানেরই লীলা]। তস্থুষাং চ (স্থাবরগণের) যঃ ষড়্‌বিধঃ মুখ্যসর্গঃ (যে প্রথমতঃ ছয় প্রকার সৃষ্টি) [সঃ] তু সপ্তমঃ (তাহাই সপ্তম সৃষ্টি)॥ ১৮॥

অনুবাদ

হে বিদুর! আর যাহা জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়াত্মক, সেই ইন্দ্রিয়সৃষ্টিই চতুর্থ সৃষ্টি। সাত্ত্বিক অহঙ্কারের কার্য্য মন ও ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের সৃষ্টিই পঞ্চম সৃষ্টি॥ ১৬॥

হে বিদুর! অজ্ঞানজনক প্রকৃতির যে সৃষ্টি অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের যে সৃষ্টি, তাহাই ষষ্ঠ সৃষ্টি; এই ছয় প্রকার প্রাকৃতসৃষ্টি আমি তোমাকে বলিলাম। এক্ষণে বৈকৃতসৃষ্টিসমূহও আমার নিকটে শ্রবণ কর॥ ১৭॥

হে বিদুর! যিনি রজোগুণাবলম্বী ব্রহ্মারও অন্তর্য্যামী এবং যাঁহাতে বুদ্ধি

টীকা

জ্ঞানেন্দ্রিয়কর্ম্মেন্দ্রিয়াত্মকশ্চতুর্থঃ। বৈকারিকঃ—সাত্ত্বিকাহঙ্কারাজ্জাতঃ যন্ময়ং মনঃ সঃ মনঃসহিতঃ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবসর্গঃ পঞ্চমঃ॥ ১৬॥ অবুদ্ধিকৃতঃ অবুদ্ধিং সংসারপ্রাবণ্যহেতুমজ্ঞানং করোতীতি অবুদ্ধিকৃৎ তস্য তমসঃ প্রকৃতেঃ কার্য্যভূতায়াঃ ব্রহ্মাণ্ডস্য ইত্যর্থঃ সর্গঃ ষষ্ঠঃ। কেচিত্তু বক্ষ্যমাণান্ধতামিস্রাদি-সর্গং ষষ্ঠমাহুঃ, তচ্চিন্ত্যম্, তস্য তু অনাদ্যজ্ঞানবিমোহিত-সৃজ্যমানজীবস্বভাবসূচকত্বেন বৈকৃত-সর্গেঽন্তর্ভাবাৎ॥ ১৭॥ যদ্বিষয়া মেধা সংসারং হরতি, তস্য হরের্বিষ্ণোঃ, কথম্ভূতস্য রজোভাজঃ

বনস্পত্যোষধিলতাত্বক্সারা বীরুধো দ্রুমাঃ।
উৎস্রোতসস্তমঃপ্রায়া অন্তঃস্পর্শা বিশেষিণঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়

[উক্ত ছয় প্রকার স্থাবর নির্দ্দেশ করিতেছেন] বনস্পত্যোষধিলতাত্বক্সারাঃ বীরুধঃ দ্রুমাঃ (বনস্পতি—পুষ্পশূন্য ফলবান্ বৃক্ষ, ওষধি—ফলপাকপর্য্যন্তস্থায়ী বৃক্ষ, লতা—পরাবলম্বী বৃক্ষ, ত্বক্সার—বাঁশ প্রভৃতি, বীরুধ—লতাজাতীয় স্বাবলম্বী বৃক্ষ, দ্রুম—পুষ্প ও ফলবান বৃক্ষ) [এই স্থাবর সমূহের সাধারণ লক্ষণ বলিতেছেন]—(ইহার) উৎস্রোতসঃ (উদ্ধগামী আহারসঞ্চারযুক্ত) [অর্থাৎ ইহাদের আহারচালনা উর্দ্ধদিকে হইয়া থাকে], তমঃপ্রায়াঃ (ইহারা গূঢ় অর্থাৎ অপ্রকাশিত চৈতন্যবান্) অন্তঃস্পর্শাঃ (এবং ইহারা স্পর্শই অনুভব করে, অপর কিছুই অনুভব করে না, সেই স্পর্শও অন্তরেই অনুভব করে) বিশেষিণঃ (ও ইহারা প্রকারভেদে বহু হইয়া থাকে) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ

নিবেশিত হইলে সংসার নিবর্ত্তিত হইয়া যায়, সেই ভগবান বিষ্ণুরই এই সকল লীলা অর্থাৎ ব্রহ্মা প্রভৃতি যে স্থাবরাদি সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তাহাও শ্রীহরিরই লীলা। আর যে প্রথমতঃ ছয় প্রকার স্থাবরগণের সৃষ্টি, তাহাই সপ্তম সৃষ্টি ॥ ১৮ ॥

[উক্ত ছয় প্রকার স্থাবর নির্দ্দেশ করিতেছেন]- বনস্পতি, ওষধি, লতা, ত্বক্সার, বীরুধ, ও দ্রুম এই ছয় প্রকার স্থাবর, তাহাদের মধ্যে যে সকল বৃক্ষের মুল না হইয়া ফল হয় তাহারা বনস্পতি, যাহারা ফল পক্ক হইলে বিনাশ প্রাপ্ত হয় তাহারা ওষধি, বাঁশ প্রভৃতি ত্বক্সার, যাহারা অপরকে অবলম্বন করিয়া থাকে তাহারা লতা, লতা জাতীয় স্বাবলম্বী কঠিন বৃক্ষ বীরুধ, পুষ্প হইয়া যাহাদের ফল হয় তাহারা দ্রুম। এই স্থাবরগণের সাধারণ লক্ষণ এই যে—ইহাদের আহার সঞ্চালন উর্দ্ধদিকে হইয়া থাকে, ইহাদের চৈতন্য গূঢ় অর্থাৎ অপ্রকাশিত, ইহারা স্পর্শই অনুভব করে, অপর কিছুই অনুভব করে না, সেই স্পর্শও অন্তরেই অনুভব করে এবং ইহারা জাতি ভেদে বহুপ্রকার হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

টীকা

রজোগুণযুক্তচতুর্ম্মুখান্তর্য্যামিণ ইত্যর্থঃ। চতুর্ম্মুখাদিভিরপি স্থাবরাদিসৃষ্ট্যাদিকং যৎ যৎ কৃতং তদপি ভগবল্লীলৈবেতি ভাবঃ। তদাহ—তত্রৈষাং স্থাবরাণাং যঃ সর্গঃ সঃ সপ্তমঃ, কথম্ভূতঃ মুখমিব মুখ্যঃ প্রথমং কৃত ইত্যর্থঃ। স চ ষড়্‌বিধঃ ॥ ১৮ ॥ ষড়বিধত্বং দর্শয়তি—বনস্পতীতি। পুষ্পং বিনা ফলিনো বনস্পতয়ঃ, ফলপাকান্তাঃ ওষধয়ঃ, আরোহণসাপেক্ষা লতাঃ, বেণ্বাদয়ঃ ত্বক্সারাঃ, লতা এব আরোহণানপেক্ষাঃ কিঞ্চিৎকাঠিন্যযুক্তাঃ বীরুধঃ, পুষ্পফলাঃ দ্রুমাঃ, তেষাং সাধারণং লক্ষণং দর্শয়তি—উৎ উদ্ধং স্রোতঃ আহারসঞ্চারো যেষাং তে, তমঃপ্রায়াঃ গূঢ়চৈতন্যাঃ অন্তঃস্পর্শাঃ স্পর্শমেব জানন্তি, তদপ্যন্তরেব, বিশেষিণঃ বিশেষাঃ অনেকাবান্তরভেদাঃ সন্তি যেষাং তে ॥ ১৯ ॥ তিরশ্চাং তির্য্যগ্‌গচ্ছতাম্ অষ্টমঃ, সঃ অষ্টাবিংশদ্বিধঃ, তেষাং সাধারণং লক্ষণমাহ—অবিদঃ শ্বস্তনাদ্যতনাদিজ্ঞানরহিতাঃ

তিরশ্চামষ্টমঃ সর্গঃ সোঽষ্টাবিংশদ্বিধো মতঃ।
অবিদো ভূরিতমসো ঘ্রাণজ্ঞা হৃদ্যবেদিনঃ ॥ ২০ ॥
গৌরজো মহিষঃ কৃষ্ণঃ শূকরো গবয়ো রুরুঃ।
দ্বিশফাঃ পশবশ্চেমে অবিরুষ্ট্রশ্চ সত্তম ! ॥ ২১ ॥
খরোঽশ্বোঽশ্বতরো গৌরঃ শরভশ্চমরী তথা।
এতে চৈকশফাঃ ক্ষত্তঃ ! শৃণু পঞ্চনখান্ পশূন্ ॥ ২২ ॥

অন্বয়

তিরশ্চাম সর্গঃ (তির্য্যক্ জাতিদিগের সৃষ্টি) অষ্টমঃ (অষ্টম সৃষ্টি), সঃ (সেই অষ্টম সৃষ্টি) অষ্টাবিংশদ্বিধঃ মতঃ (অষ্টাবিংশতি প্রকার বলিয়া কথিত আছে), [ইহাদের সাধারণ লক্ষণ এই যে] অবিদঃ (ইহারা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানজ্ঞানরহিত), ভূরিতমসঃ (ইহারা আহারাদিমাত্রনিষ্ঠ), ঘ্রাণজ্ঞাঃ (ইহারা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সাহায্যেই প্রিয়াপ্রিয় জানিয়া থাকে), হৃদ্যবেদিনঃ (ইহারা হিতাহিত বিবেকশূন্য) ॥ ২০ ॥

সত্তম ! (হে সজ্জনশ্রেষ্ঠ বিদুর !) গৌঃ (গো), অজঃ (ছাগ), মহিষঃ, কৃষ্ণঃ (কৃষ্ণসার), শূকরঃ, গবয়ঃ, (গোসদৃশ) রুরুঃ (মৃগবিশেষ), অবিঃ (মেষ) উষ্ট্রঃ চ (ও উষ্ট্র) ইমে পশবঃ (এই নয় প্রকার পশু) দ্বিশফাঃ (দ্বিখুরবিশিষ্ট), খরঃ (গর্দ্দভ), অশ্বঃ, অশ্বতরঃ (গর্দ্দভজাতিবিশেষ), গৌরঃ (মৃগবিশেষ) শরভঃ তথা চমরী (এবং চমরী মৃগ) এতে চ (এই ছয়প্রকার পশু) একশফাঃ (একখুরবিশিষ্ট)। ক্ষত্তঃ ! (হে বিদুর !) পঞ্চনখান্ পশূন্ শৃণু (পঞ্চনখ পশু কে কে তাহা শ্রবণ কর) ॥ ২১ ২২ ॥

অনুবাদ

তির্য্যগজাতিদিগের সৃষ্টিই অষ্টম সৃষ্টি, তাহা অষ্টাবিংশতি প্রকার বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ইহাদের সাধারণ লক্ষণ এই যে —ইহারা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানাদিবিষয়ে জ্ঞানরহিত ও কেবল আহারাদিপরায়ণ, ইহারা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সাহায্যেই প্রিয়াপ্রিয় জানিয়া থাকে এবং হিতাহিত বিবেকজ্ঞানশূন্য ॥ ২০ ॥

হে সজ্জনশ্রেষ্ঠ বিদুর ! গো, অজ, মহিষ, কৃষ্ণসার, শূকর গবয়, রুরুমৃগ, মেষ ও উষ্ট্র এই নয় প্রকার পশু দ্বিখুরবিশিষ্ট। গর্দ্দভ, অশ্ব, অশ্বতর, গৌর, শরভ এবং চমরী এই ছয় প্রকার পশু একখুরবিশিষ্ট। এক্ষণে পঞ্চনখ পশু কে কে তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ২১ ॥ ২২ ॥

টীকা

ভূরিতমসঃ আহারাদিমাত্রনিষ্ঠাঃ, ঘ্রাণজ্ঞাঃ ঘ্রাণেন প্রিয়াপ্রিয়ং কিঞ্চিৎ জানন্তি, হৃদ্যবেদিনঃ হৃদি কার্য্যাকার্য্য-বিবেকরহিতাঃ, তথাচ শ্রুতিঃ—"অথেতরেষাং পশূনামশনাপিপাসে এবাভিবিজ্ঞানং ন বিজ্ঞাতং বদন্তি, ন বিজ্ঞাতং পশ্যন্তি, ন বিদুঃ শ্বস্তনং, ন লোকালোকাবিতি" ॥ ২০ ॥ অষ্টাবিংশতিভেদান্ দর্শয়তি—গৌরিতি। গবাদয়ঃ অবিরুষ্ট্রশ্চ দ্বিশফাঃ দ্বিখুরাঃ ॥ ২১ ॥ ২২ ॥ শ্বাদয়ঃ গোধান্তাঃ পঞ্চনখাঃ এতে সপ্তবিংশতি ভূচরাঃ। মকরাদয়ঃ জলচরাঃ, তথা কঙ্কাদয়ঃ খেচরাঃ, অভূচরত্বেনৈকীকৃত্য গৃহীতাঃ।

শ্বা শৃগালো বৃকো ব্যাঘ্রো মার্জ্জারঃ শশশল্লকৌ।
সিংহঃ কপির্গজঃ কূর্ম্মো গোধা চ মকরাদয়ঃ ॥ ২৩ ॥
কঙ্কগৃধ্রবকশ্যেনভাসভল্লকবর্হিণঃ।
হংসসারসচক্রাহ্বকাকোলূকাদয়ঃ খগাঃ ॥ ২৪ ॥
অর্ব্বাক্‌স্রোতস্তু নবমঃ ক্ষত্তরেকবিধো নৃণাম্।
রজোঽধিকাঃ কর্ম্মপরা দুঃখে চ সুখমানিনঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়

শ্বা (কুকুর), শৃগালঃ, বৃকঃ (নেকড়ে বাঘ), ব্যাঘ্রঃ, মার্জ্জারঃ, শশশল্লকৌ (শশক, শল্লক), সিংহঃ, কপিঃ (বানর), গজঃ, কূর্ম্মঃ গোধা চ (এই দ্বাদশটি পঞ্চনখ), [এই সপ্তবিংশতি প্রকার প্রাণী ভূচর]। মকরাদয়ঃ (মকর প্রভৃতি জলচর), কঙ্কগৃধ্রবকশ্যেনভাসভল্লকবর্হিণঃ (কঙ্ক, গৃধ্র, বক, শ্যেন, কুক্কুট, ভল্লুক, ময়ূর), হংসসারসচক্রাহ্বকাকোলূকাদয়ঃ খগাঃ (হংস, সারস, চক্রবাক, কাক, উলূক প্রভৃতি পক্ষী খেচর), [এই জলচর ও খেচর অভূচর বলিয়া এক প্রকার গণনা করিয়া মোট অষ্টাবিংশতি প্রকার তির্য্যগ্‌জাতি গণনা করা হইল] ॥ ২৩ ২৪ ॥

ক্ষত্তঃ (হে বিদুর !) অর্ব্বাক্‌স্রোতঃ (যাহাদের আহার সঞ্চালন অধোদিকে হইয়া থাকে), নৃণাং [সর্গঃ] (সেই মানবগণের সৃষ্টি) নবমঃ (নবম সৃষ্টি), [সঃ] তু একবিধঃ (তাহা এক প্রকার)। [মানবগণের সাধারণ লক্ষণ এই যে] রজোঽধিকাঃ [তাহারা] (রজোগুণপ্রধান) কর্ম্মপরাঃ (ও কর্ম্মাসক্ত) দুঃখে চ (এবং দুঃখকর বিষয়কে) সুখমানিনঃ (সুখ মনে করিয়া থাকে) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ

কুকুর, শৃগাল, বৃক, ব্যাঘ্র, মার্জ্জার, শশক, শল্লক সিংহ, বানর, গজ, কূর্ম্ম ও গোধা এই দ্বাদশটি পঞ্চনখ। দ্বিখুরবিশিষ্ট নয়টি, একখুরবিশিষ্ট ছয়টি ও পঞ্চনখবিশিষ্ট দ্বাদশটি, মোট সপ্তবিংশতি তির্য্যক্ প্রাণী ভূচর। মকর প্রভৃতি জলচর। কঙ্ক, গৃধ্র, বক, শ্যেন, কুক্কুট, ভল্লুক, ময়ূর, হংস, সারস, চক্রবাক্, কাক ও উলূক প্রভৃতি পক্ষী খেচর। এই জলচর ও খেচর অভূচর বলিয়া একপ্রকার গণনা করিয়া মোট অষ্টাবিংশতি প্রকার তির্য্যগ্‌জাতি গণনা করা হইল ॥ ২৩-২৪ ॥

হে বিদুর ! যাহাদের আহারসঞ্চালন অধোদিকে হইয়া থাকে, সেই মানবগণের সৃষ্টিই নবম সৃষ্টি। মানবগণের সাধারণ লক্ষণ এই যে—মানবগণ রজোগুণপ্রধান ও কর্ম্মাসক্ত এবং তাহারা দুঃখকর বিষয়কেও সুখ মনে করিয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

টীকা

তদেবমষ্টাবিংশতিভেদা ভবন্তি, অন্যেষাং তিরশ্চাং প্রাণিনাং যথাযথমেতেম্বেবান্তর্ভাবঃ ॥ ২৩-২৪ ॥ অর্ব্বাক্ অধঃ স্রোতঃ আহারসঞ্চারো যস্য স তথা, তস্যত্বমাহ। নৃণাং সাধারণং লক্ষণং দর্শয়তি রজোঽধিকং যেষু তে ॥ ২৫ ॥ এতে ত্রয়ো বৈকৃতাঃ, দেবসর্গশ্চ বৈকৃত ইত্যন্বয়ঃ, অয়মর্থঃ:— অষ্টৌ প্রাগুক্তাঃ নবমঃ অর্ব্বাক্‌স্রোতঃ তদুপলক্ষিতস্য দেবসর্গস্যাপি তত্রৈবান্তর্ভাবো বিশেষতোঽভিমতঃ। তথাপি তত্র নৃণাং রজআধিক্যং লক্ষণং প্রতিপাদ্য দেবানামর্ব্বাক্‌স্রোতস্ত্বেঽপি নৃভিন্নং লক্ষণং দ্যোতয়িতুং

বৈকৃতাস্ত্রয় এবৈতে দেবসর্গশ্চ সত্তম !।
বৈকারিকস্তু যঃ প্রোক্তঃ কৌমারস্তূভয়াত্মকঃ ॥ ২৬ ॥
দেবসর্গশ্চাষ্টবিধো বিবুধাঃ পিতরোঽসুরাঃ।
গন্ধর্ব্বাপ্সরসঃ সিদ্ধা যক্ষরক্ষাংসি চারণাঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়

সত্তম ! (হে সজ্জনশ্রেষ্ঠ বিদুর !) এতে ত্রয়ঃ (স্থাবর, তির্য্যক্ ও মনুষ্য এই তিনটি) বৈকৃতাঃ এব (বৈকৃত অর্থাৎ তত্ত্বাদির বিকার হেতু সৃষ্টি); [কিন্তু কুমার সৃষ্টির ন্যায় প্রাকৃতবৈকৃত উভয়াত্মক নহে]। দেবসর্গঃ চ (দেবসৃষ্টি ও বৈকৃত সৃষ্টি) [অর্থাৎ দেবতাগণ পূর্ব্বোক্ত নবম সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত]; যঃ বৈকারিকঃ [সর্গঃ] (আর যে সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবসৃষ্টি বলা হইয়াছে), সঃ তু প্রোক্তঃ (তাহা প্রাকৃত সৃষ্টির মধ্যেই বলা হইয়াছে), কৌমারঃ তু উভয়াত্মকঃ (সনৎকুমারাদির সৃষ্টি প্রাকৃত ও বৈকৃত, ইহাই দশম সৃষ্টি) ॥ ২৬ ॥

দেবসর্গঃ চ (নবম সৃষ্টির অন্তর্গত দেবসৃষ্টি) অষ্টবিধঃ (আট প্রকার)। বিবুধাঃ (দেবগণ) পিতরঃ (ও পিতৃগণ প্রথম), অসুরাঃ (অসুরগণ দ্বিতীয়), গন্ধর্ব্বাপ্সরসঃ (গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ তৃতীয়), সিদ্ধাঃ

অনুবাদ

হে সজ্জনশ্রেষ্ঠ বিদুর ! পূর্ব্বোক্ত স্থাবর, তির্য্যক্ ও মনুষ্য এই তিন প্রকারই বৈকৃতসৃষ্টি ; কিন্তু সনৎকুমারাদির সৃষ্টির ন্যায় প্রাকৃত ও বৈকৃত উভয়াত্মক নহে। দেবসৃষ্টিও বৈকৃত অর্থাৎ দেবগণ পূর্ব্বোক্ত নবমসৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত। আর যে সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবসৃষ্টি বলা হইয়াছে, তাহা প্রাকৃতসৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত। প্রাকৃতসৃষ্টি-প্রকরণেই ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবসৃষ্টি নিরূপিত হইয়াছে। সনৎকুমারাদির সৃষ্টি প্রাকৃত ও বৈকৃত, এবং ইহাই দশম সৃষ্টি। জ্ঞানভক্তিসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক কুমারগণ ব্রহ্মার সৃষ্টিতে আবির্ভূত হন বলিয়া কুমারসৃষ্টি বৈকৃত এবং কল্পে কল্পে জ্ঞানভক্তি সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তকরূপে অনুবর্ত্তিত হইয়া তাঁহারা চিরস্থায়িরূপে প্রাকৃতসৃষ্টিতে পরিগণিত হন বলিয়া কুমারসৃষ্টি প্রাকৃত ॥ ২৬ ॥

নবম সৃষ্টির অন্তর্গত যে দেবসৃষ্টি তাহা আট প্রকার ; দেবগণ ও পিতৃগণ প্রথম, অসুরগণ দ্বিতীয়, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ তৃতীয়, সিদ্ধগণ চতুর্থ, যক্ষ ও রাক্ষসগণ পঞ্চম,

টীকা

বৈকৃতেষু সামান্যতো নির্দ্দেশঃ। অতো দেবানাং নবমসর্গে অন্তর্ভাবঃ। তেষাং চতুর্ম্মুখসৃজ্যত্বাদিতি, যে তু বৈকারিকাদুৎপন্না দেবা স্তেষাং সর্গো বৈকারিকঃ "বৈকারিকো দেবসর্গঃ পঞ্চমঃ" ইত্যনেনোক্তঃ। তেষাং লিঙ্গশরীরান্তর্গতেন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃণাং চ স্বসৃজ্যত্বাভাবাৎ। এবং নব সর্গানুক্ত্বা দশমং সর্গমাহ— কৌমারস্তূভয়াত্মক ইতি। উভয়যোগাদ্ দশম ইত্যর্থঃ। সিদ্ধশিরোমণীনাং কুমারাণাং জ্ঞানভক্তিসম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকানাং চতুর্ম্মুখকৃতসর্গে প্রাদুর্ভাবাৎ কৌমারঃ সর্গ বৈকৃতঃ। সর্ব্বেষু কল্পেষু জ্ঞানভক্তিসম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকত্বেন অনুবর্ত্তমানানাং তেষাং প্রত্যহং প্রাদুর্ভাবাভাবাচ্চিরস্থায়িত্বেন চিরস্থায়িষু প্রাকৃতেষু গণনাৎ প্রাকৃতশ্চ ইত্যেবমুভয়াত্মক ইত্যর্থঃ। যত্তু দেবত্বেন মনুষ্যত্বেন চ সৃজ্যতে ইত্যর্থ ইতি, তদযুক্তম্, কুমারাণাং ভগবদবতারাণামিহান্যত্র চ মনুষ্যত্বস্য অদৃষ্টত্বাৎ অশ্রুতত্বাচ্চ ॥ ২৬ ॥ নবমসর্গান্তর্গতঃ বৈকৃত-

ভূতপ্রেতপিশাচাশ্চ বিদ্যাধ্রাঃ কিন্নরাদয়ঃ ॥ ২৮ ॥
দশৈতে বিদুরাখ্যাতাঃ সর্গাস্তে বিশ্বসৃক্‌কৃতাঃ।
অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি বংশান্ মন্বন্তরাণি চ ॥ ২৯ ॥
এবং রজঃপ্লুতঃ স্রষ্টা কল্পাদিষ্বাত্মভূর্হরিঃ।
সৃজত্যমোঘসঙ্কল্প আত্মৈবাত্মানমাত্মনা ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে বিদুরমৈত্রেয় সংবাদে তত্ত্বাত্মাসর্গানুক্রমো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়

(সিদ্ধগণ চতুর্থ), যক্ষরক্ষাংসি (যক্ষ ও রাক্ষসগণ পঞ্চম), ভূতপ্রেতপিশাচাঃ চ (ভূত, প্রেত ও পিশাচগণ ষষ্ঠ), চারণাঃ বিদ্যাধ্রাঃ (চারণ ও বিদ্যাধরগণ সপ্তম) কিন্নরাদয়ঃ (ও কিন্নর, কিম্পুরুষ প্রভৃতি অষ্টম)। [হে] বিদুর! বিশ্বসৃক্‌কৃতাঃ (সর্ব্বকারণকারণ ভগবৎকর্তৃক চতুর্ম্মুখদ্বারা কৃত) এতে দশ সর্গাঃ (এই দশ প্রকার সৃষ্টি) তে (তোমার নিকটে) আখ্যাতাঃ (আমাকর্তৃক বর্ণিত হইল)। অতঃ পরং (ইহার পরে) মন্বন্তরাণি বংশান্ চ (মন্বন্তর ও বংশসমূহ) প্রবক্ষ্যামি (বলিব) ॥ ২৭—২৯ ॥

এবং (এইরূপে) স্রষ্টা (সর্ব্বকারণ) আত্মা (সর্ব্বাত্মা) অমোঘসঙ্কল্পঃ (সত্যসঙ্কল্প অর্থাৎ সঙ্কল্পমাত্রেই সকল করিতে সমর্থ) হরিঃ (শ্রীহরি) রজঃপ্লুতঃ (রজোগুণযুক্ত) আত্মভূঃ [সন] (ব্রহ্মা হইয়া) কল্পাদিষু (কল্পের আদিতে) আত্মনা এব (স্বীয় স্বরূপদ্বারাই) আত্মানং (উপাদানভূত নিজকে) সৃজতি (সৃষ্টি করিয়া থাকেন, অর্থাৎ কার্য্যাবস্থা প্রাপ্ত করাইয়া থাকেন) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ

ভূত, প্রেত ও পিশাচগণ ষষ্ঠ, চারণ ও বিদ্যাধরগণ সপ্তম, কিন্নর ও কিম্পুরুষ প্রভৃতি অষ্টম। হে বিদুর। সর্ব্বকারণকারণ ভগবান্ সাক্ষাৎ ব্রহ্মাদ্বারা এই দশ প্রকার সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা আমি তোমার নিকটে বর্ণনা করিলাম। ইহার পরে মন্বন্তর ও বংশসমূহ কীর্ত্তন করিব ॥২৭-২৯॥

এইরূপে সর্ব্বকারণ সর্ব্বাত্মা সত্যসঙ্কল্প ভগবান্ পরমেশ্বর স্বয়ং রজোগুণযুক্ত ব্রহ্মা হইয়া কল্পের আদিতে স্বস্বরূপদ্বারাই উপাদানভূত নিজকে সৃষ্টি করিয়া থাকেন অর্থাৎ জগদাকারে সংস্থাপন করিয়া থাকেন ॥ ৩০ ॥

দশম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত হইল ॥ ১০ ॥

টীকা

দেবসর্গোঽষ্টবিধঃ, তত্র বিবুধাঃ পিতরশ্চেত্যেকভেদঃ, অসুরা ইত্যেকঃ,—গন্ধর্ব্বাপ্সরসঃ ইত্যেকঃ, সিদ্ধা ইত্যেকঃ; যক্ষরক্ষাংস্যেকঃ, ভূতপ্রেতপিশাচা ইত্যেকঃ, চারণাঃ বিদ্যাধ্রাঃ ইত্যেকঃ, কিন্নরাঃ আদিশব্দাৎ কিম্পুরুষাদয় ইত্যেকঃ, ইত্যেবমষ্টবিধত্বমিত্যর্থঃ। বিশ্বসৃক্ সর্ব্বকারণকারণঃ ভগবান্ তেন সাক্ষাচ্চতুর্ম্মুখদ্বারা চ কৃতাঃ ইত্যর্থঃ ॥ ২৭-২৯ ॥ তদেবাহ—এবমিতি। হরিঃ পরমেশ্বরঃ আত্মা সর্ব্বাত্মা, স্রষ্টা বিশ্বকারণভূতঃ, সত্যসঙ্কল্পঃ সঙ্কল্পমাত্রেণ সর্ব্বং কর্ত্তুং সমর্থঃ। আত্মানমেব সৃজতি, কার্য্যাবস্থয়া স্থাপয়তি, তত্র সর্ব্বং সাক্ষাদ্রূপেণ, কিঞ্চিচ্চ স্বাংশদ্বারেণ সৃজতীতি দ্যোতয়িতুং বিশিনষ্টি—রজঃপ্লুতঃ চতুর্ম্মুখরূপ ইত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে সিদ্ধান্তপ্রদীপে তৃতীয়স্কন্ধে দশমাধ্যায়ার্থপ্রকাশঃ ॥ ১০ ॥

———

একাদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ

চরমঃ সদ্বিশেষাণামনেকোঽসংযুতঃ সদা।

পরমাণুঃ স বিজ্ঞেয়ো নৃণামৈক্যভ্রমো যতঃ॥ ১॥

অন্বয়

[এই একাদশ অধ্যায়ে কাল নিরূপণ করা হইবে। প্রথমতঃ দুইটি শ্লোকে কাল পরিমাপক সূক্ষ্ম ও স্থূলপদার্থ নিরূপণ করিতেছেন] শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ (মৈত্রেয়ঋষি বলিলেন) [হে বিদুর !] সদ্বিশেষাণাং (যাহা ব্রহ্মাত্মক পৃথিব্যাদি কার্য্যের অংশসমূহের) চরমঃ (চরম অংশ) [অর্থাৎ যাহার আর অংশ হইতে পারে না], অনেকঃ (যাহা বহু), অসংযুতঃ (পৃথক্ পৃথক্ অবস্থিত) সদা (ও সত্য অর্থাৎ নিত্য), সঃ (সেই পদার্থ) পরমাণুঃ বিজ্ঞেয়ঃ (পরমাণু বলিয়া জানিবে) ; যতঃ (যাহা হইতে) নৃণাং (মানবগণের) ঐক্যভ্রমঃ [ভবতি] (অবয়বীবুদ্ধি হইয়া থাকে) ॥ ১ ॥

অনুবাদ

[এই একাদশ অধ্যায়ে কাল নিরূপণ করিবেন। সূর্য্যদেব যে পরিমাণ কালের দ্বারা পরমাণুদেশকে অতিক্রম করেন, সেই পরিমাণ কালের নাম পরমাণুকাল ; আর যে পরিমাণ কালের দ্বারা দ্বাদশরাশ্যাত্মক ভুবন অতিক্রম করেন, তাহাই সংবৎসরাত্মক মহান্ কাল। এক্ষণে সেই পরমাণুকাল ও মহান্ কাল নিরূপণ করিবার জন্য কাল পরিমাপক সূক্ষ্ম ও স্থূল পদার্থ দুইটি শ্লোকে নিরূপণ করিতেছেন] মৈত্রেয়ঋষি বলিলেন —হে বিদুর ! পৃথিব্যাদি অংশসমূহের যে চরম অংশ অর্থাৎ যাহার আর অংশ হইতে পারে না এবং যে চরম অংশসমূহ বহু ও পৃথক্ পৃথক্ হইয়া সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে অর্থাৎ নিত্য, সেই পদার্থকে পরমাণু বলিয়া জানিবে। এই পরমাণু হইতেই মানবগণের অবয়বীরূপ বস্তুর বুদ্ধি হইয়া থাকে। পদার্থবিভাগ করিতে করিতে অবশেষে যাহাকে আর বিভাগ করা যায় না, সেই চরম পদার্থই পরমাণু। পরমাণু নিত্য ; যেহেতু অখণ্ড পদার্থের নাশ নাই। আর পরমাণুর সমষ্টিই বিশ্ব ॥ ১ ॥

টীকা

একাদশে পরমাণ্বাদিলক্ষণঃ কালো বর্ণ্যতে। তত্র যাবতা সূর্য্যঃ পরমাণুলক্ষণং প্রদেশমতিক্রামতি তাবান্ কালঃ পরমাণুঃ। যাবদ্দ্বাদশরাশ্যাত্মকং ভুবনমতিক্রামতি, তাবান্ কালঃ পরমমহান্ সংবৎসরাত্মক ইত্যেবং পরমাণ্বাদিকালং নিরূপয়িতুং তাবৎ পরমাণ্বাদিকালপরিচ্ছেদকং সূক্ষ্মং স্থূলঞ্চ পদার্থমাহ— চরম ইতি দ্বাভ্যাম্। সতঃ ব্রহ্মণঃ ব্রহ্মাত্মককার্য্যস্য ইত্যর্থঃ। বিশেষাণামংশানাং চরমঃ অন্ত্যোঽংশঃ। চরমত্বং বিবৃণোতি অনেক ইতি। প্রথমমেকং দ্বিধা বিভজ্য তত্রাপ্যেকং দ্বিধা বিভজ্য ইত্যেবমনেকতাং নীত ইত্যর্থঃ। নমু এবম্প্রকারেণ তু স্বপূর্ব্বপূর্ব্বাপেক্ষয়া সর্ব্বেষাং চরমত্বসিদ্ধিরিত্যত আহ—অসংযুত ইতি। যস্য দ্বৈধীভাবং কর্ত্তুমশক্যঃ সর্ব্বেষাং চরম ইত্যর্থঃ, সঃ পদার্থঃ পরমাণুর্ব্বিজ্ঞেয়ঃ। স চ সদা

সত এব পদার্থস্য স্বরূপাবস্থিতস্য যৎ।
কৈবল্যং পরমমহানবিশেষো নিরন্তরঃ ॥ ২ ॥
এবং কালোঽপ্যনুমিতঃ সৌক্ষ্ম্যে স্থৌল্যে চ সত্তম।।
সংস্থানভুক্ত্যা ভগবানব্যক্তো ব্যক্তভুগবিভুঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়

[কালপরিমাপক স্থূলপদার্থ নিরূপণ করিতেছেন] সতঃ এব (যাহার চরম অংশ পরমাণু, সেই পদার্থসমূহেরই) স্বরূপাবস্থিতস্য (স্বরূপাবস্থায় স্থিতি হইলে) পদার্থস্য (পদার্থসমূহের) যৎ কৈবল্যং (যে একত্ব ভাব), [তাহাই] অবিশেষঃ (বিশেষরহিত) নিরন্তরঃ (ও কেবল অর্থাৎ সমষ্টিরূপে গৃহীত হইলে) পরমমহান্ (পরমমহৎপদার্থ বলিয়া অভিহিত হয়) ॥ ২ ॥

সত্তম ! (হে সজ্জনশ্রেষ্ঠ বিদুর।) এবং (পরমাণু ও পরমমহৎ পদার্থের ন্যায়) সৌক্ষ্ম্যে স্থৌল্যে চ (সূক্ষ্ম, স্থূল ও মধ্যমভাবে) সংস্থানভুক্ত্যা (পরমাণ্বাদিতে ব্যাপ্ত বলিয়া) কালঃ অপি (কালও) অনুমিতঃ (স্থূল ও সূক্ষ্মাদিরূপে অনুমিত হইয়া থাকে), [সঃ] ভগবান (সেই কালরূপী ভগবান্) বিভুঃ (ব্যাপক) অব্যক্তঃ (এবং স্বয়ং অব্যক্ত হইয়া) ব্যক্তভুক (ব্যক্ত পদার্থে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ

যাহার চরম অংশ পরমাণু বলা হইয়াছে, সেই পদার্থই স্বরূপাবস্থায় অবস্থান করিলে অর্থাৎ কার্য্যাবস্থায় অবস্থিত থাকিলে সমূহকে লইয়া যে তাহাদের একত্ব, তাহাকেই বিশেষরহিত ও সমষ্টিরূপে পরমমহৎ পদার্থ বলিয়া জানিবে ॥ ২ ॥

হে সজ্জনশ্রেষ্ঠ বিদুর! যেমন পরমাণু ও পরমমহৎ পদার্থের কথা বলিলাম, সেইরূপ পরমাণু প্রভৃতিতে ব্যাপ্ত বলিয়া কাল সূক্ষ্ম ও স্থূলভাবে অনুমিত হইয়া থাকে। সেই কালরূপী ভগবান্ স্বয়ং অব্যক্ত হইয়া ব্যক্ত পদার্থে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন ॥ ৩ ॥

টীকা

সত্যাঃ সন্মূলত্বাৎ। যতঃ যেভ্যঃ পরমাণুভ্যঃ নৃণাং তার্কিকাদীনাম্ ঐক্যভ্রমো ভবতি, অখণ্ডানাং পরমাণূনাং নাশাসম্ভবাৎ তে নিত্যাঃ তদৈকাং বিশ্বমিতি ॥ ১ ॥ অল্পকালপরিচ্ছেদকং সূক্ষ্মং পদার্থমুক্ত্বা বৃহৎকালপরিচ্ছেদকং স্থূলং পদার্থমাহ—সত এবেতি। যস্য চরমোঽংশঃ পরমাণুঃ তস্যৈব সতঃ কার্য্যস্য স্বরূপাবস্থিতস্য উক্তপ্রকারেণোত্তরোত্তরদ্বৈবিধ্যেনাবিভক্তস্য যৎ কৈবল্যমেকত্বং তদেব পরমমহান্ পদার্থঃ। কৈবল্যং বিবৃণোতি—অবিশেষো বিশেষবিবক্ষারহিতঃ; অতএব নিরন্তরঃ কেবলঃ ॥ ২ ॥ যথা পরমাণুঃ পরমমহান্ পরিচ্ছেদকঃ পদার্থঃ এবং সৌক্ষ্ম্যে অল্পত্বে স্থৌল্যে বৃহত্ত্বে চকারাৎ মধ্যমভাবে সংস্থানভুক্ত্যা পরমাণ্বাদিব্যাপ্ত্যা কালোঽপ্যনুমিতঃ, কথম্ভূতঃ ? ভগবান্ বিশ্বসৃষ্ট্যাদি-নিমিত্তত্বলক্ষণঃ বিভুঃ প্রভাবো বিদ্যতে যস্য সঃ বিভুঃ ব্যাপকঃ, অব্যক্তঃ অদৃশ্যঃ ॥ ৩ ॥ এতদেব বিবৃণোতি—স ইত্যাদিনা। সতঃ কার্য্যস্য পরমাণুতাম্ উক্তপ্রকারাং যো ভুঙ্‌ক্তে স পরমাণুঃ

স কালঃ পরমাণুর্বৈ যো ভুঙ্‌ক্তে পরমাণুতাম্।
সতোঽবিশেষভুগ্ যস্তু স কালঃ পরমো মহান্ ॥ ৪ ॥
অণুর্দ্বৌ পরমাণূ স্যাৎ ত্রসরেণুস্ত্রয়ঃ স্মৃতঃ।
জালার্করশ্ম্যবগতঃ খমেবানুপতন্নগাৎ ॥ ৫ ॥

অন্বয়

সতঃ (কার্য্য জগতের) পরমাণুতাং (পরমাণু অবস্থাকে) যঃ ভুঙ্‌ক্তে (যে কাল ভোগ করে), সঃ কালঃ (সেই সূর্য্যপর্য্যটনকাল) পরমাণুঃ বৈ (পরমাণুকাল); যঃ তু অবিশেষভুক্ (আর যে কাল বিশেষ অর্থাৎ ব্যষ্টি অবস্থাকে ভোগ করে না, অর্থাৎ সমষ্টি অবস্থাকে ভোগ করে), সঃ কালঃ (সেই সূর্য্যপর্য্যটনকাল) পরমো মহান্ (পরমমহৎকাল) ॥ ৪ ॥

[অণু প্রভৃতি পদার্থ নিরূপণপূর্ব্বক কালের মধ্যাবস্থা বর্ণনা করিতেছেন] দ্বৌ পরমাণূ (মিলিত দুইটি পরমাণু) অণুঃ স্যাৎ (অণু অর্থাৎ দ্ব্যণুক হইয়া থাকে); ত্রয়ঃ (তিনটি অণু অর্থাৎ তিনটি দ্ব্যণুক) ত্রসরেণুঃ স্মৃতঃ (ত্রসরেণু বলিয়া কথিত হইয়া থাকে)। [ত্রসরেণু প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, তাহাই বলিতেছেন] জালার্করশ্ম্যবগতঃ (গবাক্ষপ্রবিষ্ট সূর্য্যরশ্মিতে উহা দেখা যায়)। [তাহা অতি লঘু বলিয়া] খম্ এব অনুপতন্ (আকাশেই উৎপতিত হইয়া) অগাৎ (গমনাগমন করে) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ

পরমাণু অবস্থাকে যে কাল ভোগ করে, সেই কাল পরমাণুকাল এবং যে কাল কোনও বিশেষ অবস্থাকে ভোগ করে না, অর্থাৎ সমষ্টি অবস্থাকে ভোগ করে, সেই কাল পরমমহৎকাল। প্রারম্ভে ইহাই বলা হইয়াছে যে—সূর্য্যদেব যে পরিমিতকালে পরমাণু-পরিমিত দেশ অতিক্রম করে, তাহাই পরমাণুকাল; আর যে পরিমিত কালে ভুবন অতিক্রমণ করে, তাহাকে পরমমহৎকাল বলে, তাহাই সংবৎসর; সংবৎসরের আবৃত্তিতেই যুগ, মন্বন্তর প্রভৃতির গণনা হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

[অণু প্রভৃতি পদার্থ বলিয়া কালের মধ্যাবস্থা নিরূপণ করিতেছেন]—দুইটি পরমাণু মিলিত হইয়া একটি অণু অর্থাৎ দ্ব্যণুক হইয়া থাকে; আবার তিনটি দ্ব্যণুকের সমষ্টি ত্রসরেণু বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। এই ত্রসরেণু অতিশয় লঘু বলিয়া আকাশে উড়িয়া গমনাগমন করে; উহা গবাক্ষপথে প্রবিষ্ট সূর্য্যরশ্মিতে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে অর্থাৎ যাহা গবাক্ষপ্রবিষ্ট সূর্য্যকিরণে অতিসূক্ষ্মভাবে সঞ্চরণশীল বলিয়া দেখা যায়, তাহাই ত্রসরেণু ॥ ৫ ॥

টীকা

সূর্য্যপর্য্যটনকালঃ পরমাণুঃ। সত এব অবিশেষমৈক্যম্ যো ভুঙ্‌ক্তে, সঃ দ্বাদশরাশ্যাত্মকভুবনকোষ-সূর্য্যপর্য্যটনকালঃ সংবৎসরাত্মকঃ পরমমহান্ ইত্যর্থঃ। সংবৎসরস্যৈব আবৃত্ত্যা যুগমন্বন্তরাদিক্রমেণ দ্বিপরার্দ্ধত্বম্ ॥ ৪ ॥ অথ অবান্তরকালপরিচ্ছেদকাণ্বাদিপদার্থলক্ষণপূর্ব্বকমবান্তরকালানাহ—অণুরিত্যাদিনা। দ্বৌ পরমাণূ অণুঃ স্যাৎ, ত্রয়ঃ অণবঃ ত্রসরেণুঃ; স প্রত্যক্ষ ইত্যাহ—জালার্করশ্ম্যবগতঃ খমেবানু-

ত্রসরেণুত্রিকং ভুঙ্‌ক্তে যঃ কালঃ সা ত্রুটিঃ স্মৃতা।
শতভাগস্তু বেধঃ স্যাৎ তৈস্ত্রিভিস্তু লবঃ স্মৃতঃ ॥ ৬ ॥
নিমেষস্ত্রিলবো জ্ঞেয় আম্নাতাস্তে ত্রয়ঃ ক্ষণঃ।
ক্ষণান্ পঞ্চ বিদুঃ কাষ্ঠাং লঘু তা দশ পঞ্চ চ ॥ ৭ ॥
লঘূনি বৈ সমাম্নাতা দশ পঞ্চ চ নাড়িকা।
তে দ্বে মুহূর্ত্তঃ প্রহরঃ ষড়্‌যামঃ সপ্ত বা নৃণাম্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়

যঃ কালঃ (যে কাল) ত্রসরেণুত্রিকং ভুঙ্‌ক্তে (তিনটি ত্রসরেণুকে ভোগ করে) সা ত্রুটিঃ স্মৃতা (তাহাকে ত্রুটি বলে), শতভাগঃ তু (একশত ত্রুটিতে) বেধঃ স্যাৎ (বেধ নামক কাল বলিয়া কথিত হইয়া থাকে); তৈঃ ত্রিভিঃ তু (সেই তিনটি বেধে) লবঃ স্মৃতঃ (একটি লব বলিয়া কথিত হয়) ॥ ৬ ॥

ত্রিলবঃ নিমেষঃ জ্ঞেয়ঃ (তিনটি লবপরিমিত কালকে নিমেষ বলিয়া জানিবে); তে ত্রয়ঃ (সেই তিনটি নিমেষপরিমিত কাল) ক্ষণঃ আম্নাতাঃ (ক্ষণ বলিয়া কথিত হয়); পঞ্চক্ষণান্ (পাঁচটি ক্ষণকে) কাষ্ঠাং (কাষ্ঠা) বিদুঃ (বলিয়া থাকে); তাঃ দশ পঞ্চ চ কাষ্ঠাঃ (সেই পঞ্চদশ কাষ্ঠাকে) লঘু জ্ঞেয়াঃ (লঘু নামক কাল বলিয়া জানিবে) ॥ ৭ ॥

দশ পঞ্চ চ লঘূনি বৈ (পঞ্চদশ লঘু) নাড়িকা সমাম্নাতা (এক নাড়িকা অর্থাৎ এক দণ্ড বলিয়া কথিত হয়); তে দ্বে (সেই দুইটি নাড়িকা) মুহূর্ত্তঃ (মুহূর্ত্ত নামে কথিত হয়); ষট্ সপ্ত বা (ছয় বা সাত নাড়িকায় অর্থাৎ দণ্ডে) নৃণাম্ (মানবগণের) প্রহরঃ (এক প্রহর হইয়া থাকে); যামঃ (এই প্রহরকে যামও বলা হয়) [অর্থাৎ সন্ধ্যাদ্বয়ের মুহূর্ত্তদ্বয় ব্যতীত দিন ও রাত্রির প্রত্যেকের চারিভাগের একভাগকে প্রহর বা যাম বলা হয়; তাহা ছয় বা সাত দণ্ডাত্মক হইবে] ॥ ৮ ॥

অনুবাদ

যে কাল তিনটি ত্রসরেণুকে ভোগ করে, তাহাকে ত্রুটি নামক কাল কহে এবং এক-শত ত্রুটিকে বেধনামক কাল কহে; আবার তিনটি বেধে একটি লবনামক কাল বলিয়া কথিত হয় ॥ ৬ ॥

তিনটি লবপরিমিত কালকে নিমেষ বলিয়া জানিবে; তিন নিমেষপরিমিত কাল ক্ষণ বলিয়া কথিত হয়; আবার পাঁচটি ক্ষণপরিমিত কাল কাষ্ঠা ও পঞ্চদশ কাষ্ঠায় এক লঘু নামক কাল হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

পঞ্চদশ লঘুতে এক নাড়িকা অর্থাৎ এক দণ্ড হইয়া থাকে; দুইটি নাড়িকা বা দণ্ডে

টীকা

পত্তনগাৎ ইতি ॥ ৫ ॥ শতং ত্রুটিশতং ভাগা যস্মিন্, স বেধঃ তৈঃ বেধৈঃ ॥ ৬ ॥ তাঃ কাষ্ঠাঃ পঞ্চদশ লঘু ॥ ৭ ॥ তে নাড়িকে দ্বে মুহূর্ত্তঃ, নাড়িকা ষট্ সপ্ত বা প্রহরঃ স এব যামঃ; অয়মর্থঃ—সন্ধ্যাসন্ধ্যাংশমুহূর্ত্তদ্বয়ং বিনা দিনস্য রাত্রেশ্চ হ্রাসে তুর্য্যাংশভাগঃ ষট্‌নাড়িকাত্মকঃ, বৃদ্ধৌ সপ্তনাড়িকাত্মকঃ যাম ইতি, এতদপি স্থূলদৃষ্ট্যোক্তং নিয়মাসম্ভবাৎ ॥ ৮ ॥

দ্বাদশার্দ্ধপলোন্মানং চতুর্ভিশ্চতুরঙ্গুলৈঃ।
স্বর্ণমাষৈঃ কৃতচ্ছিদ্রং যাবৎ প্রস্থজলপ্লুতম্ ॥ ৯ ॥
যামাশ্চত্বারশ্চত্বারো মর্ত্ত্যানামহনী উভে।
পক্ষঃ পঞ্চদশাহানি শুক্লঃ কৃষ্ণশ্চ মানদ! ॥ ১০ ॥

অন্বয়

দ্বাদশার্দ্ধপলোন্মানং (ছয়পলপরিমিত তাম্রময় পাত্র) চতুর্ভিঃ স্বর্ণমাষৈঃ (চারিমাষা স্বর্ণের দ্বারা বিরচিত) চতুরঙ্গুলৈঃ (চারি অঙ্গুলী দীর্ঘ সূচী দ্বারা) কৃতচ্ছিদ্রং (ছিদ্র করা হইলে) যাবৎ (যে পর্য্যন্ত) প্রস্থজলপ্লুতং (উহাতে প্রস্থপরিমিত জল প্রবেশ করিয়া উহাকে নিমগ্ন করে), [সেই পরিমাণ কালের নাম দণ্ড বা নাড়িকা] ॥ ৯ ॥

মানদ! (হে মানপ্রদ বিদুর!) চত্বারঃ চত্বারঃ (আট) যামাঃ (প্রহরে) মর্ত্ত্যানাম্ (মানবগণের) উভে অহনী (একদিন ও একরাত্রি অর্থাৎ অহোরাত্র) পঞ্চদশ অহানি (ও পঞ্চদশ দিনে) পক্ষঃ (একপক্ষ হয়); [সঃ] (সেই পক্ষ) শুক্লঃ কৃষ্ণঃ চ (শুক্ল ও কৃষ্ণ ভেদে দুই প্রকার) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ

এক মুহূর্ত্ত হইয়া থাকে; ছয় কি সাত নাড়িকা বা দণ্ডে মানবগণের এক প্রহর হইয়া থাকে; এই প্রহরকে যামও বলা হয় অর্থাৎ সন্ধ্যাদ্বয়ের মুহূর্ত্তদ্বয় ব্যতীত দিন ও রাত্রির প্রত্যেকের চারি ভাগের এক ভাগকে প্রহর বা যাম বলা হয়। এখানে "ছয় বা সাত" এই অনিশ্চিত-ভাবে বলার উদ্দেশ্য এই যে দিবামান ও রাত্রিমান যখন একেবারে হ্রাস হয়, তখন ছয় দণ্ডে ও যখন একেবারে বৃদ্ধি হয় তখন সাত দণ্ডে এক প্রহর হইবে। এই দুইয়ের মধ্যাবস্থায়ও প্রহরের মান বিভিন্ন হইবে। যখন যেমন দিবামান কি রাত্রিমান থাকিবে, তাহারই চতুর্থাংশ প্রহর। পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রহরের এই যে নিয়ম, তাহা সন্ধ্যাদ্বয়ের মুহূর্ত্তদ্বয়কে অর্থাৎ চারি দণ্ডকে বাদ দিয়া; সেই চারি দণ্ডকে এই সঙ্গে গণনা করিলে সাত দণ্ড বা আট দণ্ড অথবা এই উভয়ের মধ্যাবস্থায় এক প্রহর হইবে ॥ ৮ ॥

ছয়পল তাম্রময় পাত্র যদি এই ভাবে নির্ম্মিত হয় যে উহাতে এক প্রস্থ পরিমিত জল ধরে; আর যদি চারি মাষ পরিমিত স্বর্ণের দ্বারা চারি অঙ্গুলী দীর্ঘ একটি সূচী অর্থাৎ শলাকা প্রস্তুত করিয়া তাহা দ্বারা ঐ পাত্রে একটি ছিদ্র করা যায়, তাহা হইলে যে পরিমিত কালের মধ্যে ঐ ছিদ্রপথে জল প্রবেশ করিয়া উহাকে জলমগ্ন করে, সেই পরিমিত কালের নাম দণ্ড বা নাড়িকা ॥ ৯ ॥

হে মানপ্রদ বিদুর! মনুষ্যগণের চারি প্রহরে একদিন ও চারি প্রহরে একরাত্রি

টীকা

দ্বাদশার্দ্ধপলোন্মানং ষট্পলপরিমিততাম্রময়ং উন্মীয়তে অনেন ইত্যুন্মানং পাত্রম্ চতুরঙ্গুলৈঃ চতুরঙ্গুলায়ামসূচীরূপেণ বিরচিতৈঃ চতুর্ভিঃ স্বর্ণমাষৈঃ কৃতচ্ছিদ্রং বিরচিতমূলচ্ছিদ্রম্ তেন ছিদ্রেণ যাবৎ প্রস্থজলং প্লুতং ভবতি তাবান্ কালো নাড়িকা ॥ ৯ ॥ চত্বারশ্চত্বারঃ অষ্টৌ যামাঃ উভে

তয়োঃ সমুচ্চয়ো মাসঃ পিতৄণাং তদহর্নিশম্ ।
দ্বৌ তাবৃতুঃ ষড়য়নং দক্ষিণঞ্চোত্তরং দিবি ॥ ১১ ॥
অয়নে অহনী প্রাহুর্বৎসরো দ্বাদশ স্মৃতঃ ।
সংবৎসরশতং নৃণাং পরমায়ুর্নিরূপিতম্ ॥ ১২ ॥
গ্রহর্ক্ষতারাচক্রস্থঃ পরমাণ্বাদিনা জগৎ ।
সংবৎসরাবসানেন পর্য্যেত্যনিমিষো বিভুঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়

তয়োঃ (সেই শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষের) সমুচ্চয়ঃ (মিলনে) মাসঃ (একমাস), তৎ (সেই এক মাসে) পিতৄণাং (পিতৃলোকের) অহর্নিশম্ (অহোরাত্র), তৌ দ্বৌ (সেই দুইমাসে) ঋতুঃ (এক ঋতু) ষট্ (ও ছয়মাসে) অয়নং (এক অয়ন হয়) ; তৎ (সেই অয়ন) দক্ষিণম্ উত্তরং চ (দক্ষিণ ও উত্তর ভেদে দুই প্রকার) ["দিবি" শব্দ পরের শ্লোকে অন্বিত হইবে] ॥ ১১ ॥

দিবি (দেবলোকে) অয়নে (দক্ষিণ ও উত্তরায়ণে) অহনী (এক অহোরাত্র) প্রাহুঃ (কথিত হইয়া থাকে)। দ্বাদশ (মানবগণের দ্বাদশমাস) বৎসরঃ স্মৃতঃ (এক বৎসর বলিয়া কথিত হয়) ; নৃণাং (মানবগণের) পরমায়ু (জীবনকাল) সংবৎসরশতং নিরূপিতম্ (একশত বৎসর নিরূপিত হইয়াছে) ॥ ১২ ॥

গ্রহর্ক্ষতারাচক্রস্থঃ (চন্দ্রাদি গ্রহ, অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্র ও অপর তারাসমূহে উপলক্ষিত যে কালচক্র, সেই কালচক্রে অবস্থিত) অনিমিষঃ (নিমেষমাত্রও অবিরত) বিভুঃ (মহাদীপ্তিমান্ সূর্য্যদেব) জগৎ (দ্বাদশরাশ্যাত্মক ভুবন) পরমাণ্বাদিনা সংবৎসরাবসানেন (পরমাণুকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সংবৎসরান্তকালে) পর্য্যেতি (পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ

এবং পঞ্চদশ অহোরাত্রে একপক্ষ হইয়া থাকে ; সেই পক্ষ দুই প্রকার শুক্ল ও কৃষ্ণ ॥ ১০ ॥

সেই শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষ মিলিয়া একমাস হয় ; সেই একমাসই পিতৃলোকের অহোরাত্র অর্থাৎ একদিন। দুইমাসে এক ঋতু ও ছয়মাসে এক অয়ন হইয়া থাকে ; সেই অয়ন দুই প্রকার দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ ॥ ১১ ॥

মনুষ্যগণের অয়নদ্বয় দেবলোকের অহোরাত্র অর্থাৎ মনুষ্যগণের উত্তরায়ণ দেবগণের দিন ও দক্ষিণায়ন রাত্রি। বারমাসে এক বৎসর ; এইরূপ এক শত বৎসর মানবগণের জীবনকাল নিরূপিত হইয়াছে ॥ ১২ ॥

[পরমাণু কাল হইতে আরম্ভ করিয়া সংবৎসর পর্য্যন্ত যে কালের ভেদ, তাহা সূর্য্যদেবের

টীকা

অহনী অহোরাত্রে ॥ ১০ ॥ দ্বৌ মাসৌ ঋতুঃ, ষণ্মাসাঃ অয়নম্, দিবি—ইত্যুত্তরেণ সম্বধ্যতে ॥ ১১ ॥ দিবি দেবলোকে, অয়নে অহনী প্রাহুঃ। দ্বাদশ মাসাঃ বৎসরঃ স্মৃতঃ ॥ ১২ ॥ পরমাণ্বাদি-সংবৎসরান্তাঃ কালভেদাঃ সূর্য্যপর্য্যটনকৃতা ইত্যাহ—গ্রহেতি। গ্রহাঃ চন্দ্রাদয়ঃ, ঋক্ষাণি অশ্বিন্যাদীনি, তারা অন্যানি ঋক্ষাণি ; তদুপলক্ষিতকালচক্রস্থঃ অনিমিষঃ অনিদ্রঃ বিভুঃ মহাপ্রভঃ

সংবৎসরঃ পরিবৎসর ইড়াবৎসর এব চ।
অনুবৎসরো বৎসরশ্চ বিদুরৈবং প্রভাষ্যতে ॥ ১৪ ॥
যঃ সৃজ্যশক্তিমুরুধোচ্ছ্বসযন্ স্বশক্ত্যা পুংসোঽভ্রমায দিবি ধাবতি ভূতভেদঃ।
কালাখ্যযা গুণমযং ক্রতুভির্বিতন্বং-স্তস্মৈ বলিং হবত বৎসরপঞ্চকায ॥ ১৫ ॥

অন্বয়

[হে] বিদুব ! সংবৎসবঃ (সৌব অর্থাৎ সূর্য্যেব পর্য্যটনকাল সংবৎসব), পবিবৎসবঃ (বার্হস্পত্য অর্থাৎ বৃহস্পতিগ্রহেব দ্বাদশবাশি পর্য্যটনকাল পবিবৎসব), ইডাবৎসবঃ (সাবন অর্থাৎ ত্রিশ দিনে মাস ধবিয়া দ্বাদশমাস ইডাবৎসব), অনুবৎসবঃ এব চ (ও চান্দ্র অর্থাৎ চন্দ্রেব দ্বাদশবাশি পর্য্যটনকাল অনুবৎসব) বৎসবঃ (ও সাতাইশ নক্ষত্রানুসাবে সাতাইশ দিনে মাস গণনা কবিযা দ্বাদশমাস বৎসব) এবং প্রভাষ্যতে (এই পাঁচ প্রকাবেব বৎসব কথিত হইযা থাকে) ॥ ১৪ ॥

যঃ ভূতভেদঃ (যে ভূতগণেব পৃথক্ পৃথক রূপে প্রকাশক ভগবান্ সূর্য্যরূপে) কালাখ্যয়া স্বশক্ত্যা (কালনাম্নী শক্তিব দ্বাবা) সৃজ্যশক্তিং (বীজাদিতে নিহিত বৃক্ষাদিব শক্তিকে) উরুধা (বহুপ্রকাবে) উচ্ছ্বসয়ন্ (কার্য্যাভিমুখী কবিযা) পুংসঃ (মুমুক্ষু জনেব) অভ্রমায (মোক্ষেব নিমিত্ত) [এবং সকামিগণেব] গুণময়ং (স্বর্গাদি ফল) ক্রতুভিঃ (যজ্ঞাদিদ্বাবা) বিতন্বন্ (প্রকাশিত কবিযা) দিবি (অন্তবীক্ষে) ধাবতি (ধাবিত হইতেছেন), তস্মৈ (সেই) বৎসবপঞ্চকায (বৎসবপঞ্চকেব প্রবর্ত্তক সূর্য্যরূপী ভগবান্‌কে) [তুমি] বলিং (পূজা) হবত (কব) ॥১৫॥

অনুবাদ

গতি অনুসাবেই হইযা থাকে, ইহাই বলিতেছেন]—চন্দ্রাদি গ্রহ, অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্র এবং অন্যান্য তাবা সমূহে পবিবেষ্টিত যে কালচক্র, সেই কালচক্রে সূর্য্যদেব অবস্থান কবিতেছেন, মহাদীপ্তিমান্ সূর্য্যদেব অবিরতভাবে পরমাণু কাল হইতে আবম্ভ কবিযা সংবসবান্তকালে দ্বাদশ-রাশ্যাত্মক ভুবন একবাব পবিভ্রমণ কবিযা থাকেন ॥ ১৩ ॥

[সংবৎসরের ভেদ বলিতেছেন]—হে বিদুব। সূর্য্যদেব যত সমযে ভুবন পর্য্যটন কবেন, তাহা সংবৎসব, বৃহস্পতিগ্রহের দ্বাদশ রাশি পর্য্যটনকাল পবিবৎসব; ত্রিশ দিনে মাস ধরিয়া দ্বাদশ মাস ইডাবৎসব, চন্দ্রেব দ্বাদশ বাশি পর্য্যটনকাল অনুবৎসব এবং সাতাইশ নক্ষত্রানুসাবে সাতাইশ দিনে মাস ধবিযা দ্বাদশ মাস বৎসব; এইরূপে সংবৎসরাদিব পাঁচ প্রকার ভেদ কথিত হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

যে ভগবান্ সূর্য্যরূপে ভূতগণকে "ইহা স্থাবর, ইহা জঙ্গম" ইত্যাদি প্রকারে

টীকা

ভাস্করঃ জগৎ দ্বাদশবাশ্যাত্মকং ভুবনকোষং পবমাণ্বাদিনা সংবৎসবান্তেন কালেন পর্য্যেতি ॥ ১৩ ॥ প্রসঙ্গাৎ সংবৎসরভেদানাহ—সংবৎসব ইতি। হে বিদুব। সংবৎসবঃ সৌরঃ, পরিবৎসরঃ বার্হস্পত্যঃ ইড়াবৎসরঃ সাবনঃ, অনুবৎসরঃ চান্দ্রঃ, বৎসরঃ নাক্ষত্রঃ ইত্যেবং প্রভাষ্যতে সূর্য্যাদিগতিবিশেষাৎ কথ্যতে ॥ ১৪ ॥ প্রসঙ্গাৎ সূর্য্যান্তর্য্যাম্যুপাসনামাহ—যঃ ভূতানি ভিনত্তি ইদং স্থাববমিদং জঙ্গমমিত্যেবং

শ্রীবিদুর উবাচ

পিতৃদেবমনুষ্যাণামায়ুঃ পরমিদং স্মৃতম্।
পরেষাং গতিমাচক্ষ্ব যে স্যুঃ কল্পাদ্বহির্বিদঃ ॥ ১৬ ॥
ভগবান্ বেদ কালস্য গতিং ভগবতো ননু।
বিশ্বং বিচক্ষতে ধীরা যোগরাদ্ধেন চক্ষুষা ॥ ১৭ ॥

অন্বয়

শ্রীবিদুরঃ উবাচ (বিদুর বলিলেন) [হে মৈত্রেয় !] পিতৃদেবমনুষ্যাণাং (পিতৃলোক, দেবলোক ও মনুষ্যলোকের) পরম্ আয়ুঃ (পরমায়ুঃ) ইদং (নিজ নিজ বর্ষগণনানুসারে শতবৎসর ইহা) স্মৃতম্ (আপনাকর্তৃক কথিত হইল)। [এক্ষণে] কল্পাৎ বহিঃ (কল্পকালস্থায়ী ত্রৈলোক্যের বাহিরে) যে বিদঃ (যে জ্ঞানিগণ) স্যুঃ (আছেন), পরেষাং (তাঁহাদের) গতিম্ (আয়ুর পরিমাণ) আচক্ষ্ব (বলুন) ॥ ১৬ ॥

ননু ! (হে মৈত্রেয় !) ভগবান্ (আপনি) কালস্য ভগবতঃ (কালরূপী ভগবানের) গতিং বেদ (গতি

অনুবাদ

পৃথক্ পৃথক্‌রূপে প্রকাশিত করিয়া থাকেন এবং যিনি কালনাম্নী স্বায় শক্তির দ্বারা বীজাদিতে নিহিত বৃক্ষাদির শক্তিকে বহু প্রকারে কার্য্যাভিমুখী করিয়া থাকেন, যিনি মুমুক্ষুজনের মোক্ষের জন্য আয়ুঃহরণ করেন এবং আয়ুঃক্ষয়ের দ্বারা বিষয়ে বৈরাগ্য জন্মান ; আর যিনি সকামিগণের (কর্ম্মানুষ্ঠানের উপযুক্ত কাল জ্ঞাপন করিয়া) স্বর্গাদিফল যজ্ঞাদি কর্ম্মের দ্বারা বিস্তার করিয়া থাকেন, হে বিদুর ! এই সকল করিয়া যিনি অন্তরীক্ষে ধাবিত হইতেছেন, সেই পূর্ব্বোক্ত বৎসরপঞ্চকের প্রবর্ত্তক সূর্য্যরূপী ভগবান্‌কে তুমি পূজা কর ॥ ১৫ ॥

বিদুর বলিলেন—হে ভগবন্ ! পিতৃলোক, দেবলোক ও মনুষ্যলোকের পরমায়ু তাহাদের নিজ নিজবর্ষের গণনানুসারে শতবৎসর ইহা আপনি আমাকে বলিলেন। এক্ষণে কল্পকাল-স্থায়ী ত্রৈলোক্যের বাহিরে অর্থাৎ মহর্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া সত্যলোক পর্য্যন্ত স্থানে যে সকল জ্ঞানিগণ অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাদের আয়ুর পরিমাণ আমাকে বলুন ॥ ১৬ ॥

হে প্রভো ! আপনি কালরূপী ভগবানের স্বরূপ অবগত আছেন ; যেহেতু বিবেকিগণ ধ্যানযোগে জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা সমস্ত দর্শন করিয়া থাকেন ॥ ১৭ ॥

টীকা

তত্তদ্রূপেণ পৃথক্ পৃথক্ প্রকাশয়তীতি ভূতভেদঃ ভগবান্ সূর্য্যাত্মবাত্মা যঃ দিবি অন্তরীক্ষে ধাবতি, তস্মৈ বৎসরপঞ্চকপ্রবর্ত্তকায় বলিং হরত পূজাং কুরুত। কিং কুর্ব্বন্ ধাবতি ? কালাখ্যয়া স্বশক্ত্যা সৃজ্যানাম্ উদ্ভিজ্জাদীনাং শক্তিম্ উরুধা উচ্ছ্বসয়ন্ কার্য্যাভিমুখীং কুর্ব্বন্ ; কস্মৈ প্রয়োজয়নায় চ ধাবতি ? পুংসো মুমুক্ষোঃ অভ্রমায় মোক্ষায় বুভুক্ষোস্তু গুণময়ং স্বর্গাদিফলং ক্রতুভির্বিস্তারয়ন্ ॥ ১৫ ॥

কল্পং কল্পস্থায়ি ত্রৈলোক্যম তস্মাদ্ বহিঃ বাহ্যতঃ বিদো জ্ঞানিনঃ, তেষাং গতিমায়ুর্মান-মাচক্ষ্ব ॥ ১৬ ॥ ননু ! হে মৈত্রেয় ! যোগরাদ্ধেন ধ্যানযোগসিদ্ধেন ॥ ১৭ ॥ ত্রৈলোক্যাদ্ বহিঃস্থানাম্

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ

কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চেতি চতুর্যুগম্।
দিব্যৈর্দ্বাদশভির্বর্ষৈঃ সাবধানং নিরূপিতম্ ॥ ১৮ ॥
চত্বারি ত্রীণি দ্বে চৈকং কৃতাদিষু যথাক্রমম্।
সঙ্খ্যাতানি সহস্রাণি দ্বিগুণানি শতানি চ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়

অবগত আছেন); [যেহেতু] ধীরাঃ (ধীর ব্যক্তিগণ) যোগরাদ্ধেন (ধ্যানযোগসিদ্ধ) চক্ষুষা (চক্ষুর দ্বারা) বিশ্বং (সমস্ত) বিচক্ষতে (দর্শন করিয়া থাকেন) ॥ ১৭ ॥

শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ (মৈত্রেয়ঋষি বলিলেন) (হে বিদুর!) কৃতং ত্রেতা দ্বাপরং চ কলিঃ চ ইতি (সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই) চতুর্যুগং (চারিযুগ) সাবধানং (সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের সহিত) দিব্যৈঃ (দেবপরিমিত) দ্বাদশভিঃ বর্ষৈঃ (দ্বাদশ সহস্র বৎসরে) নিরূপিতম্ (নিরূপিত হইয়াছে) ॥১৮॥

কৃতাদিষু (সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগে) যথাক্রমং (যথাক্রমে) চত্বারি, ত্রীণি, দ্বে, একং চ সহস্রাণি (চারি সহস্র, তিন সহস্র, দুই সহস্র ও এক সহস্র) [এবং সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ সমূহে] দ্বিগুণানি শতানি চ (যথাক্রমে দ্বিগুণ শতবৎসর) সংখ্যাতানি (গণনা করা হইয়াছে) [অর্থাৎ আটশত, ছয়শত, চারিশত ও দুইশত বৎসর গণনা করা হইয়াছে; ফলতঃ সন্ধ্যাচতুষ্টয়ের যথাক্রমে চারিশত, তিনশত, দুইশত ও একশত বৎসর, এইরূপ সন্ধ্যাংশসমূহেরও যথাক্রমে চারিশত, তিনশত, দুইশত ও একশত বৎসর গণনা করা হইল] ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ

মৈত্রেয়ঋষি বলিলেন—হে বিদুর! সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগ; যুগের প্রথম ভাগ সন্ধ্যা ও শেষ ভাগ সন্ধ্যাংশ; দেবপরিমিত দ্বাদশ সহস্র বৎসরে সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের সহিত এই যুগ চতুষ্টয় নিরূপিত হইয়াছে ॥ ১৮ ॥

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগ যথাক্রমে দেবপরিমাণে চারি সহস্র, তিন সহস্র, দুই সহস্র ও এক সহস্র বৎসর গণনা করা হইয়াছে এবং সন্ধ্যাসমূহ যথাক্রমে চারিশত, তিনশত, দুইশত ও একশত বৎসর ও সন্ধ্যাংশসমূহ যথাক্রমে চারিশত, তিনশত, দুইশত ও একশত বৎসর পরিগণিত হইয়াছে; মোট দ্বাদশ সহস্র-বৎসর হইল ॥ ১৯ ॥

টীকা

আচতুর্ম্মুখাৎ সর্ব্বেষাং চতুর্যুগসাহস্রং দিনপরিমাণং ষষ্ট্যুত্তরশতত্রয়দিনাত্মকসম্বৎসরশতমায়ুরিত্যুক্তবং বক্তুং চতুর্যুগপরিমাণং ধর্ম্মঞ্চাহ—কৃতমিতি চতুর্ভিঃ। দ্বাদশভির্দ্বাদশসহস্রৈঃ, অবধীয়তে ইত্যবধানং সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ তৎসহিতম্ নিরূপিতমৃষিভিঃ ॥ ১৮ ॥ সহস্রাণি যুগপরিমাণং শতানি সন্ধ্যাসন্ধ্যাংশয়োঃ পরিমাণম্ ॥ ১৯ ॥ শতসংখ্যয়োঃ সন্ধ্যাংশয়োঃ অন্তরেণ মধ্যে যঃ কালঃ সহস্রসংখ্যঃ তং যুগমাহুঃ। কৃতযুগস্যাদৌ চতুঃশতবর্ষপরিমিতা সন্ধ্যা, তস্যান্তে চতুঃশতবর্ষপরিমিতঃ সন্ধ্যাংশঃ তন্মধ্যে চতুঃসহস্র-

সন্ধ্যাসন্ধ্যাংশয়োরন্তর্যঃ কালঃ শতসংখ্যয়োঃ।
তমেবাহুর্যুগং তজ্‌জ্ঞা যত্র ধর্ম্মো বিধীয়তে ॥ ২০ ॥
ধর্ম্মশ্চতুষ্পান্মনুজান্‌ কৃতে সমনুবর্ত্ততে।
স এবান্যেষ্বধর্ম্মেণ ব্যেতি পাদেন বর্দ্ধতা ॥ ২১ ॥
ত্রিলোক্যা যুগসাহস্রং বহিরা ব্রহ্মণো দিনম্‌।
তাবত্যেব নিশা তাত! যন্নিমীলতি বিশ্বসৃক্‌ ॥ ২২ ॥

অন্বয়

শতসংখ্যযোঃ (শতসংখ্যক অর্থাৎ চারিশত, তিনশত, দুইশত ও একশত সংখ্যক) সন্ধ্যাসন্ধ্যাংশয়োঃ সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের) অন্তঃ (মধ্যে) যঃ কালঃ (যে বৎসর), তম্‌ এব (তাহাকেই) তজ্‌জ্ঞাঃ (যুগধর্ম্মজ্ঞগণ) যুগম্‌ আহুঃ (যুগ বলিয়া থাকেন)। যত্র (এইসকল যুগে) ধর্ম্মঃ বিধীয়তে (ধর্ম্ম তারতম্যানুসারে বিহিত হইয়া থাকে) ॥ ২০ ॥

[হে বিদুর।] কৃতে (সত্যযুগে) চতুষ্পাৎ (চারিপাদযুক্ত অর্থাৎ সম্পূর্ণ) ধর্ম্মঃ (ধর্ম্ম) মনুজান্‌ সমনুবর্ত্ততে (মনুষ্যগণের অনুবর্ত্তন করে) ; সঃ এব (সেই ধর্ম্মই) অন্যেষু (অপর ত্রেতাদি যুগে) বর্দ্ধতা (বৃদ্ধিপ্রাপ্ত) অধর্ম্মেণ (অধর্ম্মের দ্বারা) পাদেন (একপাদক্রমে) ব্যেতি (হ্রাস হইয়া থাকে) ॥ ২১ ॥

তাত! (হে বিদুর!) ত্রিলোক্যাঃ বহিঃ (ত্রিলোকের বাহিরে) [মহরাদিলোক হইতে সত্যলোক পর্য্যন্ত লোকে] আ ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মা প্রভৃতি সকলের) যুগসাহস্রং দিনম্‌ (চারি সহস্র যুগে এক দিন

অনুবাদ

শতসংখ্যক সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের মধ্যে যে সহস্রসংখ্যক বৎসর, তাহাকেই যুগধর্ম্মজ্ঞ পণ্ডিতগণ যুগ বলিয়া থাকেন, যেমন সত্যযুগের আদি চারিশত বৎসর সন্ধ্যা ও অন্ত চারিশত বৎসর সন্ধ্যাংশ, এই উভয়ের মধ্যে যে চারিসহস্র বৎসর, উহাকে সত্যযুগ কহে। এইরূপ ত্রেতাযুগের আদি তিনশত বৎসর সন্ধ্যা ও শেষ তিনশত বৎসর সন্ধ্যাংশ, এই উভয়ের মধ্যে যে তিন সহস্র বৎসর, উহাই ত্রেতাযুগ। এই প্রকারে দ্বাপর ও কলিযুগের সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। এই সকল যুগে ধর্ম্ম তারতম্যানুসারে বিহিত হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

হে বিদুর! সত্যযুগে চারিপাদ অর্থাৎ সম্পূর্ণ ধর্ম্ম মনুষ্যগণের অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে। পরে ত্রেতাদিযুগে অধর্ম্মের বৃদ্ধি হইয়া যথাক্রমে এক এক পাদ ধর্ম্ম হ্রাস হইয়া থাকে অর্থাৎ ত্রেতাযুগের একপাদ ধর্ম্ম হ্রাস হইয়া তিনপাদ ধর্ম্ম থাকে; দ্বাপরে দুইপাদ ধর্ম্ম হ্রাস হইয়া দুইপাদ ধর্ম্ম থাকে; কলিতে তিনপাদ ধর্ম্ম হ্রাস হইয়া একপাদ ধর্ম্মমাত্র থাকে ॥ ২১ ॥

হে বিদুর! এই ভূলোক, ভুবলোক ও স্বলোকের বাহিরে যে মহলোক, জনলোক,

টীকা

বর্ষপরিমিতং কৃতযুগমাহুঃ। এবং ত্রেতাদিষ্বপি বিভাগঃ। যদ্যপি সামান্যতঃ সন্ধ্যাসন্ধ্যাংশয়োরপি ধর্ম্মোঽস্ত্যেব, তথাপি প্রাধান্যতঃ যত্র যুগে ধর্ম্মঃ তারতম্যতো বিধীয়তে ॥ ২০ ॥ ধর্ম্মতারতম্যমেবাহ— ধর্ম্ম ইতি। ত্রেতাদিষু পাদেনৈকেন ব্যেতি হ্রসতি ॥ ২১ ॥ বহির্মহর্লোকাদিসত্যলোকান্তেষু

নিশাবসান আরব্ধো লোককল্পোঽনুবর্ত্ততে।
যাবদ্দিনং ভগবতো মনূন্ ভুঞ্জংশ্চতুর্দ্দশ ॥ ২৩ ॥
স্বং স্বং কালং মনুর্ভুঙ্‌ক্তে সাধিকাং হ্যেকসপ্ততিম্।
মন্বন্তরেষু মনবস্তদ্বংশ্যা ঋষয়ঃ সুরাঃ।
ভবন্তি চৈতে যুগপৎ সুরেশাশ্চানু যে চ তান্ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়

হয়); তাবতী এব নিশা (সেই পরিমিতকালই তাঁহাদের রাত্রি)। যৎ (এই রাত্রিতে) বিশ্বসৃক্ (বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা) নিমীলতি (নিদ্রিত হইয়া থাকেন) ॥ ২২ ॥

নিশাবসানে (অনন্তর ব্রহ্মার রাত্রি শেষ হইলে) আরব্ধঃ লোককল্পঃ (আরব্ধ এই ত্রিলোক) চতুর্দ্দশ মনূন্ (চতুর্দ্দশ মনুর) ভুঞ্জন্ (পালনে অবস্থান করিয়া) ভগবতঃ (ভগবান্ ব্রহ্মার) যাবৎ দিনং (যে পর্য্যন্ত দিন) [সে পর্য্যন্ত] অনুবর্ত্ততে (অনুবর্ত্তন করে অর্থাৎ চলিতে থাকে) ॥ ২৩ ॥

মনুঃ (স্বায়ম্ভুবাদি এক এক মনু) সাধিকাং (কিছু অধিক) [যুগানাং] একসপ্ততিং (একসপ্ততি চতুর্যুগ) [ব্যাপিয়া] স্বং স্বং কালং (নিজ নিজ কাল) ভুঙ্‌ক্তে হি (ভোগ করিয়া থাকেন)। মন্বন্তরেষু (সকল মন্বন্তরেই) মনবঃ (মনুগণ) তদ্‌বংশ্যাঃ (ও মনুবংশীয় নৃপতিগণ) [ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হইয়া থাকেন)। ঋষয়ঃ (সপ্তর্ষিগণ), সুরাঃ (দেবগণ) সুরেশাঃ চ (ও ইন্দ্রগণ), যে চ তান্ অনু (আর যাঁহারা তাঁহাদের অনুবর্ত্তন করেন, সেই গন্ধর্ব্বগণ) এতে চ (ইঁহারা) যুগপৎ ভবন্তি (একসময়ে উৎপন্ন হইয়া থাকেন) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ

তপোলোক ও সত্যলোক আছে, ব্রহ্মা প্রভৃতি সেই সকল লোকবাসিগণের চারি সহস্র যুগে একদিন হয় এবং সেই পরিমিত কালেই এক রাত্রি হইয়া থাকে। এই রাত্রিতেই বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা নিদ্রিত হইয়া থাকেন ॥ ২২ ॥

অনন্তর ব্রহ্মার রাত্রির অবসান হইলে ত্রিলোক সৃষ্টি আরম্ভ হয়; এই সৃষ্টি চতুর্দ্দশ মনুর পালনে অবস্থান করিয়া যে পর্য্যন্ত ভগবান্ ব্রহ্মার দিন, সেই পর্য্যন্ত অনুবর্ত্তন করে অর্থাৎ চলিতে থাকে ॥ ২৩ ॥

স্বায়ম্ভুবাদি এক এক মনু কিছু অধিক একসপ্ততি চতুর্যুগ ব্যাপিয়া স্বীয় স্বীয় কাল ভোগ করিয়া থাকেন। সকল মন্বন্তরেই মনুগণ ও মনুবংশীয় নৃপতিগণ ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হইয়া থাকেন; কিন্তু সপ্তর্ষি প্রভৃতি, দেবগণ, ইন্দ্রগণ, আর যাঁহারা তাঁহাদের অনুবর্ত্তন করেন, সেই গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সকলেই একসময়ে উৎপন্ন হইয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥

টীকা

যুগসাহস্রং "চতুর্যুগসহস্রঞ্চ ব্রহ্মণো দিনমুচ্যতে" ইতি দ্বাদশস্কন্ধে বক্ষ্যমাণাৎ চতুর্যুগসহস্রমেকং দিনম্। যদ্ যস্যাং নিমীলতি স্বপিতি ॥ ২২ ॥ নিশায়াঃ অবসানে অন্তে আরব্ধঃ কৃতঃ লোককল্পঃ ত্রিলোকীসর্গঃ চতুর্দ্দশমনূন্ ভুঞ্জন্ পালয়ন্ ব্যাপ্নুবন্ ভগবতঃ চতুরাননস্য যাবৎ দিনং তাবৎ অনুবর্ত্ততে ॥ ২৩ ॥ চতুর্যুগানাং কিঞ্চিদধিকমেকসপ্ততিং স্বং স্বং কালং মনুরেকৈকঃ ভুঙ্‌ক্তে। তেষাং বংশ্যাঃ ভূপাঃ,

এষ দৈনন্দিনঃ সর্গো ব্রাহ্মস্ত্রৈলোক্যবর্ত্তনঃ ।
তির্য্যঙ্‌নৃপিতৃদেবানাং সম্ভবো যত্র কর্ম্মভিঃ ॥ ২৫ ॥
মন্বন্তরেষু ভগবান্ বিভ্রৎ সত্ত্বং স্বমূর্ত্তিভিঃ ।
মন্বাদিভিরিদং বিশ্বমবত্যুদিতপৌরুষঃ ॥ ২৬ ॥
তমোমাত্রামুপাদায় প্রতিসংরুদ্ধবিক্রমঃ ।
কালেনানুগতাশেষ আস্তে তুষ্ণীং দিনাত্যয়ে ॥ ২৭ ॥

অন্বয়

[হে বিদুর!] এষঃ ত্রৈলোক্যবর্ত্তনঃ (এই ত্রৈলোক্য) সর্গঃ (সৃষ্টি) ব্রাহ্মঃ দৈনন্দিনঃ (ব্রহ্মার দৈনন্দিন সৃষ্টি), যত্র (এই ব্রহ্মার দৈনন্দিন সৃষ্টিতে) কর্ম্মভিঃ (স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে) তির্য্যঙ্‌নৃপিতৃদেবানাং (পশুপক্ষী প্রভৃতি তির্য্যক্, মনুষ্যগণ, পিতৃগণ ও দেবগণের) সম্ভবঃ (উৎপত্তি হইয়া থাকে) ॥ ২৫ ॥

মন্বন্তরেষু (প্রত্যেক মন্বন্তরে) ভগবান্ (পরমেশ্বর) স্বমূর্ত্তিভিঃ সত্ত্বং বিভ্রৎ (স্বয়ং সত্ত্বমূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া) উদিতপৌরুষঃ [সন] (পুরুষাকার প্রাপ্ত হইয়া) মন্বাদিভিঃ (মনু প্রভৃতিরূপে) ইদং বিশ্বম (এই বিশ্ব) অবতি (পালন করিয়া থাকেন) ॥ ২৬ ॥

[অনন্তর ব্রহ্মা] দিনাত্যয়ে (স্বীয় পরিমিত দিনের অবসানে) তমোমাত্রাম (তমোগুণের লেশ) উপাদায় (অঙ্গীকার করিয়া) প্রতিসংরুদ্ধবিক্রমঃ (সৃষ্টি ব্যাপারে বিরত হইয়া) কালেন (কালবশে) অনুগতাশেষঃ (সমস্ত জগৎ নিজের মধ্যেই লয় করিয়া) তূষ্ণীং আস্তে (নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করেন) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ

হে বিদুর! এই ত্রৈলোক্য সৃষ্টিই ব্রহ্মার দৈনন্দিন সৃষ্টি অর্থাৎ ব্রহ্মার প্রতিদিনের সৃষ্টিতে এই ত্রিলোক উৎপন্ন হইয়া থাকে। ব্রহ্মার এই দৈনন্দিন সৃষ্টিতে স্ব স্ব কর্ম্ম অনুসারে তির্য্যগ্‌গণ, মনুষ্যগণ, পিতৃগণ ও দেবগণের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ২৫ ॥

ভগবান পরমেশ্বরই প্রতি মন্বন্তরে স্বয়ং সত্ত্বমূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া পুরুষাকারে মনু প্রভৃতিরূপে এই জগৎ পালন করিয়া থাকেন ॥ ২৬ ॥

হে বিদুর! অনন্তর ব্রহ্মা স্বীয় পরিমিত দিনের অবসানে তমোগুণের লেশ অঙ্গীকার করিয়া নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করেন। তখন তিনি সৃষ্টি ব্যাপার হইতে বিরত হইয়া থাকেন ও সমস্ত জগৎ তাঁহাতে লয় হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

টীকা

সুরেশাঃ ইন্দ্রাঃ, তান্ যে অনু তদনুবর্ত্তিনো গন্ধর্ব্বাদয়শ্চ যুগপৎ ভবন্তি, ভূপানাং তু স্বস্ব-সন্ততিদ্বারা যৌগপদ্যমিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥ দৈনন্দিনঃ দিনং দিনং ক্রিয়মাণঃ, ব্রাহ্মশ্চতুর্ম্মুখকৃতঃ ত্রৈলোক্যং বর্ত্তয়তীতি স তথা ॥ ২৫ ॥ স্বমূর্ত্তিভিঃ মন্বন্তরাবতারৈঃ "সত্ত্বং স্বাতন্ত্র্যমুদ্দিষ্টমিতি" বচনাৎ সত্ত্বং স্বাতন্ত্র্যং বিভ্রৎ বিভ্রাণঃ মন্বাদিভিঃ নিমিত্তভূতৈঃ ভগবানেব বিশ্বমবতি ॥ ২৬ ॥ তমসো মাত্রাং লেশমুপাদায় প্রতিসংরুদ্ধঃ প্রত্যাহৃতঃ বিক্রমো যেন সঃ, অনুগতম্ অনুপ্রবিষ্টম্ অশেষং যস্মিন্, সঃ দিনাত্যয়ে তূষ্ণীমাস্তে ব্রহ্মেতি শেষঃ ॥ ২৭ ॥ নির্ম্মুক্তঃ রহিতঃ শশী ভাস্করশ্চ যথা ভবতি তথা লোকাঃ অপি-

তমেবান্বপিধীয়ন্তে লোকা ভূরাদয়স্ত্রয়ঃ।
নিশায়ামনুবৃত্তায়াং নির্মুক্তশশিভাস্করম্ ॥ ২৮ ॥
ত্রিলোক্যাং দহ্যমানায়াং শক্ত্যা সঙ্কর্ষণাগ্নিনা।
যান্ত্যূষ্মণা মহর্লোকাজ্জনং ভৃগ্বাদয়োঽর্দ্দিতাঃ ॥ ২৯ ॥
তাবৎ ত্রিভুবনং সদ্যঃ কল্পান্তৈধিতসিন্ধবঃ।
প্লাবয়ন্ত্যুৎকটাটোপচণ্ডবাতেরিতোর্ম্ময়ঃ ॥ ৩০ ॥
অন্তঃ স তস্মিন্ সলিলে আস্তেঽনন্তাসনো হরিঃ।
যোগনিদ্রানিমীলাক্ষঃ স্তূয়মানো জনালয়ৈঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়

নিশায়াম্ অনুবৃত্তায়াং (ব্রহ্মার রাত্রিকাল উপস্থিত হইলে) তম্ এব অনু (সেই ব্রহ্মাকেই লক্ষ্য করিয়া) ভূরাদয়ঃ ত্রয়ঃ লোকাঃ (ভূলোক, ভুবলোক ও স্বলোক এই লোকত্রয়) নির্মুক্তশশিভাস্করম্ (সূর্য্য ও চন্দ্রের সহিত) অপিধীয়ন্তে (তিরোহিত হইয়া থাকে) ॥ ২৮ ॥

সঙ্কর্ষণাগ্নিনা শক্ত্যা (সঙ্কর্ষণাগ্নিরূপ ভগবচ্ছক্তির দ্বারা) ত্রিলোক্যাং দহ্যমানায়াং (এই ত্রিলোক দগ্ধ হইতে থাকিলে) উষ্মণা (সেই তাপে) অর্দ্দিতাঃ (পীড়িত হইয়া) ভৃগ্বাদয়ঃ (ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণ) মহর্লোকাৎ (মহলোক হইতে) জনং যান্তি (জনলোকে গমন করেন) ॥ ২৯ ॥

উৎকটাটোপচণ্ডবাতেরিতোর্ম্ময়ঃ (অসহনীয় ক্ষোভযুক্ত ও প্রচণ্ড বায়ুবেগে উদ্বেলিত উর্ম্মিমালা-যুক্ত) কল্পান্তৈধিতসিন্ধবঃ (প্রলয়কালীন বর্দ্ধিত সমুদ্র সকল) তাবৎ সদ্যঃ (তখনই সহসা) ত্রিভুবনং প্লাবয়ন্তি (ত্রিভুবনকে জলপ্লাবিত করিয়া দেয়) ॥ ৩০ ॥

জনালয়ৈঃ (জনলোকবাসিগণকর্ত্তৃক) স্তূয়মানঃ (বন্দিত) যোগনিদ্রানিমীলাক্ষঃ (ও যোগনিদ্রায়

অনুবাদ

ব্রহ্মার রাত্রিকাল উপস্থিত হইলে সেই ব্রহ্মাকেই লক্ষ্য করিয়া ক্রমশঃ ভূরাদি লোকত্রয় সূর্য্য ও চন্দ্রের সহিত আপনা আপনিই তিরোহিত হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

সঙ্কর্ষণাগ্নিরূপ ভগবচ্ছক্তির দ্বারা এই ত্রিলোক দগ্ধ হইতে থাকিলে সেই উত্তাপে প্রপীড়িত হইয়া ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণ মহলোক হইতে জনলোকে গমন করিয়া থাকেন ॥ ২৯ ॥

অসহনীয় ক্ষোভযুক্ত ও প্রচণ্ড বায়ুবেগে উদ্বেলিত উর্ম্মিমালাসমূহে বর্দ্ধিত হইয়া প্রলয়-কালীন সমুদ্র সকল তখনই ত্রিভুবনকে সহসা জলপ্লাবিত করিয়া দেয় ॥ ৩০ ॥

যোগনিদ্রায় নিমীলিতনয়ন ও অনন্তশয্যায় শয়ান শ্রীহরি সলিলে অবস্থান

টীকা

ধীয়ন্তে তিরোহিতা ভবন্তি ॥ ২৮ ॥ সঙ্কর্ষণাগ্নিরূপয়া ভগবচ্ছক্ত্যা ॥ ২৯ ॥ উৎকটঃ অসহ্যঃ আটোপঃ ক্ষোভো যেষাং তে চ তে চণ্ডবাতৈরীরিতোর্ম্ময়শ্চ তে তথা কল্পান্তেনৈধিতাঃ সম্বর্দ্ধিতাঃ সিন্ধবঃ ত্রিভুবনং সদ্যঃ প্লাবয়ন্তি ॥ ৩০ ॥ যঃ হরিঃ সলিলে আস্তে, তস্মিন্ সঃ প্রস্তুতঃ ব্রহ্মাপি অন্তর্মধ্যে

এবম্বিধৈরহোরাত্রৈঃ কালগত্যোপলক্ষিতৈঃ।
অপক্ষিতমিবাস্যাপি পরমায়ুর্ব্বয়ঃশতম্ ॥ ৩২ ॥
যদর্দ্ধমায়ুষস্তস্য পরার্দ্ধমভিধীয়তে।
পূর্ব্বঃ পরার্দ্ধোঽপক্রান্তো হ্যপরোঽদ্য প্রবর্ত্ততে ॥ ৩৩ ॥
পূর্ব্বস্যাদৌ পরার্দ্ধস্য ব্রাহ্মো নাম মহানভূৎ।
কল্পো যত্রাভবদ্ ব্রহ্মা শব্দব্রহ্মেতি যং বিদুঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়

নিমীলিতনয়ন) অনন্তাসনঃ (অনন্তশয্যায় শয়ান) হরিঃ (শ্রীহরি) সলিলে আস্তে (জলে অবস্থান করেন) ; তস্মিন্ অন্তঃ (সেই শ্রীহরির মধ্যে) সঃ (ব্রহ্মাও) আস্তে (অবস্থান করিয়া থাকেন) ॥৩১॥

কালগত্যা উপলক্ষিতৈঃ (পরমাণুকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সংবৎসরান্তকালরূপে) অস্য অপ (এই ব্রহ্মারও) এবম্বিধৈঃ (স্বীয় পরিমাণে) অহোরাত্রৈঃ (দিবারাত্রিক্রমে) পরং বয়ঃশতং (শতবৎসর) আয়ুঃ (জীবনকাল) [অর্থাৎ স্বীয় পরিমিত শতবর্ষ যে আয়ুষ্কাল, তাহা] অপক্ষিতম্ ইব (গতপ্রায় হইয়াছে) ॥ ৩২ ॥

[হে বিদুর !] তস্য (সেই ব্রহ্মার) আয়ুষঃ (পরমায়ুর) যৎ অর্দ্ধং (যে অর্দ্ধভাগ), [তৎ] পরার্দ্ধম্ অভিধীয়তে (তাহাকে পরার্দ্ধ বলা হয়) ; পূর্ব্বঃ পরার্দ্ধঃ (পূর্ব্ব পরার্দ্ধ) অপক্রান্তঃ হি (অতীত হইয়াছে) ; অপরঃ (শেষ পরার্দ্ধ) অদ্য প্রবর্ত্ততে (আজ হইতে চলিতে লাগিল) ॥ ৩৩ ॥

পূর্ব্বস্য পরার্দ্ধস্য (পূর্ব্ব পরার্দ্ধের) আদৌ (আদিতে) ব্রাহ্মঃ নাম (ব্রাহ্ম নামক) মহান্ কল্পঃ অভূৎ (মহাকল্প হইয়াছিল)। যত্র (এই কল্পে) ব্রহ্মা অভবৎ (ব্রহ্মা আবির্ভূত হইয়াছিলেন) ; যং (যাঁহাকে) শব্দব্রহ্ম ইতি বিদুঃ (শব্দব্রহ্ম বলিয়া পণ্ডিতগণ জানেন) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ

করেন ; জনলোকবাসিগণ তাঁহার স্তব করেন এবং সেই শ্রীহরির মধ্যে ব্রহ্মাও তখন নিদ্রিত হইয়া অবস্থান করেন ॥ ৩১ ॥

হে বিদুর ! পরমাণুকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সংবৎসরান্তকালরূপে স্বীয় পরিমাণে দিবারাত্রিক্রমে ব্রহ্মার যে শতবৎসর জীবনকাল অর্থাৎ স্বীয় পরিমাণে শতবৎসর যে পরমায়ু, তাহাও গতপ্রায় হইয়াছে ॥ ৩২ ॥

হে বিদুর ! সেই ব্রহ্মার পরমায়ুর অর্দ্ধাংশকে পরার্দ্ধ বলা হয় ; অতএব দ্বিপরার্দ্ধ-কাল ব্রহ্মার পরমায়ু ; তাহার মধ্যে ব্রহ্মার পূর্ব্বপরার্দ্ধ পরমায়ু অতীত হইয়া গিয়াছে ; শেষ পরার্দ্ধ আজ হইতে চলিতে লাগিল ॥ ৩৩ ॥

হে বিদুর ! ব্রহ্মার পরমায়ুর পূর্ব্ব পরার্দ্ধের আদিতে ব্রাহ্মনামক মহাকল্প হইয়াছিল ;

টীকা

আস্তে নিদ্রাং প্রাপ্নোতি ; কল্পান্তে—"ইদমাদায় শয়ানেঽন্তস্যুদন্বতঃ শিশয়িষোরনুপ্রাণং বিবিশেঽন্তরহং প্রভো"রিত্যুক্তত্বাৎ। কৌর্ম্মেঽপি "ততোঽবতীর্য্য বিশ্বাত্মা দেহমাবিশ্য চক্রিণঃ। অবাপ বৈষ্ণবীং নিদ্রামেকীভূয়াথ বিষ্ণুনেতি" ॥ ৩১ ॥ অস্য চতুর্মুখস্য কালগত্যা পরমাণ্বাদিসংবৎসরান্তকালস্য গমনেন

তস্যৈবান্তে চ কল্পোঽভূদ্ যং পাদ্মমভিচক্ষতে।
যদ্ধরের্নাভিসরস আসীল্লোকসরোরুহম্ ॥ ৩৫ ॥
অয়ন্তু কথিতঃ কল্পো দ্বিতীয়স্যাপি ভারত!
বারাহ ইতি বিখ্যাতো যত্রাসীৎ শূকরো হরিঃ ॥ ৩৬ ॥
কালোঽয়ং দ্বিপরার্দ্ধাখ্যো নিমেষ উপচর্য্যতে।
অব্যাকৃতস্যানন্তস্য হ্যনাদের্জগদাত্মনঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়

যং পাদ্মং (যাহাকে পাদ্ম কল্প) অভিচক্ষতে (বলিয়া থাকেন), [সঃ] কল্পঃ (সেই পাদ্মকল্প) তস্য এব (সেই পূর্ব্বপরার্দ্ধের) অন্তে চ (শেষে) অভূৎ (হইয়াছিল); যৎ (এই কল্পে) হরেঃ (শ্রীহরির) নাভিসরসঃ (নাভিসরোবর হইতে) লোকসরোরুহম্ (ত্রিভুবনাত্মক কমল) আসীৎ (উৎপন্ন হইয়াছিল) ॥ ৩৫ ॥

ভারত! (হে বিদুর!) দ্বিতীয়স্য অপি (দ্বিতীয় পরার্দ্ধেরও) [আদৌ] (আদিতে) অয়ং তু কথিতঃ কল্পঃ (এই যে কথিত কল্প), বারাহঃ ইতি বিখ্যাতঃ (ইহা বরাহকল্প নামে বিখ্যাত); যত্র (এই বর্ত্তমান কল্পে) হরিঃ শূকরঃ আসীৎ (শ্রীহরি শূকররূপ ধারণ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন) ॥ ৩৬ ॥

অয়ং দ্বিপরার্দ্ধাখ্যঃ কালঃ (এই দ্বিপরার্দ্ধ পরিমিত কাল) অব্যাকৃতস্য (নামরূপ-

অনুবাদ

সেই কল্পে ব্রহ্মা আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই ব্রহ্মাকেই জ্ঞানিগণ শব্দব্রহ্ম বলিয়া থাকেন ॥ ৩৪ ॥

পণ্ডিতগণ যাহাকে পাদ্মকল্প বলিয়া থাকেন, সেই পাদ্মকল্প পূর্ব্বপরার্দ্ধের শেষে হইয়াছিল। সেই কল্পে ভগবান্ শ্রীহরির নাভিসরোবর হইতে ত্রিভুবনাত্মক পদ্ম উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ৩৫ ॥

হে ভরতবংশতিলক! দ্বিতীয় পরার্দ্ধের আদিতে এই বর্ত্তমান কথিত কল্প বরাহকল্প নামে বিখ্যাত। এই বর্ত্তমান কল্পে শ্রীহরি শূকররূপ ধারণ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন ॥ ৩৬ ॥

এই দ্বিপরার্দ্ধনামক কাল নামরূপরহিত অনাদি অনন্ত জগৎকারণ সর্ব্বান্তর্য্যামী

টীকা

উপলক্ষিতৈঃ এবম্বিধৈঃ উক্তপ্রকারৈঃ অহোরাত্রৈঃ পরং সর্ব্বপ্রাণ্যায়ুষঃ অধিকং বয়ঃশতম্ স্বমানেন সম্বৎসরশতাত্মকং যদায়ুস্তদপি অপক্ষিতমিব অপক্ষীণমিব গতপ্রায়মিত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥ ৩৪ ॥ যং পাদ্মমভিচক্ষতে, স তস্য পূর্ব্বপরার্দ্ধস্যান্তে কল্পদ্বয়াবৃত্ত্যা কল্পোঽভূৎ ॥ ৩৫ ॥ দ্বিতীয়স্য পরার্দ্ধস্য আদৌ কথিতঃ বারাহঃ ইতি নামান্তরেণ বিখ্যাতঃ বস্তুতস্তু ব্রহ্মকল্পঃ ॥ ৩৬ ॥ স্বরূপতঃ জীবানাং কিমুত পরমেশ্বরস্য কালাতীতত্বমেব। তথাপি মনুষ্যাদিচতুর্ম্মুখান্তজীবানাং লোকদেহাদিকং কালগ্রস্তমিত্যুক্তম্।

কালোঽয়ং পরমাণ্বাদির্দ্বিপরার্দ্ধান্ত ঈশ্বরঃ।
নৈবেশিতুঃ প্রভুর্ভূম্ন ঈশ্বরো ধামমানিনাম্ ॥ ৩৮ ॥
বিকারৈঃ সহিতো যুক্তৈর্ব্বিশেষাদিভিরাবৃতঃ।
অণ্ডকোষো বহিরয়ং পঞ্চাশৎকোটিবিস্তৃতঃ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়

রহিত) অনাদেঃ **অনন্তস্য** (অনাদি অনন্ত) **জগদাত্মনঃ** (জগৎকারণ সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমেশ্বরের) নিমেষঃ উপচর্য্যতে হি (নিমেষ বলিয়া কল্পিত [অর্থাৎ গৌণ প্রয়োগ] হয়) ; [কিন্তু এই নিমেষ তাঁহার পরমায়ুর অংশ নহে ; এই নিমেষ ক্রমে তাঁহার আয়ু গণনা হয় না] ॥ ৩৭ ॥

ধামমানিনাম্ (মনুষ্যাদি চতুর্ম্মুখপর্য্যন্ত দেহাভিমানিগণের) **ঈশ্বরঃ** (দেহগেহাদির পরিমাপক হইলেও) পরমাণ্বাদিঃ দ্বিপরার্দ্ধান্তঃ (পরমাণুকাল হইতে দ্বিপরার্দ্ধপর্য্যন্ত) অয়ং কালঃ (এই কাল) **ঈশিতুঃ** (সর্ব্বনিয়ন্তা) ভূম্নঃ (সর্ব্বব্যাপী ভগবানের) ন এব প্রভুঃ (প্রভু নহে অর্থাৎ ভগবানের উপরে প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ নহে) ; [যেহেতু] [অয়ং কালঃ] ঈশ্বরঃ (এই কাল ঈশ্বর) [অর্থাৎ ভগবানের শক্তি বলিয়া ভগবান্ হইতে তাহার পৃথক্ সত্তা নাই] ॥ ৩৮ ॥

বিকারৈঃ (একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত এই ষোড়শ বিকার) **যুক্তৈঃ** (প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই অষ্ট প্রকৃতির) সহিতঃ (সহিত) অন্তঃ (মধ্যে) পঞ্চাশৎকোটিবিস্তৃতঃ (পঞ্চাশৎকোটি যোজন বিস্তৃত) বহিঃ (ও বাহিরে) বিশেষাদিভিঃ আবৃতঃ (পৃথিব্যাদি সপ্ত আবরণে আবৃত) অয়ম্ অণ্ডকোষঃ (এই অণ্ডকোষ) [যাঁহাতে প্রবিষ্ট হইয়া পরমাণুর ন্যায় লক্ষিত হয়, তাঁহাকে জ্ঞানিগণ অক্ষরব্রহ্ম বলিয়া থাকেন]। [পরের শ্লোকের সহিত অন্বয়] ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ

পরমেশ্বরের নিমেষ বলিয়া কল্পিত হয় অর্থাৎ গৌণভাবে বলা হয় ; কিন্তু এই নিমেষ পরমেশ্বরের পরমায়ুর কাল নহে ; এই নিমেষক্রমে তাঁহার পরমায়ু গণনা করা হয় না ; যেহেতু এই কাল ভগবানের শক্তি ; ভগবান্ হইতে পৃথক্ নহে ; অতএব তিনি কালাতীত এবং কালেরও কারণ ॥ ৩৭ ॥

পরমাণুকাল হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিপরার্দ্ধ পর্য্যন্ত এই বিস্তৃত কাল মনুষ্যাদি চতুর্ম্মুখ পর্য্যন্ত দেহাভিমানিগণের দেহগেহাদির পরিমাপক হইলেও সর্ববনিয়ন্তা সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবানের উপরে প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ নহে ; যেহেতু এই কাল ঈশ্বর অর্থাৎ এই কাল ভগবচ্ছক্তি বলিয়া ভগবান্ হইতে ইহার পৃথক্ কোনও সত্তা নাই ॥ ৩৮ ॥

হে বিদুর ! একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত এই ষোড়শবিকার এবং প্রকৃতি, মহৎ,

টীকা

অথ কালাতীতদেহাদিযুক্তং তত্ত্বমাহ—কালোঽয়মিতি পঞ্চভিঃ। অব্যাকৃতস্য নিত্যবিগ্রহাদিযুক্তস্য নিমেষঃ উপচর্য্যতে। নতু আয়ুরবয়বতয়া উচ্যতে। "কলামুহূর্ত্তাদিময়শ্চ কালো ন যদ্বিভূতেঃ পরিণামহেতু"রিতি পুরাণান্তরাচ্চ ॥ ৩৭ ॥ ধামমানিনাং মনুষ্যাদিচতুর্ম্মুখপর্য্যন্তানাং দেহাদ্যভিমানিনাম্ **ঈশ্বরঃ** দেহগেহাদিপরিচ্ছেদকোঽপি ঈশিতুঃ সর্ব্বনিয়ন্তুঃ ভূম্নঃ অপরিচ্ছিন্নদেহাদিমতঃ নৈব প্রভুঃ। যতঃ অয়ং কালঃ ঈশ্বরঃ তচ্ছক্তিত্বাদনতিরিক্তস্থিতিপ্রকৃতিক ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥ বিকারৈঃ ষোড়শভি-

দশোত্তরাধিকৈর্যত্র প্রবিষ্টঃ পরমাণুবৎ।
লক্ষ্যতেঽন্তর্গতাশ্চান্যে কোটিশো হ্যণ্ডরাশয়ঃ ॥ ৪০ ॥
তদাহুরক্ষরং ব্রহ্ম সর্ব্বকারণকারণম্।
বিষ্ণোর্ধাম পরং সাক্ষাৎ পুরুষস্য মহাত্মনঃ ॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে বিদুরমৈত্রেয়-সংবাদে কালস্বরূপকথনং নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়

দশোত্তরাধিকৈঃ (অণ্ডকোষের পরিমাণ হইতে দশগুণ উত্তরোত্তর অধিক) [বিশেষাদিভিঃ আবৃতঃ] (পৃথিব্যাদি সপ্ত আবরণে আবৃত অণ্ডকোষ) যত্র প্রবিষ্টঃ (যাঁহাতে প্রবিষ্ট হইয়া) পরমাণুবৎ লক্ষ্যতে (পরমাণুর ন্যায় লক্ষিত হয়) অন্যে চ কোটিশঃ অণ্ডরাশয়ঃ (এবং অপর কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড-সমূহও) অন্তর্গতাঃ (যাঁহাতে অবস্থান করিয়া) [পরমাণুবৎ] (পরমাণুসমূহের মত) [লক্ষ্যন্তে] (লক্ষিত হয়), [তাঁহাকে জ্ঞানিগণ অক্ষরব্রহ্ম বলিয়া থাকেন] ॥ ৪০ ॥

[জ্ঞানিগণ] তৎ (তাঁহাকে) সর্ব্বকারণকারণম্ (সর্ব্বকারণকারণ) অক্ষরং ব্রহ্ম আহুঃ (অক্ষরব্রহ্ম বলিয়া থাকেন) মহাত্মনঃ সাক্ষাৎ পুরুষস্য (এবং পরমাত্মা পরমপুরুষ) বিষ্ণোঃ (ব্রহ্মের) ধাম (স্থানও) পরম্ (পূর্ণই) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ

অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই অষ্টপ্রকৃতির সহিত মধ্যস্থলে পঞ্চাশৎকোটি যোজন বিস্তৃত ও বাহিরে পৃথিব্যাদি সপ্ত আবরণে আবৃত এই অণ্ডকোষ যাঁহাতে প্রবিষ্ট হইয়া পরমাণুর ন্যায় লক্ষিত হইয়া থাকে, সেই পরমাত্মাকে জ্ঞানিগণ অক্ষরব্রহ্ম বলিয়া থাকেন ॥ ৩৯॥

অণ্ডকোষের পরিমাণ হইতে দশগুণ উত্তরোত্তর অধিক পৃথিব্যাদি সপ্ত আবরণে আবৃত অণ্ডকোষ যাঁহাতে প্রবিষ্ট হইয়া পরমাণুর ন্যায় লক্ষিত হয়, পরন্তু কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডসমূহও যাঁহাতে অবস্থান করিয়া পরমাণুসমূহের ন্যায় লক্ষিত হয়, সেই পরমাত্মাকে জ্ঞানিগণ অক্ষরব্রহ্ম বলিয়া থাকেন ॥ ৪০ ॥

তাঁহাকে সর্ব্বকারণকারণ অক্ষরব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞানিগণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। সেই পরমাত্মা পরমপুরুষ ব্রহ্মের স্থানও পূর্ণই অর্থাৎ নিত্য ॥ ৪১ ॥

একাদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত হইল ॥ ১১ ॥

টীকা

যু´ক্তৈরষ্টপ্রকৃতিসংযুক্তৈঃ সহিতঃ চতুর্ব্বিংশতিপ্রাকৃতপদার্থময় ইত্যর্থঃ। অন্তর্মধ্যে পঞ্চাশৎকোটি-যোজনপরিমাণং দ্বিতীয়স্কন্ধে নির্ণিতাৎ পৃথিব্যাবরণাৎ দশগুণ উত্তরোত্তরোঽধিকঃ যেষু তৈঃ বিশেষাদিভিঃ পৃথিব্যাদিভিঃ সপ্তভিঃ বহিরাবৃতঃ, এবম্ভূতঃ অণ্ডকোষঃ যত্র প্রবিষ্টঃ পরমাণুবল্লক্ষ্যতে ইতি দ্বয়োরন্বয়ঃ ॥ ৩৯ ॥ ন কেবলময়মেব কিন্ত্বন্যেঽপি লক্ষ্যন্তে ইত্যাহ অন্যে কোটিশোঽণ্ডরাশয় ইতি ॥ ৪০ ॥ তদ্ব্রহ্ম বৃহৎস্বরূপগুণশক্ত্যা সর্ব্বেষাং কারণানাং প্রকৃত্যাদীনাং কারণং স্থিতি-প্রবৃত্ত্যাদিমূলম্ তন্নিত্যাস্থানমাহ—বিষ্ণোঃ ব্রহ্মণঃ মহাত্মনঃ সাক্ষাৎ পুরুষস্য ধাম স্থানমপি পরং পূর্ণমেব "যোঽস্যাধ্যক্ষঃ স পরমে ব্যোমন্" ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীমচ্ছুকদেব-কৃত-সিদ্ধান্তপ্রদীপে একাদশাধ্যায়ার্থপ্রকাশঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ

ইতি তে বর্ণিতঃ ক্ষত্তঃ! কালাখ্যঃ পরমাত্মনঃ।
মহিমা বেদগর্ভোঽথ যথাস্রাক্ষীন্নিবোধ মে ॥ ১ ॥
সসর্জ্জাগ্রেঽন্ধতামিস্রমথ তামিস্রমাদিকৃৎ।
মহামোহঞ্চ মোহঞ্চ তমশ্চাজ্ঞানবৃত্তয়ঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়

শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ (মৈত্রেয়ঋষি বলিলেন) ক্ষত্তঃ! (হে বিদুর!) ইতি (পূর্ব্বোক্ত প্রকারে) পরমাত্মনঃ (পরমাত্মার) কালাখ্যঃ মহিমা (কালশক্তির প্রভাব) তে (তোমার নিকটে) বর্ণিতঃ [আমাকর্ত্তৃক] (কথিত হইল)। অথ (অনন্তর) বেদগর্ভঃ (ব্রহ্মা) যথা (যে প্রকারে) অস্রাক্ষীৎ (সৃষ্টি করিয়াছেন), [তাহা] মে (আমার নিকটে) নিবোধ (শ্রবণ কর) ॥ ১ ॥

আদিকৃৎ (ব্রহ্মা) অগ্রে (সৃষ্টির প্রারম্ভে) তমঃ (আত্মা, অনাত্মা ও পরমাত্মস্বরূপাদির অজ্ঞানতা), মোহং চ (বিপরীত জ্ঞান), মহামোহং চ (ভোগেচ্ছা), তামিস্রং চ (ভোগেচ্ছার বাধায় ক্রোধ) অথ অন্ধতামিস্রং (ও ভোগেচ্ছার নাশে আমিই বিনষ্ট হইলাম এই প্রকার বুদ্ধি) সসর্জ্জ (সৃষ্টি করিলেন); এতাঃ অজ্ঞানবৃত্তয়ঃ (ইহারা অজ্ঞানের বৃত্তি) ॥ ২ ॥

অনুবাদ

মৈত্রেয়ঋষি বলিলেন—হে বিদুর! পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পরমাত্মার কালশক্তির মহিমা তোমার নিকটে বর্ণনা করিলাম। এক্ষণে বেদগর্ভ ব্রহ্মা যে প্রকারে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১ ॥

ব্রহ্মা সৃষ্টির প্রারম্ভে তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র এই পাঁচটি সৃষ্টি করিলেন; ইহারা অজ্ঞানের বৃত্তি। তাহার মধ্যে তম—আত্মা, অনাত্মা ও পরমাত্মবিষয়ে অজ্ঞানতা; মোহ—বিপরীত জ্ঞান, মহামোহ—ভোগেচ্ছা, তামিস্র—ভোগেচ্ছার বাধায় ক্রোধ; অন্ধতামিস্র—ভোগেচ্ছার নাশে আমিই বিনষ্ট হইলাম এই প্রকার বুদ্ধি ॥ ২ ॥

টীকা

উক্তানুবাদপূর্ব্বকং পুনশ্চতুরাননকৃতাং সৃষ্টিং বক্তুং প্রতিজানীতে—ইতীতি ॥ ১ ॥ আদিকৃৎ ব্রহ্মা অগ্রে অন্ধতামিস্রাদীন্ সসর্জ্জ। অজ্ঞানবৃত্তয়ঃ অজ্ঞানস্যানাদিত্বাৎ অবিবেকস্য বৃত্তয়ঃ। তত্র তমো নাম আত্মানাত্মপরমাত্মস্বরূপাণ্যবিবেকঃ। মোহো যোগ্যাযোগ্যয়োর্বৈপরীত্যেন মনসঃ প্রবৃত্তিঃ, মহামোহো গ্রাম্যভোগেচ্ছা, তামিস্রঃ তৎপ্রতিঘাতে ক্রোধঃ, অন্ধতামিস্রঃ তন্নাশে অহমেব মৃত ইতি বুদ্ধিঃ। তথোক্তং বৈষ্ণবে "তমোঽবিবেকো মোহঃ স্যাদন্তঃকরণবিভ্রমঃ। মহামোহস্তু বিজ্ঞেয়ো গ্রাম্যভোগসুখৈষণা ॥ মরণং হ্যন্ধতামিস্রস্তামিস্রঃ ক্রোধ উচ্যতে। অবিদ্যা পঞ্চপর্ব্বৈষা প্রাদুর্ভূতা মহাত্মন" ইতি ॥২॥ আত্মানং তাদৃশসৃষ্টিকর্ত্তারং স্বাত্মানং ন বহু অমন্যত ন সমীচীনমমন্যত। তদনন্তরং ভগবদ্ধ্যানপূতেনে-

দৃষ্ট্বা পাপীয়সীং সৃষ্টিং নাত্মানং বহ্বমন্যত।
ভগবদ্ধ্যানপূতেন মনসান্যাংস্ততোঽসৃজৎ ॥ ৩ ॥
সনকঞ্চ সনন্দঞ্চ সনাতনমথাত্মভূঃ।
সনৎকুমারঞ্চ মুনীন্ নিষ্ক্রিয়ানূর্দ্ধরেতসঃ ॥ ৪ ॥
তান্ বভাষে স্বভূঃ পুত্রান্ প্রজাঃ সৃজত পুত্রকাঃ।
তন্নৈচ্ছন্মোক্ষধর্ম্মাণো বাসুদেবপরায়ণাঃ ॥ ৫ ॥
সোঽবধ্যাতঃ সুতৈরেবং প্রত্যাখ্যাতানুশাসনৈঃ।
ক্রোধং দুর্ব্বিষহং জাতং নিয়ন্তুমুপচক্রমে ॥ ৬ ॥

অন্বয়

(ব্রহ্মা) পাপীয়সীং সৃষ্টিং দৃষ্ট্বা (অজ্ঞানবৃত্তির সৃষ্টি দর্শন করিয়া) আত্মানং (নিজ কার্য্যকে) ন বহু অমন্যত (সমীচীন বলিয়া মনে করিলেন না)। ততঃ (অনন্তর) ভগবদ্ধ্যানপূতেন মনসা (ভগবানের ধ্যান করিয়া পবিত্র হৃদয়ে) অন্যান্ (অন্য প্রকার) অসৃজৎ (সৃষ্টি করিলেন) ॥ ৩ ॥

[কাহাকে সৃষ্টি করিলেন, তাহাই বলিতেছেন] আত্মভূঃ (ব্রহ্মা) নিষ্ক্রিয়ান্ (নিবৃত্তিধর্ম্মপরায়ণ) ঊর্দ্ধরেতসঃ (জিতেন্দ্রিয়) সনকং চ সনন্দং চ সনাতনম্ অথ সনৎকুমারং চ (সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার) মুনীন্ (এই সকল ঋষিগণকে) [অসৃজৎ] (সৃষ্টি করিলেন) ॥ ৪ ॥

স্বভূঃ (ব্রহ্মা) তান্ পুত্রান্ (সেই পুত্রগণকে) বভাষে (বলিলেন) পুত্রকাঃ! (হে পুত্রগণ!) [তোমরা] প্রজাঃ সৃজত (প্রজা সৃষ্টি কর); [কিন্তু] মোক্ষধর্ম্মাণঃ (নিবৃত্তিধর্ম্মনিষ্ঠ) বাসুদেবপরায়ণাঃ (বাসুদেবপরায়ণ সেই সনকাদি মুনিগণ) তৎ (তাহা) ন ঐচ্ছন্ (ইচ্ছা করিলেন না) ॥ ৫ ॥

সঃ (সেই ব্রহ্মা) প্রত্যাখ্যাতানুশাসনৈঃ (আদেশ লঙ্ঘনকারী) সুতৈঃ (পুত্রগণকর্ত্তৃক) এবং

অনুবাদ

ব্রহ্মা অজ্ঞানবৃত্তির সৃষ্টি দর্শন করিয়া নিজ কার্য্যকে সমীচীন বলিয়া মনে করিলেন না। অতঃপর তিনি ভগবানের ধ্যান করিয়া পবিত্র হৃদয়ে অন্যপ্রকার সৃষ্টি করিলেন ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মা প্রবৃত্তিধর্ম্মবর্জ্জিত অর্থাৎ নিষ্কামী জিতেন্দ্রিয় সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার নামক চারিজন মুনিকে সৃষ্টি করিলেন ॥ ৪ ॥

ব্রহ্মা পুত্রগণকে বলিলেন—হে পুত্রগণ! তোমরা প্রজা সৃষ্টি কর; কিন্তু নিবৃত্তি-ধর্ম্মনিষ্ঠ ও বাসুদেবপরায়ণ সেই সনকাদি মুনিগণ তাহা ইচ্ছা করিলেন না অর্থাৎ প্রজা সৃষ্টি করিতে তাঁহাদের প্রবৃত্তি হইল না ॥ ৫ ॥

ব্রহ্মা আদেশলঙ্ঘনকারী পুত্রগণকর্ত্তৃক এইরূপে অবজ্ঞাত হইলে তাঁহার অসহনীয় ক্রোধ উৎপন্ন হইল; তখন তিনি সেই দুঃসহ ক্রোধ প্রশমিত করিতে চেষ্টা করিলেন ॥ ৬ ॥

টীকা

ত্যনেন ভগবন্তং তমেব পুত্রত্বেন প্রার্থয়ামাসেতি গম্যতে। নৈষ্ঠিকান্ প্রবৃত্তিধর্ম্মবিবর্জ্জিতান্, যদ্যপি প্রতিকল্পং সনকাদিসৃষ্টির্নাস্তি, তথাপি ব্রহ্মসর্গত্বাদত্রোচ্যতে। বস্তুতস্তু প্রতিকল্পং মুখ্যসর্গাদয়ো ভবন্তি। সনকাদয়স্তু ব্রহ্মকল্পাবির্ভূতা এব অনুবর্ত্তন্তে ॥ ৩ ॥ ৪ ॥ ৫ ॥ প্রত্যাখ্যাতমুপেক্ষিতমনুশাসনং যৈঃ,

ধিয়া নিগৃহ্যমাণোঽপি ভ্রুবোর্ম্মধ্যাৎ প্রজাপতেঃ।
সদ্যোঽজায়ত তন্মন্যুঃ কুমারো নীললোহিতঃ ॥ ৭ ॥
স বৈ রুরোদ দেবানাং পূর্ব্বজো ভগবান্ ভবঃ।
নামানি কুরু মে ধাতঃ! স্থানানি চ জগদ্‌গুরো! ॥ ৮ ॥
ইতি তস্য বচঃ পাদ্মো ভগবান্ পরিপালয়ন্।
অভ্যধাদ্ভদ্রয়া বাচা মা রোদীস্তৎ করোমি তে ॥ ৯ ॥

অন্বয়

(এই প্রকারে) অবধ্যাতঃ [সন্] (অবজ্ঞাত হইয়া) জাতং (সমুৎপন্ন) দুর্ব্বিষহং (দুঃসহ) ক্রোধং (কোপ) নিয়ন্তুং (সংযত করিতে) উপচক্রমে (চেষ্টা করিলেন) ॥ ৬ ॥

ধিয়া (ব্রহ্মার বিবেকদ্বারা) নিগৃহ্যমাণঃ অপি (নিগৃহীত হইয়াও) তন্মন্যুঃ (সেই ক্রোধ) প্রজাপতেঃ (ব্রহ্মার) ভ্রুবোঃ মধ্যাৎ (ভ্রূযুগলের মধ্য হইতে) নীললোহিতঃ কুমারঃ (নীললোহিত বর্ণবিশিষ্ট কুমাররূপে) সদ্যঃ অজায়ত (তৎক্ষণাৎ উৎপন্ন হইল) ॥ ৭ ॥

সঃ বৈ (সেই) দেবানাং পূর্ব্বজঃ (দেবতাগণের অগ্রজ) ভগবান্ ভবঃ (ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভব) ধাতঃ! (হে বিধাতঃ!) জগদ্‌গুরো! (হে জগদ্‌গুরো!) মে (আমার) নামানি (নামসকল) স্থানানি চ (ও স্থানসমূহ) কুরু (বিধান করুন) [ইতি উক্ত্বা] রুরোদ (ইহা বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন) ॥ ৮ ॥

ভগবান পাদ্মঃ (ভগবান্ কমলযোনি ব্রহ্মা) তস্য (সেই ভবের) ইতি বচঃ (পূর্ব্বোক্ত বাক্য) পরিপালয়ন (রক্ষা করতঃ) ভদ্রয়া বাচা (কল্যাণকর বাক্যে) অভ্যধাৎ (বলিলেন) [হে বৎস!] মা রোদীঃ (রোদন করিও না), তে (তোমার) তৎ (অভিলষিত নাম ও স্থান) [আমি] করোমি (বিধান করিতেছি) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ

ব্রহ্মার বিবেকদ্বারা নিগৃহীত হইয়াও সেই ক্রোধ ব্রহ্মার ভ্রূযুগলের মধ্য হইতে নীললোহিত বর্ণবিশিষ্ট কুমাররূপে তৎক্ষণাৎ উৎপন্ন হইল ॥ ৭ ॥

দেবগণের অগ্রজ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভব [ব্রহ্মার ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হইয়া] "হে বিধাতঃ! হে জগদ্‌গুরো! আমার নাম সকল ও স্থানসমূহ বিধান করুন" ইহা বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥

অনন্তর ভগবান্ কমলযোনি ব্রহ্মা ভবের পূর্ব্বোক্ত প্রার্থনা পরিপূরণ করিতে ইচ্ছা করিয়া মঙ্গলময় বাক্যে বলিতে লাগিলেন—হে বৎস! তুমি রোদন করিও না; তোমার প্রার্থিত নাম ও স্থান আমি বিধান করিতেছি ॥ ৯ ॥

টীকা

এতাবতা এব অবধ্যাতঃ অবজ্ঞাতঃ ॥৬॥ স চাসৌ মন্যুশ্চ তন্মন্যুঃ সদ্যঃ কুমারঃ অজায়ত ॥৭॥৮॥৯॥১০॥

যদরোদীঃ সুরশ্রেষ্ঠ ! সোদ্বেগ ইব বালকঃ।
অতস্ত্বামভিধাস্যন্তি নাম্না রুদ্র ইতি প্রজাঃ ॥ ১০ ॥
হৃদিন্দ্রিয়াণ্যসুর্ব্ব্যোম বায়ুরগ্নির্জ্জলং মহী।
সূর্য্যশ্চন্দ্রস্তপশ্চৈব স্থানান্যগ্রে কৃতানি মে ॥১১॥
মন্যুর্ম্মনুর্ম্মহিনসো মহাঞ্ছিব ঋতধ্বজঃ।
উগ্ররেতা ভবঃ কালো বামদেবো ধৃতব্রতঃ ॥ ১২ ॥
ধীর্ধৃতিরুশনোমা চ নিযুৎসর্পিরিলাম্বিকা।
ইরাবতী স্বধা দীক্ষা রুদ্রাণ্যো রুদ্র ! তে স্ত্রিয়ঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়

সুরশ্রেষ্ঠ ! (হে দেবশ্রেষ্ঠ !) যৎ (যেহেতু) [তুমি] বালকঃ ইব (বালকের ন্যায়) সোদ্বেগঃ (উৎকণ্ঠার সহিত) অরোদীঃ (রোদন করিতেছ), অতঃ (অতএব) প্রজাঃ (লোকসকল) ত্বাং (তোমাকে) রুদ্র ইতি নাম্না (রুদ্র এই নামে) অভিধাস্যন্তি (ডাকিবে) ॥ ১০ ॥

[হে বৎস !] হৃৎ (হৃদয়), ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সমূহ), অসুঃ (প্রাণ), ব্যোম (আকাশ), বায়ুঃ, অগ্নিঃ, জলং, মহী, সূর্য্যঃ, চন্দ্রঃ, তপঃ চ এব [ইতি এতানি] (এই সকল) স্থানানি (স্থান) মে (আমাকর্ত্তৃক) অগ্রে (পূর্ব্বেই) [তোমার জন্য] কৃতানি (বিহিত হইয়াছে) ॥ ১১ ॥

মন্যুঃ, মনুঃ, মহিনসঃ, মহান্, শিবঃ, ঋতধ্বজঃ, উগ্ররেতাঃ, ভবঃ, কালঃ, বামদেবঃ, ধৃতব্রতঃ [এই সকল তোমার নাম] ॥ ১২ ॥

রুদ্র ! (হে রুদ্র !) ধীঃ, ধৃতিঃ, উশনা, উমা, নিযুৎ, সর্পিঃ, ইলা, অম্বিকা, ইরাবতী, স্বধা চ দীক্ষা [এই সকল] রুদ্রাণ্যঃ (রুদ্রাণী) তে (তোমার) স্ত্রিয়ঃ (পত্নী) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ

হে সুরশ্রেষ্ঠ ! যেহেতু তুমি বালকের ন্যায় উৎকণ্ঠিত হইয়া রোদন করিতেছ, অতএব লোক সকল তোমাকে "রুদ্র" এই নামে ডাকিবে ॥ ১০ ॥

হে বৎস ! হৃদয়, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, সূর্য্য, চন্দ্র ও তপস্যা এই সকল স্থান আমি পূর্ব্বেই তোমার জন্য স্থির করিয়া রাখিয়াছি ॥ ১১ ॥

মন্যু, মনু, মহিনস, মহান, শিব, ঋতধ্বজ, উগ্ররেতা, ভব, কাল, বামদেব ও ধৃতব্রত এই সকল তোমার নাম ॥ ১২ ॥

হে রুদ্র ! ধী, ধৃতি, উশনা, উমা, নিযুৎ, সর্পি, ইলা, অম্বিকা, ইরাবতী, স্বধা ও দীক্ষা এই একাদশ রুদ্রাণী তোমার পত্নী ॥ ১৩ ॥

টীকা

মে ময়া ॥১১॥১২॥১৩॥ এতানি ময়া দত্তানি স্থানানি চকারাৎ কলত্রাণি গৃহাণ। সঘোষণঃ সস্ত্রীকঃ এভিঃ

গৃহাণৈতানি নামানি স্থানানি চ সযোষণঃ।
এভিঃ সৃজ প্রজা বহ্বীঃ প্রজানামসি যৎ পতিঃ ॥ ১৪ ॥
ইত্যাদিষ্টঃ স্বগুরুণা ভগবান্ নীললোহিতঃ।
সত্ত্বাকৃতিস্বভাবেন সসর্জ্জাত্মসমাঃ প্রজাঃ ॥ ১৫ ॥
রুদ্রাণাং রুদ্রসৃষ্টানাং সমন্তাদ্ গ্রসতাং জগৎ।
নিশাম্যাসংখ্যশো যূথান্ প্রজাপতিরশঙ্কত ॥ ১৬ ॥
অলং প্রজাভিঃ সৃষ্টাভিরীদৃশীভিঃ সুরোত্তম!।
ময়া সহ দহন্তীভির্দ্দিশশ্চক্ষুর্ভিরুল্বণৈঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়

[তুমি] এতানি নামানি স্থানানি চ (এই সকল নাম, স্থান ও পত্নীকে) গৃহাণ (গ্রহণ কর) [এবং] সযোষণঃ (সস্ত্রীক তুমি) এভিঃ (এই স্থান ও নামসমূহ প্রাপ্ত হইয়া) বহ্বীঃ প্রজাঃ (বহু সংখ্যক প্রজা) সৃজ (সৃষ্টি কর); যৎ (যেহেতু) [তুমি] প্রজানাং পতিঃ অসি (প্রজাপতিরূপে সৃষ্ট হইয়াছ) ॥ ১৪ ॥

স্বগুরুণা (স্বীয় পিতা ব্রহ্মাকর্তৃক) ইতি আদিষ্টঃ (এই প্রকারে আদিষ্ট হইয়া) ভগবান্ নীললোহিতঃ (ভগবান্ নীললোহিত রুদ্র) সত্ত্বাকৃতিস্বভাবেন (স্বীয় বল,নীললোহিত আকৃতি ও উগ্র স্বভাবে) আত্মসমাঃ (নিজের অনুরূপ) প্রজাঃ (প্রজা সকল) সসর্জ্জ (সৃষ্টি করিলেন) ॥ ১৫ ॥

প্রজাপতিঃ (ব্রহ্মা) রুদ্রসৃষ্টানাং (রুদ্রকর্তৃক সৃষ্ট) সমন্তাৎ (চারিদিকে) জগৎ গ্রসতাং (জগৎ আক্রমণকারী) রুদ্রাণাং (রুদ্রমূর্ত্তি সকলের) অসংখ্যশঃ যূথান্ (অসংখ্য দল) নিশাম্য (দর্শন করিয়া) অশঙ্কত (ত্রাসপ্রাপ্ত হইলেন) ॥ ১৬ ॥

[এই প্রকার ত্রাস প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মা রুদ্রকে বলিলেন] সুরোত্তম! (হে দেবশ্রেষ্ঠ রুদ্র!) উল্বণৈঃ (ভয়ঙ্কর) চক্ষুর্ভিঃ (দৃষ্টিদ্বারা) ময়া সহ (আমার সহিত) দিশঃ (দিক্‌সমূহ) দহন্তীভিঃ (দগ্ধকারী) ঈদৃশীভিঃ (এই প্রকার) সৃষ্টাভিঃ প্রজাভিঃ (প্রজাগণে) অলম্ (আর প্রয়োজন নাই) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ

হে বৎস! তুমি মৎপ্রদত্ত এই সকল নাম, স্থান ও পত্নী গ্রহণ কর এবং সস্ত্রীক তুমি এই স্থান ও নামসমূহ প্রাপ্ত হইয়া বহুসংখ্যক প্রজা সৃষ্টি কর; কারণ তুমি প্রজাপতিরূপে সৃষ্ট হইয়াছ ॥ ১৪ ॥

অনন্তর স্বীয় পিতা ব্রহ্মাকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া ভগবান্ নীললোহিত রুদ্র স্বীয় বল, আকৃতি ও উগ্রস্বভাবে নিজের অনুরূপ প্রজা সকল সৃষ্টি করিলেন ॥ ১৫ ॥

প্রজাপতি ব্রহ্মা রুদ্রসৃষ্ট জগৎ আক্রমণকারী রুদ্রমূর্ত্তি সকলের অসংখ্য দল দর্শন করিয়া ত্রাস প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১৬ ॥

এই প্রকার ত্রাস প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মা সেই রুদ্রদেবকে বলিলেন—হে দেবশ্রেষ্ঠ রুদ্র!

টীকা

স্থানৈর্নামভিশ্চ যুতঃ প্রজাঃ সৃজ ॥ ১৪ ॥ গুরুণা পিত্রা আদিষ্টঃ আজ্ঞপ্তঃ সত্ত্বেন বলেন আকৃত্যা নীললোহিত-তয়া স্বভাবেনোগ্রত্বেন হেতুনা আত্মসমাঃ প্রজাঃ সসর্জ্জ ॥১৫॥ নিশাম্য দৃষ্ট্বা অশঙ্কত ত্রাসং প্রাপ্তঃ ॥১৬॥১৭॥

তপ আতিষ্ঠ ভদ্রং তে সর্ব্বভূতসুখাবহম্ ।
তপসৈব যথা পূর্ব্বং স্রষ্টা বিশ্বমিদং ভবান্ ॥ ১৮ ॥
তপসৈব পরং জ্যোতির্ভগবন্তমধোক্ষজম্ ।
সর্ব্বভূতগুহাবাসমঞ্জসা বিন্দতে পুমান্ ॥ ১৯ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ

এবমাত্মভুবাদিষ্টঃ পরিক্রম্য গিরাং পতিম্ ।
বাঢ়মিত্যমুমামন্ত্র্য বিবেশ তপসে বনম্ ॥ ২০ ॥

অন্বয়

[হে রুদ্র! তুমি] সর্ব্বভূতসুখাবহং (প্রাণিগণের কল্যাণকর) তপঃ আতিষ্ঠ (তপস্যার অনুষ্ঠান কর); [তাহাতে] তে (তোমার) ভদ্রং (মঙ্গল হইবে)। তপসা এব (তপস্যার দ্বারাই) ভবান্ (তুমি) ইদং বিশ্বং (এই বিশ্ব) যথা পূর্ব্বং (পূর্ব্বসৃষ্টির ন্যায়) স্রষ্টা (সৃষ্টি করিবে) ॥ ১৮ ॥

[হে রুদ্র!] পুমান্ (জীব) তপসা এব (তপস্যাদ্বারাই) সর্ব্বভূতগুহাবাসং (সর্ব্বপ্রাণীর হৃদয়ে অবস্থিত) পরং জ্যোতিঃ (পরমজ্যোতিঃস্বরূপ) ভগবন্তম্ অধোক্ষজম্ (ভগবান্ শ্রীহরিকে) অঞ্জসা (সাক্ষাৎ) বিন্দতে (প্রাপ্ত হইয়া থাকে) ॥ ১৯ ॥

শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ (মৈত্রেয়ঋষি বলিলেন) [হে বিদুর!] এবং (এই প্রকারে) আত্মভুবা (ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক) আদিষ্টঃ (আদিষ্ট হইয়া রুদ্রদেব) বাঢম্ ইতি অমুম্ আমন্ত্র্য ("তাহাই হউক" এই প্রকার বলিয়া) গিরাং পতিং (ব্রহ্মাকে) পরিক্রম্য (প্রদক্ষিণ করিয়া) তপসে (তপস্যার নিমিত্ত) বনম্ বিবেশ (বনে প্রবেশ করিলেন) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ

তুমি যে সকল প্রজার সৃষ্টি করিয়াছ, ইহাদের ভয়ঙ্কর দৃষ্টির দ্বারা আমার সহিত দিকসমূহ যেন দগ্ধ হইতেছে; অতএব এই প্রকার প্রজাসৃষ্টির আর প্রয়োজন নাই; তুমি বিরত হও ॥ ১৭ ॥

হে রুদ্র! তুমি প্রাণিগণের কল্যাণকর তপস্যার অনুষ্ঠান কর; তাহাতেই তোমার মঙ্গল হইবে। তপস্যার দ্বারাই তুমি এই বিশ্ব পূর্ব্বসৃষ্টির ন্যায় সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইবে ॥ ১৮ ॥

হে রুদ্র! জীব তপস্যাদ্বারাই সর্ব্বপ্রাণীর হৃদয়বিহারী সাক্ষাৎ পরমজ্যোতিঃস্বরূপ ভগবান্ শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

মৈত্রেয়ঋষি বলিলেন হে বিদুর! এই প্রকারে ব্রহ্মাকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া রুদ্রদেব "তাহাই হউক" এই প্রকার বলিয়া ব্রহ্মাকে প্রদক্ষিণ করতঃ তপস্যার নিমিত্ত বনে গমন করিলেন ॥ ২০ ॥

অথাভিধ্যায়তঃ সর্গং দশ পুত্রাঃ প্রজজ্ঞিরে।
ভগবচ্ছক্তিযুক্তস্য লোকসন্তানহেতবঃ ॥ ২১ ॥
মরীচিরত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।
ভৃগুর্ব্বশিষ্ঠো দক্ষশ্চ দশমস্তত্র নারদঃ ॥ ২২ ॥
উৎসঙ্গান্নারদো জজ্ঞে দক্ষোঽঙ্গুষ্ঠাৎ স্বয়ম্ভুবঃ।
প্রাণাদ্বশিষ্ঠঃ সঞ্জাতো ভৃগুস্ত্বচি করাৎ ক্রতুঃ ॥ ২৩ ॥
পুলহো নাভিতো জজ্ঞে পুলস্ত্যঃ কর্ণয়োঋষিঃ।
অঙ্গিরা মুখতোঽক্ষ্ণোঽত্রির্মরীচির্মনসোঽভবৎ ॥ ২৪ ॥
ধর্ম্মঃ স্তনাদ্দক্ষিণতো যত্র নারায়ণঃ স্বয়ম্।
অধর্ম্মঃ পৃষ্ঠতো যস্মান্মৃত্যুর্লোকভয়ঙ্করঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়

অথ (অনন্তর) [অর্থাৎ রুদ্রদেব চলিয়া গেলে] সর্গং (সৃষ্টি) অভিধ্যায়তঃ (চিন্তাকারী) ভগবচ্ছক্তিযুক্তস্য (ভগবৎশক্তিশালী ব্রহ্মার) লোকসন্তানহেতবঃ (লোকপ্রবাহের মূল) দশ পুত্রাঃ (দশটি পুত্র) প্রজজ্ঞিরে (উৎপন্ন হইল) ॥ ২১ ॥

মরীচিঃ, অত্রি-অঙ্গিরসৌ, পুলস্ত্যঃ, পুলহঃ, ক্রতুঃ, ভৃগুঃ, বশিষ্ঠঃ দক্ষঃ চ তত্র নারদঃ দশমঃ ॥ ২২ ॥

[তাঁহাদের মধ্যে] নারদঃ (নারদঋষি) স্বয়ম্ভুবঃ (ব্রহ্মার) উৎসঙ্গাৎ (ক্রোড়দেশ হইতে) জজ্ঞে (উৎপন্ন হইয়াছেন), দক্ষঃ (দক্ষ প্রজাপতি) অঙ্গুষ্ঠাৎ (অঙ্গুষ্ঠ হইতে) [জজ্ঞে] (উৎপন্ন হইয়াছেন), বশিষ্ঠঃ প্রাণাৎ (বশিষ্ঠ প্রাণ হইতে) সঞ্জাতঃ (উৎপন্ন হইয়াছেন); ভৃগুঃ ত্বচি (ভৃগু ত্বক্ হইতে) [উৎপন্ন হইয়াছেন]; ক্রতুঃ করাৎ (ক্রতু হস্ত হইতে) [উৎপন্ন হইয়াছেন]; পুলহঃ নাভিতঃ জজ্ঞে (পুলহ নাভি হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন); পুলস্ত্যঃ ঋষিঃ কর্ণয়োঃ (পুলস্ত্য ঋষি কর্ণদ্বয় হইতে) [উৎপন্ন হইয়াছেন]; অঙ্গিরা মুখতঃ (অঙ্গিরা ঋষি মুখ হইতে) [উৎপন্ন হইয়াছেন]; অত্রিঃ অক্ষ্ণোঃ (অত্রিঋষি চক্ষু হইতে) [উৎপন্ন হইয়াছেন]; মরীচিঃ মনসঃ অভবৎ (মরীচি ঋষি মন হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন) ॥ ২৩-২৪ ॥

[ব্রহ্মার] দক্ষিণতঃ স্তনাৎ (দক্ষিণ স্তন হইতে) ধর্ম্মঃ (ধর্ম্ম) [উৎপন্ন হইল]; যত্র (এই ধর্ম্মে)

অনুবাদ

রুদ্রদেব তপস্যার নিমিত্ত বনে গমন করিলে পুনরায় সৃষ্টি বিষয়ে চিন্তাশীল ও ভগবচ্ছক্তিযুক্ত ব্রহ্মার দেহ হইতে লোকপ্রবাহের মূল দশটি পুত্র উৎপন্ন হইল ॥ ২১ ॥

মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ, দক্ষ ও নারদ এই দশজন পুত্র উৎপন্ন হইল ॥ ২২ ॥

তাঁহাদের মধ্যে ব্রহ্মার ক্রোড়দেশ হইতে নারদ, অঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষ, প্রাণ হইতে বশিষ্ঠ, ত্বক্ হইতে ভৃগু, কর হইতে ক্রতু, নাভি হইতে পুলহ, কর্ণদ্বয় হইতে পুলস্ত্য, মুখ হইতে অঙ্গিরা, চক্ষু হইতে অত্রি ও মন হইতে মরীচি ঋষি উৎপন্ন হইয়াছেন ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥

তখন ব্রহ্মার দক্ষিণ স্তনদেশ হইতে ধর্ম্ম উৎপন্ন হইল; এই ধর্ম্মে স্বয়ং নারায়ণ

হৃদি কামো ভ্রুবোঃ ক্রোধো লোভশ্চাধরদচ্ছদাৎ।
আস্যাদ্‌বাক্ সিন্ধবো মেঢ্রান্নির্ঋতিঃ পায়োরঘাশ্রয়ঃ ॥ ২৬ ॥
ছায়ায়াঃ কর্দ্দমো জজ্ঞে দেবহূত্যাঃ পতিঃ প্রভুঃ।
মনসো দেহতশ্চেদং জজ্ঞে বিশ্বকৃতো জগৎ ॥ ২৭ ॥
বাচং দুহিতরং তন্বীং স্বয়ম্ভূর্হরতীং মনঃ।
অকামাং চকমে ক্ষত্তঃ! সকাম ইতি নঃ শ্রুতম্ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়

স্বয়ং নারায়ণঃ (স্বয়ং নারায়ণ) [বিদ্যমান আছেন]। **পৃষ্ঠতঃ** (ব্রহ্মার পৃষ্ঠদেশ হইতে) **অধর্ম্মঃ** (অধর্ম্ম) [উৎপন্ন হইল]; **যস্মাৎ** (এই অধর্ম্মে) **লোকভয়ঙ্করঃ মৃত্যুঃ** (লোকসমূহের ভয়াবহ মৃত্যু) [অবস্থান করিতেছে] ॥ ২২ ॥

[ব্রহ্মার] **হৃদি** (হৃদয় হইতে) **কামঃ** (কাম), **ভ্রুবোঃ ক্রোধঃ** (ভ্রূদ্বয় হইতে ক্রোধ), **অধরদচ্ছদাৎ** (অধরোষ্ঠ হইতে) **লোভঃ চ** (লোভ), **আস্যাৎ বাক্** (মুখ হইতে বাগধিষ্ঠাত্রী দেবতা), **মেঢ্রাৎ সিন্ধবঃ** (মেঢ্রস্থান হইতে সমুদ্র সকল), **পায়োঃ** (গুদ হইতে) **অঘাশ্রয়ঃ নির্ঋতিঃ** (পাপাশ্রয় রাক্ষস) [উৎপন্ন হইল] ॥২৬॥

[ব্রহ্মার] **ছায়ায়াঃ** (ছায়া হইতে) **দেবহূত্যাঃ** (কপিলের মাতা দেবহূতির) **পতিঃ** (স্বামী) **প্রভুঃ কর্দ্দমঃ** (শক্তিশালী কর্দ্দমঋষি) **জজ্ঞে** (উৎপন্ন হইলেন)। **বিশ্বকৃতঃ** (এইরূপে ব্রহ্মার) **মনসঃ দেহতঃ চ** (মন ও দেহ হইতে) **ইদং জগৎ** (এই জগৎ) **জজ্ঞে** (উৎপন্ন হইল) ॥ ২৭ ॥

ক্ষত্তঃ! (হে বিদুর!) **স্বয়ম্ভূঃ** (ব্রহ্মা) **সকামঃ** (সৃষ্টিবৃদ্ধি করিতে সঙ্কল্প করিয়া) **মনঃ হরতীং** (মনোহারিণী) **তন্বীং** (সুন্দরী) **অকামাং** (কামভাবরহিতা) **দুহিতরং** (নিজকন্যা) **বাচং** (বাগধিষ্ঠাত্রী দেবতা সরস্বতীকে) **চকমে** (কামনা করিয়াছিলেন) **ইতি** (ইহা) **নঃ শ্রুতম্** (আমরা শুনিয়াছি) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ

বিদ্যমান আছেন। ব্রহ্মার পৃষ্ঠদেশ হইতে অধর্ম্ম উৎপন্ন হইল; এই অধর্ম্মে লোকের ভয়াবহ মৃত্যু অবস্থান করিতেছে ॥ ২৫ ॥

ব্রহ্মার হৃদয় হইতে কাম, ভ্রূদ্বয় হইতে ক্রোধ, অধরোষ্ঠ হইতে লোভ, মুখ হইতে বাগধিষ্ঠাত্রী দেবতা, মেঢ্রস্থান হইতে সমুদ্র সকল ও গুহ্য হইতে পাপাশ্রয় রাক্ষস উৎপন্ন হইল ॥ ২৬ ॥

ব্রহ্মার ছায়া হইতে কপিলমাতা দেবহূতির পতি কর্দ্দমঋষি উৎপন্ন হইলেন। এইরূপে বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মার মন ও দেহ হইতে এই জগৎ উৎপন্ন হইল ॥ ২৭ ॥

মৈত্রেয়ঋষি বলিলেন—হে বিদুর! আমরা শুনিয়াছি ব্রহ্মা সৃষ্টি বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছুক হইয়া মনোহারিণী সুন্দরী নিজকন্যা সরস্বতীকে কামনা করিয়াছিলেন; সরস্বতী কামভাব-রহিতা অর্থাৎ পবিত্রাই ছিলেন ॥ ২৮ ॥

টীকা

স্রষ্টা স্রক্ষ্যতি ॥ ১৮—২৫ ॥ **অঘাশ্রয়ঃ পাপাশ্রয়ঃ** ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥

তমধর্ম্মে কৃতমতিং বিলোক্য পিতরং সুতাঃ।
মরীচিমুখ্যা মুনয়ো বিশ্রম্ভাৎ প্রত্যবোধয়ন্ ॥ ২৯ ॥
নৈতৎ পূর্ব্বৈঃ কৃতং ত্বদ্ যে ন করিষ্যন্তি চাপরে।
যস্ত্বং দুহিতরং গচ্ছেরনিগৃহ্যাঙ্গজং প্রভুঃ ॥ ৩০ ॥
তেজীয়সামপি হ্যেতন্ন সুশ্লোক্যং জগদ্‌গুরো!।
যদ্‌বৃত্তমনুতিষ্ঠন্ বৈ লোকঃ ক্ষেমায় কল্পতে ॥ ৩১ ॥

অন্বয়

সুতাঃ (পুত্র) মরীচিমুখ্যাঃ মুনয়ঃ (মরীচিপ্রমুখ মুনিগণ) তং পিতরং (পিতাকে) অধর্ম্মে কৃতমতিং (অধর্ম্মে অর্থাৎ পাপজনক কুকর্ম্মে আসক্তচিত্ত) বিলোক্য (দেখিয়া) বিশ্রম্ভাৎ ("ন্যায়সঙ্গতবাক্য অবশ্যই রক্ষা করিবেন" এই বিশ্বাস হেতু) প্রত্যবোধয়ন্ (নিবেদন করিলেন) ॥ ২৯ ॥

যঃ ত্বং (আপনি) প্রভুঃ (ধর্ম্মমর্য্যাদাপালনকারী হইয়াও) অঙ্গজং (কামকে) অনিগৃহ্য (সংযত না করিয়াই) দুহিতরং গচ্ছেঃ (স্বীয় কন্যাকে ইচ্ছা করিয়াছেন), এতৎ (ইহা) ত্বৎ পূর্ব্বৈঃ (আপনার পূর্ব্ববর্ত্তী কেহ) ন কৃতম্ (করেন নাই); যে চ অপরে (যাহারা পরবর্ত্তীকালে হইবেন), [তাহারাও] ন করিষ্যন্তি (করিবেন না) ॥ ৩০ ॥

[হে] জগদ্‌গুরো! তেজীয়সাম্ অপি (তেজস্বিগণেরও) এতৎ (ইহা) ন সুশ্লোক্যম্ (প্রশংসনীয় নহে); হি (কারণ) যদ্‌বৃত্তম্ (তেজস্বী আপনাদের চরিত্রের) অনুতিষ্ঠন্ বৈ (অনুকরণ করিয়াই) লোকঃ ক্ষেমায় কল্পতে (লোকসকল শ্রেয়োলাভ করিবে) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ

অনন্তর ব্রহ্মার পুত্র মরীচিপ্রমুখ মুনিগণ স্বীয় পিতাকে এইরূপ পাপজনক কুকর্ম্মে আসক্তচিত্ত অবলোকন করিয়া "ন্যায়সঙ্গত বাক্য অবশ্যই গ্রহণ করিবেন" এই বিশ্বাসহেতু বলিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥

হে পিতঃ! আপনি ধর্ম্মমর্য্যাদাপালনকারী হইয়াও কামকে সংযত না করিয়াই স্বীয় কন্যাকে কামনা করিতেছেন; এই প্রকার পাপকার্য্য আপনার পূর্ব্ববর্ত্তী কেহ করেন নাই এবং যাহারা ভবিষ্যৎকালে জন্মিবেন, তাহারাও করিবেন না ॥ ৩০ ॥

হে জগদ্‌গুরো! তেজস্বিগণেরও এই পাপজনক কার্য্য প্রশংসনীয় নহে অর্থাৎ তেজস্বিগণকে যদিও এই পাপ স্পর্শ না করুক, তথাপি তাহা প্রশংসনীয় নহে; কারণ আপনাদের ন্যায় তেজস্বিগণের চরিত্রের অনুকরণ করিয়াই লোকসমূহ শ্রেয়োলাভ করিবে ॥ ৩১ ॥

টীকা

সকামঃ সৃষ্টিবুদ্ধিসঙ্কল্পবান্ ॥ ২৮ ॥ বিশ্রম্ভাৎ ন্যায্যবাক্যং স্বীকরিষ্যত্যেবেতি বিশ্বাসাৎ প্রত্যবোধয়ন্ জ্ঞাপিতবন্তঃ ॥ ২৯ ॥ ত্বৎ ত্বত্তঃ পূর্ব্বে যে ব্রহ্মাদয়স্তৈরেবেতৎ ন কৃতম্। যে চ অপরে ভবিষ্যান্তে ন করিষ্যন্তি। অঙ্গজং মনোজম্ ॥ ৩০ ॥ সুশ্লোক্যং যশস্করং, যৎ যেষাম্ তেজীয়সাম্ বৃত্তং চেষ্টিতম্ ॥ ৩১ ॥ এবং পিতরং সম্প্রার্থ্য সর্ব্বপ্রেরকং ভগবন্তং নতিপূর্ব্বকং প্রার্থয়ন্তে—তস্মৈ ইতি ॥৩২॥

তস্মৈ নমো ভগবতে য ইদং স্বেন রোচিষা।
আত্মস্থং ব্যঞ্জয়ামাস স ধর্ম্মং পাতুমর্হতি ॥ ৩২ ॥
স ইত্থং গৃণতঃ পুত্রান্ পুরো দৃষ্ট্বা প্রজাপতীন্।
প্রজাপতিপতিস্তন্বং তত্যাজ ব্রীড়িতস্তদা।
তাং দিশো জগৃহুর্ঘোরাং নীহারং যদ্বিদুস্তমঃ ॥ ৩৩ ॥
কদাচিদ্ধ্যায়তঃ স্রষ্টুর্ব্বেদা আসংশ্চতুর্ম্মুখাৎ।
কথং স্রক্ষ্যাম্যহং লোকান্ সমবেতান্ যথা পুরা ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়

[মুনিগণ এই প্রকারে পিতার সমীপে প্রার্থনা জানাইয়া ভগবৎসমীপে নমস্কারপূর্ব্বক প্রার্থনা জানাইতেছেন] যঃ (যিনি) ইদম্ (এই) আত্মস্থং (স্বীয় দেহে অবস্থিত জগৎ) স্বেন রোচিষা (স্বীয় তেজের দ্বারা) ব্যঞ্জয়ামাস (প্রকাশিত করিতেছেন), তস্মৈ ভগবতে নমঃ (সেই ভগবান্‌কে নমস্কার করিতেছি); সঃ (সেই ভগবান্) ধর্ম্মং (ধর্ম্মকে) পাতুম্ (রক্ষা করিতে) অর্হতি (যোগ্য হইয়া থাকেন অর্থাৎ রক্ষা করুন) ॥ ৩২ ॥

তদা (সেই সময়ে) সঃ প্রজাপতিপতিঃ (সেই প্রজাপতিগণের পতি ব্রহ্মা) পুরঃ (সম্মুখে) ইত্থং (এই প্রকারে) গৃণতঃ (স্তবকারী) পুত্রান্ প্রজাপতীন্ (পুত্র প্রজাপতিগণকে) দৃষ্ট্বা (দর্শন করিয়া) ব্রীড়িতঃ (লজ্জিত হইয়া) তন্বং (শরীর) তত্যাজ (ত্যাগ করিলেন)। তাং ঘোরাং (সেই নিন্দনীয় তনুকে) দিশঃ (দিক্‌সমূহ) জগৃহুঃ (গ্রহণ করিল); যৎ (ইহাকেই) নীহারং তমঃ বিদুঃ (পণ্ডিতগণ তমোময় নীহার বলিয়া থাকেন) ॥ ৩৩ ॥

কদাচিৎ (কোনও সময়ে) যথা পুরা (পূর্ব্বকল্পের ন্যায়) সমবেতান্ লোকান্ (লোকসমূহ) অহং

অনুবাদ

[এই প্রকারে পিতার সমীপে প্রার্থনা জানাইয়া মুনিগণ ভগবৎসমীপে নমস্কার পূর্ব্বক প্রার্থনা জানাইতেছেন]—যিনি স্বীয় দেহে অবস্থিত এই চেতনাচেতন জগৎ স্বকীয় তেজের দ্বারা প্রকাশিত করিতেছেন, আমরা সেই পরমপুরুষ ভগবান্‌কে নমস্কার করিতেছি; সেই ভগবান্‌ই ধর্ম্মকে রক্ষা করিতে যোগ্য হইয়া থাকেন অর্থাৎ তিনি ধর্ম্মরক্ষা করুন ॥ ৩২ ॥

তখন ব্রহ্মা সম্মুখে স্বীয় পুত্র মরীচিপ্রমুখ প্রজাপতিগণকে এই প্রকারে স্তব করিতে দেখিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন এবং তখনই সেই শরীর ত্যাগ করিলেন। দিক্ সকল সেই নিন্দনীয় শরীর গ্রহণ করিল। পণ্ডিতগণ ইহাকেই তমোময় নীহার বলিয়া থাকেন ॥ ৩৩ ॥

এক সময়ে ব্রহ্মা চিন্তা করিতেছিলেন—আমি কিরূপে পূর্ব্বকল্পের ন্যায় লোকসমূহ

টীকা

তদা ভগবৎপ্রার্থনাবেলায়াম্, তন্বং তনুম্ ॥ ৩৩ ॥ যথা পূর্ব্বকল্পে তথা সমবেতান্ সুসঙ্গতান্ লোকান্ কথং স্রক্ষ্যামি ইতি ধ্যায়তঃ চতুর্ম্মুখাৎ চত্বারি মুখানি যস্য তস্মাৎ তন্মুখেভ্যো ইত্যর্থঃ, বেদাঃ

চাতুর্হোত্রং কর্ম্মতন্ত্রমুপবেদনয়ৈঃ সহ।
ধর্ম্মস্য পাদাশ্চত্বারস্তথৈবাশ্রমবৃত্তয়ঃ ॥ ৩৫ ॥

শ্রীবিদুর উবাচ

স বৈ বিশ্বসৃজামীশো বেদাদীন্ মুখতোঽসৃজৎ।
যদ্ যদ্ যেনাসৃজদ্ দেবস্তন্মে ব্রূহি তপোধন! ॥ ৩৬ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ

ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাখ্যান্ বেদান্ পূর্ব্বাদিভির্ম্মুখৈঃ।
শস্ত্রমিজ্যাং স্তুতিস্তোমং প্রায়শ্চিত্তং ব্যধাৎ ক্রমাৎ ॥৩৭॥

অন্বয়

(আমি) কথং (কি প্রকারে) স্রক্ষ্যামি (সৃষ্টি করিব) [ইতি] ধ্যায়তঃ (এইরূপ চিন্তাশীল) স্রষ্টুঃ (বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মার) চতুর্ম্মুখাৎ (চারিমুখ হইতে) বেদাঃ (চারিবেদ) আসন্ (আবির্ভূত হইল) ॥ ৩৪ ॥

চাতুর্হোত্রং (হোতা, উদ্গাতা, অধ্বর্য্যু ও ব্রহ্মা এই হোতৃগণের কর্ম্ম), কর্ম্মতন্ত্রম্ (যজ্ঞাদি কর্ম্ম), উপবেদনয়ৈঃ সহ (আয়ুর্ব্বেদাদি উপবেদ শাস্ত্রের সহিত) ধর্ম্মস্য (ধর্ম্মের) চত্বারঃ পাদাঃ (তপঃ, শৌচ, দয়া, সত্য এই পাদচতুষ্টয়) তথা এব (এবং) আশ্রমবৃত্তয়ঃ (আশ্রমচতুষ্টয় ও আশ্রমোচিত বিধিসমূহ) [আসন্] (ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন হইল) ॥ ৩৫ ॥

শ্রীবিদুরঃ উবাচ (বিদুর বলিলেন) তপোধন! (হে মৈত্রেয়!) সঃ বৈ বিশ্বসৃজাম্ ঈশঃ (সেই প্রজাপতিপতি) দেবঃ (ব্রহ্মা) মুখতঃ (মুখ হইতে) বেদাদীন্ অসৃজৎ (বেদাদি সৃষ্টি করিলেন); [এক্ষণে] যেন (যে যে মুখ হইতে) যৎ যৎ অসৃজৎ (যাহা যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন), তৎ (তাহা) মে (আমাকে) ব্রূহি (বলুন) ॥ ৩৬ ॥

শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ (মৈত্রেয়ঋষি বলিলেন) [ব্রহ্মা] পূর্ব্বাদিভিঃ মুখৈঃ (পূর্ব্বাদিমুখ হইতে) ক্রমাৎ

অনুবাদ

সৃষ্টি করিব; এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ব্রহ্মার চারিমুখ হইতে তখন চারিবেদ আবির্ভূত হইল ॥ ৩৪ ॥

হোতা, উদ্গাতা, অধ্বর্য্যু ও ব্রহ্মা এই হোতৃগণের কর্ম্ম, যজ্ঞাদি কর্ম্ম, আয়ুর্ব্বেদাদি উপবেদ শাস্ত্র ও তপ, শৌচ, দয়া, সত্য এই ধর্ম্মের পাদচতুষ্টয় এবং আশ্রমচতুষ্টয় ও আশ্রমোচিত বিধিসমূহ ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন হইল ॥ ৩৫ ॥

বিদুর বলিলেন—হে তপোধন! আপনি বলিলেন—সেই প্রজাপতিপতি ব্রহ্মা মুখসমূহ হইতে বেদাদি সৃষ্টি করিয়াছেন; এক্ষণে যে যে মুখ হইতে যাহা যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা আমাকে বলুন ॥ ৩৬ ॥

মৈত্রেয়ঋষি বলিলেন—হে বিদুর! ব্রহ্মা পূর্ব্বাদি চারিমুখ হইতে যথাক্রমে

টীকা

আসন্ ॥ ৩৪ ॥ চাতুর্হোত্রং চতুর্ণাং হোত্রাদীনাং কর্ম্ম, কর্ম্মতন্ত্রং যোড়শ্যাদি কর্ম্মতন্ত্রং। উপবেদাঃ আয়ুর্ব্বেদাদয়ঃ, নয়াঃ আন্বীক্ষিক্যাদিশাস্ত্রাণি, তে চ তে চ তৈঃ সহ তপআদয়ঃ। ধর্ম্মস্য পাদাঃ আশ্রমাশ্চ তদ্‌বৃত্তয়শ্চ আসন্নিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ৩৫ ॥ মুখতঃ মুখেভ্যঃ ॥ ৩৬ ॥ বেদোৎপত্তিক্রমমাহ—

আয়ুর্ব্বেদং ধনুর্ব্বেদং গান্ধর্ব্বং বেদমাত্মনঃ।
স্থাপত্যঞ্চাসৃজদ্বেদং ক্রমাৎ পূর্ব্বাদিভির্ম্মুখৈঃ ॥ ৩৮ ॥
ইতিহাসপুরাণানি পঞ্চমং বেদমীশ্বরঃ।
সর্ব্বেভ্য এব বক্ত্রেভ্যঃ সসৃজে সর্ব্বদর্শনঃ ॥ ৩৯ ॥
ষোড়শ্যুক্‌থৌ পূর্ব্ববক্ত্রাৎ পুরীষ্যগ্নিষ্টুতাবথ।
আপ্তোর্যামাতিরাত্রৌ চ বাজপেয়ং সগোসবম্ ॥৪০॥

অন্বয়

(যথাক্রমে) ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাখ্যান্ (ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্বনামক) বেদান্ (চারিবেদ) [এবং যথাক্রমে] শস্ত্রম (যে মন্ত্র গীত হয় না অর্থাৎ হোতা নামক যাজ্ঞিকের কর্ম্ম), ইজ্যাং (অধ্বর্য্যুনামক যাজ্ঞিকের কর্ম্ম), স্তুতিস্তোমং (যে মন্ত্র গীত হয় অর্থাৎ উদ্‌গাতা নামক যাজ্ঞিকের কর্ম্ম) প্রায়শ্চিত্তং (ও ব্রহ্মানামক যাজ্ঞিকের কর্ম্ম) ব্যধাৎ (সৃষ্টি করিয়াছেন) ॥ ৩৭ ॥

[অনন্তর ব্রহ্মা] আত্মনঃ (নিজের) পূর্ব্বাদিভিঃ মুখৈঃ (পূর্ব্বাদি মুখ হইতে) ক্রমাৎ (যথাক্রমে) আয়ুর্ব্বেদং ধনুর্ব্বেদং (আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ), গান্ধর্ব্বং বেদং (গান্ধর্ব্ববেদ) স্থাপত্যং বেদং চ (ও স্থাপত্যবেদ অর্থাৎ বিশ্বকর্ম্মার শাস্ত্র) অসৃজৎ (সৃষ্টি করিয়াছেন) ॥ ৩৮ ॥

সর্ব্বদর্শনঃ (সর্ব্বজ্ঞ) ঈশ্বরঃ (ব্রহ্মা) পঞ্চমং বেদং (পঞ্চম বেদ) ইতিহাসপুরাণানি (ইতিহাস ও পুরাণ সকল) সর্ব্বেভ্যঃ এব বক্ত্রেভ্যঃ (সকল মুখ হইতেই) সসৃজে (সৃষ্টি করিয়াছেন) ॥ ৩৯ ॥

অথ (অনন্তর) [ব্রহ্মার] পূর্ব্ববক্ত্রাৎ (পূর্ব্বমুখ হইতে) ষোড়শ্যুক্‌থৌ (ষোড়শী ও উক্‌থ নামক কর্ম্মদ্বয়), [দক্ষিণমুখ হইতে] পুরীষ্যগ্নিষ্টুতৌ (অগ্নিচয়ন ও অগ্নিষ্টোম নামক কর্ম্মদ্বয়), [পশ্চিমমুখ হইতে] আপ্তোর্যামাতিরাত্রৌ (আপ্তোর্যাম ও অতিরাত্র নামক কর্ম্মদ্বয়) [ও উত্তর মুখ হইতে] সগোসবং বাজপেয়ম্ চ (গোসব ও বাজপেয় নামক কর্ম্মদ্বয়) [উৎপন্ন হইয়াছে] ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ

ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্বনামক বেদচতুষ্টয় এবং হোতানামক যাজ্ঞিকের কর্ম্ম অগীতমন্ত্র, অধ্বর্য্যুনামক যাজ্ঞিকের কর্ম্ম ইজ্যা, উদ্‌গাতানামক যাজ্ঞিকের কর্ম্ম গীতমন্ত্র এবং ব্রহ্মানামক যাজ্ঞিকের কর্ম্ম প্রায়শ্চিত্ত এই সকল সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ৩৭ ॥

অনন্তর ব্রহ্মা স্বীয় পূর্ব্বাদি মুখ হইতে যথাক্রমে আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদ ও স্থাপত্যবেদ অর্থাৎ চিকিৎসাশাস্ত্র, ধনুর্ব্বিদ্যা, সঙ্গীতশাস্ত্র ও বিশ্বকর্ম্মার শাস্ত্র সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ৩৮ ॥

অনন্তর সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মা তাঁহার সকল মুখ হইতেই পঞ্চমবেদ ইতিহাস ও পুরাণসকল সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ৩৯ ॥

অনন্তর ব্রহ্মার পূর্ব্বমুখ হইতে ষোড়শী ও উক্‌থ নামক কর্ম্মদ্বয়, দক্ষিণমুখ হইতে

টীকা

ঋগিতি। চাতুর্হোত্রোৎপত্তিক্রমং দর্শয়তি—শস্ত্রমিতি। শস্ত্রমপ্রগীতমন্ত্রস্তোত্রং হোত্রং হোতুঃ কর্ম্ম, ইজ্যামধ্বর্য্যোঃ কর্ম্ম, স্তুতিস্তোমং স্তুতিঃ সঙ্গীতং স্তোত্রং স্তোমং তদর্থমৃক্‌সমুদায়মুদ্‌গাতৃপ্রযোজ্যম্, প্রায়শ্চিত্তং ব্রাহ্মং ক্রমাৎ পূর্ব্বাদিভিঃ মুখৈঃ ব্যধাৎ অসৃজৎ ॥ ৩৭ ॥ উপবেদক্রমং দর্শয়তি—

বিদ্যা দানং তপঃ সত্যং ধর্ম্মস্যেতি পদানি চ।
আশ্রমাংশ্চ যথাসংখ্যমসৃজৎ সহ বৃত্তিভিঃ ॥ ৪১ ॥
সাবিত্রং প্রাজাপত্যঞ্চ ব্রাহ্মঞ্চাথ বৃহৎ তথা।
বার্ত্তাসঞ্চয়শালীনশিলোঞ্ছ ইতি বৈ গৃহে ॥ ৪২ ॥

অন্বয়

[অনন্তর ব্রহ্মা] বিদ্যা (শৌচ) দানং (দয়া) তপঃ (তপস্যা) সত্যং (সত্য) ইতি ধর্ম্মস্য পদানি চ (এই ধর্ম্মের চারিপাদ) [এবং] বৃত্তিভিঃ সহ (জীবিকার সহিত) আশ্রমান্ চ (আশ্রমচতুষ্টয়) যথাসংখ্যম্ (পূর্ব্বাদি মুখ হইতে যথাক্রমে) অসৃজৎ (সৃষ্টি করিয়াছেন) ॥ ৪১ ॥

[ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম চতুষ্টয়ের প্রত্যেকটি বৃত্তিভেদে চারি প্রকার, ইহাই বলিতেছেন] সাবিত্রং (উপনয়ন হইতে আরম্ভ করিয়া গায়ত্রী অভ্যাসকারীর ত্রিরাত্র ব্রত সাবিত্র ব্রহ্মচর্য্য); প্রাজাপত্যং চ (পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সম্বৎসর কাল ব্রতধারণ করার নাম প্রাজাপত্য ব্রহ্মচর্য্য); ব্রাহ্মং চ (পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যতদিন বেদ অধ্যয়ন করতঃ ব্রতধারণ করেন, তাহার নাম ব্রাহ্ম ব্রহ্মচর্য্য) অথ (এবং) বৃহৎ (আজীবন পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্রতধারণ করার নাম বৃহদ্ব্রহ্মচর্য্য) ; তথা (সেইরূপ) বার্ত্তাসঞ্চয়শালীনশিলোঞ্ছঃ (বার্ত্তা—অনিষিদ্ধ কৃষ্যাদি বৃত্তি, সঞ্চয়—যাজনাদি বৃত্তি, শালীন—অযাচিত বৃত্তি, শিলোঞ্ছ—ক্ষেত্রাদিতে পতিত ধান্যাদির সংগ্রহরূপ বৃত্তি) ইতি বৈ গৃহে (এই সকলই গৃহস্থাশ্রমের বৃত্তি) ॥৪২॥

অনুবাদ

অগ্নিচয়ন ও অগ্নিষ্টোম নামক কর্ম্মদ্বয়, পশ্চিমমুখ হইতে আপ্তোর্যাম ও অতিরাত্রনামক কর্ম্মদ্বয় এবং উত্তরমুখ হইতে গোসব ও বাজপেয়নামক কর্ম্মদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৪০ ॥

ব্রহ্মা পূর্ব্বাদি মুখ হইতে যথাক্রমে শৌচ, দয়া, তপস্যা ও সত্য ধর্ম্মের এই চারি-পাদ এবং বৃত্তিসমূহের সহিত আশ্রমচতুষ্টয় সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ৪১ ॥

[ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমচতুষ্টয়ের প্রত্যেকের চারি প্রকার বৃত্তি দুইটি শ্লোকে নিরূপণ করিতেছেন] ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে উপনয়ন হইতে আরম্ভ করিয়া গায়ত্রী অভ্যাসকারীর ত্রিরাত্র ব্রত—সাবিত্র ব্রহ্মচর্য্য, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সম্বৎসরকাল ব্রত—প্রাজাপত্য ব্রহ্মচর্য্য, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বেদাধ্যয়ন পর্য্যন্ত ব্রত—ব্রাহ্ম ব্রহ্মচর্য্য এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আজীবন ব্রত—

টীকা

আয়ুরিতি। স্থাপত্যং বিশ্বকর্ম্মশাস্ত্রম্ ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥ কর্ম্মতন্ত্রক্রমং দর্শয়তি—ষোড়শীতি। পুরীষী চয়নম্, অগ্নিষ্টুৎ অগ্নিষ্টোমঃ ॥ ৪০ ॥ ধর্ম্মপাদানামাশ্রমাণাঞ্চ ক্রমং দর্শয়তি—বিদ্যেতি। "তপঃ শৌচং দয়া সত্যমিতি পাদাঃ প্রকীর্ত্তিতা" ইতি প্রথমস্কন্ধাবিরোধসিদ্ধয়ে অত্র বিদ্যাশব্দঃ শৌচপরঃ "ক্ষেত্রজ্ঞস্যেশ্বর-জ্ঞানাদ্ বিশুদ্ধিঃ পরমা মতা" ইতি বচনাৎ। দানশব্দো দয়াপরঃ "ভূতাভয়প্রদানস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্" ইতি বচনাৎ ॥ ৪১ ॥ আশ্রমাণাং বৃত্ত্যুৎপত্তিক্রমমাহ—সাবিত্রমিতি দ্বাভ্যাম্। তত্র ব্রহ্ম-চর্য্যাশ্রমবৃত্তীর্দর্শয়তি—সাবিত্রং ব্রহ্মচর্য্যম্ উপনয়নাদারভ্য গায়ত্রীমধীয়ানস্য ত্রিরাত্রম্। প্রাজাপত্যং ব্রতান্যাচরতঃ সম্বৎসরম্। ব্রাহ্মং বেদগ্রহণান্তম্ বৃহৎ নৈষ্ঠিকম্। অথ গৃহস্থাশ্রমবৃত্তীরাহ—বার্ত্তা অনিষিদ্ধকৃষ্যাদিবৃত্তিঃ, সঞ্চয়ঃ যাজনাদিবৃত্তিঃ, শালীনমযাচিতবৃত্তিঃ, শিলোঞ্ছ ইত্যত্র দ্বন্দৈক্যং

বৈখানসা বালখিল্যৌদুম্বরাঃ ফেনপা বনে।
ন্যাসে কুটীচকঃ পূর্ব্বং বহ্বোদো হংসনিষ্ক্রিয়ৌ ॥৪৩॥
আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্ত্তা দণ্ডনীতিস্তথৈব চ।
এবং ব্যাহৃতয়শ্চাসন্ প্রণবো হ্যস্য দহ্রতঃ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়

বৈখানসাঃ (বৈখানস—পতিত ক্ষেত্রে স্বয়ং উৎপন্ন হইয়া পক্ব হইযাছে, এমন শস্যাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহকারী), বালখিল্যৌদুম্বরাঃ (বালখিল্য—নূতন অন্ন প্রাপ্ত হইলে পুরাতন সঞ্চিত অন্ন পরিত্যাগকারী, ঔদুম্বর—প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া যে দিক্ অবলোকন করেন, সেইদিক হইতে ফলাদি আহরণ করতঃ জীবিকা নির্ব্বাহকারী) ফেনপাঃ (ও ফেনপ—স্বভাবতঃ পতিত ফলাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহকারী) [এই চারিপ্রকার] বনে [স্থিতাঃ] (বানপ্রস্থী হইয়া থাকেন)। ন্যাসে (সন্ন্যাসাশ্রমেও চারিপ্রকার সন্ন্যাসী; তাহাদের মধ্যে) পূর্ব্বং (প্রথম) কুটীচকঃ (কুটীচক অর্থাৎ আশ্রমধর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী) ; বহ্বোদঃ (বহ্বোদ অর্থাৎ জ্ঞানাভ্যাসী), হংসনিষ্ক্রিয়ৌ (হংস অর্থাৎ কেবল জ্ঞানাভ্যাসী ও নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ ধ্যানকারী) ॥৪৩॥

[এক্ষণে আবার ব্রহ্মার পূর্ব্বাদিমুখক্রমে ন্যায়াদির উৎপত্তি বলিতেছেন] অস্য (এই ব্রহ্মার) [পূর্ব্বাদি

অনুবাদ

বৃহৎ ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য : এইরূপে ব্রহ্মচর্য্য চারি প্রকার হইয়া থাকে ; সেইরূপ গৃহস্থাশ্রমে—বার্ত্তা—অনিষিদ্ধ কৃষ্যাদি বৃত্তি, সঞ্চয়—যাজনাদি বৃত্তি, শালীন—অযাচিত বৃত্তি এবং শিলোঞ্ছ—ক্ষেত্রাদিতে পতিত ধান্যাদির সংগ্রহরূপ বৃত্তি ; এইরূপে গৃহস্থাশ্রমে চারি প্রকার বৃত্তি হইয়া থাকে ॥ ৪২ ॥

বৃত্তিভেদে চারিপ্রকার বানপ্রস্থী হইয়া থাকেন। যথা—পতিত ক্ষেত্রে স্বয়ং উৎপন্ন হইয়া পক্ব হইয়াছে এইরূপ শস্যাদিদ্বারা যাঁহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, তাঁহারা বৈখানস ; যাঁহারা নূতন অন্নাদি লাভ হইলে পুরাতন সঞ্চিত অন্ন পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা বালখিল্য ; যাঁহারা প্রাতঃকালে উঠিয়া প্রথম অবলোকিত দিক্ হইতে ফলাদি আহরণ করতঃ জীবিকা-নির্ব্বাহ করেন, তাঁহারা ঔদুম্বর ; আর যাঁহারা স্বভাবতঃ পতিত ফলাদিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, তাঁহারা ফেনপ। এই প্রকার বৃত্তিভেদে সন্ন্যাসীও চারিপ্রকার হইয়া থাকেন ; যথা—যাঁহারা প্রধানতঃ আশ্রমধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন,তাঁহারা কুটীচক ; যাঁহারা প্রধানতঃ জ্ঞানাভ্যাসী, তাঁহারা বহ্বোদ ; যাঁহারা কেবল জ্ঞানাভ্যাসী, তাঁহারা হংস ; আর যাঁহারা কেবল ধ্যানকারী, তাঁহারা নিষ্ক্রিয়। [এই যে আশ্রমচতুষ্টয়ের প্রত্যেকের বৃত্তিভেদে চারি প্রকার বলা হইল, ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব হইতে পর পরটি শ্রেষ্ঠ বলিয়া বুঝিতে হইবে] ॥ ৪৩ ॥

ব্রহ্মার পূর্ব্বাদি মুখ হইতে যথাক্রমে আন্বীক্ষিকী (মোক্ষবিদ্যা), ত্রয়ী (ধর্ম্মবিদ্যা),

টীকা

পুংস্ত্বমার্থম্ ইতি এতা গৃহে গৃহাশ্রমে ॥ ৪২ ॥ বৈখানসাঃ অকৃষ্টপচাবৃত্তয়ঃ, বালখিল্যা নবে অন্নাদ্যে লব্ধে পুরাণত্যাগিনঃ ঔদুম্বরাঃ প্রাতরুত্থায় যাং দিশং বিলোকয়ন্তি তদাহৃতফলাদিবৃত্তয়ঃ। ফেনপাঃ স্বতঃ পতিতফলাদিবৃত্তয়ঃ ; এতে চত্বারঃ বনে স্থিতাঃ। ন্যাসে তুর্য্যাশ্রমে স্থিতা অপি চত্বারঃ, তত্র

তস্যোষ্ণিগাসীল্লোমভ্যো গায়ত্রী চ ত্বচো বিভোঃ।
ত্রিষ্টুম্মাংসাৎ স্নুতোঽনুষ্টুব্ জগত্যস্থ্নঃ প্রজাপতেঃ।
মজ্জায়াঃ পঙ্‌ক্তিরুৎপন্না বৃহতী প্রাণতোঽভবৎ ॥ ৪৫ ॥
স্পর্শস্তস্যাভবজ্জীবঃ স্বরো দেহ উদাহৃতঃ।
উষ্মাণমিন্দ্রিয়াণ্যাহুরন্তস্থা বলমাত্মনঃ ॥ ৪৬ ॥
স্বরাঃ সপ্ত বিহারেণ ভবন্তি স্ম প্রজাপতেঃ ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়

মুখ হইতে] আন্বীক্ষিকী (মোক্ষবিদ্যা), ত্রয়ী (ধর্ম্মবিদ্যা), বার্ত্তা (কামবিদ্যা) তথা দণ্ডনীতিঃ এব চ (ও অর্থবিদ্যা) আসন্ (উৎপন্ন হইয়াছে); এবং [পূর্ব্বাদি মুখক্রমে) ব্যাহৃতয়শ্চ আসন্ (ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই ব্যস্ত ব্যাহৃতি তিনটি ও ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই সমস্ত ব্যাহৃতি একটি উৎপন্ন হইয়াছে); [অস্য] হি (এই ব্রহ্মার) দহ্রতঃ (হৃদয়াকাশ হইতে) প্রণবঃ (ওঙ্কার) [আসীৎ] (উৎপন্ন হইয়াছে) ॥ ৪৪ ॥

তস্য বিভোঃ প্রজাপতেঃ (সেই বিভু প্রজাপতি ব্রহ্মার) লোমভ্যঃ (লোম সমূহ হইতে) উষ্ণিক্ (উষ্ণিক্ ছন্দঃ), ত্বচঃ (চর্ম্ম হইতে) গায়ত্রী চ (গায়ত্রীচ্ছন্দঃ), মাংসাৎ ত্রিষ্টুপ্ (মাংস হইতে ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ), স্নুতঃ (স্নায়ু হইতে) অনুষ্টুপ্ (অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ), অস্থ্নঃ (অস্থি হইতে) জগতী (জগতীচ্ছন্দঃ) আসীৎ (উৎপন্ন হইয়াছে) মজ্জায়াঃ পঙ্‌ক্তিঃ উৎপন্না (এবং মজ্জা হইতে পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দঃ উৎপন্ন হইয়াছে) প্রাণতঃ (ও প্রাণ হইতে) বৃহতী অভবৎ (বৃহতীচ্ছন্দঃ উৎপন্ন হইয়াছে) ॥ ৪৫ ॥

[শব্দব্রহ্মের রূপ প্রদর্শন করতঃ বর্ণের উৎপত্তিক্রম দেখাইতেছেন] তস্য (সেই ব্রহ্মার) স্পর্শঃ

অনুবাদ

বার্ত্তা (কামবিদ্যা) ও দণ্ডনীতি (অর্থবিদ্যা) উৎপন্ন হইয়াছে। সেই পূর্ব্বাদি মুখ হইতে যথাক্রমে ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ এই ব্যস্ত তিনটি ও ভূর্ভুবঃস্বঃ এই সমস্ত একটি ব্যাহৃতি উৎপন্ন হইয়াছে এবং ব্রহ্মার হৃদয়াকাশ হইতে ওঙ্কারের উৎপত্তি হইয়াছে ॥ ৪৪ ॥

প্রজাপতি ব্রহ্মার রোমসমূহ হইতে উষ্ণিক্‌ছন্দঃ, চর্ম্ম হইতে গায়ত্রীচ্ছন্দঃ, মাংস হইতে ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ, স্নায়ু হইতে অনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ, অস্থি হইতে জগতীচ্ছন্দঃ, মজ্জা হইতে পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দঃ ও প্রাণ হইতে বৃহতীচ্ছন্দঃ উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৪৫ ॥

[শব্দব্রহ্মের রূপ প্রদর্শন করতঃ বর্ণের উৎপত্তি ক্রম দেখাইতেছেন] প্রজাপতি ব্রহ্মার

টীকা

কুটীচকঃ স্বাশ্রমধর্ম্মপ্রধানঃ বহ্বোদো জ্ঞানপ্রধানঃ, হংসঃ জ্ঞানাভ্যাসপ্রধানঃ, নিষ্ক্রিয়ঃ ধ্যানপ্রধানঃ ॥ ৪৩ ॥ ন্যায়াদীনাং পূর্ব্বাদিমুখক্রমতঃ উৎপত্তিং দর্শয়তি—আন্বীক্ষিকী মোক্ষবিদ্যা, ত্রয়ী ধর্ম্মবিদ্যা, বার্ত্তা কামবিদ্যা, দণ্ডনীতিঃ অর্থবিদ্যা, এবং পূর্ব্বাদিমুখক্রমেণ ব্যাহৃতয়শ্চাসন্। তত্র ভূর্ভুবঃ স্বরিতি ব্যস্তাস্তিস্রঃ, সমস্তা চতুর্থী। তথাহ আশ্বলায়নঃ—"এবং ব্যাহৃতয়ঃ প্রোক্তা ব্যস্তাঃ সমস্তাঃ" ইতি। যদ্বা মহ ইতি চতুর্থী, তথাচ শ্রুতিঃ "ভূর্ভুবঃ স্ববিত্যেতাস্তিস্রো ব্যাহৃতয়ঃ। তাসামুহ স্মৈতাং চতুর্থীং মাহচমস্য প্রবেদয়তে মহ ইতী"তি। প্রণবস্তু দহ্রতঃ হৃদয়াকাশতঃ আসীৎ ॥ ৪৪ ॥ স্নুতঃ স্নায়ুতঃ ॥ ৪৫ ॥ ব্রহ্মকল্পে ব্রহ্মা শব্দব্রহ্মরূপোঽভবদিত্যুক্তং, তদেব দর্শয়ন্

শব্দব্রহ্মাত্মনস্তস্য ব্যক্তাব্যক্তাত্মনঃ পরঃ।
ব্রহ্মাবভাতি বিততো নানাশক্ত্যুপবৃংহিতঃ ॥ ৪৮ ॥
ততোঽপরামুপাদায় স সর্গায় মনো দধে।
ঋষীণাং ভূরিবীর্য্যাণামপি সর্গমবিস্তৃতম্।
জ্ঞাত্বা তদ্ধৃদয়ে ভূয়শ্চিন্তয়ামাস কৌরব। ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়

(ককাবাদি মকাবান্ত স্পর্শবর্ণসমূহ) জীবঃ অভবৎ (জীবন হইয়া থাকে); স্বরঃ (স্বরবর্ণসকল) দেহঃ উদাহৃতঃ (তাঁহার দেহ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে), উষ্মাণম (উষ্মবর্ণ সকল) ইন্দ্রিয়াণি আহুঃ (তাঁহার ইন্দ্রিয় বলিয়া কথিত হইয়া থাকে) অন্তস্থাঃ (ও অন্তস্থবর্ণসমূহ) আত্মনঃ বলম্ (ব্রহ্মার বল) [অর্থাৎ ব্রহ্মার আত্মা হইতে স্পর্শবর্ণ-সমূহ, দেহ হইতে স্বরবর্ণ, ইন্দ্রিয় হইতে উষ্মবর্ণ ও বল হইতে অন্তস্থবর্ণসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে]। প্রজাপতেঃ (ব্রহ্মার) বিহারেণ (ক্রীড়া হইতে) সপ্ত স্বরাঃ (ষড়্‌জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ এই সপ্তস্বর) অবস্থিতা (উৎপন্ন হইয়াছে) ॥ ৪৬—৪৭ ॥

ব্যক্তাব্যক্তাত্মনঃ (ব্রহ্মকল্পে শব্দব্রহ্মরূপী অব্যক্ত দেহযুক্ত ও পাদ্মকল্পে চতুর্ম্মুখরূপ ব্যক্ত দেহযুক্ত) তস্য আত্মনঃ (উভয় শরীরী ব্রহ্মার জ্ঞানে) নানাশক্ত্যুপবৃংহিতঃ (নানাশক্তিযুক্ত) বিততঃ (অনেক ব্রহ্মাণ্ডরূপে অবস্থিত) পরঃ ব্রহ্ম (পরব্রহ্ম) শব্দব্রহ্ম (ও শব্দব্রহ্ম) অবভাতি (প্রকাশিত আছে) ॥৪৮॥

কৌরব। (হে বিদুর।) সঃ (চতুর্ম্মুখ) ততঃ অপরাম্ (পরে অপর শরীর) উপাদায় (ধারণ

অনুবাদ

স্পর্শবর্ণসমূহ জীবন, স্বরবর্ণসমূহ দেহ, উষ্মবর্ণসমূহ ইন্দ্রিয় ও অন্তস্থবর্ণসমূহ বল বলিয়া কথিত হইয়া থাকে অর্থাৎ ককাবাদি মকাবান্ত স্পর্শবর্ণসমূহ ব্রহ্মার আত্মা হইতে, শষসহ এই উষ্মবর্ণ-চতুষ্টয় তাঁহার ইন্দ্রিয় হইতে ও যরলব এই অন্তস্থবর্ণ চতুষ্টয় তাঁহার বল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাঁহার ক্রীড়া হইতে ষড়্‌জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ এই সপ্তস্বর উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৪৬-৪৭ ॥

ব্রহ্মকল্পে শব্দব্রহ্মরূপী অপ্রকটিতদেহ ও পাদ্মকল্পে চতুর্ম্মুখরূপ প্রকটিতদেহ এই উভয় শরীরী ব্রহ্মার জ্ঞানে নানাশক্তিযুক্ত ও অনেক ব্রহ্মাণ্ডরূপে অবস্থিত পরব্রহ্ম ও শব্দব্রহ্ম প্রকাশিত আছে। প্রজাপতি এই পরব্রহ্ম ও শব্দব্রহ্মকে অবগত আছেন, অতএব নানাপ্রকার দেহধারণে ও নানাপ্রকার প্রজাসৃজনে তাঁহার কোনও অসুবিধা নাই ॥ ৪৮ ॥

হে বিদুর। ব্রহ্মা পূর্ব্বে কামাসক্ত তনু পরিত্যাগ করিয়াছেন ; এক্ষণে তিনি অপর

টীকা

বর্ণানামুৎপত্তিমাহ—স্পর্শ ইতি সার্দ্ধেন। তস্য ব্রহ্মণঃ স্পর্শঃ কাদিমাবসানঃ বর্ণসমূহঃ জীবঃ। ততঃ কাদয়ো বর্ণা জাতা ইতি ভাবঃ, এবমগ্রেঽপি। স্বরঃ অকারাদিঃ, উষ্মাণং শষসহেতি বর্ণচতুষ্কম্। অন্তস্থাঃ যরলবাঃ, স্বরাঃ ষড়্‌জাদয়ঃ বিহারেণ ক্রীড়য়া ॥ ৪৬ ॥ ৪৭ ॥ তস্যোভয়ব্রহ্মবেত্তৃত্বমাহ—শব্দব্রহ্মাত্মনঃ। ব্রহ্মকল্পে শব্দব্রহ্মরূপিণঃ অব্যক্তদেহস্য ইত্যর্থঃ। পুনঃ পদ্মকল্পে চতুর্ম্মুখরূপব্যক্তদেহযোগাদ্ ব্যক্তাব্যক্তাত্মন ইতি বিশেষণম্। এবম্ভূতস্য উভয়শরীরিণঃ তস্য ব্রহ্মণঃ নানাশক্ত্যুপবৃংহিতঃ অতএব

অহো ! অদ্ভুতমেতন্মে ব্যাপৃতস্যাপি নিত্যদা।
ন হ্যেধন্তে প্রজা নূনং দৈবমত্র বিঘাতকম্ ॥ ৫০ ॥
এবং যুক্তকৃতস্তস্য দৈবঞ্চাবেক্ষতস্তদা।
কস্য রূপমভূদ্দ্বেধা যৎ কায়মভিচক্ষতে ॥ ৫১ ॥
তাভ্যাং রূপবিভাগাভ্যাং মিথুনং সমপদ্যত ॥ ৫২ ॥

অন্বয়

করিয়া) সর্গায (সৃষ্টির নিমিত্ত) মনো দধে (মনোনিবেশ করিলেন)। [সেই ব্রহ্মা] ভূরিবীর্য্যাণাম্ অপি ঋষীণাং (মহাবীর্য্যশালী ঋষিগণের) সর্গম (সৃষ্টি) অবিস্তৃতং জ্ঞাত্বা (বিস্তৃত হইতেছে না দেখিয়া) তং (তাহা) হৃদয়ে ভূয়ঃ চিন্তয়ামাস (হৃদয়ে অর্থাৎ মনে মনে পুনরায় চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৪৯ ॥

অহো! (বড়ই আশ্চর্য্য!) নিত্যদা (সর্ব্বদা) ব্যাপৃতস্য অপি (সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত থাকিলেও) মে (আমার) প্রজাঃ ন এধন্তে (প্রজাবৃদ্ধি হইতেছে না), এতং অদ্ভুতম্ (ইহা বড়ই বিচিত্র), নূনং (নিশ্চয়ই) অত্র (এই বিষয়ে) দৈবং বিঘাতকম্ হি (দৈব প্রতিকূল) ॥ ৫০ ॥

তদা (তখন) এবং (এই প্রকারে) যুক্তকৃতঃ (নিয়ত চিন্তাশীল) দৈবং চ অবেক্ষতঃ (ও দৈব অর্থাৎ ভগবানের অনুগ্রহের প্রতীক্ষাকারী) তস্য কস্য (সেই ব্রহ্মার) রূপং দ্বেধা অভূৎ (রূপ দুই ভাগে বিভক্ত হইল), যৎ (ইহাকে) কায়ম্ অভিচক্ষতে (ক অর্থাৎ ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন বলিয়া কায় বলা হইয়া থাকে)। তাভ্যাং রূপবিভাগাভ্যাং (সেই বিভক্ত রূপদ্বয় হইতে) মিথুনং (স্ত্রী ও পুরুষ) সমপদ্যত (সমুৎপন্ন হইল) ॥ ৫১ ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ

শরীর গ্রহণ করিয়া সৃষ্টির নিমিত্ত মনোনিবেশ করিলেন। মরীচ্যাদি ঋষিগণ মহাবীর্য্যশালী হইলেও তাঁহাদের সৃষ্টি বৃদ্ধি হইতেছে না বুঝিয়া তিনি তাহা মনে মনে পুনরায় চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৪৯ ॥

ব্রহ্মা এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন—বড়ই আশ্চর্য্য! আমি সৃষ্টিকার্য্যে সর্ব্বদা নিযুক্ত আছি; তথাপি আমার প্রজাবৃদ্ধি হইতেছে না, ইহা বড়ই বিচিত্র ব্যাপার, নিশ্চয়ই এই বিষয়ে দৈব প্রতিকূল ॥ ৫০ ॥

এইরূপে নিয়ত চিন্তাশীল ও ভগবদনুগ্রহের অপেক্ষাকারী সেই ব্রহ্মার রূপ দুই ভাগে বিভক্ত হইল। ক অর্থাৎ ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন বলিয়া দেহকে কায় বলা হইয়া থাকে।

টীকা

বিততঃ অনেকব্রহ্মাণ্ডাত্মককার্য্যাত্মনা স্থিতঃ পরঃ পরব্রহ্মপদবাচ্যঃ পরমাত্মা প্রতিপাদ্যঃ ব্রহ্ম, তৎ-প্রতিপাদকং শব্দব্রহ্ম চ ভাতি প্রকাশতে ইত্যর্থঃ। প্রজাপতিঃ উভে ব্রহ্মণী সম্যগ্ জানাতি। অতঃ নানাদেহধারণে নানাপ্রজাসৃজনে চ তস্য নাস্তি প্রয়াস ইতি ভাবঃ ॥ ৪৮ ॥ ততঃ যা পূর্ব্বং বিসৃষ্টা সতী নীহারং তমঃ অভবৎ, ততোঽপরামন্যাং তনুমুপাদায় গৃহীত্বা ইত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥ ৫০ ॥ যুক্তকৃতঃ

যস্তু তত্র পুমান্ সোঽভূন্মনুঃ স্বায়ম্ভুবঃ স্বরাট্।
স্ত্রী যাসীচ্ছতরূপাখ্যা মহিষ্যস্য মহাত্মনঃ ॥ ৫৩ ॥
তদা মিথুনধর্ম্মেণ প্রজা হ্যেধাম্বভূবিরে।
স চাপি শতরূপায়াং পঞ্চাপত্যান্যজীজনৎ ॥ ৫৪ ॥
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ তিস্রঃ কন্যাশ্চ ভারত!।
আকূতির্দ্দেবহূতিশ্চ প্রসূতিরিতি সত্তম! ॥ ৫৫ ॥
আকূতিং রুচয়ে প্রাদাৎ কর্দ্দমায় তু মধ্যমাম্।
দক্ষায়াদাৎ প্রসূতিঞ্চ যত আপূরিতং জগৎ ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে
বিদুরমৈত্রেয়সংবাদে সৃষ্টিবর্ণনং নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়

তত্র (সেই মিথুনের মধ্যে) যঃ তু পুমান্ (যিনি পুরুষ), সঃ স্বরাট্ (তিনি সার্ব্বভৌম) স্বায়ম্ভুবঃ মনুঃ অভূৎ (স্বায়ম্ভুব মনু হইলেন); যা স্ত্রী (যিনি স্ত্রী), [তিনি] অস্য মহাত্মনঃ (এই মহাত্মা মনুর) শতরূপাখ্যা মহিষী আসীৎ (শতরূপা নাম্নী মহিষী হইলেন) ॥ ৫৩ ॥

তদা [প্রভৃতি] হি (তখন হইতেই) মিথুনধর্ম্মেণ (স্ত্রীপুরুষ-সংযোগে) প্রজাঃ এধাম্বভূবিরে (প্রজাবৃদ্ধি হইতে লাগিল)। সত্তম ভারত! (হে সজ্জনশ্রেষ্ঠ বিদুর!) সঃ চ অপি (সেই মনুও) শতরূপায়াং (স্বীয় ভার্য্যা শতরূপার গর্ভে) প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ (প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামক দুই পুত্র) আকূতিঃ দেবহূতিঃ প্রসূতিঃ চ ইতি তিস্রঃ কন্যাঃ চ (ও আকূতি, দেবহূতি ও প্রসূতি নাম্নী তিন কন্যা) [ইতি] পঞ্চ অপত্যানি (এই পাঁচটি সন্তান) অজীজনৎ (উৎপাদন করিলেন) ॥৫৪॥৫৫॥

[সেই স্বায়ম্ভুব মনু] রুচয়ে (রুচিনামক ঋষির করে) আকূতিং (প্রথমা কন্যা আকূতিকে) কর্দ্দমায় তু (ও কর্দ্দমনামক ঋষির করে) মধ্যমাং (মধ্যমা কন্যা দেবহূতিকে) প্রাদাৎ (সম্প্রদান করিলেন) [এবং]

অনুবাদ

সেই বিভক্ত রূপদ্বয় হইতে স্ত্রী ও পুরুষ উৎপন্ন হইল অর্থাৎ এক অংশ হইতে স্ত্রী ও অপর অংশ হইতে পুরুষ উৎপন্ন হইল ॥ ৫১-৫২ ॥

সেই মিথুনের মধ্যে যিনি পুরুষ, তিনি সার্ব্বভৌম স্বায়ম্ভুব মনু হইলেন; আর যিনি স্ত্রী, তিনি মহাত্মা মনুর শতরূপা নাম্নী মহিষী হইলেন ॥ ৫৩ ॥

তখন হইতেই স্ত্রীপুরুষসংযোগে প্রজাবৃদ্ধি হইতে লাগিল। হে সজ্জনশ্রেষ্ঠ বিদুর! সেই মনু স্বীয় ভার্য্যা শতরূপার গর্ভে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামক দুই পুত্র এবং আকূতি, দেবহূতি ও প্রসূতি নাম্নী তিন কন্যা উৎপাদন করিয়াছেন ॥ ৫৪ ॥ ৫৫ ॥

স্বায়ম্ভুব মনু প্রথমা কন্যা আকূতিকে রুচিনামক ঋষির করে, মধ্যমা কন্যা

টীকা

নযুক্তচিন্তনং কৃতবন্তঃ যৎ পুনরুপাদানং কায়মভিচক্ষতে, তদ্রূপং দ্বেধা অভূৎ ॥ ৫১—৫৩ ॥ এধাম্বভূবিরে

অন্বয়

দক্ষায় (দক্ষ নামক ঋষির করে) প্রসূতিং চ অদাৎ (কনিষ্ঠা কন্যা প্রসূতিকে সম্প্রদান করিলেন)। যতঃ (এই সকল কন্যা হইতে) [সন্তানসন্ততিক্রমে] [ইদং] জগৎ আপূরিতম্ (এই জগৎ পরিপূর্ণ হইয়াছে) ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ

দেবহূতিকে কর্দ্দমনামক ঋষির করে ও কনিষ্ঠা কন্যা প্রসূতিকে দক্ষনামক ঋষির করে সম্প্রদান করিয়াছেন। এই কন্যাগণ হইতেই সন্তান-সন্ততিক্রমে এই জগৎ পরিপূর্ণ হইয়াছে ॥ ৫৬ ॥

দ্বাদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত হইল ॥ ১২ ॥

টীকা

অবর্দ্ধন্ত। প্রজাবৃদ্ধিং দর্শয়তি—স চাপীত্যাদিনা ॥ ৫৪ ॥ ৫৫ ॥ যতঃ যাভিঃ কন্যাভিঃ ইদং জগদাপূরিতং সর্ব্বতঃ পূর্ণীকৃতমিত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীমচ্ছুকদেবকৃতসিদ্ধান্ত-
প্রদীপটীকায়াং দ্বাদশাধ্যায়ার্থপ্রকাশঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ

নিশম্য বাচং বদতো মুনেঃ পুণ্যতমাং নৃপ ! ।
ভূয়ঃ পপ্রচ্ছ কৌরব্যো বাসুদেবকথাদৃতঃ ॥ ১ ॥

শ্রীবিদুর উবাচ

স বৈ স্বায়ম্ভুবঃ সম্রাট্ প্রিয়ঃ পুত্রঃ স্বয়ম্ভুবঃ ।
প্রতিলভ্য প্রিয়াং পত্নীং কিং চকার ততো মুনে ! ॥ ২ ॥

অন্বয়

শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) নৃপ ! (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ !) কৌরব্যঃ (বিদুর) বদতঃ মুনেঃ (বক্তা মৈত্রেয়ঋষির) পুণ্যতমাং বাচং (পুণ্যতম বাক্য) নিশম্য (শ্রবণ করিয়া) বাসুদেব-কথাদৃতঃ (ভগবান্ বাসুদেবের চরিত্র শ্রবণে আগ্রহান্বিত হইয়া) ভূয়ঃ (পুনরায়) পপ্রচ্ছ (জিজ্ঞাসা করিলেন) ॥১॥

শ্রীবিদুরঃ উবাচ (বিদুর বলিলেন) মুনে ! (হে মৈত্রেয় !) স্বয়ম্ভুবঃ (ব্রহ্মার) প্রিয়ঃ পুত্রঃ

অনুবাদ

শুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! বিদুর মৈত্রেয়ঋষির পুণ্যতম বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ বাসুদেবের চরিত্র শ্রবণে আগ্রহান্বিত হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১ ॥

বিদুর বলিলেন—হে মুনে ! ব্রহ্মার প্রিয়পুত্র সেই সম্রাট্ স্বায়ম্ভুব মনু প্রিয়তমা পত্নী শতরূপাকে লাভ করিয়া তাহার পরে কি কি করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

টীকা

ত্রয়োদশে স্বায়ম্ভুবচরিতবর্ণনপ্রসঙ্গাদ্ বারাহচরিতমুচ্যতে। বাসুদেবকথায়ামাদৃতঃ কর্ত্তরি

চরিতং তস্য রাজর্ষেরাদিরাজস্য সত্তম !
ব্রূহি মে শ্রদ্দধানায় বিষ্বক্‌সেনাশ্রয়ো হ্যসৌ ॥ ৩ ॥

শ্রুতস্য পুংসাং সুচিরশ্রমস্য নন্বঞ্জসা সূরিভিরীড়িতোঽর্থঃ।
তত্তদ্‌গুণানুশ্রবণং মুকুন্দ-পাদারবিন্দং হৃদয়েষু যেষাম্ ॥ ৪ ॥

শ্রীশুক উবাচ

ইতি ব্রুবাণং বিদুরং বিনীতং সহস্রশীর্ষ্ণশ্চরণোপধানম্।
প্রহৃষ্টরোমা ভগবৎকথায়াং প্রণীয়মানো মুনিরভ্যচষ্ট ॥ ৫ ॥

অন্বয়

সঃ বৈ সম্রাট্ স্বায়ম্ভুবঃ (প্রিয়পুত্র সেই সম্রাট্ স্বায়ম্ভুব মনু) প্রিয়াং পত্নীং প্রতিলভ্য (প্রিয়পত্নী শতরূপাকে লাভ করিয়া) ততঃ (তাহার পর) কিং চকার (কি করিয়াছিলেন) ॥ ২ ॥

সত্তম ! (হে সজ্জনশ্রেষ্ঠ মৈত্রেয় !) আদিরাজস্য তস্য রাজর্ষেঃ (আদিরাজ সেই রাজর্ষি স্বায়ম্ভুব মনুর) চরিতং (চরিত্র) শ্রদ্দধানায় মে (শ্রদ্ধাশীল আমাকে) ব্রূহি (বলুন) ; হি (যেহেতু) অসৌ (ঐ মনু) বিষ্বক্‌সেনাশ্রয়ঃ (মুকুন্দপরায়ণ) ॥ ৩ ॥

ননু (আহা !) যেষাং (যাঁহাদের) হৃদয়েষু (হৃদয়ে) মুকুন্দপাদারবিন্দং (ভগবান্ মুকুন্দদেবের চরণকমল) [বর্ত্ততে] (বিরাজিত থাকে), তত্তদ্‌গুণানুশ্রবণং (সেই পরমবৈষ্ণবগণের গুণাবলী শ্রবণই) পুংসাং (জীবগণের) সুচিরশ্রমস্য (দীর্ঘকালব্যাপী পরিশ্রমসাধ্য) শ্রুতস্য (অধ্যয়নের) অঞ্জসা (সাক্ষাৎ) অর্থঃ (প্রয়োজন) ; সূরিভিঃ (ইহা তত্ত্বদর্শিগণকর্ত্তৃক) ঈড়িতঃ (কীর্ত্তিত হইয়া থাকে) ॥৪॥

শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) [হে মহারাজ !] ইতি ব্রুবাণং (এই প্রকারে জিজ্ঞাসাকারী) সহস্রশীর্ষ্ণঃ (শ্রীকৃষ্ণের) চরণোপধানং (পাদপীঠ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার ক্রোড়দেশে স্নেহবশে চরণকমল অর্পণ করিয়া থাকেন, সেই) বিনীতং বিদুরং (বিনীত বিদুরকে) ভগবৎকথায়াং (ভগবৎকথায়)

অনুবাদ

হে সজ্জনশ্রেষ্ঠ মৈত্রেয় ! আদিরাজ স্বায়ম্ভুব মনুর চরিত্র আমাকে বলুন ; কারণ তিনি ভগবান্ মুকুন্দকে আশ্রয় করিয়াছিলেন ; অতএব তাঁহার চরিত্র শ্রবণ করিতে আমার আগ্রহ হইয়াছে ॥ ৩ ॥

তত্ত্বদর্শিগণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন যে—যাঁহাদিগের হৃদয়ে ভগবান্ মুকুন্দদেবের চরণকমল বিরাজিত আছে, সেই পরম বৈষ্ণবগণের গুণকীর্ত্তন শ্রবণ করাই জীবগণের দীর্ঘকাল-ব্যাপী পরিশ্রমসাধ্য অধ্যয়নের সাক্ষাৎ ফল ॥ ৪ ॥

শুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ ! যাঁহার ক্রোড়দেশে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্নেহবশে

টীকা

স্বঃ ॥ ১ ॥ ২ ॥ বিষ্বক্‌সেনাশ্রয়ঃ মুকুন্দাশ্রয়ঃ ॥ ৩ ॥ মুকুন্দাশ্রয়জনগুণানুবাদশ্রবণং পুরুষাণাং মহৎশ্রম-সাধ্যশাস্ত্রশ্রবণস্য প্রয়োজনমিত্যাহ—শ্রুতস্যেতি। সুচিরং শ্রমো যস্মিন্ তস্য পুংসাং শ্রুতস্য অয়মেবার্থঃ প্রয়োজনং সূরিভিঃ তত্ত্বদর্শিভিরীড়িতঃ স্তুতঃ। ননু অহো যেষাং যেষাং হৃদয়েষু মুকুন্দপাদারবিন্দং ধ্যেয়ত্বেন বর্ত্ততে তেষাং তেষাং গুণানুবাদশ্রবণম্ ॥ ৪ ॥ প্রণীয়মানঃ বিদুরেণ প্রবর্ত্ত্যমানঃ মুনিঃ

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ

যদা স্বভার্য্যয়া সার্দ্ধং জাতঃ স্বায়ম্ভুবো মনুঃ।
প্রাঞ্জলিঃ প্রণতশ্চেদং বেদগর্ভমভাষত ॥ ৬ ॥
ত্বমেকঃ সর্ব্বভূতানাং জন্মকৃদ্ বৃত্তিদঃ পিতা।
তথাপি নঃ প্রজানাং তে শুশ্রূষা কেন বা ভবেৎ ॥৭॥
তদ্বিধেহি নমস্তুভ্যং কর্ম্মস্বীড্যাত্মশক্তিষু।
যৎ কৃত্বেহ যশো বিষ্বগমুত্র চ ভবেদ্গতিঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়

প্রণীয়মানঃ (প্রণোদিত) প্রহৃষ্টরোমা (ও পুলকিতাঙ্গ হইয়া) মুনিঃ (মৈত্রেয়ঋষি) অভ্যচষ্ট (বলিতে লাগিলেন) ॥ ৫ ॥

শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ (মৈত্রেয়ঋষি বলিলেন) যদা (যখন) স্বভার্য্যয়া সার্দ্ধং (স্বীয় পত্নী শতরূপার সহিত) স্বায়ম্ভুবঃ মনুঃ জাতঃ (স্বায়ম্ভুব মনু জন্মিলেন), [তখন] প্রণতঃ প্রাঞ্জলিঃ চ (প্রণত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া তিনি) বেদগর্ভম্ (ব্রহ্মাকে) ইদম্ (এই বক্ষ্যমাণ বাক্য) অভাষত (বলিলেন) ॥৬॥

[হে পিতঃ !] ত্বম্ একঃ [এব] (আপনি একাকীই) সর্ব্বভূতানাং পিতা (প্রাণিগণের পিতা), [যেহেতু] জন্মকৃৎ (আপনি জন্মদাতা) বৃত্তিদঃ (ও বৃত্তিদাতা) [হইয়া থাকেন] ; [অতএব আপনার কিছুরই অপেক্ষা নাই], তথাপি প্রজানাং নঃ (সন্তান আমাদের) আত্মশক্তিষু (শক্তিসাধ্য) কর্ম্মসু (কর্ম্মের মধ্যে) কেন বা (কোন্ কার্য্যের দ্বারা) তে (আপনার) শুশ্রূষা (পরিচর্য্যা) ভবেৎ (হইতে পারে) ? যৎ কৃত্বা (যে কর্ম্ম করিয়া) ইহ (ইহলোকে) বিষ্বক্ যশঃ (সর্ব্বত্র যশ) অমুত্র চ (ও পরলোকে) গতিঃ ভবেৎ (সদ্গতি লাভ হইতে পারে ?) তৎ বিধেহি (তাহা বিধান করুন) ; ঈড্য ! (হে পূজনীয় !) তুভ্যং নমঃ (আপনাকে নমস্কার করি) ॥ ৭ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ

স্বীয় চরণকমল অর্পণ করিয়া থাকেন, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জিজ্ঞাসাকারী সেই বিনীত বিদুরকে ভগবৎকথায় প্রণোদিত ও পুলকিতাঙ্গ হইয়া মৈত্রেয়ঋষি বলিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥

মৈত্রেয়ঋষি বলিলেন—হে বিদুর ! যখন স্বীয় পত্নী শতরূপার সহিত স্বায়ম্ভুব মনু জন্মগ্রহণ করিলেন, তখন তিনি প্রণত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া ভগবান্ ব্রহ্মাকে এই বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন ॥ ৬ ॥

হে পিতঃ ! আপনিই প্রাণিগণের পিতা ; যেহেতু আপনিই সকলকে সৃষ্টি করিয়াছেন ও সকলের জীবিকাবিধান করিয়াছেন ; এতাদৃশ আপনার অপর কিছুরই অপেক্ষা নাই ; তথাপি সন্তান আমাদের নিজ নিজ শক্তিসাধ্য কর্ম্মের মধ্যে কোন্ কার্য্যের

টীকা

সহস্রশীর্ষ্ণঃ শ্রীকৃষ্ণস্য চরণাবুপধীয়েতে যস্মিন্ স্নেহাতিশয়াৎ ভগবান্ যদঙ্কে চরণৌ প্রসারয়তি তং বিদুরং অভ্যচষ্ট অভ্যভাষত ॥ ৫ ॥ ৬ ॥ নোঽস্মাকং প্রজানাং তে শুশ্রূষা, আত্মশক্তিষু অস্মচ্ছক্যেষু কর্ম্মসু মধ্যে কেন কর্ম্মণা ভবেৎ। তদ্বিধেহি কথয়েতি দ্বয়োরন্বয়ঃ ॥ ৭ ॥ ৮ ॥ বাং যুবয়োঃ মা মাং

শ্রীব্রহ্মোবাচ

প্রীতস্তুভ্যমহং তাত ! স্বস্তি স্তাদ্বাং ক্ষিতীশ্বর ! ।
যন্নির্ব্যলীকেন হৃদা শাধি মেত্যাত্মনার্পিতম্ ॥ ৯ ॥
এতাবত্যাত্মজৈর্বীর ! কার্য্যা হ্যপচিতির্গুরৌ ।
শক্ত্যাপ্রমত্তৈর্গৃহ্যেত সাদরং গতমৎসরৈঃ ॥ ১০ ॥
স ত্বমস্যামপত্যানি সদৃশান্যাত্মনো গুণৈঃ ।
উৎপাদ্য শাস ধর্ম্মেণ গাং যজ্ঞৈঃ পুরুষং যজ ॥ ১১ ॥

অন্বয়

শ্রীব্রহ্মা উবাচ (ব্রহ্মা বলিলেন) তাত ! (হে বৎস !) ক্ষিতীশ্বর ! (হে পৃথিবীপতে !) যৎ (যেহেতু তুমি) নির্ব্যলীকেন হৃদা (অকপট হৃদয়ে) মা (আমাকে) শাধি (উপদেশ করুন) ইতি (এই প্রকার) আত্মনা (নিজেই) অর্পিতম্ (নিবেদন করিয়াছ) ; [অতএব] তুভ্যং (তোমার প্রতি) অহং প্রীতঃ (আমি প্রসন্ন হইয়াছি) ; বাং (তোমাদের উভয়ের) স্বস্তি (মঙ্গল) স্তাৎ (হউক) ॥ ৯ ॥

বীর ! (হে শক্তিশালিন !) গতমৎসরৈঃ ("অপরে করিল না আমরা কেন করিব" এই প্রকার মাৎসর্য্যশূন্য) অপ্রমত্তৈঃ (অপ্রমত্ত) আত্মজৈঃ (পুত্রগণের) শক্ত্যা (শক্তি অনুসারে) সাদরং (শ্রদ্ধা সহকারে) [গুরুর আজ্ঞা] গৃহ্যেত (গ্রহণ করা উচিত) ; গুরৌ (পিতার প্রতি) [পুত্রগণের] এতাবতী হি (এইরূপ) অপচিতিঃ (পূজা) কার্য্যা (করাই কর্ত্তব্য) ॥ ১০ ॥

সঃ ত্বং (পিতার আজ্ঞা পালনকারী তুমি) অস্যাম্ (এই শতরূপার গর্ভে) গুণৈঃ আত্মনঃ সদৃশানি

অনুবাদ

দ্বারা আপনার পরিচর্য্যা হইতে পারে এবং যাহাদ্বারা ইহলোকে সর্ব্বত্র যশ ও পরলোকে সদ্গতি লাভ হইতে পারে, তাহা বিধান করুন অর্থাৎ আদেশ করুন ; হে পূজনীয় ! আপনাকে নমস্কার করি ॥ ৭ ॥ ৮ ॥

ব্রহ্মা বলিলেন—হে বৎস ! যেহেতু তুমি অকপট হৃদয়ে "আমাকে উপদেশ করুন" এই প্রকার নিজেই নিবেদন করিয়াছ, অতএব তোমার প্রতি আমি প্রসন্ন হইয়াছি ; হে পৃথিবীপতে ! তোমাদের উভয়ের মঙ্গল হউক ॥ ৯ ॥

হে বীর ! পিতার প্রতি পুত্রগণের এইরূপ পূজা করাই কর্ত্তব্য । "অপরে করিল না আমরা কেন করিব" এই প্রকার মাৎসর্য্যশূন্য ও অপ্রমত্ত হইয়া পুত্রগণের পিতার আজ্ঞা পালন করা কর্ত্তব্য অর্থাৎ সনকাদি পিতার আজ্ঞা পালন করিল না, আমরা কেন করিব ? এই প্রকার মাৎসর্য্যভাব হৃদয়ে পোষণ না করিয়া যে আমার আজ্ঞা প্রার্থনা করিতেছ, ইহাতে আমি সন্তুষ্ট হইলাম ॥ ১০ ॥

হে পুত্র ! তুমি পিতার আজ্ঞা পালন করিতে প্রস্তুত ; অতএব তুমি এক্ষণে এই শত-

টীকা

শাধি অনুশিক্ষয়েতি স্বয়ং নিবেদিতম্ ; অতঃ প্রসন্নোঽস্মি ॥ ৯ ॥ অপচিতিঃ পূজা এতাবত্যেব কার্য্যা ; কিয়তীত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ—অপ্রমত্তৈঃ সাবধানৈঃ সাদরং যথা ভবতি তথা যথাশক্তি গৃহ্যেত গুর্ব্বাজ্ঞেতি

পরং শুশ্রূষণং মহ্যং স্যাৎ প্রজারক্ষয়া নৃপ ।।
ভগবাংস্তে প্রজাভর্ত্তুর্হৃষীকেশো নু তুষ্যতি ।। ১২ ।।
যেষাং ন তুষ্টো ভগবান্ যজ্ঞলিঙ্গো জনার্দ্দনঃ ।
তেষাং শ্রমো হ্যপার্থায় যদাত্মা নাদৃতঃ স্বয়ম্ ।। ১৩ ।।

শ্রীমনুরুবাচ

আদেশেঽহং ভগবতো বর্ত্তেয়ামীবসূদন ।।
স্থানন্ত্বিহানুজানীহি প্রজানাং মম চ প্রভো ! ।। ১৪ ।।

অন্বয়

(নিজের মত গুণসম্পন্ন) অপত্যানি (সন্তান সকল) উৎপাদ্য (উৎপাদন করিয়া) ধর্ম্মেণ (ধর্ম্মানুসারে) গাং (পৃথিবী) শাস (শাসন কর অর্থাৎ পালন কর) যজ্ঞৈঃ (এবং যজ্ঞদ্বারা) পুরুষং (শ্রীহরিকে) যজ (অর্চ্চনা কর) ।। ১১ ।।

নৃপ ! (হে রাজন্ !) প্রজারক্ষয়া (প্রজাপালনের দ্বারা) মহ্যং (আমার) পরং শুশ্রূষণং (পরম সেবা) স্যাৎ (হইবে) ভগবান্ হৃষীকেশঃ (এবং ভগবান্ শ্রীহরি) প্রজাভর্ত্তুঃ (প্রজাপালক) তে (তোমার প্রতি) নু তুষ্যতি (নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হইবেন) ।।১২।।

[হে বৎস !] যজ্ঞলিঙ্গঃ (যজ্ঞমূর্ত্তি) ভগবান্ জনার্দ্দনঃ (ভগবান্ জনার্দ্দন) যেষাং (যাহাদের প্রতি) ন তুষ্টঃ (প্রসন্ন না হন), তেষাং (তাহাদের) শ্রমঃ (কর্ম্ম ও জ্ঞান অর্জ্জনের পরিশ্রম) অপার্থায় হি (বৃথাই হইয়া থাকে) ; যৎ (যেহেতু) [তাহাদিগকর্ত্তৃক] স্বয়ং আত্মা (স্বয়ং সর্ব্বাশ্রয় পরমাত্মা) ন আদৃতঃ (অনাদৃত হইয়াছেন) ।। ১৩ ।।

শ্রীমনুঃ উবাচ (মনু বলিলেন) প্রভো ! অমীবসূদন ! (হে প্রভো ! হে পাপনাশন !) ভগবতঃ

অনুবাদ

রূপার গর্ভে গুণে নিজের মত সন্তান সকল উৎপাদন করিয়া রাজধর্ম্মানুসারে এই পৃথিবী পালন কর এবং যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির অর্চ্চনা কর ।। ১১ ।।

হে রাজন্ ! প্রজাপালনের দ্বারা আমার পরম সেবা করা হইবে এবং ভগবান্ হৃষীকেশও প্রজাপালক তোমার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইবেন ।। ১২ ।।

হে রাজন্ ! যজ্ঞমূর্ত্তি ভগবান্ জনার্দ্দন যাহাদের প্রতি প্রসন্ন হন না, তাহাদের কর্ম্ম ও জ্ঞানাদির পরিশ্রম বৃথাই হইয়া থাকে ; যেহেতু তাহারা স্বয়ং সর্ব্বাশ্রয় পরমাত্মার সমাদর করিল না ।। ১৩ ।।

মনু বলিলেন—হে পাপনাশন ! হে প্রভো ! আপনার আদেশ আমি পালন করিব ; কিন্তু এই কার্য্যের জন্য আপনি প্রজাগণের ও আমার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিন ।। ১৪ ।।

টীকা

শেষঃ ।। ১০ ।। পুরুষং সর্ব্বযজ্ঞভোক্তারম্ ।। ১১ ।। ১২ ।। যজ্ঞলিঙ্গঃ যজ্ঞমূর্ত্তিঃ আত্মা সর্ব্বেষামাশ্রয়ঃ, যতো যৈর্নাদৃতঃ, অতঃ তেষাং শ্রমঃ কর্ম্মজ্ঞানাদিসাধনানুষ্ঠানম্ অপগতোঽর্থঃ ফলং যস্মাৎ তস্মৈ নিষ্ফলত্বায়

যদোকঃ সর্ব্বভূতানাং মহী মগ্না মহাম্ভসি।
অস্যা উদ্ধরণে যত্নো দেব। দেব্যা বিধীয়তাম্ ॥১৫॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ

পরমেষ্ঠী ত্বপাং মধ্যে তথা সন্নামবেক্ষ্য গাম্।
কথমেনাং সমুন্নেষ্য ইতি দধ্যৌ ধিয়া চিরম্ ॥ ১৬ ॥

সৃজতো মে ক্ষিতির্ব্বার্ভিঃ প্লাব্যমানা রসাং গতা।
অথাত্র কিমনুষ্ঠেয়মস্মাভিঃ সর্গযোজিতৈঃ।
যস্যাহং হৃদয়াদাসং স ঈশো বিদধাতু মে ॥ ১৭ ॥

অন্বয়

(ভগবান্ আপনার) আদেশে অহং বর্ত্তেয় (আদেশে আমি অবস্থান করিব) [অর্থাৎ আপনার আদেশ পালন করিব]; তু (কিন্তু) ইহ (এই আদেশ পালন বিষয়ে) প্রজানাং মম চ (প্রজাগণের ও আমার) স্থানং অনুজানীহি (স্থান নির্দ্দেশ করুন) ॥ ১৪ ॥

দেব! (হে প্রভো!) সর্ব্বভূতানাং (সকল প্রাণীর) যৎ ওকঃ (যাহা বাসস্থান), [সা] মহী (সেই পৃথিবী) মহাম্ভসি (প্রলয়সলিলে) মগ্না (নিমগ্না আছেন); অস্যাঃ দেব্যাঃ (এই পৃথিবীদেবীর) উদ্ধরণে (উদ্ধারসাধনে) যত্নঃ বিধীয়তাম্ (যত্ন বিধান করুন) ॥ ১৫ ॥

শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ (মৈত্রেয়ঋষি বলিলেন) পরমেষ্ঠী (ব্রহ্মা) অপাং মধ্যে তু (সলিলমধ্যে) তথা সন্নাং (সেই প্রকারে নিমগ্না) গাম্ (পৃথিবীকে) অবেক্ষ্য (দর্শন করিয়া) কথং (কিরূপে) এনাং (এই পৃথিবীকে) সমুন্নেষ্যে (উদ্ধার করিব) ইতি (ইহা) ধিয়া (মনে মনে) চিরং দধ্যৌ (বহুকাল চিন্তা করিতে লাগিলেন) ॥ ১৬ ॥

[ব্রহ্মা চিন্তা করিলেন] সৃজতঃ মে (প্রয়োজন বশতঃ জলসৃষ্টিকারী আমার) বার্ভিঃ (জলের দ্বারা)

অনুবাদ

হে দেব! সর্ব্বভূতের যাহা বাসস্থান, সেই পৃথিবী প্রলয়সলিলে নিমগ্না হইয়া রহিয়াছেন; অতএব এই পৃথিবীর উদ্ধারের নিমিত্ত আপনি যত্ন করুন ॥ ১৫।

মৈত্রেয়ঋষি বলিলেন—হে বিদুর! ব্রহ্মা সলিলমধ্যে নিমগ্না পৃথিবীকে দর্শন করিয়া "কি প্রকারে আমি এই পৃথিবীকে উদ্ধার করিব" ইহা মনে মনে দীর্ঘকাল চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥

[ব্রহ্মা চিন্তা করিলেন]—আমি প্রয়োজন বশতঃ জল সৃষ্টি করিয়াছি; এই জলের দ্বারা পৃথিবী প্লাবিতা হইয়া রসাতলে গমন করিয়াছে; এক্ষণে এই সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত আমার পৃথিবীর উদ্ধারবিষয়ে কি করা কর্ত্তব্য? আমি যাঁহার হৃদয় হইতে আবির্ভূত হইয়াছি, সেই পরমেশ্বরই আমার কর্ত্তব্য বিধান করুন ॥ ১৭ ॥

টীকা

ইত্যর্থঃ ॥ ১৩। হে অমীবসূদন! স্থানমনুজানীহি ইদং তব স্থানমিতি অনুজ্ঞাপয় ॥ ১৪ ॥ হে দেব! ॥১৫॥ গাং মহীম্ ॥১৬॥ নমু "অপাবায়ুং মহাম্ভসে"তি পূর্ব্বোক্তেঃ জলপানে কৃতে পুনর্ম্মহী কুত্রাসেত্যত আহ—

ইত্যভিধ্যায়তো নাসাবিবরাৎ সহসানঘ !
বরাহতোকো নিরগাদঙ্গুষ্ঠপরিমাণকঃ ॥ ১৮ ॥
তস্যাভিপশ্যতঃ খস্থঃ ক্ষণেন কিল ভারত !
গজমাত্রঃ প্রববৃধে তদদ্ভুতমভূন্মহৎ ॥ ১৯ ॥
মরীচিপ্রমুখৈর্ব্বিপ্রৈঃ কুমারৈর্ম্মনুনা সহ ।
দৃষ্ট্বা তচ্ছৌকরং রূপং তর্কয়ামাস চিত্রধা ॥ ২০ ॥

অন্বয়

প্লাব্যমানা ক্ষিতিঃ (প্লাবিতা পৃথিবী) রসাং গতা (রসাতল প্রাপ্ত হইয়াছে) ; অথ (এক্ষণে) সর্গযোজিতৈঃ (সৃষ্টিবিষয়ে নিযুক্ত) অস্মাভিঃ (আমার) অত্র (এই পৃথিবীর উদ্ধারবিষয়ে) কিম্ অনুষ্ঠেয়ম্ (কি অনুষ্ঠান করা উচিত ?) যস্য হৃদয়াৎ (যাঁহার হৃদয় হইতে) অহম্ আসম্ (আমি উৎপন্ন হইয়াছি), সঃ ঈশঃ (সেই পরমেশ্বর) মে (আমার) [কর্ত্তব্য] বিদধাতু (বিধান করুন) ॥ ১৭ ॥

অনঘ ! (হে নিষ্পাপ বিদুর !) ইতি অভিধ্যায়তঃ (এই প্রকার চিন্তাশীল) [ব্রহ্মার] নাসাবিবরাৎ (নাসিকাছিদ্র হইতে) সহসা (হঠাৎ) অঙ্গুষ্ঠপরিমাণকঃ (অঙ্গুষ্ঠপরিমিত) বরাহতোকঃ (ক্ষুদ্র বরাহ) নিরগাৎ (নির্গত হইল) ॥ ১৮ ॥

ভারত ! (হে বিদুর !) অভিপশ্যতঃ তস্য (ব্রহ্মার সমক্ষে) [সেই শূকর] খস্থঃ (আকাশে উত্থিত হইয়া) ক্ষণেন (ক্ষণকালমধ্যেই) গজমাত্রঃ (হস্তীর শরীরপরিমাণ) প্রববৃধে (বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল) ; তৎ (তাহা) মহৎ অদ্ভুতম্ (বড়ই আশ্চর্য্যজনক) অভূৎ কিল (হইয়াছিল) ॥ ১৯ ॥

[ব্রহ্মা] মরীচিপ্রমুখৈঃ বিপ্রৈঃ (মরীচিপ্রমুখ ঋষিগণ), কুমারৈঃ (সনকাদিমুনিগণ) মনুনা সহ (এবং মনুর সহিত) তৎ শৌকরং রূপং দৃষ্ট্বা (সেই বিশাল শূকররূপ দর্শন করিয়া) চিত্রধা (নানাপ্রকার) তর্কয়ামাস (বিতর্ক করিতে লাগিলেন) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ

হে নিষ্পাপ বিদুর ! ব্রহ্মা যখন এই প্রকার চিন্তা করিতেছেন, সেই সময়ে হঠাৎ তাঁহার নাসিকাছিদ্র হইতে অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত এক ক্ষুদ্র শূকর নির্গত হইল ॥ ১৮ ॥

হে বিদুর ! দেখিতে দেখিতে ব্রহ্মার সমীপেই সেই অঙ্গুষ্ঠপরিমিত শূকর আকাশে উত্থিত হইয়া ক্ষণকাল মধ্যেই হস্তীর শরীরপরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল অর্থাৎ হস্তীর আকারে বর্দ্ধিত হইল। তাহা বড়ই আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার হইয়াছিল ॥ ১৯ ॥

ব্রহ্মা নিজপুত্র মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ, সনকাদি মুনিগণ ও রাজর্ষি মনুর সহিত সেই বিশাল শূকররূপ দর্শন করিয়া নানা প্রকার বিতর্ক করিতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥

টীকা

সৃজতঃ পুনঃ প্রয়োজনবিশেষার্থং জলানি মুঞ্চতঃ সত ইত্যর্থঃ। বার্ভিঃ জলৈঃ, রসাং রসাতলম্, বিদধাতু

কিমেতচ্ছূকরব্যাজং সত্ত্বং দিব্যমবস্থিতম্ ।
অহোবতাশ্চর্য্যমিদং নাসায়া মে বিনিঃসৃতম্ ॥২১॥
দৃষ্টোঽঙ্গুষ্ঠশিরোমাত্রঃ ক্ষণাদ্‌গণ্ডশিলাসমঃ ।
অপিস্বিদ্ভগবানেষ যজ্ঞো মে খেদয়ন্মনঃ ॥ ২২ ॥
ইতি মীমাংসতস্তস্য ব্রহ্মণঃ সহ সূনুভিঃ ।
ভগবান্ যজ্ঞপুরুষো জগর্জ্জাগেন্দ্রসন্নিভঃ ॥ ২৩ ॥
ব্রহ্মাণং হর্ষয়ামাস হরিস্তাংশ্চ দ্বিজোত্তমান্ ।
স্বগর্জ্জিতেন ককুভঃ প্রতিস্বনয়তা বিভুঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়

শূকরব্যাজং (শূকররূপে) অবস্থিতং (অবস্থিত) দিব্যং সত্ত্বং (দিব্য প্রাণী) এতৎ কিম্ (ইনি কে?) অহোবত আশ্চর্য্যম্ (আহা বড়ই আশ্চর্য্য!) ইদং (ইনি) মে (আমার) নাসায়াঃ (নাসিকাছিদ্র হইতে) বিনিঃসৃতম্ (বিনির্গত হইয়াছেন) ॥ ২১ ॥

[প্রথমে] অঙ্গুষ্ঠশিরোমাত্রঃ (অঙ্গুষ্ঠাগ্র পরিমিত) দৃষ্টঃ (দেখিয়াছিলাম); [ইনি] ক্ষণাৎ (হঠাৎ) গণ্ডশিলাসমঃ (স্থূল পাষাণপরিমিত) [হইলেন]। এষঃ (ইনি) [নিজরূপ তিরোহিত করিয়া] মে (আমার) মনঃ খেদয়ন্ (চিত্তে সংশয় উৎপাদন করতঃ) ভগবান্ যজ্ঞঃ (ভগবান্ বিষ্ণু) অপিস্বিৎ (হইবেন কি?) ॥ ২২ ॥

সূনুভিঃ সহ (পুত্র মনু ও মরীচি প্রভৃতির সহিত) ইতি মীমাংসতঃ (এই প্রকারের বিতর্ককারী) তস্য ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মার সমক্ষে) অগেন্দ্রসন্নিভঃ (শ্রেষ্ঠ পর্ব্বতসদৃশ) ভগবান্ যজ্ঞপুরুষঃ (বরাহরূপী ভগবান্ যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু) জগর্জ্জ (গর্জ্জন করিলেন) ॥ ২৩ ॥

বিভুঃ (সর্ব্বব্যাপী) হরিঃ (ভগবান্ শ্রীহরি) স্বগর্জ্জিতেন (স্বীয় গর্জ্জনের দ্বারা) ককুভঃ (দিক্‌সমূহকে)

অনুবাদ

ব্রহ্মা বলিতে লাগিলেন—শূকররূপে অবস্থিত দিব্য প্রাণী ইনি কে? আহা বড়ই আশ্চর্য্য! ইনি আমার নাসিকা বিবর হইতে বিনির্গত হইয়াছেন ॥ ২১ ॥

ইঁহাকে প্রথমে অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত দেখিয়াছিলাম; কিন্তু হঠাৎ ইনি স্থূল পাষাণপরিমিত হইলেন; তবে কি ভগবান্ বিষ্ণুই নিজরূপ তিরোহিত করিয়া আমার মনে সংশয় উৎপাদন করতঃ বরাহরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন? ॥ ২২ ॥

ব্রহ্মা স্বীয় পুত্র মনু ও মরীচ্যাদির সহিত এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার সমক্ষেই সেই শ্রেষ্ঠ পর্ব্বততুল্য বরাহরূপী ভগবান্ যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন ॥২৩॥

সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ শ্রীহরি গর্জ্জনের দ্বারা সমস্ত দিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া ব্রহ্মাকে ও সেই মরীচি প্রভৃতিকে সন্তুষ্ট করিলেন ॥ ২৪ ॥

টীকা

সম্পাদয়তু ॥ ১৭ ॥ বরাহতোকঃ বরাহবালক ইত্যর্থঃ ॥১৮॥১৯॥২০॥২১॥ গণ্ডশিলাসমঃ স্থূলপাষাণতুল্যঃ ॥২২॥

নিশম্য তে ঘর্ঘরিতং স্বখেদ-ক্ষয়িষ্ণু মায়াময়শূকরস্য।
জনস্তপঃসত্যনিবাসিনস্তে ত্রিভিঃ পবিত্রৈর্মুনয়োঽগৃণন্ স্ম ॥২৫॥
তেষাং সতাং বেদবিতানমূর্ত্তি-র্ব্রহ্মাবধার্য্যাত্মগুণানুবাদম্।
বিনদ্য ভূয়ো বিবুধোদয়ায় গজেন্দ্রলীলো জলমাবিবেশ ॥ ২৬ ॥
উৎক্ষিপ্তবালঃ খচরঃ কঠোরঃ সটা বিধুন্বন্ খররোমশত্বক্।
খুরাহতাভ্রঃ সিতদংষ্ট্র ঈক্ষা-জ্যোতির্ব্বভাসে ভগবান্ মহীধ্রঃ ॥২৭॥

অন্বয়

প্রতিস্বনয়তা (প্রতিধ্বনিত করিয়া) ব্রহ্মাণং (ব্রহ্মাকে) তান্ দ্বিজোত্তমান্ চ (ও সেই মরীচি প্রভৃতিকে) হর্ষয়ামাস (সন্তুষ্ট করিলেন) ॥২৪॥

তে জনস্তপঃসত্যনিবাসিনঃ (জন, তপঃ ও সত্যলোকবাসিগণ) স্বখেদক্ষয়িষ্ণু (নিজ নিজ দুঃখবিনাশক) মায়াময়শূকরস্য (শূকরের) ঘর্ঘরিতং (ঘর্ঘরধ্বনি) নিশম্য (শ্রবণ করিয়া) মুনয়ঃ (ধ্যানপরায়ণ হইলেন) তে (এবং পুনরায় তাহারা) পবিত্রৈঃ ত্রিভিঃ (পবিত্র ঋক, যজুঃ ও সাম এই বেদত্রয়োক্ত মন্ত্রসমূহের দ্বারা) অগৃণন স্ম (স্তব করিতে লাগিলেন) ॥ ২৫ ॥

বেদবিতানমূর্ত্তিঃ (স্বরূপ ও গুণাদি বর্ণনপূর্ব্বক বেদ যাঁহার মূর্ত্তির স্তুতি করিয়া থাকে, সেই ভগবান্) তেষাং সতাং (সেই জনাদি লোকবাসিগণের) আত্মগুণানুবাদং (নিজ গুণকীর্ত্তনরূপ) ব্রহ্ম (বেদমন্ত্র) অবধার্য্য (শ্রবণ করিয়া) ভূয়ঃ (পুনরায়) বিনদ্য (গর্জ্জন করিয়া) বিবুধোদয়ায় (ব্রহ্মাদি সকলের মঙ্গলের নিমিত্ত) গজেন্দ্রলীলঃ (গজেন্দ্রের ন্যায় লীলাকারী হইয়া অর্থাৎ ক্রীড়া করতঃ) জলম্ আবিবেশ (জলে প্রবেশ করিলেন) ॥২৬॥

মহীধ্রঃ ভগবান্ (পৃথিবীর উদ্ধারকারী বরাহরূপী ভগবান্ শ্রীহরি) উৎক্ষিপ্তবালঃ (পুচ্ছ উত্তোলন করিয়া) খচরঃ (আকাশে বিচরণকরতঃ) কঠোরঃ (অত্যন্ত কঠিন হইলেন), খররোমশত্বক্ (কর্কশ

অনুবাদ

হে বিদুর! তখন জন, তপঃ ও সত্যলোকবাসিগণ নিজ নিজ দুঃখবিনাশক ভগবানের ইচ্ছাময়ী মূর্ত্তি সেই শূকরের ঘর্ঘরধ্বনি শ্রবণ করিয়া ধ্যানপরায়ণ হইলেন; পরে তাঁহারা পবিত্র ঋক্, যজুঃ ও সাম এই বেদত্রয়োক্ত মন্ত্রসমূহের দ্বারা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন ॥২৫॥

বেদসমূহ স্বরূপ ও গুণাদি বর্ণনপূর্ব্বক যাঁহার মূর্ত্তির স্তব করিয়া থাকে, সেই ভগবান্ জনাদিলোকবাসিগণের বেদমন্ত্রসমূহ শ্রবণ করিয়া পুনরায় গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন এবং ব্রহ্মা প্রভৃতির মঙ্গলের নিমিত্ত গজেন্দ্রের ন্যায় ক্রীড়া করতঃ জলে প্রবেশ করিলেন ॥ ২৬ ॥

বরাহরূপী ভগবান্ শ্রীহরি জলে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বক্ষণে পুচ্ছদেশ ঊর্দ্ধে উত্তোলন

টীকা

ইত্যেবং চিন্তয়তঃ সতঃ ॥২৩॥২৪॥ জন ইত্যত্র সুড়াগম আর্ষঃ, তে জনতপঃসত্যনিবাসিনঃ মায়াময়শূকরস্য মায়া অত্র অদ্ভুতরূপা ভগবদিচ্ছা,তন্ময়বরাহস্য স্বখেদস্য ক্ষয়িষ্ণু নাশকং ঘর্ঘরিতং তজ্জাত্যনুকরণধ্বনিং নিশম্য মুনয়ঃ আনন্দাতিশয়েন মননপরা বভুবুঃ ইত্যর্থঃ। পুনস্তে ত্রিভিঃ ঋগ্‌যজুঃসামমন্ত্রৈঃ অগৃণন্ অস্তুবন্ ॥২৫॥ তেষাং জনাদিনিবাসিনাং ব্রহ্ম বেদমবধার্য্য জ্ঞাত্বা। বেদেন বিতন্যতে স্বরূপগুণাদিবিস্তরবর্ণনপূর্ব্বকং স্তূয়তে মূর্ত্তির্যস্য

ঘ্রাণেন পৃথ্ব্যাঃ পদবীং বিজিঘ্রন্ ক্রোড়াপদেশঃ স্বয়মধ্বরাঙ্গঃ।
করালদংষ্ট্রোঽপ্যকরালদৃগ্‌ভ্যা-মুদ্বীক্ষ্য বিপ্রান্ গৃণতোঽবিশৎ কম্ ॥২৮॥
স বজ্রকূটাঙ্গনিপাতবেগ বিশীর্ণকুক্ষিঃ স্তনয়ন্নুদন্বান্।
উৎসৃষ্টদীর্ঘোর্ম্মিভুজৈরিবার্ত্ত-শ্চুক্রোশ যজ্ঞেশ্বর! পাহি মেতি ॥২৯॥

অন্বয়

রোমরাজিতে তাঁহার চর্ম্ম পরিব্যাপ্ত ছিল), খুরাহতাভ্রঃ (খুরের দ্বারা মেঘসমূহ চালিত হইতেছিল), ঈক্ষাজ্যোতিঃ (দৃষ্টিপাতে জ্যোতিঃ নির্গত হইতেছিল); সিতদংষ্ট্রঃ (এইরূপে তিনি শুভ্রদন্তসমন্বিত হইয়া) সটাঃ (কেশররাজিকে) বিধুন্বন্ (কম্পিত করিয়া) বভাসে (শোভিত হইয়াছিলেন) ॥২৭॥

স্বয়ম্ অধ্বরাঙ্গঃ (সাক্ষাৎ যজ্ঞমূর্ত্তি ভগবান্) ক্রোড়াপদেশঃ (বরাহচ্ছলে) [পশুর অনুকরণে] ঘ্রাণেন (ঘ্রাণদ্বারা) পৃথ্ব্যাঃ পদবীং (পৃথিবীর স্থান) বিজিঘ্রন্ (অন্বেষণ করতঃ) করালদংষ্ট্রঃ অপি (করালদন্তধারী হইলেও) অকরালদৃগ্‌ভ্যাম্ (প্রসন্নদৃষ্টিদ্বারা) গৃণতঃ বিপ্রান্ (স্তবকারী বিপ্রগণকে) উদ্বীক্ষ্য (দেখিয়া) কম্ (জলে) অবিশৎ (প্রবেশ করিলেন) ॥২৮॥

বজ্রকূটাঙ্গনিপাতবেগবিশীর্ণকুক্ষিঃ (যাঁহার বজ্রময়পর্ব্বতসদৃশ শরীর, সেই ভগবানের পতনবেগে বিদীর্ণগর্ভ) সঃ উদন্বান্ (সমুদ্র) উৎসৃষ্টদীর্ঘোর্ম্মিভুজৈঃ (দীর্ঘ তরঙ্গরূপ বাহু উত্তোলন করিয়া) স্তনয়ন্ (শব্দ করিতে করিতে) যজ্ঞেশ্বর! মা পাহি (হে যজ্ঞেশ্বর! আমাকে রক্ষা করুন) ইতি আর্ত্তঃ ইব (এই প্রকারে আর্ত্তের ন্যায়) চুক্রোশ (যেন ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন) ॥২৯॥

অনুবাদ

করিয়া আকাশে বিচরণ করতঃ নিজদেহ অত্যন্ত কঠিন করিয়াছিলেন; তাঁহার চর্ম্ম কর্কশ রোমরাজিতে পরিব্যাপ্ত ছিল; খুরাঘাতে মেঘসমূহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছিল; চক্ষু হইতে জ্যোতিঃ নির্গত হইতেছিল; এইরূপে পৃথিবীর উদ্ধারকারী শ্রীহরি শুভ্রদন্তসমন্বিত হইয়া কেশররাজিকে কম্পিত করিয়া শোভিত হইয়াছিলেন ॥ ২৭ ॥

সাক্ষাৎ যজ্ঞমূর্ত্তি ভগবান্ শূকররূপী হইয়া পশুর অনুকরণে ঘ্রাণের দ্বারা পৃথিবীর অন্বেষণ করতঃ করালদন্তধারী হইলেও প্রসন্নদৃষ্টিদ্বারা সেই স্তবকারী বিপ্রগণকে অবলোকন করিয়া জলে প্রবেশ করিলেন ॥ ২৮ ॥

বজ্রময় পর্ব্বতসদৃশ যাঁহার শরীর, সেই শূকররূপী ভগবানের পতনবেগে বিদীর্ণগর্ভ সমুদ্র দীর্ঘতরঙ্গরূপ বাহু উত্তোলন করিয়া শব্দ করিতে করিতে "হে যজ্ঞেশ্বর! আমাকে রক্ষা করুন" এই প্রকারে আর্ত্তের ন্যায়ই যেন ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন ॥ ২৯ ॥

টীকা

সঃ ॥ ২৬ ॥ উৎক্ষিপ্তঃ বালঃ পুচ্ছো যেন সঃ, কঠোরঃ কঠিনঃ সুরাসুরৈরজেয়ঃ, সটাঃ স্কন্ধস্থান্ বালান্, খরাণি রোমাণি যস্যাং সা ত্বক্ যস্য সঃ, খুরৈরাহতান্যভ্রাণি যেন, ঈক্ষা নিরীক্ষণমেব জ্যোতির্যস্য তদানীং প্রকাশান্তরাভাবাৎ, বভাসে অশোভত ॥২৭॥ গৃণতঃ স্তোতৄন্, কম্ জলম্ ॥ ২৮ ॥ স্তনয়ন্ ধ্বনিং কুর্ব্বন্ মা মাং পাহীতি চুক্রোশ ॥২৯॥ ত্রীণি পঙ্‌ক্তিং ষি সবনাত্মকানি পর্ব্বাণি যস্য সঃ যজ্ঞমূর্ত্তিঃ উৎপারাণাং

খুরৈঃ ক্ষুরপ্রৈর্দরয়ংস্তদাপ উৎপারপারং ত্রিপরু রসায়াম্।
দদর্শ গাং তত্র সুষুপ্সুরগ্রে যাং জীবধানীং স্বয়মভ্যধত্ত ॥ ৩০ ॥
স্বদংষ্ট্রয়োদ্ধৃত্য মহীং বিলগ্নাং স উত্থিতঃ সংরুরুচে রসায়াঃ।
তত্রাপি দৈত্যং গদয়াপতন্তং সুনাভসন্দীপিততীব্রমন্যুঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়

ত্রিপরুঃ (তিনটি যজ্ঞাত্মক বিভাগ যাঁহার আছে, সেই ভগবান্ অর্থাৎ যজ্ঞমূর্ত্তি ভগবান্) ক্ষুরপ্রৈঃ (আয়তাগ্র শরসদৃশ) খুরৈঃ (খুরসমূহের দ্বারা) তদাপঃ (সেই সমুদ্রের জল) উৎপারপারম্ (পারে উঠাইয়া) দরয়ন্ (আলোড়ন করতঃ) রসায়াম্ (রসাতলে) গাং (পৃথিবীকে) দদর্শ (দেখিতে পাইলেন); অগ্রে তত্র (সেই প্রলয়সলিলে) সুষুপ্সুঃ (শয়নেচ্ছু হইয়া) স্বয়ং (ভগবান্ স্বয়ং) যাং জীবধানীং (এই জীবসমূহের আধারভূতা পৃথিবীকে) অভ্যধত্ত (উদরে ধারণ করিয়াছিলেন) ॥৩০॥

[অনন্তর] সঃ (সেই বরাহরূপী ভগবান্) স্বদংষ্ট্রয়া (স্বীয় দংষ্ট্রাদ্বারা) বিলগ্নাং মহীং (রসাতলস্থিতা পৃথিবীকে) উদ্ধৃত্য (উদ্ধৃত করিয়া) রসায়াঃ (রসাতল হইতে) উত্থিতঃ (উত্থিত হইয়া) সংরুরুচে (সম্যক্‌রূপে শোভিত হইলেন)। তত্রাপি অন্তসি (সেই সলিল মধ্যেও) গদয়া আপতন্তম্ রুন্ধানম্ (গদা উত্তোলন করিয়া আক্রমণকারী) অসহ্য বিক্রমং (প্রবল পরাক্রমশালী) দৈত্যং (হিরণ্যাক্ষ দৈত্যকে) সুনাভসন্দীপিততীব্রমন্যুঃ (সুদর্শনচক্রে উদ্দীপিত ও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ) সঃ (সেই ভগবান্) গজেন্দ্রঃ যথা জগতীং (গজেন্দ্র যেমন ক্ষিতিকে) বিভিন্দন্ (বিদারণ করিতে করিতে) [গৈরিক মৃত্তিকাদ্বারা গণ্ড ও তুণ্ড

অনুবাদ

যজ্ঞমূর্ত্তি বরাহরূপী শ্রীহরি আয়তাগ্র শরসদৃশ খুরসমূহের দ্বারা সমুদ্রের জল অগাধ হইলেও যাহাতে পারে উঠে, সেই প্রকারে আলোড়িত করিয়া পৃথিবীকে রসাতলে দেখিতে পাইলেন। প্রলয়সময়ে ভগবান্ সেই জলে শয়নেচ্ছু হইয়া জীবসমূহের আধারভূতা এই পৃথিবীকে স্বয়ং উদরে ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৩০ ॥

অনন্তর সেই বরাহরূপী ভগবান্ স্বীয় দংষ্ট্রাদ্বারা রসাতলস্থিতা পৃথিবীকে উদ্ধার করতঃ রসাতল হইতে উত্থিত হইয়া সম্যক্‌রূপে শোভিত হইলেন। সেই সলিলমধ্যেও গদা উত্তোলন করিয়া আক্রমণকারী প্রবলপরাক্রমশালী হিরণ্যাক্ষ দৈত্যকে সুদর্শন-চক্রধারী, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ভগবান্ সিংহের হস্তী বধের ন্যায় বধ করিয়াছিলেন। গজেন্দ্র যেমন ক্ষিতিকে বিদারণ করিতে করিতে গৈরিক মৃত্তিকাদ্বারা গণ্ড ও তুণ্ড

টীকা

বিপুলানামপি অপাং পারমবসানং যথা ভবতি তথা, ক্ষুরপ্রা আয়তাগ্রাঃ খুরাঃ তাদৃশৈঃ দরয়ন্ বিলোড়য়ন্ রসায়াম্ রসাতলে গাং মহীং দদর্শ; কথম্ভূতাম্? অগ্রে প্রলয়সময়ে তত্র তাসু অপ্সু শিশয়িষুঃ সন্ জীবা ধীয়ন্তে যস্যাং তামেবম্ভূতাম্ অভ্যধত্ত উদরে আভিমুখ্যেন দধার ॥ ৩০ ॥ রসায়াঃ সকাশাৎ উত্থিতঃ সম্যগশোভত ॥ ৩১ ॥ তত্রাপি দৈত্যমিত্যনেন ভাবিদৈত্যসমকালোঽপি "চাক্ষুষে মন্বন্তরে প্রাপ্তে

জঘান রুন্ধানমসহ্যবিক্রমং স লীলয়েভং মৃগরাড়িবাম্ভসি।
তদ্রক্তপঙ্কাঙ্কিতগণ্ডতুণ্ডো যথা গজেন্দ্রো জগতীং বিভিন্দন্ ॥ ৩২ ॥
তমালনীলং সিতদন্তকোট্যা ক্ষ্মামুৎক্ষিপন্তং গজলীলয়াঙ্গ।
প্রজ্ঞায় বদ্ধাঞ্জলয়োঽনুবাকৈ-র্বিরিঞ্চিমুখ্যা উপতস্থুরীশম্ ॥ ৩৩ ॥

শ্রীঋষয় ঊচুঃ

জিতং জিতং তেঽজিত! যজ্ঞভাবন! ত্রয়ীং তনুং স্বাং পরিধুন্বতে নমঃ।
যদ্রোমগর্ত্তেষু নিলিল্যুরব্ধয়-স্তস্মৈ নমঃ কারণশূকরায় তে ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়

রঞ্জিত করে, সেইরূপ] তদ্রক্তপঙ্কাঙ্কিতগণ্ডতুণ্ডঃ (হিরণ্যাক্ষের রক্তযুক্ত মাংসে গণ্ড ও তুণ্ড রঞ্জিত করিয়া) মৃগরাট্ ইভমিব (সিংহের হস্তীবধের ন্যায়) লীলয়া (অবলীলাক্রমে) জঘান (বধ করিয়াছিলেন) ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥

অঙ্গ! (হে বিদুর!) গজলীলয়া (গজেন্দ্রের ন্যায় অবলীলাক্রমে) সিতদন্তকোট্যা (শুভ্র দন্তাগ্রের দ্বারা) ক্ষ্মাং (পৃথিবীকে) উৎক্ষিপন্তং (ঊর্দ্ধে উত্তোলনকারী) তমালনীলং (তমালসদৃশ নীলবর্ণ বরাহকে) বিরিঞ্চিমুখ্যাঃ (ব্রহ্মা প্রভৃতি) ঈশং প্রজ্ঞায (পরমেশ্বর বলিয়া বুঝিতে পারিয়া) বদ্ধাঞ্জলয়ঃ (কৃতাঞ্জলি হইয়া) অনুবাকৈঃ (বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা) উপতস্থুঃ (স্তব করিতে লাগিলেন) ॥ ৩৩ ॥

ঋষয়ঃ ঊচুঃ (ব্রহ্মা প্রভৃতি বলিলেন) অজিত! তে জিতং জিতং (হে অজিত! আপনি জয়যুক্ত হউন; জয়যুক্ত হউন;) যজ্ঞভাবন! (হে যজ্ঞারাধ্য!) ত্রয়ীং (বেদময়ী) স্বাং তনুং (স্বীয় তনু)

অনুবাদ

রঞ্জিত করে, সেইরূপ বরাহরূপী ভগবান্ও সেই হিরণ্যাক্ষের রক্তযুক্ত-মাংসে গণ্ড ও তুণ্ড রঞ্জিত করিয়াছিলেন ॥ ৩১॥৩২ ॥

হে বিদুর! গজেন্দ্রের ন্যায় অবলীলাক্রমে শুভ্র-দন্তাগ্রের দ্বারা পৃথিবীকে ঊর্দ্ধদিকে উত্তোলনকারী তমালসদৃশ নীলবর্ণ বরাহকে ব্রহ্মাদি ঋষিগণ পরমেশ্বর বলিয়া বুঝিতে পারিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥

ব্রহ্মা প্রভৃতি স্তব করিয়া কহিলেন, হে অজিত! আপনি জয়যুক্ত হউন; আপনি জয়যুক্ত

টীকা

প্রাক্‌সর্গকালবিক্রান্তে। যঃ সসর্জ্জ প্রজা ইষ্টাঃ স দক্ষো দৈবনোদিত” ইতি বক্ষ্যমাণেন সর্গবিনাশেন সূচিতাং মহীং জলে নিমগ্নামুদ্ধর্ত্তুং জাতস্য বরাহস্য চরিতমেকীকৃত্য প্রকৃতবরাহচরিত্রমত্র বর্ণ্যতে ইতি গম্যতে। সুনাভেন শ্রীসুদর্শনেন দীপিতশ্চাসৌ তীব্রমন্যুশ্চ গজেন্দ্রো জগতীং ক্রীড়য়া বিভিন্দন্ গৈরিকয়া যথা অরুণগণ্ডতুণ্ডো ভবতি তদ্বৎ তদ্রক্তপঙ্কেন রুধিরযুক্তমাংসেন অঙ্কিতৌ গণ্ডৌ তুণ্ডং চ যস্য সঃ ॥৩২॥ অনুবাকো বৈদিকং সূক্তম্, তত্তুল্যৈর্ব্বাক্যৈঃ উপতস্থুঃ তুষ্টুবুঃ ॥৩৩॥ তে ত্বয়া জিতং জিতমুৎকর্ষেণ বর্ত্তিতং সম্ভ্রমে বীপ্সা, হে অজিত! যজ্ঞৈর্ভাব্যতে আক্রিয়তে যজ্ঞরূপেণ উপাস্যতে ইতি ফলিতোঽর্থঃ তৎসম্বোধনে হে যজ্ঞভাবন! ত্রয়ীং বেদত্রয়ময়ীং নিলিল্যুর্লীনপ্রায়াঃ। কারণেন ভূম্যুদ্ধরণেন শূকরায় ॥৩৪॥

রূপং তবৈতন্ননু দুষ্কৃতাত্মনাং দুর্দ্দর্শনং দেব ! যদধ্বরাত্মকম্ ।
ছন্দাংসি যস্য ত্বচি বর্হি রোম-স্বাজ্যং দৃশি ত্বঙ্ঘ্রিষু চাতুর্হোত্রম্ ॥ ৩৫ ॥
স্রুক্ তুণ্ড আসীৎ স্রুব ঈশ ! নাসয়ো-রিড়োদরে চমসাঃ কর্ণরন্ধ্রে ।
প্রাশিত্রমাস্যে গ্রসনে গ্রহাস্তু তে যচ্চর্ব্বণং তে ভগবন্নগ্নিহোত্রম্ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়

পবিধুন্বতে (কম্পনকারী আপনাকে) নমঃ (নমস্কার করি)। যদ্রোমগর্ত্তেষু (যাঁহার রোমকূপে) অব্ধয়ঃ (সমুদ্রসমূহ) নিলিল্যুঃ (লীনপ্রায় হইয়া রহিয়াছে), তস্মৈ (সেই) কারণশূকরায় (পৃথিবীর উদ্ধারের নিমিত্ত শূকররূপী) তে (আপনাকে) নমঃ (নমস্কার করি) ॥ ৩৪ ॥

[ভগবানের যজ্ঞরূপ দর্শন করিয়া স্তব করিতেছেন] দেব ! (হে প্রভো !) তব (আপনার) যৎ রূপম্ (যে রূপ) দুষ্কৃতাত্মনাং (পাপিগণের) দুর্দ্দর্শনং (দুর্দ্দর্শনীয়), ননু (আহা !) এতৎ [এব] (তাহাই) অধ্বরাত্মকম্ (যজ্ঞরূপ)। যস্য (আপনার) ত্বচি ছন্দাংসি (চর্ম্মে গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দঃসমূহ), রোমসু বর্হিঃ (রোমসমূহে কুশ), দৃশি আজ্যং (চক্ষুতে ঘৃত) অঙ্ঘ্রিষু তু (ও চরণে) চাতুর্হোত্রম্ (হোত্রাদি কর্ম্মচতুষ্টয়) [অঙ্গরূপে বর্ত্তমান আছে] ॥ ৩৫ ॥

ঈশ ! (হে পরমেশ্বর !) তে (আপনার) তুণ্ডে (মুখাগ্রে) স্রুক্ (জুহূ অর্থাৎ যজ্ঞাগ্নিতে ঘৃত নিক্ষেপের পাত্র), নাসয়োঃ (নাসিকাদ্বয়ে) স্রুবঃ (স্রুব অর্থাৎ অপর পাত্রবিশেষ), উদরে (জঠরে) ইড়া (ভোজনপাত্র), কর্ণরন্ধ্রে (শ্রবণবিবরে) চমসাঃ (সোমপাত্রসকল), আস্যে (মুখে) প্রাশিত্রং (ব্রহ্মভাগপাত্র) গ্রসনে তু (ও মুখবিবরে) গ্রহাঃ (সোমপাত্র সকল) আসীৎ (বর্ত্তমান আছে); ভগবন্ ! (হে ষড়ৈশ্বর্য্যশালিন্ !) যৎ তে চর্ব্বণং (আপনার যাহা ভক্ষণ), [তাহা] অগ্নিহোত্রম (অগ্নিহোত্র কর্ম্ম) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ

হউন ; হে যজ্ঞারাধ্য ! আপনি স্বীয় বেদময়ী তনুকে কম্পিত করিতেছেন ; আপনাকে নমস্কার করি ; আপনার লোমকূপসমূহে সমুদ্রসকল লীনপ্রায় হইয়া রহিয়াছে, আপনি পৃথিবীর উদ্ধারের নিমিত্ত শূকররূপী হইয়াছেন ; আপনাকে নমস্কার করি ॥ ৩৪ ॥

এক্ষণে চারিটি শ্লোকে ভগবানের যজ্ঞাত্মক রূপ দর্শন করিয়া স্তব করিতেছেন— হে দেব ! আপনার যে রূপ পাপিগণের দুর্দ্দর্শনীয়, আহা ! তাহাই যজ্ঞাকার রূপ ; এই যজ্ঞাকার রূপের চর্ম্মে গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দঃসমূহ, রোমসমূহে কুশ, চক্ষুতে ঘৃত এবং চরণে হোত্রাদি কর্ম্মচতুষ্টয় অঙ্গরূপে বর্ত্তমান আছে ॥ ৩৫ ॥

হে পরমেশ্বর ! আপনার মুখাগ্রে জুহূনামক যজ্ঞীয় পাত্র, নাসিকাদ্বয়ে স্রুব অর্থাৎ অপর যজ্ঞীয় পাত্র, জঠরে ইড়া অর্থাৎ ভোজনপাত্র, শ্রবণবিবরে চমস অর্থাৎ সোমপাত্র, মুখে

টীকা

যজ্ঞাত্মতাং দর্শয়ন্তঃ স্তুবন্তি রূপমিত্যাদিচতুর্ভিঃ। হে দেব ! যজ্ঞবরাহরূপং দুষ্কৃতাত্মনাং দুর্দ্দর্শনং দর্শনানর্হমপ্রাকৃতং তদেব ননু অহো এতদধ্বরাত্মকম্ অধ্বররূপং যজ্ঞাকারমুপাসকানামুপকারার্থং প্রকাশিতমিত্যর্থঃ। তত্র ছন্দাংসি গায়ত্র্যাদীনি ত্বচি। বর্হিঃশব্দে দীর্ঘাভাবঃ আর্ষঃ, আজ্যং দৃশি চক্ষুষি। চাতুর্হোত্রং হোত্রাদিকর্ম্মচতুষ্টয়মঙ্ঘ্রিষু ॥ ৩৫ ॥ স্রুক্ জুহূঃ তুণ্ডে মুখাগ্রে, স্রুবঃ ইতরদর্ব্বী নাসিকয়োঃ

দীক্ষানুজন্মোপসদঃ শিরোধরং ত্বং প্রায়ণীয়োদয়নীয়দংষ্ট্রঃ।
জিহ্বা প্রবর্গ্যস্তব শীর্ষকং ক্রতোঃ সত্যাবসথ্যং চিতয়োঽসবো হি তে॥৩৭॥
সোমস্তু রেতঃ সবনান্যবস্থিতিঃ সংস্থাবিভেদাস্তব দেব ! ধাতবঃ।
সত্রাণি সর্ব্বাণি শরীরসন্ধয়-স্ত্বং সর্ব্বযজ্ঞঃ ক্রতুরিষ্টিবন্ধনঃ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়

[হে ভগবন্ !] তে (আপনার) অনুজন্ম (বার বার আবির্ভাব) দীক্ষা (দীক্ষণীয় নামক যজ্ঞ) শিরোধরং (ও গ্রীবা) উপসদঃ (উপসৎনামক যজ্ঞত্রয়) ; ত্বং (আপনি) প্রায়ণীয়োদয়নীয়দংষ্ট্রঃ (প্রায়ণীয়া ও উদয়নীয়া নাম্নী ইষ্টিদ্বয় অর্থাৎ আরম্ভেষ্টি ও অন্ত্যেষ্টিরূপ দন্তদ্বয়যুক্ত) ; তব (আপনার) জিহ্বা প্রবর্গ্যঃ (জিহ্বা মহাবীর নামক উপসৎ যজ্ঞের পূর্ব্ববর্ত্তী কর্ম্ম) ; ক্রতোঃ (যজ্ঞরূপী আপনার) শীর্ষকং (শিরোদেশ অর্থাৎ মস্তক) সত্যাবসথ্যং (সত্য—হোমরহিত অগ্নি, আবসথ্য- উপাসনাগ্নি) অসবঃ হি (এবং প্রাণপঞ্চকই) চিতয়ঃ (চিতি অর্থাৎ ইষ্টকাচয়নসমূহ) ॥ ৩৭ ॥

দেব ! (হে প্রভো !) তব (আপনার) রেতঃ তু সোমঃ (বীর্য্য সোম), অবস্থিতিঃ (বাল্যাদি অবস্থা) সবনানি (প্রাতঃসবনাদি), ধাতবঃ (ত্বক্, মাংসাদি সপ্ত ধাতু) সংস্থাবিভেদাঃ (অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উক্থ, ষোড়শী, বাজপেয়, অতিরাত্র ও আপ্তোর্যাম এই সপ্ত যজ্ঞ), শরীরসন্ধয়ঃ (শরীরের সন্ধিসকল) সর্ব্বাণি সত্রাণি (সকল সত্র অর্থাৎ বহু যজমানের কর্ম্ম) ; ত্বং (আপনি) সর্ব্বযজ্ঞঃ ক্রতুঃ (সকল অসোম যজ্ঞ ও সসোম যজ্ঞস্বরূপ) ইষ্টিবন্ধনঃ (এবং যজ্ঞানুষ্ঠানরূপ বন্ধনযুক্ত) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ

ব্রহ্মভাগপাত্র ও মুখবিবরে গ্রহ অর্থাৎ সোমপাত্র সকল অবস্থিত আছে ; হে ভগবন্ ! আর যাহা আপনার ভোজন, তাহাই অগ্নিহোত্রকর্ম্ম ॥ ৩৬ ॥

হে ভগবন্ ! আপনার বার বার আবির্ভাবই দীক্ষণীয়া ইষ্টি, গ্রীবাদেশ উপসৎ নাম্নী ইষ্টিত্রয়, দন্তদ্বয় প্রায়ণীয়া ও উদয়নীয়া নাম্নী ইষ্টিদ্বয়, জিহ্বা মহাবীর নামক উপসৎ ইষ্টির পূর্ব্ববর্ত্তী কর্ম্ম ; হে ভগবন্ ! যজ্ঞরূপী আপনার শিরোদেশ সত্য অর্থাৎ হোমরহিত অগ্নি ও আবসথ্য অর্থাৎ উপাসনাগ্নি ; আপনার প্রাণপঞ্চকই চিতি অর্থাৎ ইষ্টকাচয়নসমূহ ॥ ৩৭ ॥

হে দেব ! আপনার বীর্য্য সোম, বাল্যাদি অবস্থা প্রাতঃসবনাদি ; আপনার ত্বক্, মাংস, রুধির, স্নায়ু, অস্থি, মেদ ও মজ্জা এই সপ্তধাতু অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উক্থ, ষোড়শী, বাজপেয়, অতিরাত্র ও আপ্তোর্যাম এই সপ্ত যজ্ঞ ; আপনার শরীরের সন্ধিসকল সমস্ত সত্র

টীকা

আসীৎ। ইড়া ভক্ষণপাত্রম্, চমসাঃ গ্রহাশ্চ সোমপাত্রাণি, প্রাশিত্রং ব্রহ্মভাগপাত্রম্ ; তত্র চমসাঃ কর্ণরন্ধ্রে আসন্, প্রাশিত্রমাস্যে মুখে আসীৎ, গ্রহাঃ গ্রসনে গ্রসতে অনেনেতি আস্যান্তরচ্ছিদ্রে, চর্ব্বণং ভক্ষণং তু অগ্নিহোত্রম্ ॥ ৩৬ ॥ কিঞ্চ দীক্ষা দীক্ষণীয়েষ্টিঃ তব অনুজন্ম পুনঃ পুনরভিব্যক্তিঃ। উপসদস্তিস্র ইষ্টয়ঃ, তব শিরোধরং প্রায়ণীয়া আরম্ভেষ্টিঃ, উদয়নীয়া অন্ত্যেষ্টিঃ, তে দংষ্ট্রে যস্য সঃ, প্রবর্গ্যো মহাবীরঃ তব জিহ্বা ; সত্যো হোমরহিতোঽগ্নিঃ, আবসথ্যঃ ঔপাসনাগ্নিঃ তয়োর্দ্বৈক্যম্। তব ক্রতুরূপস্য শীর্ষকং শিরঃ চিতয়ঃ ইষ্টকাচয়নানি পঞ্চ অসবঃ প্রাণাঃ ॥ ৩৭ ॥ সোমস্তু তব রেতঃ, সবনানি প্রাতঃ

নমো নমস্তেঽখিলমন্ত্রদেবতা-দ্রব্যায় সর্ব্বক্রতবে ক্রিয়াত্মনে।
বৈরাগ্যভক্ত্যাত্মজয়ানুভাবিত-জ্ঞানায় বিদ্যাগুরবে নমো নমঃ ॥ ৩৯ ॥
দংষ্ট্রাগ্রকোট্যা ভগবংস্ত্বয়া ধৃতা বিরাজতে ভূধর! ভূঃ সভূধরা।
যথা বনান্নিঃসরতো দতা ধৃতা মতঙ্গজেন্দ্রস্য সপত্রপদ্মিনী ॥ ৪০ ॥

অন্বয়

[হে ভগবন্!] অখিলমন্ত্রদেবতাদ্রব্যায় (সকল মন্ত্র, দেবতা ও দ্রব্যের প্রবর্ত্তক), সর্ব্বক্রতবে (সকল বৈদিক ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক) ক্রিয়াত্মনে (ও অন্তঃকরণশোধক সকল লৌকিক ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক) তে (আপনাকে) নমঃ নমঃ (বার বার নমস্কার); বৈরাগ্যভক্ত্যাত্মজয়ানুভাবিতজ্ঞানায় (বিষয়বৈরাগ্য, হরিকথাশ্রবণাদিরূপ হরিভক্তি ও মনের স্থৈর্য্যের দ্বারা লব্ধ জ্ঞানস্বরূপ) বিদ্যাগুরবে (জ্ঞানদাতা গুরুরূপী আপনাকে) নমঃ নমঃ (বার বার নমস্কার) ॥ ৩৯ ॥

ভগবন্ ভূধর! (হে ষড়ৈশ্বর্য্যশালিন্ ধরিত্রীধর!) বনাৎ (সলিল হইতে) নিঃসরতঃ (তীরাভিমুখে আগত) মতঙ্গজেন্দ্রস্য (হস্তিরাজের) দতা ধৃতা (দন্তধৃতা) সপত্রপদ্মিনী যথা (সদলকমলিনীর ন্যায়) ত্বয়া (আপনাকর্ত্তৃক) দংষ্ট্রাগ্রকোট্যা (দন্তাগ্রভাগের দ্বারা) ধৃতা সভূধরা ভূঃ (ধৃতা পর্ব্বতসমন্বিতা পৃথিবী) বিরাজতে (শোভিতা হইয়াছেন) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ

অর্থাৎ বহুযজমানের কর্ম্ম এবং আপনি সকল অসোম যজ্ঞ ও সসোম যজ্ঞস্বরূপ; যজ্ঞানুষ্ঠানই আপনার বন্ধন ॥ ৩৮ ॥

হে ভগবন্! সকল মন্ত্র, দেবতা ও দ্রব্যের প্রবর্ত্তক, সকল বৈদিকক্রিয়ার প্রবর্ত্তক এবং অন্তঃকরণশোধক সকল লৌকিকক্রিয়ার প্রবর্ত্তক আপনাকে বার বার নমস্কার করি; বিষয়বৈরাগ্য, হরিকথাশ্রবণাদিরূপ হরিভক্তি ও মনের স্থৈর্য্যের দ্বারা লব্ধ জ্ঞানস্বরূপ জ্ঞানদাতা গুরুরূপী আপনাকে বারবার নমস্কার করি ॥ ৩৯ ॥

হে ষড়ৈশ্বর্য্যশালিন্ ধরিত্রীধর! সলিল হইতে উত্থিত হস্তিরাজের দন্তাগ্রধৃতা সদল-কমলিনী যেমন শোভিতা হইয়া থাকে, সেইরূপ দন্তাগ্রভাগের দ্বারা আপনাকর্ত্তৃক বিধৃতা এই পর্ব্বতসমন্বিতা পৃথিবীও শোভিতা হইয়াছেন ॥ ৪০ ॥

টীকা

সবনাদীনি অবস্থিতয়ঃ বাল্যাদ্যবস্থাঃ, অগ্নিষ্টোমোঽত্যগ্নিষ্টোম উক্থঃ ষোড়শী বাজপেয়োঽতিরাত্র আপ্তোর্য্যাম ইতি সপ্ত সংস্থাবিভেদাঃ তব ত্বঙ্মাংসাদিসপ্তদেহধাতবঃ, সত্রাণি বহুযজমানকানি কর্ম্মাণি তব শরীরসন্ধিঃ। অসোমা যজ্ঞাঃ সসোমাঃ ক্রতবঃ সর্ব্বে যজ্ঞাঃ ক্রতবশ্চ যস্মিন্ স তথা এবম্ভূতস্ত্বমসি। ইষ্টির্যজনম্ অনুষ্ঠানং তদেব বন্ধনং যস্য সঃ ॥ ৩৮ ॥ তে নমো নমঃ আদরার্থা দ্বিরুক্তিঃ, অখিলানি মন্ত্রাদীনি যস্মাৎ তস্মৈ সর্ব্বমন্ত্রাদিপ্রবর্ত্তকায়, সর্ব্বে ক্রতবো যস্মাৎ সর্ব্ববৈদিকক্রিয়াপ্রবর্ত্তকায়, ক্রিয়ায়াঃ লৌকিক্যাঃ আত্মা আশ্রয়ঃ প্রবর্ত্তকস্তস্মৈ অন্তঃকরণশোধককর্ম্মমার্গপ্রবর্ত্তকায় ইত্যর্থঃ। অতএব গুরবে অতএব স্ববর্ণাশ্রমকর্ম্মানুষ্ঠানশুদ্ধান্তঃকরণমুমুক্ষুসম্পাদিতৈঃ বৈরাগ্যভক্ত্যাত্মজয়ৈঃ বিষয়বৈরাগ্য-হরিকথাশ্রবণাদি-হরিভক্তিমনোনৈশ্চল্যৈঃ অনুভাবিতং নিষ্পাদিতং জ্ঞানং যস্য তস্মৈ নমঃ ॥ ৩৯ ॥ হে ভূধর! বনাদুদকাৎ,

ত্রয়ীময়ং রূপমিদঞ্চ শৌকরং ভূমণ্ডলেনাথ দতা ধৃতেন তে।
চকাস্তি শৃঙ্গোঢ়ঘনেন ভূয়সা কুলাচলেন্দ্রস্য যথৈব বিভ্রমঃ ॥ ৪১ ॥
সংস্থাপয়ৈনাং জগতাং সতস্থুষাং লোকায় পত্নীমসি মাতরং পিতা।
বিধেম চাস্যৈ নমসা সহ ত্বয়া যস্যাং স্বতেজোঽগ্নিমিবারণাবধাঃ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়

[হে ভগবন্!] ভূয়সা (বিশাল) শৃঙ্গোঢ়ঘনেন (শৃঙ্গে অবস্থিত মেঘখণ্ডের দ্বারা) কুলাচলেন্দ্রস্য (শ্রেষ্ঠ কুলাচল পর্ব্বতের) যথৈব (যেরূপ) বিভ্রমঃ (শোভা হইয়া থাকে), অথ তে (আপনার) দতা (দন্তদ্বারা) ধৃতেন ভূমণ্ডলেন চ (ধৃত ভূমণ্ডলে) ত্রয়ীময়ং (বেদময়) ইদং শৌকরং রূপং (এই বরাহরূপ) [সেইরূপ] চকাস্তি (শোভিত হইয়াছে) ॥ ৪১ ॥

[হে ভগবন্!] [ত্বং] (আপনি) জগতাং পিতা অসি (জগতের পিতা হইয়া থাকেন); [অতএব] অরণৌ অগ্নিম্ ইব (যাজ্ঞিকের মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক কাষ্ঠে অগ্নি স্থাপনের ন্যায়) যস্যাং (যাঁহাতে) স্বতেজঃ (স্বীয় তেজ অর্থাৎ ধারণশক্তি) অধাঃ (নিহিত করিয়াছেন), [তাং] জগতাং মাতরং (সেই জগজ্জননী) পত্নীং (আপনার পত্নী) এনাং (এই পৃথিবীকে) সতস্থুষাং জগতাং (স্থাবর ও জঙ্গম ভূতগণের) লোকায় (বাসস্থানের নিমিত্ত) সংস্থাপয় (সংস্থাপন করুন); ত্বয়া সহ (আপনার সহিত) অস্যৈ (এই পৃথিবীকে) নমসা বিধেম (নমস্কার করিতেছি) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ

[পূর্ব্বশ্লোকে "ভগবদ্ধৃতা হইয়া পৃথিবী শোভিত হইয়াছেন," ইহা বলা হইয়াছে, এখন আবার "ভূমণ্ডলের দ্বারা ভগবদ্রূপ শোভিত হইয়াছে" ইহা বলা হইতেছে] হে ভগবন্! পর্ব্বতশিখরে অবস্থিত মেঘখণ্ডের দ্বারা পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ কুলাচলের যেরূপ শোভা হইয়া থাকে, আপনার দন্তাগ্রে অবস্থিত পৃথিবীমণ্ডলের দ্বারাও বেদময় আপনার বরাহরূপ সেইরূপ শোভিত হইয়াছে ॥ ৪১ ॥

হে ভগবন্! আপনি জগতের পিতা; অতএব যাজ্ঞিক যেমন মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক কাষ্ঠে অগ্নি স্থাপন করিয়া থাকে, সেইরূপ আপনি যাঁহাতে স্বীয় তেজঃ অর্থাৎ ধারণশক্তি স্থাপন করিয়াছেন, সেই জগজ্জননী আপনার পত্নী এই পৃথিবীকে স্থাবর ও জঙ্গম ভূতগণের বাসস্থানের নিমিত্ত স্থাপন করুন। হে দেব! আপনার সহিত এই পৃথিবীকে আমরা নমস্কার করিতেছি ॥৪২॥

টীকা

দতা দন্তেন ॥ ৪০ ॥ ত্রয়ীময়ং বেদত্রয়ীপ্রোক্তকর্ম্মপ্রচুরত্বেন প্রতীতম্ ইদং রূপং দতা ধৃতেন ভূমণ্ডলেন চকাস্তি শোভতে। ভূয়সা মহতা শৃঙ্গোঢ়েন শিখরধৃতেন ঘনেন যথা কুলাচলস্য গিরের্বিভ্রমো বিলাসস্তদ্বৎ ॥ ৪১ ॥ জগতাং পিতাসি, অতঃ যস্যাং স্বতেজঃধারণশক্তিং যাজ্ঞিকো মন্ত্রেণ অরণৌ অগ্নিমিব অধাঃ নিহিতবানসি, তাং জগতাং মাতরং স্বপত্নীমেনাং লোকায় বাসস্থানার্থং সংস্থাপয়েত্যন্বয়ঃ ॥ ৪২ ॥

কঃ শ্রদ্দধীতান্যতমস্তব প্রভো ! রসাং গতায়া ভুব উদ্বিবর্হণম্ ।
ন বিস্ময়োঽসৌ ত্বয়ি বিশ্ববিস্ময়ে যো মায়য়েদং সসৃজেঽতিবিস্ময়ম্ ॥৪৩॥
বিধুন্বতা বেদময়ং নিজং বপু-র্জ্জনস্তপঃসত্যনিবাসিনো বয়ম্ ।
সটাশিখোদ্ধূতশিবাম্বুবিন্দুভি-র্বিমৃজ্যমানা ভৃশমীশ ! পাবিতাঃ ॥ ৪৪ ॥
স বৈ বত ভ্রষ্টমতিস্তবৈষতে যঃ কর্ম্মণাং পারমপারকর্ম্মণঃ ।
যদ্‌যোগমায়াগুণযোগমোহিতং বিশ্বং সমস্তং ভগবন্ ! বিধেহি শম্ ॥৪৫॥

অন্বয়

প্রভো ! (হে নাথ !) রসাং গতায়াঃ (রসাতলগতা) ভুবঃ (পৃথিবীর) তব উদ্বিবর্হণম্ (আপনার উদ্ধার কার্য্য) অন্যতমঃ (আপনি ভিন্ন অপর) কঃ (কোন্ ব্যক্তি) শ্রদ্দধীত (স্পৃহা করিতে পারে ?) যঃ (আপনি) অতিবিস্ময়ং (অত্যাশ্চর্য্য) ইদং (এই জগৎ) মায়য়া (স্বীয় মায়াশক্তির দ্বারা) সসৃজে (সৃষ্টি করিয়াছেন) ; [তস্মিন] বিশ্ববিস্ময়ে ত্বয়ি তু (সেই সর্ব্বাশ্চর্য্যের আধার আপনাতে কিন্তু) অসৌ (উহা) ন বিস্ময়ঃ (আশ্চর্য্য নহে) ॥ ৪৩ ॥

ঈশ ! (হে পরমেশ্বর !) বেদময়ং নিজং বপুঃ (বেদময় স্বীয় শরীর) বিধুন্বতা (কম্পনকারী আপনাকর্ত্তৃক) সটাশিখোদ্ধূতশিবাম্বুবিন্দুভিঃ (কেশরাগ্রবিক্ষিপ্ত পরম পবিত্র জলবিন্দুদ্বারা) বিমৃজ্যমানাঃ (প্রোক্ষিত হইয়া) জনস্তপঃসত্যনিবাসিনঃ বয়ং (জন, তপঃ ও সত্যলোকনিবাসী আমরা) ভৃশং পাবিতাঃ (অতিশয় পবিত্র হইলাম) ॥ ৪৪ ॥

যঃ (যে ব্যক্তি) অপারকর্ম্মণঃ (বিপুলকর্ম্মা) তব (আপনার) কর্ম্মণাং পারং (কর্ম্মের

অনুবাদ

হে নাথ ! আপনি যে রসাতলগতা পৃথিবীর উদ্ধার করিয়াছেন, ইহা আপনি ব্যতীত আর কোন্ ব্যক্তি স্পৃহা করিতে পারে ? ইহা আপনার পক্ষে আশ্চর্য্য নহে ; যেহেতু আপনি সকল আশ্চর্য্যের আধার ; আপনি এই অত্যাশ্চর্য্য জগৎ স্বীয় মায়াশক্তির দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন ও পালন করিতেছেন ॥৪৩॥

হে পরমেশ্বর ! আপনি আপনার এই বেদময় শরীর কম্পন করিয়া কেশরাগ্রবিক্ষিপ্ত পরম পবিত্র জলবিন্দু দ্বারা প্রোক্ষণ করতঃ জন, তপঃ ও সত্যলোকবাসী আমাদিগকে অতিশয় পবিত্র করিলেন ॥৪৪॥

হে ভগবন্ ! আপনার লীলার অবধি নাই ; যে ব্যক্তি বিপুলকর্ম্মা আপনার কর্ম্মের

টীকা

অন্যেষামপি দুষ্করমপীদং ভূদ্ধরণং ত্বয়া তু অতিসুকরতয়া কৃতমিত্যাহুঃ—ক ইতি। তব ত্বয়া কৃতং ভুবঃ উদ্বিবর্হণম্ উদ্ধরণম্ অন্যতমঃ ত্বদন্যঃ কঃ শ্রদ্দধীত স্পৃহয়েৎ। ত্বয়ি তু অসৌ এক এব বিস্ময়ঃ আশ্চর্য্যং নাস্তি, যতো বিশ্বে সর্ব্বে বিস্ময়া আশ্চর্য্যাণি যস্মিন্ । তদাহুঃ—যঃ অতিবিস্ময়মত্যাশ্চর্য্যমিদং বিচিত্রং বিশ্বং স্বস্ত মায়য়া শক্ত্যা সসৃজে উপলক্ষণমিদং পালনাদেঃ ॥ ৪৩ ॥ বয়ন্তু ভবতা পবিত্রীকৃতা ইত্যাহুঃ—বিধুন্বতেতি। বেদময়ং বেদপ্রধানং বৈদিকপ্রধানমিত্যর্থঃ। নিজং স্বাসাধারণং বপুঃ শরীরম্ বিধুন্বতা কম্পয়তা সটানাং শিখাভিরগ্রৈঃ উদ্ধূতাঃ উচ্চালিতাঃ যে শিবাঃ অম্বুবিন্দবঃ তৈর্ব্বিমৃজ্যমানাঃ প্রোক্ষমাণাঃ ভৃশমত্যর্থং

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ

ইত্যুপস্থীয়মানোঽসৌ মুনিভির্ব্রহ্মবাদিভিঃ।
সলিলে স্বখুরাক্রান্ত উপাধত্তাবিতাবনিম্ ॥ ৪৬ ॥
স ইত্থং ভগবানুর্ব্বীং বিষ্বক্‌সেনঃ প্রজাপতিঃ।
রসায়া লীলয়োন্নীতামপ্সু ন্যস্য যযৌ হরিঃ ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়

পার) এষতে (জানিতে ইচ্ছা করে), বত। (আহা!) সঃ বৈ (সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই) ভ্রষ্টমতিঃ (মতিচ্ছন্ন); ভগবন্! (হে ষড়ৈশ্বর্য্যশালিন্।) যৎ সমস্তং বিশ্বং (যে সমস্ত জগৎ) যোগমায়াগুণ-যোগমোহিতং (আপনার মায়াশক্তির গুণযোগে মোহিত অর্থাৎ আপনাতে ভক্তিহীন), [সেই বিশ্বের] শম্ (মঙ্গল) বিধেহি (সম্পাদন করুন) ॥ ৪৫ ॥

শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ (মৈত্রেয়ঋষি বলিলেন) [হে বিদুর!] ব্রহ্মবাদিভিঃ মুনিভিঃ (বেদবাদী মুনিগণকর্ত্তৃক) ইতি (পূর্ব্বোক্ত প্রকারে) উপস্থায়মানঃ (সংস্তুত হইয়া) অসৌ অবিতা (সেই রক্ষক বরাহরূপী ভগবান্) স্বখুরাক্রান্তে সলিলে (স্বীয় খুরাক্রান্ত জলের উপরে) অবনিম (পৃথিবীকে) উপাধত্ত (স্থাপন করিলেন) ॥ ৪৬ ॥

প্রজাপতিঃ বিষ্বক্‌সেনঃ সঃ ভগবান্ (প্রজাপালক বিষ্বক্‌সেন ভগবান্) হরিঃ (শ্রীহরি) ইত্থং (এইপ্রকারে) লীলয়া (অনায়াসে) রসায়াঃ (রসাতল হইতে) উন্নীতাম্ (উদ্ধৃতা) উর্ব্বীং (ধরিত্রীকে) অপ্‌সু (জলোপরি) ন্যস্য (সংস্থাপন করিয়া) যযৌ (প্রস্থান করিলেন) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ

পার জানিতে ইচ্ছা করে, আহা! সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই মতিচ্ছন্ন। হে ষড়ৈশ্বর্য্যশালিন্! সমস্ত জগৎ আপনার মায়াশক্তির গুণের সম্বন্ধবশতঃ মোহিত অর্থাৎ আপনাতে ভক্তিহীন; আপনি সেই বিশ্বের মঙ্গল সম্পাদন করুন ॥৪৫॥

মৈত্রেয়ঋষি বলিলেন—হে বিদুর! ব্রহ্মবাদী মুনিগণকর্ত্তৃক এই প্রকারে সংস্তুত হইয়া বিশ্বপালক সেই বরাহরূপী ভগবান্ স্বীয় খুরাক্রান্ত সলিলের উপরে এই ধরিত্রীকে সংস্থাপন করিলেন ॥৪৬॥

হে বিদুর! প্রজাপালক বিষ্বক্‌সেন ভগবান্ শ্রীহরি এই প্রকারে অনায়াসে রসাতল হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করতঃ জলের উপরে সংস্থাপন করিয়া প্রস্থান করিলেন অর্থাৎ অন্তর্হিত হইলেন ॥ ৪৭ ॥

টীকা

পাবিতাঃ পবিত্রীকৃতাঃ ॥ ৪৪ ॥ এবং যথাশক্তি স্তুত্বা অথ ভগবদ্‌গুণানামিয়ত্তানবচ্ছিন্নত্বং বদন্তঃ প্রার্থয়ন্তে—হে ভগবন্! পারমবধিমিয়ত্তাম্ এষতে জ্ঞাতুমিচ্ছতি যঃ স ভ্রষ্টমতিঃ। যৎ বিশ্বং তব যোগমায়া-গুণানাং যোগেন সম্বন্ধেন মোহিতং ত্বৎপরাঙ্মুখং তৎপ্রতি শং মঙ্গলং ত্বৎপ্রাবণ্যং বিধেহি সম্পাদয় ॥ ৪৫॥ অবিতা রক্ষকঃ উপস্থীয়মানঃ স্তূয়মানঃ স্বখুরাক্রান্তে সলিলে মহীম্ ॥ ৪৬-৪৭ ॥ অন্ত হরেঃ কথনীয়া

য এবমেতাং হরিমেধসো হরেঃ কথাং সুভদ্রাং কথনীয়মায়িনঃ।
শৃণ্বীত ভক্ত্যা শ্রবয়েত বোশতীং জনার্দ্দনোহস্যাশু হৃদি প্রসীদতি ॥ ৪৮॥
তস্মিন্ প্রসন্নে সকলাশিষাং প্রভৌ কিং দুর্লভং তাভিরলং লবাত্মভিঃ।
অনন্যদৃষ্ট্যা ভজতাং গুহাশয়ঃ স্বয়ং বিধত্তে স্বগতিং পরঃ পরাম্ ॥ ৪৯ ॥
কো নাম লোকে পুরুষার্থসারবিৎ পুরাকথানাং ভগবৎকথাসুধাম্।
আপীয় কর্ণাঞ্জলিভির্ভবাপহা-মহো বিরজ্যেত বিনা নরেতরম্ ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে
বিদুরমৈত্রেয়সংবাদে পৃথিব্যুদ্ধরণং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়

যঃ (যিনি) এবং (এই প্রকারে) হরিমেধসঃ (ভক্তগণের সংসারহরণেচ্ছু) কথনীয়মায়িনঃ (ও অতিশয় কৃপাশীল) অস্য (এই) হরেঃ (শ্রীহরির) এতাং (এই) সুভদ্রাং (সুমঙ্গল) উশতীং (কমনীয়) কথাং (চরিত্র) ভক্ত্যা (ভক্তিসহকারে) শৃণ্বীত (শ্রবণ করেন), শ্রবয়েত বা (অথবা অপরকে শ্রবণ করান), হৃদি (নিজ মনে) জনার্দ্দনঃ আশু প্রসীদতি (জনার্দ্দন শ্রীহরি [তাহার প্রতি] শীঘ্রই প্রসন্ন হইয়া থাকেন) ॥ ৪৮ ॥

সকলাশিষাং প্রভৌ (সর্ব্বসম্পৎপ্রদাতা) তস্মিন প্রসন্নে (সেই শ্রীহরি সন্তুষ্ট হইলে) কিং দুর্লভম্? (কি আর দুর্লভ? অর্থাৎ কিছুই দুর্লভ নহে), [তথাপি] তাভিঃ লবাত্মভিঃ (সেই ক্ষণভঙ্গুর সম্পদে) অলং (নিষ্প্রয়োজন), গুহাশয়ঃ (হৃদয়বিহারী) পরঃ (পরমেশ্বর) স্বয়ং (নিজেই) অনন্যদৃষ্ট্যা (একান্ত ভক্তিদ্বারা) ভজতাং (ভজনাকারী ভক্তগণের) পরাং স্বগতিং (স্বীয় পরমপদ) বিধত্তে (প্রদান করিয়া থাকেন) ॥ ৪৯ ॥

অহো! (আহা!) লোকে (সংসারে) নরেতরং বিনা (পশু ব্যতীত) পুরুষার্থসারবিৎ

অনুবাদ

হে বিদুর! ভক্তগণের সংসারহরণকারী ও অতিশয় কৃপাশীল শ্রীহরির এই সুমঙ্গল কমনীয় চরিত্র যিনি এই প্রকারে ভক্তিসহকারে শ্রবণ করেন অথবা অপরকে শ্রবণ করান, তাহার প্রতি জনার্দ্দন শ্রীহরি নিজ মনে অতিশীঘ্র প্রসন্ন হইয়া থাকেন ॥ ৪৮ ॥

সর্ব্বসম্পৎপ্রদাতা সেই শ্রীহরি সন্তুষ্ট হইলে যদিও আর কিছুই দুর্লভ হয় না, তথাপি সেই ক্ষণভঙ্গুর সম্পদে প্রয়োজন কি? অর্থাৎ কোন প্রয়োজন নাই। হৃদয়বিহারী অর্থাৎ সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীহরি নিজেই একান্ত ভক্তিদ্বারা ভজনাকারী ভক্তগণের পরমপদ বিধান করিয়া থাকেন ॥৪৯॥

আহা! এই সংসারে পশু ব্যতীত পুরুষার্থসারগ্রাহী এমন কোন্ ব্যক্তি আছেন, যিনি

টীকা

বর্ণনীয়া মায়া কৃপা অস্যাস্তীতি স তথা। তস্য উশতীং কমনীয়াং হরেঃ কথাং যঃ শ্রবয়েত হুস্বত্বমার্ষং, শ্রাবয়েৎ শৃণ্বীত শৃণুয়াদ্ বা তং প্রতি হৃদি স্বমনসি আশু প্রসীদতি সন্তুষ্যতি ॥ ৪৮ ॥ আশিষাং সম্পদাং প্রভৌ দাতরি প্রসন্নে সতি যদ্যপি কিং দুর্লভম্, তথাপি তাভিঃ আশিভির্লবাত্মভিঃ ক্ষণভঙ্গুরাভিঃ কিং? ন

অন্বয়

(পুরুষার্থসারবেত্তা) কঃ নাম (কোন্ ব্যক্তি) পুরাকথানাং (ইতিহাসসমূহের মধ্যে) ভবাপহাং (সংসারনাশিনী) ভগবৎকথাসুধাং (শ্রীহরির কথাসুধা) কর্ণাঞ্জলিভিঃ (কর্ণরূপ অঞ্জলি দ্বারা) আপীয় (পান করিয়া) বিরজ্যেত (বিরত হইতে পারেন ?) [অর্থাৎ কখনই বিরত হইতে পারেন না] ॥৫০॥

অনুবাদ

ইতিহাসসমূহের মধ্যে সংসারনাশিনী শ্রীহরির কথাসুধা একবার কর্ণরূপ অঞ্জলিদ্বারা পান করিয়া পুনরায় বিরত থাকিতে পারেন ? অর্থাৎ কখনই বিরত থাকিতে পারেন না ॥ ৫০ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত হইল ॥ ১৩ ॥

টীকা

কিমপি, প্রাকৃতাঃ সম্পদঃ ততো ন প্রার্থ্যা ইতি ভাবঃ। নিষ্কামানাং স্বানন্যভক্তানাং তু স্বয়মেব পরাং গতিং বিধত্তে সম্পাদয়তি ॥ ৪৯-৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীমচ্ছুকদেবকৃতসিদ্ধান্তপ্রদীপে ত্রয়োদশাধ্যায়ার্থপ্রকাশঃ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ

নিশম্য কৌশারবিণোপবর্ণিতাং হরেঃ কথাং কারণশূকরাত্মনঃ।
পুনঃ স পপ্রচ্ছ তমুদ্যতাঞ্জলি-র্নচাতিতৃপ্তো বিদুরো ধৃতব্রতঃ ॥১॥

অন্বয়

শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) [হে রাজন্ !] ধৃতব্রতঃ (ভগবৎকথা শ্রবণরূপ ব্রতধারী) সঃ বিদুরঃ (সেই বিদুর) কৌশারবিণা (কুশারুনন্দন মৈত্রেয়কর্তৃক) উপবর্ণিতাং (কীর্ত্তিত) কারণশূকরাত্মনঃ (বরাহবিগ্রহধারী) হরেঃ (শ্রীহরির) কথাং (লীলা) নিশম্য (শ্রবণ করিয়া) ন চ অতিতৃপ্তঃ (অতিশয় তৃপ্ত না হইয়াই) উদ্যতাঞ্জলিঃ (কৃতাঞ্জলি হইয়া) তং (তাঁহাকে) পুনঃ পপ্রচ্ছ (পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন) ॥ ১ ॥

অনুবাদ

শুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ ! ধৃতব্রত সেই বিদুর কুশারুনন্দন মৈত্রেয়ঋষিকর্তৃক বর্ণিত বরাহরূপী শ্রীহরির লীলা শ্রবণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন না এবং সবিশেষ জানিবার জন্য কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই মৈত্রেয়ঋষিকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১ ॥

টীকা

এবং সংক্ষেপতো বরাহচরিতং শ্রুত্বা বিস্তরতঃ তচ্চরিতং শ্রোতুং বিদুরঃ পুনঃ পপ্রচ্ছেত্যাহ ভগবান্

শ্রীবিদুর উবাচ

তেনৈব তু মুনিশ্রেষ্ঠ ! হরিণা যজ্ঞমূর্ত্তিনা ।
আদিদৈত্যো হিরণ্যাক্ষো হত ইত্যনুশুশ্রুম ॥ ২ ॥
তস্য চোদ্ধরতঃ ক্ষৌণীং স্বদংষ্ট্রাগ্রেণ লীলয়া ।
দৈত্যরাজস্য চ ব্রহ্মন্ ! কস্মাদ্ধেতোরভূন্মৃধঃ ॥ ৩ ॥
শ্রদ্দধানায় ভক্তায় ব্রূহি তজ্জন্ম বিস্তরম্ ।
ঋষে ! ন তৃপ্যতি মনঃ পরং কৌতূহলং হি মে ॥ ৪ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ

সাধু বীর ! ত্বয়া পৃষ্টমবতারকথাং হরেঃ ।
যত্ত্বং পৃচ্ছসি মর্ত্ত্যানাং মৃত্যুপাশবিশাতনীম্ ॥ ৫ ॥

অন্বয়

শ্রীবিদুরঃ উবাচ (বিদুর বলিলেন) মুনিশ্রেষ্ঠ ! (হে মুনিবর !) যজ্ঞমূর্ত্তিনা (যজ্ঞমূর্ত্তি) তেনৈব তু হরিণা (সেই বরাহরূপী শ্রীহরিকর্ত্তৃক) আদিদৈত্যঃ হিরণ্যাক্ষঃ (আদিদৈত্য হিরণ্যাক্ষ) হতঃ (নিহত হইয়াছে) ইতি অনুশুশ্রুম (ইহা [আপনার মুখে] শ্রবণ করিলাম) ॥ ২

ব্রহ্মন্ ! (হে মুনে !) লীলয়া (অনায়াসে) স্বদংষ্ট্রাগ্রেণ (স্বীয় দন্তাগ্রের দ্বারা) ক্ষৌণীং (ধরিত্রীর) উদ্ধরতঃ (উদ্ধারকারী) তস্য চ (সেই বরাহরূপী শ্রীহরি) দৈত্যরাজস্য চ (ও দৈত্যরাজ হিরণ্যাক্ষের) কস্মাৎ হেতোঃ (কি কারণে) মৃধঃ (যুদ্ধ) অভূৎ (হইয়াছিল) ॥ ৩ ॥

ঋষে ! (হে মুনে !) মে (আমার) মনঃ ন তৃপ্যতি (মন পরিতৃপ্ত হইতেছে না) ; পরং (পরন্তু) কৌতূহলং হি (কৌতূহল হইতেছে) ; [অতএব] তজ্জন্ম (সেই হিরণ্যাক্ষদৈত্যের জন্মবৃত্তান্ত) শ্রদ্দধানায় (শ্রদ্ধাশীল) ভক্তায় (ভক্ত আমাকে) বিস্তরং ব্রূহি (সবিস্তারে বলুন) ॥ ৪ ॥

শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ (মৈত্রেয় ঋষি বলিলেন) বীর ! (হে ভক্তশ্রেষ্ঠ !) ত্বয়া (তোমাকর্ত্তৃক)

অনুবাদ

বিদুর বলিলেন—হে মুনিবর ! যজ্ঞমূর্ত্তি বরাহরূপী সেই শ্রীহরিই আদিদৈত্য হিরণ্যাক্ষকে বধ করিয়াছেন ইহা আপনার মুখে শ্রবণ করিলাম ॥ ২ ॥

হে ব্রহ্মন্ ! সেই বরাহরূপী শ্রীহরি অবলীলাক্রমে স্বীয় দন্তাগ্রের দ্বারা পৃথিবীকে উদ্ধার করিতেছিলেন, এই অবস্থায় তাঁহার ও দৈত্যরাজ হিরণ্যাক্ষের কি কারণে সংগ্রাম হইয়াছিল ॥ ৩ ॥

হে মুনে ! আমার মন পরিতৃপ্ত হইতেছে না, পরন্তু কৌতূহল বৃদ্ধি পাইতেছে ; অতএব সেই হিরণ্যাক্ষদৈত্যের জন্মবৃত্তান্ত শ্রদ্ধাশীল আমাকে সবিস্তারে বলুন ॥ ৪ ॥

মৈত্রেয়ঋষি বলিলেন—হে বীর ! তুমি আমাকে অতি উত্তম কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ ;

টীকা

শুকঃ—নিশম্যেতি ॥ ১ ॥ "তত্রাপি দৈত্যং গদয়াপতন্তং জঘানে"তি তন্মুখাৎ অনুশুশ্রুম ॥ ২ ॥ মৃধঃ সংগ্রামঃ ॥ ৩ ॥ ৪ ॥ মর্ত্ত্যানাং মরণশীলানাং মৃত্যোঃ পাশম্ অহংমমাভিমানং শাতয়তি মোচয়তীতি তথা তাম্ ॥ ৫ ॥

যয়োত্তানপদঃ পুত্রো মুনিনা গীতয়ার্ভকঃ।
মৃত্যোঃ কৃত্বৈব মূর্দ্ধ্ন্যঙ্ঘ্রিমারুরোহ হরেঃ পদম্ ॥ ৬ ॥
অথাত্রাপীতিহাসোঽয়ং শ্রুতো মে বর্ণিতঃ পুরা।
ব্রহ্মণা দেবদেবেন দেবানামনুপৃচ্ছতাম্ ॥ ৭ ॥
দিতির্দ্দাক্ষায়ণী ক্ষত্তর্ম্মারীচং কশ্যপং পতিম্।
অপত্যকামা চকমে সন্ধ্যায়াং হৃচ্ছয়ার্দ্দিতা ॥ ৮ ॥

অন্বয়

সাধু পৃষ্টম্ (উত্তম বিষয় জিজ্ঞাসিত হইয়াছে) ; যৎ (যেহেতু) ত্বং (তুমি) মর্ত্ত্যানাং (মরণশীল মানবগণের) মৃত্যুপাশবিশাতনীম্ (মৃত্যুর পাশ মোচনকারিণী) হরেঃ (শ্রীহরির) অবতারকথাং (অবতারকথা) পৃচ্ছসি (জিজ্ঞাসা করিয়াছ) ॥ ৫ ॥

মুনিনা (নারদকর্ত্তৃক) গীতয়া (কীর্ত্তিত) যয়া (এই ভগবৎকথাদ্বারা) উত্তানপদঃ (উত্তানপাদ রাজার) পুত্রঃ (তনয়) অর্ভকঃ (বালক ধ্রুব) মৃত্যোঃ (মৃত্যুর) মূর্দ্ধ্নি (মস্তকে) অঙ্ঘ্রিং কৃত্বা এব (পদাঘাত করিয়াই) হরেঃ পদম্ (বিষ্ণুলোকে) আরুরোহ (আরোহণ করিয়াছিলেন) ॥ ৬ ॥

[হে বিদুর !] অথ অত্র অপি (এই দৈত্যবধ বিষয়ে) অনুপৃচ্ছতাং (জিজ্ঞাসু) দেবানাং (দেবতাগণের) [সমীপে] দেবদেবেন ব্রহ্মণা (দেবদেব ব্রহ্মাকর্ত্তৃক) পুরা (পুরাকালে) বর্ণিতঃ (যাহা কথিত হইয়াছিল), অয়ম্ ইতিহাসঃ (সেই ইতিহাস) মে (আমি) শ্রুতঃ (শুনিয়াছি) ॥৭॥

ক্ষত্তঃ ! (হে বিদুর !) দাক্ষায়ণী দিতিঃ (দক্ষকন্যা দিতি) হৃচ্ছয়ার্দ্দিতা (কামপ্রপীড়িতা হইয়া)

অনুবাদ

যেহেতু তুমি মরণশীল মানবগণের মৃত্যুপাশ বিমোচনকারিণী শ্রীহরির অবতারকথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ ॥ ৫ ॥

হে বিদুর ! নারদ কর্ত্তৃক গীত এই ভগবৎকথা দ্বারাই অর্থাৎ নারদমুখে ভগবৎকথা শ্রবণ করিয়াই উত্তানপাদ রাজার পুত্র বালক ধ্রুব মৃত্যুর মস্তকে পদাঘাত করিয়া বিষ্ণুলোকে আরোহণ করিয়াছিলেন। [ধ্রুবের সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইলে যখন সুনন্দাদি বিমান লইয়া তাঁহার সমীপে আসিলেন, তখন দেহত্যাগ করিতে হইবে ইহা মনে করিয়া মৃত্যু নিকটে আসিলে ধ্রুব দেহত্যাগ করিলেন না ; পরন্তু সোপানের ন্যায় মৃত্যুর মস্তকে পদার্পণ করিয়াই বিমানে আরোহণ করতঃ বিষ্ণুলোকে গমন করিয়াছিলেন] ॥ ৬ ॥

হে বিদুর ! তোমার জিজ্ঞাসিত এই দৈত্যবধ বিষয়ে পুরাকালে জিজ্ঞাসু দেবগণের নিকটে দেবদেব ব্রহ্মা যে ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহা আমি শ্রবণ করিয়াছি ; এক্ষণে বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৭ ॥

হে বিদুর ! দক্ষকন্যা দিতি একদিন সন্ধ্যাকালে কামপ্রপীড়িতা হইয়া অপত্যকামনায় নিজপতি মরীচিনন্দন কশ্যপকে রমণের নিমিত্ত কামনা করিয়াছিলেন ॥ ৮ ॥

টীকা

যয়া কথয়া, মুনিনা শ্রীনারদেন, উত্তানপদঃ পুত্রঃ ধ্রুবঃ হরেঃ পদং স্থানম্ ॥ ৬ ॥ অত্র দৈত্যবধে ॥ ৭ ॥

ইষ্ট্বাগ্নিজিহ্বং পয়সা পুরুষং যজুষাং পতিম্ ।
নিম্লোচত্যর্ক আসীনমগ্ন্যাগারে সমাহিতম্ ॥ ৯ ॥

শ্রীদিতিরুবাচ

এষ মাং ত্বৎকৃতে বিদ্বন্ ! কাম আত্তশরাসনঃ ।
দুনোতি দীনাং বিক্রম্য রম্ভামিব মতঙ্গজঃ ॥ ১০ ॥
তদ্ ভবান্ দহ্যমানায়াং সপত্নীনাং সমৃদ্ধিভিঃ ।
প্রজাবতীনাং ভদ্রং তে ময্যাযুঙ্‌ক্তামনুগ্রহম্ ॥ ১১ ॥

অন্বয়

অপত্যকামা (পুত্র কামনা করিয়া) সন্ধ্যায়াং (সন্ধ্যাকালে) পতিং (স্বীয় পতি) মারীচং (মরীচিনন্দন) কশ্যপং (কশ্যপকে) চকমে [রমণার্থ] (কামনা করিয়াছিলেন) ॥ ৮ ॥

[কশ্যপ কি অবস্থায় ছিলেন, তাহাই বলিতেছেন) অর্কে (সূর্য্যদেব) নিম্লোচতি (অস্তাচলে গমন করিলে) অগ্ন্যাগারে (অগ্নিশালায়) পয়সা (ঘৃতাদি দ্রব্যের দ্বারা) অগ্নিজিহ্বং (অগ্নি যাঁহার জিহ্বাস্বরূপ, সেই) যজুষাং পতিং (যজ্ঞপতি) পুরুষং (বিষ্ণুকে) ইষ্ট্বা (পূজা করিয়া) সমাহিতম্ আসীনম্ (সমাহিতভাবে উপবিষ্ট ছিলেন) [এইরূপ কশ্যপকে দিতি কামনা করিলেন। পূর্ব্বশ্লোকের সহিত অন্বয়] ॥৯॥

শ্রীদিতিঃ উবাচ (দিতি বলিলেন) বিদ্বন্ ! (হে জ্ঞানিন্ !) মতঙ্গজঃ রম্ভাম্ ইব (মত্তমাতঙ্গের কদলীবৃক্ষ নিপীড়নের ন্যায়) এষঃ কামঃ (এই কামদেব) আত্তশরাসনঃ (শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক) বিক্রম্য (বিক্রম প্রকাশ করিয়া) দীনাং মাং (কামাতুরা আমাকে) ত্বৎকৃতে (আপনার সহিত মিলিত হওয়ার নিমিত্ত) দুনোতি (পীড়া দিতেছে) ॥ ১০ ॥

তৎ (অতএব) প্রজাবতীনাং (পুত্রবতী) সপত্নীনাং (সপত্নীগণের) সমৃদ্ধিভিঃ (সমৃদ্ধি সন্দর্শনে) দহ্যমানায়াং (সতত সন্তপ্তা) ময়ি (আমাতে) ভবান্ (আপনি) অনুগ্রহম্ আযুঙ্‌ক্তাম্ (সম্যক্‌রূপে অনুগ্রহ করুন) ; তে ভদ্রম্ (আপনার মঙ্গল হউক) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ

কশ্যপ সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিলে অগ্নিশালায় ঘৃতাদি দ্রব্যের দ্বারা অগ্নি যাঁহার জিহ্বাস্বরূপ, সেই যজ্ঞপতি বিষ্ণুকে যজনা করিয়া সমাহিত ভাবে উপবিষ্ট ছিলেন, এইরূপ কশ্যপকে দিতি রমণার্থ কামনা করিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥

দিতি বলিতে লাগিলেন—হে জ্ঞানিন্ ! মত্তমাতঙ্গ যেমন কদলী বৃক্ষকে নিপীড়ন করে, সেইরূপ এই কামদেব স্বীয় শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক বিক্রম প্রকাশ করিয়া কামাতুরা আমাকে আপনার সহিত মিলিত হওয়ার জন্য পীড়া দিতেছে ॥ ১০ ॥

অতএব পুত্রবতী সপত্নীগণের সমৃদ্ধি সন্দর্শনে সতত সন্তপ্তা আমার প্রতি আপনি সম্যক্‌রূপে অনুগ্রহ করুন ; আপনার মঙ্গল হউক ॥ ১১ ॥

টীকা

দেবপ্রশ্নপ্রস্তাবায় আদৌ দৈত্যজন্মপ্রসঙ্গমাহ আ অধ্যায় সমাপ্তেঃ—দিতিরিতি। চকমে কামিতবতী ॥ ৮ ॥ অগ্নির্জিহ্বা যস্য তম্। যজুষাং যজ্ঞানাং পতিম্ "অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ"

ভর্ত্তর্য্যাপ্তোরুমানানাং লোকানাবিশতে যশঃ।
পতির্ভবদ্বিধো যাসাং প্রজয়া ননু জায়তে॥ ১২॥
পুরা পিতা নো ভগবান্ দক্ষো দুহিতৃবৎসলঃ।
কং বৃণীত বরং বৎসা ইত্যপৃচ্ছত নঃ পৃথক্॥ ১৩॥
স বিদিত্বাত্মজানাং নো ভাবং সন্তানভাবনঃ।
ত্রয়োদশাদদাৎ তাসাং যাস্তে শীলমনুব্রতাঃ॥ ১৪॥

অন্বয়

ভর্ত্তরি (স্বীয় পতির সমীপে) আপ্তোরুমানানাং (সমধিক আদরপ্রাপ্তা রমণীগণের) যশঃ (কীর্ত্তি) লোকান্ আবিশতে (লোকসমূহে পরিব্যাপ্ত হয়), যাসাং (যাহাদের) ভবদ্বিধঃ পতিঃ (আপনার মত পতি) [তাহাদের কথা আর কি বলিব?] [যেহেতু পতি পত্নীতে] প্রজয়া (অপত্যরূপে) জায়তে ননু (জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন)॥ ১২॥

[হে নাথ!] পুরা (বিবাহের পূর্ব্বে) দুহিতৃবৎসলঃ (কন্যাবৎসল) নঃ পিতা (আমাদের পিতা) ভগবান্ দক্ষঃ (ভগবান্ দক্ষ প্রজাপতি) বৎসাঃ! (হে কন্যাগণ!) কং বরং বৃণীত (তোমরা কাহাকে পতিত্বে বরণ করিবে) ইতি (ইহা) নঃ (আমাদিগকে) পৃথক্ (পৃথক্ পৃথক্) অপৃচ্ছত (জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন)॥ ১৩॥

সন্তানভাবনঃ (সন্তানপালক) সঃ (সেই পিতা দক্ষ) আত্মজানাং নঃ (সন্তান আমাদের) ভাবং (অভিপ্রায়) বিদিত্বা (জানিতে পারিয়া) তাসাং [নঃ] (আমাদের মধ্যে) যাঃ (যাহারা) তে (আপনার) শীলং অনুব্রতাঃ (স্বভাবের প্রতি অনুরাগিণী), ত্রয়োদশ (সেই আমাদের ত্রয়োদশ ভগিনীকে) [তুভ্যং] (আপনার করে) অদদাৎ (সম্প্রদান করিয়াছেন)॥ ১৪॥

অনুবাদ

যাহারা স্বীয় পতির সমীপে সমধিক আদর প্রাপ্ত হয়, সেই রমণীগণের কীর্ত্তি লোকসমূহে পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে; যাহাদের আপনার মত পতি, তাহাদের কথা আর কি বলিব? যেহেতু পতি পত্নীতে অপত্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন; অতএব তাহারা সৌভাগ্যশালিনী হয় ও জায়া নামের সার্থকতা লাভ করেন॥ ১২॥

হে স্বামিন্! আমাদের বিবাহের পূর্ব্বে আমাদের পিতা ভগবান্ দক্ষপ্রজাপতি "হে কন্যাগণ! তোমরা কাহাকে পতিত্বে বরণ করিবে" ইহা আমাদিগকে পৃথক পৃথক্ অর্থাৎ প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন॥ ১৩॥

হে নাথ! সন্তানপালক পিতা দক্ষ আমাদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া আমাদের মধ্যে যাহারা আপনার স্বভাবের প্রতি অনুরাগিণী, সেই আমাদের ত্রয়োদশ ভগিনীকে

টীকা

ইতি শ্রীমুখোক্তেঃ॥ ৯॥ দুনোতি পীড়য়তি, রম্ভাম্ কদলীম্॥১০॥ আযুঙ্ক্তাম্ আবুনক্তু সম্যক্ করোতু, তে তবাপি ভদ্রং ভবতু॥ ১১॥ ভর্ত্তরি আপ্তঃ প্রাপ্তঃ উরুমানো যাভিস্তাসাং; মানপ্রাপ্তিপ্রকারমাহ—

অথ মে কুরু কল্যাণ ! কামং কমললোচন !
আর্ত্তোপসর্পণং ভূমন্ন মোঘং হি মহীয়সি ॥ ১৫ ॥
ইতি তাং বীর ! মারীচঃ কৃপণাং বহুভাষিণাম্ ।
প্রত্যাহানুনয়ন্ বাচা প্রবৃদ্ধানঙ্গকশ্মলাম্ ॥ ১৬ ॥
এষ তেঽহং বিধাস্যামি প্রিয়ং ভীরু ! যদিচ্ছসি ।
তস্যাঃ কামং ন কঃ কুর্য্যাৎ সিদ্ধিস্ত্রৈবর্গিকী যতঃ ॥১৭॥

অন্বয়

অথ (অতএব) কল্যাণ ! (হে মঙ্গলপ্রদ !) কমললোচন ! (হে কমলনয়ন !) মে (আমার) কামং অভিলাষ) কুরু (পূর্ণ করুন)। ভূমন্ ! (হে পতিরূপ বিষ্ণো !) মহীয়সি (আপনার মত মহজ্জনের নিকটে) আর্ত্তোপসর্পণং (পীড়িতার আগমন) মোঘং (কখনই নিষ্ফল) ন হি (হইবে না) ॥ ১৫ ॥

বীর ! (হে বিদুর !) মারীচঃ (মরীচিনন্দন কশ্যপ) ইতি (পূর্ব্বোক্ত প্রকারে) বহুভাষিণীং (বহুভাষিণী) কৃপণাং (কাতরা) প্রবৃদ্ধানঙ্গকশ্মলাং (ও অতিশয় কামমোহিতা) তাং (সেই দিতিকে) বাচা (বাক্যের দ্বারা) অনুনয়ন্ (সান্ত্বনা করতঃ) প্রত্যাহ (তাহার প্রতি বলিতে লাগিলেন) ॥১৬॥

ভীরু ! (হে ভয়শীলে !) যৎ ইচ্ছসি (যাহা ইচ্ছা করিয়াছ), এষঃ অহং (আমি) তে (তোমার) প্রিয়ং (সেই অভিলাষ) বিধাস্যামি (পূর্ণ করিব) ; যতঃ (যে পত্নীর নিকট হইতে) ত্রৈবর্গিকী সিদ্ধিঃ (ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের সিদ্ধি হইয়া থাকে), তস্যাঃ (সেই পত্নীর) কামং (অভিলষিত কার্য্য) কঃ (কোন্ ব্যক্তি) ন কুর্য্যাৎ (পূর্ণ না করেন ?) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ

আপনার করে সম্প্রদান করিয়াছেন ; [অতএব আমরা সকলেই আপনার প্রতি সমান অনুরাগিণী ; এই অবস্থায় আমাদের প্রতি আপনার সমান অনুরাগ প্রদর্শন করা উচিত] ॥১৪॥

অতএব হে কল্যাণপ্রদ ! হে কমললোচন ! হে স্বামিন্ ! আমার মনোবাসনা পূর্ণ করুন। হে পতিরূপ বিষ্ণো ! আপনার মত মহত্তম জনে আমার মত পীড়িতার আগমন কখনও নিষ্ফল হইবে না ॥ ১৫ ॥

হে বিদুর! তখন মরীচিনন্দন কশ্যপ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বহুভাষিণী, অতিশয় কাম-মোহিতা ও কাতরা দিতিকে প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করতঃ বলিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥

হে ভয়শীলে ! তুমি যাহা ইচ্ছা করিয়াছ, আমি তোমার সেই মনোবাসনা পূর্ণ করিব ; যে পত্নীর নিকট হইতে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের সিদ্ধি হইয়া থাকে, সেই পত্নীর মনোবাসনা কোন্ ব্যক্তিই বা পূর্ণ না করেন ? ॥ ১৭ ॥

টীকা

প্রজয়া অপত্যরূপেণ পতিরেব জায়তে ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥ মহীয়সি মহত্তমে, হে ভূমন্ ! পতিরূপবিষ্ণো ! ॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥ অকালে প্রবৃত্তাং প্রশংসাপূর্ব্বকং নিবারয়তি—এষ ইত্যাদি ষড়্ভিঃ। যতঃ যস্যাঃ সকাশাৎ

সর্ব্বাশ্রমানুপাদায় স্বাশ্রমেণ কলত্রবান্।
ব্যসনার্ণবমত্যেতি জলযানৈরিবার্ণবম্ ॥ ১৮ ॥
যামাহুরাত্মনো হ্যর্দ্ধং শ্রেয়স্কামস্য মানিনি !।
যস্যাং স্বধুরমধ্যস্য পুমাংশ্চরতি বিজ্বরঃ ॥ ১৯ ॥
যামাশ্রিত্যেন্দ্রিয়ারাতীন্ দুর্জ্জয়ানিতরাশ্রমৈঃ।
বয়ং জয়েম হেলাভির্দ্দস্যূন্ দুর্গপতির্যথা ॥ ২০ ॥

অন্বয়

জলযানৈঃ (জলযান অর্থাৎ নৌকা প্রভৃতি দ্বারা) [নাবিকের যাত্রিগণের সহিত] অর্ণবম্ ইব (সমুদ্র পার হওয়ার ন্যায়) কলত্রবান্ (সস্ত্রীক গৃহী) স্বাশ্রমেণ (স্বীয় আশ্রমধর্ম্মানুসারে) সর্ব্বাশ্রমান্ (অন্যান্য আশ্রমিগণের) উপাদায় (অন্নাদি দানের দ্বারা উপকার করিয়া) [তাহাদিগের সহিত] ব্যসনার্ণবম্ (দুঃখসাগর) অত্যেতি (পার হইয়া থাকেন) ॥ ১৮ ॥

মানিনি! (হে মানিনি !) [পণ্ডিতগণ] যাং (যাহাকে অর্থাৎ এই পত্নীকে) শ্রেয়স্কামস্য (শ্রেয়স্কামী অর্থাৎ যাগযজ্ঞাদি শুভকর্ম্মকারী) আত্মনঃ (নিজের) অর্দ্ধং হি আহুঃ (অর্দ্ধাঙ্গিনী বলিয়া থাকেন); যস্যাং (এই পত্নীতে) স্বধুরম্ (স্বীয় কর্ম্মভার) অধ্যস্য (অর্পণ করিয়া) পুমান্ (পুরুষ) বিজ্বরঃ [সন্] (নিশ্চিন্ত হইয়া) চরতি (বিচরণ করিয়া থাকেন) ॥ ১৯ ॥

দুর্গপতিঃ (দুর্গপতি) যথা (যেমন) [দুর্গকে আশ্রয় করিয়া] হেলাভিঃ (অনায়াসে) দস্যূন্ (দস্যুগণকে) [জয় করিয়া থাকে], [সেইরূপ] বয়ং (গৃহী আমরা) যাম্ (এই পত্নীকে) আশ্রিত্য (আশ্রয় করিয়া) ইতরাশ্রমৈঃ দুর্জ্জয়ান্ (ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমের দুর্জ্জয়) ইন্দ্রিয়ারাতীন্ (ইন্দ্রিয়রূপ শত্রুগণকে) [হেলাভিঃ] (অনায়াসে) জয়েম (জয় করিয়া থাকি) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ

হে প্রিয়ে। নাবিক যেমন নৌকা প্রভৃতির দ্বারা যাত্রিগণের সহিত সমুদ্র পার হইয়া থাকে, সেইরূপ সস্ত্রীক গৃহী স্বীয় আশ্রমোক্ত ধর্ম্মানুসারে অন্যান্য আশ্রমিগণের উপকার করতঃ তাহাদিগের সহিত দুঃখসাগর পার হইয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥

হে মানিনি! পণ্ডিতগণ এই পত্নীকে যাগযজ্ঞাদি শুভকর্ম্মকারী নিজের অর্দ্ধাঙ্গিনী বলিয়া থাকেন এবং এই পত্নীর উপরে স্বীয় কর্ম্মভার অর্পণ করিয়া পুরুষ নিশ্চিন্ত হইয়া বিচরণ করিয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

দুর্গপতি যেমন দুর্গকে আশ্রয় করিয়া অবলীলাক্রমে শত্রুগণকে জয় করিয়া থাকে, সেইরূপ গৃহী আমরা এই পত্নীকে আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমের দুর্জ্জয় ইন্দ্রিয়রূপ শত্রুগণকে অবলীলাক্রমে জয় করিয়া থাকি ॥ ২০ ॥

টীকা

॥ ১৭ ॥ সর্ব্বাশ্রমানুপাদায় অন্নাদিদানেন সংগৃহ্য তৈঃ সহ ব্যসনার্ণবং তরতীত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥ যচ্ছব্দানাং তাং স্বামিত্যনেনান্বয়ঃ ॥ ১৯ ॥ হেলাভির্লীলাভিঃ ॥ ২০ ॥ অনুকর্ত্তুম্ অনেকোপকারকর্ত্র্যাঃ প্রত্যুপ-

ন বয়ং প্রভবস্তাং ত্বামনুকর্ত্তুং গৃহেশ্বরি।
অপ্যায়ুষা বা কার্ৎস্ন্যেন যে চান্যে গুণগৃধ্নবঃ ॥ ২১ ॥
অথাপি কামমেতং তে প্রজাত্যৈ করবাণ্যলম্।
যথা মাং নাতিবোচন্তি মুহূর্ত্তং প্রতিপালয় ॥ ২২ ॥
এষা ঘোরতমা বেলা ঘোরাণাং ঘোরদর্শনা।
চরন্তি যস্যাং ভূতানি ভূতেশানুচরাণি হ ॥ ২৩ ॥
এতস্যাং সাধ্বি! সন্ধ্যায়াং ভগবান্ ভূতভাবনঃ।
পরিতো ভূতপর্ষদ্ভির্বৃষেণাটতি ভূতরাট্ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়

গৃহেশ্বরি! বয়ং (গৃহস্থ আমরা) যে চ অন্যে গুণগৃধ্নবঃ (অথবা অপর যাহারা গুণগ্রাহী) [কেহই] তাং ত্বাম্ (তোমার মত পত্নীর) কার্ৎস্ন্যেন (সমস্ত) আয়ুষা বা অপি (জীবনে বা জন্মান্তরেও) অনুকর্ত্তুং (প্রত্যুপকার করিতে) ন প্রভবঃ (সমর্থ হইব না বা হইবে না) ॥ ২১ ॥

অথাপি (প্রত্যুপকারের দ্বারা তোমার সদৃশ না হইলেও) [আমি] তে (তোমার) প্রজাত্যৈ (সন্তানের নিমিত্ত) এতং কামং (এই কামনা) অলং করবাণি (পূর্ণ করিব); [লোকসকল] যথা (যাহাতে) মাং (আমাকে) ন অতিবোচন্তি (নিন্দা না করে), [সেজন্য] মুহূর্ত্তং প্রতিপালয় (মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা কর) ॥ ২২ ॥

[কামাতুরা দিতি লোকনিন্দাকে অগ্রাহ্য করিতে পারে, এজন্য তাহাকে ভয় দেখাইয়া সাতটি শ্লোকে রুদ্রদেবের বর্ণনা করিতেছেন] ঘোরাণাং (ভয়ঙ্কর ভূতপ্রেতাদির) ঘোরতমা এষা বেলা (এই ঘোরতম সন্ধ্যাকাল) ঘোরদর্শনা (অতি ভয়ঙ্কর); যস্যাং (এই সন্ধ্যাকালে) ভূতেশানুচরাণি ভূতানি (রুদ্রদেবের অনুচর ভূতগণ) চরন্তি হ (বিচরণ করিয়া থাকে) ॥ ২৩ ॥

সাধ্বি! (হে পতিব্রতে!) এতস্যাং সন্ধ্যায়াং (এই সন্ধ্যাকালে) ভূতভাবনঃ ভগবান্ ভূতরাট্

অনুবাদ

হে গৃহেশ্বরি! আমি অথবা অপর যাহারা গুণগ্রাহী কেহই সমস্ত জীবনে অথবা জন্মান্তরেও তোমার মত পত্নীর প্রত্যুপকারের দ্বারা যোগ্য হইতে সমর্থ হইব না বা হইবে না ॥ ২১ ॥

তাহা হইলেও আমি তোমার পুত্রোৎপত্তির কামনা পূর্ণ করিব; কিন্তু লোকসকল যাহাতে আমাকে নিন্দা না করে, সেই জন্য মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা কর ॥ ২২ ॥

এই ঘোরতম সন্ধ্যাকাল ভয়ঙ্কর ভূতপ্রেতগণের অধিকারভুক্ত; এই সন্ধ্যাকালে রুদ্রদেবের অনুচর ভূতগণ ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

হে পতিব্রতে! এই সন্ধ্যাকালে ভূতপালক ভূতপতি ভগবান্ রুদ্রদেব ভূতগণে পরিবৃত হইয়া বৃষে আরোহণ করতঃ সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥

টীকা

কারৈঃ সদৃশীভবিতুং ন প্রভবঃ ন সমর্থাঃ। যে অন্যে গুণগৃধ্নবঃ গুণাকাঙ্ক্ষাবন্তঃ গুণলুব্ধা ইত্যর্থঃ, তেঽপি ন প্রভবঃ ॥২১॥ প্রজাত্যৈ সন্তত্যৈ, নাতিবোচন্তি ন নিন্দন্তি ॥ ২২ ॥ অন্যথা রুদ্রাত্ত্বয়ং স্যাদিতি

শ্মশানচক্রানিলধূলিধূম্র-বিকীর্ণবিদ্যোতজটাকলাপঃ।
ভস্মাবগুণ্ঠামলরুক্মদেহো দেবস্ত্রিভিঃ পশ্যতি দেবরস্তে ॥ ২৫ ॥
ন যস্য লোকে স্বজনঃ পরো বা নাত্যাদৃতো নোত কশ্চিদ্বিগর্হ্যঃ।
বয়ং ব্রতৈর্যচ্চরণাপবিদ্ধা-মাশাস্মহেঽজাং বত ভুক্তভোগাম্ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়

(ভূতপালক ভগবান্ ভূতপতি রুদ্রদেব) ভূতপর্ষদ্ভিঃ পরিতঃ (ভূতগণে পরিবৃত হইয়া) বৃষেণ অটতি (বৃষে আরোহণ করতঃ সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন) ॥ ২৪ ॥

শ্মশানচক্রানিলধূলিধূম্র বিকীর্ণবিদ্যোতজটাকলাপঃ (শ্মশানের ঘূর্ণিত বায়ুর ধূলিদ্বারা যাঁহার বিক্ষিপ্ত ও দীপ্তিমান্ জটাকলাপ ধূম্রবর্ণ) ভস্মাবগুণ্ঠামলরুক্মদেহঃ (এবং যাঁহার নির্ম্মল সুবর্ণসদৃশ দেহ ভস্মদ্বারা আচ্ছাদিত, সেই) তে (তোমার) দেবরঃ (ভগিনীপতি) [কশ্যপ ও রুদ্র উভয়েই দক্ষের জামাতা, এই হিসাবে উভয়ে ভ্রাতৃভাবাপন্ন ; অতএব রুদ্র দিতির দেবর] দেবঃ (রুদ্রদেব) ত্রিভিঃ (চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নিরূপ নেত্রত্রয়ের দ্বারা) পশ্যতি (দর্শন করিতেছেন) ॥ ২৫ ॥

[রুদ্রদেব স্বজনের অপরাধ ক্ষমা করিতে পারেন এই প্রকার সম্ভাবনাও নাই, ইহাই দেখাইতেছেন] যস্য (এই রুদ্রদেবের) লোকে (এই জগতে) স্বজনঃ (আত্মীয়) বা পরঃ (বা অনাত্মীয় কেহ) ন (নাই), ন অত্যাদৃতঃ (অতিশয় আদরণীয়ও কেহ নাই) উত (অথবা) বিগর্হ্যঃ কশ্চিৎ ন (নিন্দনীয়ও কেহ নাই) ; বত ! (আহা) বয়ং (আমরা) ব্রতৈঃ (ব্রতাচরণ করতঃ) যচ্চরণাপবিদ্ধাং (তাঁহার চরণের দ্বারা পরিত্যক্ত) ভুক্তভোগাম্ (ভুক্তাবশিষ্ট অর্থাৎ উচ্ছিষ্ট) অজাং (প্রাকৃত সম্পৎ) আশাস্মহে (প্রার্থনা করিয়া থাকি) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ

শ্মশানের বিঘূর্ণিত বায়ুর ধূলিদ্বারা যাঁহার বিক্ষিপ্ত ও দীপ্তিমান্ জটাকলাপ ধূম্রবর্ণ এবং যাঁহার নির্ম্মল সুবর্ণসদৃশ দেহ ভস্মদ্বারা আচ্ছাদিত, সেই তোমার দেবর অর্থাৎ ভগিনীপতি রুদ্রদেব চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নিরূপ নেত্রত্রয়ের দ্বারা সর্ব্বত্র দর্শন করিতেছেন ॥ ২৫ ॥

হে প্রিয়ে ! আমরা রুদ্রদেবের আত্মীয় বলিয়া তিনি আমাদের দোষ গ্রহণ করিবেন না এমন সম্ভাবনাও নাই ; কারণ এই রুদ্রদেবের জগতে কেহ আত্মীয় বা অনাত্মীয় নাই এবং তাঁহার অতিশয় আদরণীয় বা নিন্দনীয়ও কেহ নাই। আহা ! আমরা নিয়মাদি ব্রতাচরণ করতঃ তাঁহার চরণের দ্বারা দূরে পরিত্যক্ত প্রাকৃতসম্পৎ প্রার্থনা করিয়া থাকি ॥ ২৬ ॥

টীকা

দর্শয়ন্ রুদ্রং বর্ণয়তি—এষেতি সপ্তভিঃ ॥ ২৩ ॥ ভূতপর্ষদ্ভিঃ ভূতগণৈঃ পরিতঃ আবৃতঃ ॥ ২৪ ॥ শ্মশান-চক্রানিলস্য শবভস্মস্থলচারিচক্রবাতস্য ধূল্যা ধূম্রো বিকীর্ণো বিক্ষিপ্তঃ বিদ্যোতো দ্যুতিমান্ জটাকলাপো যস্য সঃ, ভস্মনা অবগুণ্ঠঃ আবৃতঃ অমলরুক্মবৎ দেহো যস্য সঃ তে দেবরঃ স্বভগিনীভর্ত্তা ॥ ২৫ ॥ অজাং মায়াময়ীং সম্পদম্ স পশ্যতীতি ত্রিষু শ্লোকেষু অনুষঙ্গঃ ॥ ২৬ ॥ অবিদ্যাপটলম্ অজ্ঞানাবরণম্ ॥ ২৭ ॥

স্যানবদ্যাচরিতং মনীষিণো গৃণন্ত্যবিদ্যাপটলং বিভিৎসবঃ।
নিরস্তসাম্যাতিশয়োঽপি যৎ স্বয়ং পিশাচচর্য্যামচরদ্‌গতিঃ সতাম্ ॥২৭॥
হসন্তি যস্যাচরিতং হি দুর্ভগাঃ স্বাত্মন্ রতস্যাবিদুষঃ সমীহিতম্।
যৈর্ব্বস্ত্রমাল্যাভরণানুলেপনৈঃ শ্বভোজনং স্বাত্মতয়োপলালিতম্ ॥২৮॥

অন্বয়

অবিদ্যাপটলং (অজ্ঞানাবরণ) বিভিৎসবঃ (ভেদ করিতে ইচ্ছুক) মনীষিণঃ (মনীষিগণ) যস্য (যাঁহার) অনবদ্যাচরিতং (অনিন্দনীয় চরিত্র) গৃণন্তি (কীর্ত্তন করিয়া থাকেন), যৎ (যিনি) নিরস্ত-সাম্যাতিশয়ঃ অপি (সমান ও অধিক রহিত হইয়াও) সতাং গতিঃ [সন্] (মুমুক্ষুজনের গতি অর্থাৎ মুমুক্ষুজনকে ত্যাগধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া) স্বয়ং (নিজে) পিশাচচর্য্যাম্ অচরৎ (পিশাচের ন্যায় আচরণ করিয়া থাকেন), [সেই রুদ্রদেব সমস্তই দেখিতেছেন] ॥ ২৭ ॥

যৈঃ (যাহাদিগকর্ত্তৃক) বস্ত্রমাল্যাভরণানুলেপনৈঃ (বস্ত্র, মাল্য, আভরণ ও অনুলেপনাদিদ্বারা) শ্বভোজনং (কুকুরভক্ষ্য এই শরীর) স্বাত্মতয়া (নিজের বলিয়া) উপলালিতম্ (পরিপুষ্ট হইয়া থাকে), [তে] দুর্ভগাঃ হি (সেই সকল পাপিষ্ঠগণই) স্বাত্মন্ রতস্য (স্বীয় উপাস্য অন্তর্য্যামী বাসুদেবে রত) অবিদুষঃ (ও ব্রহ্মজ্ঞানী) যস্য (রুদ্রদেবের) সমীহিতম ("যে কোন প্রকারেই হউক বাসুদেবই উপাস্য" এই লোকশিক্ষারূপ অভিলষিত) আচরিতং (আচরণ) হসন্তি (উপহাস করিয়া থাকেন), [সেই রুদ্রদেব সমস্তই দেখিতেছেন] ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ

হে প্রিয়ে! অজ্ঞানাবরণ ভেদ করিতে ইচ্ছা করিয়া মনীষিগণ যাঁহার অনিন্দনীয় চরিত্র সর্ব্বদা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, যিনি সমান ও অধিক রহিত হইয়াও মুমুক্ষুজনকে ত্যাগধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য স্বয়ং পিশাচের ন্যায় আচরণ করিয়া থাকেন, সেই রুদ্রদেব এই সময়ে সমস্তই দেখিয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥

হে প্রিয়ে! যাহারা বস্ত্র, মাল্য, আভরণ ও অনুলেপনাদিদ্বারা এই কুকুরভক্ষ্য শরীর নিজের বলিয়া সর্ব্বদা পোষণ করিতেছে, সেই পাপিষ্ঠগণই স্বীয় উপাস্য অন্তর্য্যামী বাসুদেবে রত ও ব্রহ্মজ্ঞানী এই রুদ্রদেবের "যে কোন প্রকারেই হউক বাসুদেবই উপাস্য" এই লোকশিক্ষারূপ অভিলষিত আচরণ উপহাস করিয়া থাকে; সেই রুদ্রদেব এই সময়ে সমস্তই দর্শন করিতেছেন ॥ ২৮ ॥

টীকা

স্বাত্মন্ স্বকীয়ে উপাস্যে বাসুদেবে আত্মনি অন্তর্য্যামিনি রতস্য "সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেব অধোক্ষজো মে নমসা বিধীয়তে" ইতি বক্ষ্যমাণাৎ অবিদুষঃ বাসুদেবজ্ঞানবতঃ "অ ব্রহ্ম" ইতি শ্রুতেঃ। "অকারো বাসুদেবঃ স্যাদিতি" বচনাচ্চ। সমীহিতম্ সম্যক্ যেন কেনাপি বেশেন বাসুদেবঃ স্মর্ত্তব্যঃ ইত্যেবম্ভূত-মীহিতমাচরিতং দুর্ভগা হসন্তি নিন্দন্তি ॥ ২৮ ॥ অথ "রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি" ইতি শ্রীমুখবচনাৎ ভগবদ্বি-

ব্রহ্মাদয়ো যৎকৃতসেতুপালা যৎকারণং বিশ্বমিদঞ্চ মায়া।
আজ্ঞাকরী যস্য পিশাচচর্য্যা অহো বিভূম্নশ্চরিতং বিড়ম্বনম্ ॥ ২৯ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ

সৈবং সংবিদিতে ভর্ত্রা মন্মথোন্মথিতেন্দ্রিয়া।
জগ্রাহ বাসো ব্রহ্মর্ষের্বৃষলীব গতত্রপা ॥ ৩০ ॥
স বিদিত্বাথ ভার্য্যায়াস্তং নির্ব্বন্ধং বিকর্ম্মণি।
নত্বা দিষ্টায় রহসি তয়াথোপবিবেশ হ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়

["রুদ্রই ভগবান্" এই দৃষ্টিতে রুদ্রমাহাত্ম্য বর্ণনা করিতেছেন] ব্রহ্মাদয়ঃ (ব্রহ্মাদি দেবগণ) যৎকৃতসেতুপালাঃ (যাঁহাকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া স্ব স্ব অধিকাররূপ মর্য্যাদা পালন করিতেছেন), ইদং বিশ্বং যৎকারণং (এই জগতের যিনি কারণ) মায়া চ যস্য আজ্ঞাকরী (ও মায়াশক্তি যাঁহার আজ্ঞাকারিণী), [তস্য] বিভূম্নঃ (সেই সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরের) পিশাচচর্য্যা চরিতম্ (পিশাচের ন্যায় আচরণ) বিড়ম্বনম্ (অনুকরণমাত্র অর্থাৎ লোকশিক্ষার নিমিত্ত) অহো! (বড়ই বিচিত্র!) ॥ ২৯ ॥

শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ (মৈত্রেয়ঋষি বলিলেন) [হে বিদুর!] ভর্ত্রা (স্বামী কশ্যপকর্ত্তৃক) এবং সংবিদিতে (এই প্রকার প্রবোধবাক্য বলা হইলে) মন্মথোন্মথিতেন্দ্রিয়া (কামকর্ত্তৃক উন্মথিতচিত্তা) সা (সেই দিতি) বৃষলী ইব (বারবনিতার ন্যায়) গতত্রপা (লজ্জাশূন্যা হইয়া) ব্রহ্মর্ষেঃ (ব্রহ্মর্ষি কশ্যপের) বাসঃ (বস্ত্র) জগ্রাহ (ধারণ করিলেন) ॥ ৩০ ॥

অথ (অনন্তর) সঃ (সেই কশ্যপ) ভার্য্যায়াঃ (ভার্য্যার) বিকর্ম্মণি (নিষিদ্ধ কর্ম্মে) তং নির্ব্বন্ধং (সেই দুরাগ্রহ) বিদিত্বা (দর্শন করিয়া) দিষ্টায় (দৈবরূপী পরমেশ্বরকে) নত্বা (নমস্কার করিয়া) অথ (অনন্তর) রহসি (নির্জ্জনে) তয়া [সহ] (তাহার সহিত) উপবিবেশ হ (অবস্থান করিলেন) ॥৩১॥

অনুবাদ

যাঁহাকর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ স্ব স্ব অধিকাররূপ মর্য্যাদা পালন করিতেছেন, এই জগতের যিনি কারণ এবং মায়াশক্তি যাঁহার আজ্ঞাকারিণী, আহা! সেই সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরের এই যে পিশাচের ন্যায় আচরণ, তাহা কেবল অনুকরণমাত্র; বস্তুতঃ তাহা লোকশিক্ষার নিমিত্ত ॥ ২৯ ॥

মৈত্রেয়ঋষি বলিলেন—হে বিদুর! স্বামী কশ্যপ এইরূপ প্রবোধবাক্য বলিলেও কামকর্ত্তৃক উন্মথিতচিত্তা সেই দিতি বেশ্যার ন্যায় লজ্জাশূন্যা হইয়া ব্রহ্মর্ষি কশ্যপের বস্ত্র আকর্ষণ করিলেন ॥ ৩০ ॥

অনন্তর সেই ব্রহ্মর্ষি কশ্যপ ভার্য্যা দিতির নিষিদ্ধকর্ম্মে এইরূপ আগ্রহ দর্শন করিয়া দৈবরূপী পরমেশ্বরকে নমস্কার করতঃ নির্জ্জনে তাহার সহিত অবস্থান করিলেন ॥ ৩১ ॥

টীকা

ভূতিভূতে শ্রীরুদ্রে ভগবদ্দৃষ্ট্যৈদমুচ্যতে—ব্রহ্মাদয় ইতি ॥ ২৯ ॥ ভর্ত্রা এবং সম্বিদিতে জ্ঞাপিতে সতি বৃষলীব বেশ্যেব ॥ ৩০ ॥ দিষ্টায় দৈবাত্মনে পরমেশ্বরায় ॥ ৩১ ॥ উপস্পৃশ্য স্নাত্বা বিরজং গায়ত্রীপ্রতি-

অথোপস্পৃশ্য সলিলং প্রাণানায়ম্য বাগ্‌যতঃ।
ধ্যায়ন্ জজাপ বিরজং ব্রহ্ম জ্যোতিঃ সনাতনম্ ॥ ৩২ ॥
দিতিস্তু ব্রীড়িতা তেন কর্ম্মাবদ্যেন ভারত।
উপসঙ্গম্য বিপ্রর্ষিমধোমুখ্যভ্যভাষত ॥ ৩৩ ॥

শ্রীদিতিরুবাচ

ন মে গর্ভমিমং ব্রহ্মন্! ভূতানামৃষভোঽবধীৎ।
রুদ্রঃ পতির্হি ভূতানাং যস্যাকরবমংহসম্ ॥ ৩৪ ॥
নমো রুদ্রায় মহতে দেবায়োগ্রায় মীঢ়ুষে।
শিবায় ন্যস্তদণ্ডায় ধৃতদণ্ডায় মন্যবে ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়

অথ (রমণানন্তর) [সেই কশ্যপ] সলিলম্ উপস্পৃশ্য (স্নান করিয়া) প্রাণান্ আয়ম্য (প্রাণায়াম করতঃ) বাগ্‌যতঃ [সন্] (মৌনী হইয়া) বিরজং জ্যোতিঃ (গায়ত্রীপ্রতিপাদ্য জ্যোতিঃস্বরূপ ভগবান্‌কে) ধ্যায়ন্ (ধ্যান করতঃ) সনাতনং ব্রহ্ম (সনাতন গায়ত্রীমন্ত্র) জজাপ (জপ করিতে লাগিলেন) ॥ ৩২ ॥

ভারত! (হে বিদুর!) দিতিঃ তু (দিতিও) তেন কর্ম্মাবদ্যেন (সেই স্বীয় নিন্দিতকর্ম্মে) ব্রীড়িতা (লজ্জিতা হইয়া) বিপ্রর্ষিম্ উপসঙ্গম্য (ব্রহ্মর্ষি কশ্যপের সমীপে গমন করিয়া) অধোমুখী অভ্যভাষত (অধোবদনে বলিতে লাগিলেন) ॥ ৩৩ ॥

শ্রীদিতিঃ উবাচ (দিতি বলিলেন) ব্রহ্মন্! (হে দেব!) যস্য (আমি রুদ্রদেবের নিকটে) অংহসম্ (অপরাধ) অকরবম্ (করিয়াছি); ভূতানাম্ ঋষভঃ (ভূতগণের শ্রেষ্ঠ) ভূতানাং পতিঃ (ভূতগণের পতি) রুদ্রঃ (রুদ্রদেব) মে (আমার) ইমং গর্ভং (এই গর্ভ) ন অবধীৎ হি (যেন বিনষ্ট না করেন) ॥ ৩৪ ॥

রুদ্রায় (দুঃখবিনাশন), উগ্রায় (উগ্রমূর্ত্তি), মীঢ়ুষে (জ্ঞানাদি ঐশ্বর্য্য প্রদাতা), শিবায়

অনুবাদ

অনন্তর সেই কশ্যপ স্নান করিয়া প্রাণায়াম করতঃ মৌনী হইলেন এবং গায়ত্রীপ্রতিপাদ্য জ্যোতিঃ স্বরূপ ভগবান্‌কে ধ্যান করিয়া সনাতন গায়ত্রীমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥

হে বিদুর! দিতিও তখন সেই নিজের অনুষ্ঠিত নিন্দিত কর্ম্মে লজ্জিতা হইয়া ব্রহ্মর্ষি কশ্যপের সমীপে গমন করতঃ অধোবদনে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥

দিতি বলিলেন—হে স্বামিন্! আমি রুদ্রদেবের নিকটে অপরাধ করিয়াছি; এই কারণে ভূতপতি ভূতশ্রেষ্ঠ রুদ্রদেব যেন আমার এই গর্ভ বিনষ্ট না করেন; [আপনি কৃপা করিয়া তাহাই করুন] ॥ ৩৪ ॥

যিনি দুঃখবিনাশক বলিয়া রুদ্র, অলঙ্ঘনীয় বলিয়া উগ্ররূপী এবং যিনি জ্ঞানাদি

টীকা

পাদ্যং ভগবন্তং ধ্যায়ন্ ব্রহ্মগায়ত্রীং জজাপ ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥ অবধীৎ মা হন্যাৎ, অংহসম্ অংহঃ অপরাধমহমকরবং কৃতবত্যস্মি ॥ ৩৪ ॥ মীঢ়ুষে জ্ঞানাদিবীর্য্যসেচনকর্ত্রে ॥ ৩৫ ॥ ব্যাধস্য নির্দ্দয়স্যাপ্যনুকম্প্যানাং

স নঃ প্রসীদতাং ভামো ভগবানুর্ব্বনুগ্রহঃ।
ব্যাধস্যাপ্যনুকম্প্যানাং স্ত্রীণাং দেবঃ সতীপতিঃ ॥ ৩৬ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ

স্বসর্গস্যাশিষং লোক্যামাশাসানাং প্রবেপতীম্।
নিবৃত্তসন্ধ্যানিয়মো ভার্য্যামাহ প্রজাপতিঃ ॥ ৩৭ ॥

শ্রীকশ্যপ উবাচ

অপ্রায়ত্যাদাত্মনস্তে দোষান্মৌহূর্ত্তিকাদুত।
মন্নিদেশাতিচারেণ দেবানাঞ্চাতিহেলনাৎ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়

(মঙ্গলপ্রদ), ন্যস্তদণ্ডায় (শিষ্টগণের প্রতি অদণ্ডধর), ধৃতদণ্ডায় (দুষ্টগণের প্রতি দণ্ডধর) মন্যবে (ও সংহার বিষয়ে ক্রোধরূপী) মহতে দেবায় (মহাদেবকে) নমঃ (নমস্কার করি) ॥ ৩৫ ॥

সঃ (তাদৃশ) উর্ব্বনুগ্রহঃ (অতিশয় দয়াশীল) ভামঃ (আমার ভগিনীপতি) সতীপতিঃ (সতীদেবীর স্বামী) ভগবান্ দেবঃ (ভগবান্ মহাদেব) ব্যাধস্য অপি (ব্যাধেরও) অনুকম্প্যানাং (দয়ার পাত্র) স্ত্রীণাং নঃ (স্ত্রীজন আমার প্রতি) প্রসীদতাম্ (প্রসন্ন হউন) ॥ ৩৬ ॥

শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ (মৈত্রেয়ঋষি বলিলেন) নিবৃত্তসন্ধ্যানিয়মঃ প্রজাপতিঃ (সায়ন্তনকৃত্য সমাপন করিয়া প্রজাপতি কশ্যপ) স্বসর্গস্য (নিজ সন্তানের) আশিষং (মঙ্গল) আশাসানাং (প্রার্থনাকারিণী) প্রবেপতীং (কম্পমানা) লোক্যাং ভার্য্যাম্ (পত্নী দিতিকে দর্শন করিয়া) আহ (বলিলেন) ॥ ৩৭ ॥

শ্রীকশ্যপঃ উবাচ (কশ্যপ বলিলেন) অভদ্রে ! (হে অমঙ্গলে !) তে (তোমার) আত্মনঃ (বুদ্ধির) অপ্রায়ত্যাৎ (বিপর্য্যয়বশতঃ) উত (এবং) মৌহূর্ত্তিকাৎ দোষাৎ (সন্ধ্যাকালীন সঙ্গমরূপ

অনুবাদ

ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়া থাকেন, যিনি সকলের মঙ্গলপ্রদ ও বস্তুতঃ অদণ্ডধর হইয়াও দুষ্টজনের প্রতি দণ্ডধর হইয়া থাকেন এবং যিনি সংহারে ক্রোধরূপী, সেই মহাদেবকে আমি নমস্কার করি ॥ ৩৫ ॥

সেই মহাদেব অতিশয় দয়াশীল; তিনি আমার ভগিনী সতীদেবীর স্বামী; অতএব তিনি নিজেও স্ত্রীস্বভাব অবগত আছেন; নির্দ্দয় ব্যাধগণেরও স্ত্রীজাতি দয়ার পাত্র; স্ত্রীজন আমার প্রতি তিনি প্রসন্ন হউন ॥ ৩৬ ॥

মৈত্রেয়ঋষি বলিলেন—প্রজাপতি কশ্যপ সায়ংকালীন কৃত্য সমাপন করিয়া স্বীয় সন্তানের মঙ্গল প্রার্থনাকারিণী ও ভয়ে কম্পমানা ভার্য্যা দিতিকে দর্শন করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৭ ॥

হে অভদ্রে ! তুমি যোগ্যকালের অপেক্ষা কর নাই, সন্ধ্যারূপ কালদোষ গ্রাহ্য কর

টীকা

নোঽস্মাকম্ উরুরনুগ্রহো যস্য সঃ ভামঃ ভগিনীভর্ত্তা প্রসীদতাম্ ॥ ৩৬ ॥ স্বসর্গস্য স্বসন্ততেঃ আশিষং মঙ্গলমাশাসানাং লোক্যামালোকনীয়াম্, নিবৃত্তঃ সন্ধ্যানিয়মঃ সন্ধ্যাকালিকং কৃত্যং যস্য সঃ ॥ ৩৭ ॥ তে

ভবিষ্যতস্তবাভদ্রাবভদ্রে! জাঠরাধমৌ।
লোকান্ সপালাংস্ত্রীংশ্চণ্ডি! মুহুরাক্রন্দয়িষ্যতঃ ॥ ৩৯ ॥
প্রাণিনাং হন্যমানানাং দীনানামকৃতাগসাম্।
স্ত্রীণাং নিগৃহ্যমাণানাং কোপিতেষু মহাত্মসু ॥ ৪০ ॥
তদা বিশ্বেশ্বরঃ ক্রুদ্ধো ভগবাঁল্লোকভাবনঃ।
হনিষ্যত্যবতীর্য্যাসৌ যথাদ্রীন্ শতপর্ব্বধৃক্ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়

দোষবশতঃ), মন্নিদেশাতিচারেণ (আমার আদেশ অপালনহেতু) দেবানাং চ অতিহেলনাৎ (ও দেবতাগণের অবজ্ঞা করায়) তব (তোমার) অভদ্রৌ (অমঙ্গলস্বরূপ) জাঠরাধমৌ (অধম পুত্রদ্বয়) ভবিষ্যতঃ (জন্মিবে); চণ্ডি! (হে সাহসিকে!) [তাহারা] সপালান্ (লোকপালগণের সহিত) ত্রীন্ লোকান্ (ত্রিভুবনকে) মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) আক্রন্দয়িষ্যতঃ (কাঁদাইবে)॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥

[সেই পুত্রদ্বয়কর্ত্তৃক] অকৃতাগসাম (নিরপরাধী) দীনানাং (কাতর) প্রাণিনাং (প্রাণিগণ) হন্যমানানাং (বিনষ্ট হইলে) [এবং] স্ত্রীণাং নিগৃহ্যমাণানাং (স্ত্রীসকল নিগৃহীতা হইলে) মহাত্মসু কোপিতেষু (ও মহাত্মগণের ক্রোধ বর্দ্ধিত হইলে) তদা (তখন) লোকভাবনঃ (লোকপালক) ভগবান্ বিশ্বেশ্বরঃ (ভগবান্ জগদীশ্বর) ক্রুদ্ধঃ (ক্রুদ্ধ হইয়া) অবতীর্য্য (অবতাররূপ গ্রহণ করতঃ) অসৌ শতপর্ব্বধৃক্ (বজ্রধর ইন্দ্র) যথা (যেরূপ) অদ্রীন্ (পর্ব্বত সকলকে) [ভেদ করেন], [তথা] (সেইরূপ) [উহাদিগকে] হনিষ্যতি (বিনাশ করিবেন) ॥৪০॥৪১॥

অনুবাদ

নাই, আমার আদেশও পালন কর নাই এবং দেবতাগণের অবজ্ঞা করিয়া অপরাধ করিয়াছ, এই সকল কারণে তোমার অমঙ্গলস্বরূপ অধম পুত্রদ্বয় জন্মগ্রহণ করিবে। হে সাহসিকে! তোমার এই পুত্রদ্বয় লোকপালগণের সহিত এই ত্রিলোককে পুনঃ পুনঃ কাঁদাইবে ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥

তোমার পুত্রদ্বয় যখন নিরপরাধী দীনহীন প্রাণিগণকে বিনাশ করিবে, স্ত্রীগণের নিগ্রহ করিবে ও মহাত্মগণের কোপ বৃদ্ধি করিবে, তখন লোকপালক ভগবান্ বিশ্বেশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়া অবতার বিগ্রহ ধারণ করতঃ বজ্রধর ইন্দ্র যেমন পর্ব্বতসমূহকে ভেদ করিয়া থাকেন, সেইরূপ উঁহাদিগকে বিনাশ করিবেন। ৪০ ॥ ৪১ ॥

টীকা

আত্মনো বুদ্ধেঃ প্রযতস্য ভাবঃ প্রাযত্যং কৃত্যকালাবেক্ষণং তদ্বিপরীতমপ্রাযত্যং তস্মাৎ, মৌহূর্ত্তিকাৎ সন্ধ্যায়াং কৃতাৎ গ্রাম্যকর্ম্মসাহসরূপাদ্দোষাৎ, মম নির্দ্দেশস্য আজ্ঞায়া অতিচারেণ অপালনেন দেবানাং রুদ্রাদীনাং হেলনাৎ অপরাধাচ্চ জাঠরাধমৌ পুত্রাধমৌ ভবিষ্যতঃ। চণ্ডি! সাহসিকে! ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥

শ্রীদিতিরুবাচ

বধং ভগবতা সাক্ষাৎ সুনাভোদারবাহুনা।
আশাসে পুত্রয়োর্ম্মহ্যং মা ক্রুদ্ধাদ্ব্রাহ্মণাদ্বিভো! ॥ ৪২ ॥
ন ব্রহ্মদণ্ডদগ্ধস্য ন ভূতভয়দস্য চ।
নারকাশ্চানুগৃহ্লন্তি যাং যাং যোনিমসৌ গতঃ ॥ ৪৩ ॥

শ্রীকশ্যপ উবাচ

কৃতশোকানুতাপেন সদ্যঃ প্রত্যবমর্শনাৎ।
ভগবত্যুরুমানাচ্চ ভবে ময্যপি চাদরাৎ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়

শ্রীদিতিঃ উবাচ (দিতি বলিলেন) বিভো! (হে স্বামিন্!) সুনাভোদারবাহুনা সাক্ষাৎ ভগবতা (সুদর্শনচক্রধারী সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণুকর্তৃক) মহ্যং (আমার) পুত্রয়োঃ (পুত্রদ্বয়ের) বধং (বিনাশ) আশাসে (আমি প্রার্থনা করি); [কিন্তু] ক্রুদ্ধাৎ ব্রাহ্মণাৎ (ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণ হইতে) মা [যেন বিনাশ] (না হয়) ॥ ৪২ ॥

ব্রহ্মদণ্ডদগ্ধস্য (ব্রহ্মশাপদগ্ধ ব্যক্তির প্রতি) নারকাঃ চ (নরকবাসিগণও) ন অনুগৃহ্লন্তি (অনুগ্রহ করে না); ভূতভয়দস্য চ ন (প্রাণিগণের ভীতিজনক ব্যক্তির প্রতিও অনুগ্রহ করে না); অসৌ (সেই ব্রহ্মশাপদগ্ধ বা প্রাণিগণের ভীতিজনক ব্যক্তি) যাং যাং যোনিং (যে যে যোনি) গতঃ (প্রাপ্ত হয়), [তত্রস্থ জনগণও তাহাকে অনুগ্রহ করে না] ॥ ৪৩ ॥

শ্রীকশ্যপঃ উবাচ (কশ্যপ বলিলেন) কৃতশোকানুতাপেন (তোমার অন্যায় কর্ম্মে শোক ও অনুতাপ হওয়ায়), সদ্যঃ (সঙ্গে সঙ্গেই) প্রত্যবমর্শনাৎ (বিবেকবুদ্ধি হইয়াছে বলিয়া), ভগবতি ভবে (ভগবান্ রুদ্রদেবে) উরুমানাচ্চ (সম্মান প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়া) ময়ি অপি চ (এবং আমাতেও) আদরাৎ

অনুবাদ

দিতি বলিলেন—হে স্বামিন্! [যদি আমার পুত্রদ্বয় একান্তই বধযোগ্য হয়, তবে যেন] সুদর্শনাস্ত্রধারী সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণুই আমার পুত্রদ্বয়কে বিনাশ করেন ইহাই আমি প্রার্থনা করি; কিন্তু ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণ হইতে যেন তাহাদের বিনাশ না হয় ॥ ৪২ ॥

যাহারা ব্রহ্মশাপে দগ্ধ এবং যাহারা প্রাণিগণের ভয়প্রদ, নরকবাসিগণও তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ করে না; এমন কি তাহারা যে যে যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, তত্রস্থ প্রাণিগণও তাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করে না ॥ ৪৩ ॥

কশ্যপ বলিলেন—হে প্রিয়ে! যেহেতু তুমি অন্যায় কার্য্যে শোকাকুলা ও অনুতপ্তা হইয়াছ, সঙ্গে সঙ্গেই যোগ্যাযোগ্য বিচার করিয়াছ এবং ভগবান্ রুদ্রদেবে ও আমাতে

টীকা

সুনাভঃ সুদর্শনস্তেন অরিষু প্রক্ষিপ্যমাণেন উদারঃ প্রক্ষেপকুশলঃ বাহুর্যস্ত তেন ॥ ৪২ ॥ ৪৩ ॥ কৃতেনাযুক্তকর্ম্মণা যঃ শোকঃ ততঃ অনুতাপঃ তেন, সদ্যঃ প্রত্যবমর্শনাৎ যোগ্যাযোগ্যবিচারাৎ। পুত্রস্ত

পুত্রস্যৈব চ পুত্রাণাং ভবিতৈকঃ সতাং মতঃ।
গাস্যন্তি যদ্‌যশঃ শুদ্ধং ভগবদ্‌যশসা সমম্ ॥ ৪৫ ॥
যোগৈর্হেমেব দুর্ব্বর্ণং ভাবয়িষ্যন্তি সাধবঃ।
নির্ব্বৈরাদিভিরাত্মানং যচ্ছীলমনুবর্ত্তিতুম্ ॥ ৪৬ ॥
যৎপ্রসাদাদিদং বিশ্বং প্রসীদতি যদাত্মকম্।
স স্বদৃগ্ ভগবান্ যস্য তোষ্যতেঽনন্যয়া দৃশা ॥ ৪৭ ॥
স বৈ মহাভাগবতো মহাত্মা মহানুভাবো মহতাং মহিষ্ঠঃ।
প্রবৃদ্ধভক্ত্যা হ্যনুভাবিতাশয়ে নিবেশ্য বৈকুণ্ঠমিমং বিহাস্যতি ॥৪৮॥

অন্বয়

(ভক্তি প্রদর্শিত হইযাছে বলিযা) পুত্রস্য এব চ (তোমার পুত্রেরই অর্থাৎ হিরণ্যকশিপুর) পুত্রাণাং (পুত্রগণের মধ্যে) একঃ (একজন) সতাং মতঃ (সজ্জনসম্মত অর্থাৎ সজ্জনগণের মাননীয়) ভবিতা (হইবেন) ; [সজ্জনগণ] ভগবদ্‌যশসা সমং (ভগবানের যশোগাথার সহিত) যৎ (যাঁহার) শুদ্ধং (নির্ম্মল) যশঃ (কীর্ত্তি) গাস্যন্তি (কীর্ত্তন করিবেন) ॥ ৪৪ ॥ ৪৫ ॥

[হে প্রিয়ে !] যোগৈঃ (সন্তাপাদিদ্বারা) দুর্ব্বর্ণং হেম ইব (মলিন সুবর্ণের পরিশোধনের ন্যায়) সাধবঃ (মুমুক্ষুগণ) যচ্ছীলম্ (সেই প্রহ্লাদের স্বভাব) অনুবর্ত্তিতুম্ (অনুসরণ করিবার জন্য) নির্ব্বৈরাদিভিঃ যোগৈঃ (অহিংসাদি যোগাবলম্বনের দ্বারা) আত্মানং (অন্তঃকরণকে) ভাবয়িষ্যন্তি (পরিশোধিত করিবেন) ॥ ৪৬ ॥

যদাত্মকং (ভগবদাত্মক) ইদং বিশ্বং (এই জগৎ) যৎ প্রসাদাৎ (যে ভগবানের অনুগ্রহে) প্রসীদতি (প্রসন্ন হয়), সঃ স্বদৃক্ (সেই আত্মসাক্ষী) ভগবান্ (ভগবান্ বিষ্ণু) যস্য (যাহার অর্থাৎ সেই প্রহ্লাদের) অনন্যয়া দৃশা (একান্ত ভক্তিদ্বারা) তোষ্যতে (সন্তুষ্ট হইবেন) ॥ ৪৭ ॥

মহাভাগবতঃ (পরমবৈষ্ণব) মহাত্মা (উদারচেতা) মহানুভাবঃ (মহাপ্রভাবশালী) মহতাং

অনুবাদ

বহুমান প্রদর্শন করিয়াছ, এই নিমিত্ত তোমার [হিরণ্যকশিপু নামে যে পুত্র জন্মিবে, সেই] পুত্রের পুত্রগণের মধ্যে একজন [প্রহ্লাদ] সজ্জনগণের মাননীয় হইবেন ; সজ্জনগণ ভগবানের যশোগাথার সহিত তাঁহার নির্ম্মল যশঃ কীর্ত্তন করিবেন ॥ ৪৪ ॥ ৪৫ ॥

হে প্রিয়ে ! উত্তাপাদিদ্বারা মলিন সুবর্ণকে যেমন পরিশোধিত করা হয়, সেইরূপ মুমুক্ষুগণ প্রহ্লাদের স্বভাবের অনুসরণ করিবার জন্য অহিংসাদি যোগাবলম্বনে অন্তঃকরণকে পরিশোধিত করিবেন ॥ ৪৬ ॥

হে প্রিয়ে ! ভগবদাত্মক এই জগৎ ভগবানের অনুগ্রহে প্রসন্ন হইয়া থাকে ; সেই আত্মসাক্ষী ভগবান্ বিষ্ণু প্রহ্লাদের একান্ত ভক্তিদ্বারা সন্তুষ্ট হইবেন ॥ ৪৭ ॥

হে প্রিয়ে ! পরমবৈষ্ণব, উদারচেতা, মহাপ্রভাবশালী ও সজ্জনশ্রেষ্ঠ তোমার পৌত্র

টীকা

হিরণ্যকশিপোঃ ॥ ৪৪ ॥ ৪৫ ॥ যোগৈঃ সন্তাপনাদিভিদুর্ব্বর্ণং হেম যথা ভাব্যতে, তদ্বৎ সাধবঃ

অলম্পটঃ শীলধরো গুণাকরো হৃষ্টঃ পরার্দ্ধ্যা ব্যথিতো দুঃখিতেষু।
অভূতশত্রুর্জ্জগতঃ শোকহর্ত্তা নৈদাঘিকং তাপমিবোড়ুরাজঃ ॥ ৪৯ ॥
অন্তর্ব্বহিশ্চামলমজ্জনেত্রং স্বপুরুষেচ্ছানুগৃহীতরূপম্।
পৌত্রস্তব শ্রীললনাললামং দ্রষ্টা স্ফুরৎকুণ্ডলমণ্ডিতাননম্ ॥ ৫০ ॥

অন্বয়

মহিষ্ঠঃ (সজ্জনশ্রেষ্ঠ) সঃ বৈ (সেই তোমার পৌত্র প্রহ্লাদ) প্রবৃদ্ধভক্ত্যা (ক্রমবর্দ্ধিত ভক্তির দ্বারা) অনুভাবিতাশয়ে (পরিশোধিত চিত্তে) বৈকুণ্ঠং (শ্রীহরিকে) নিবেশ্য (নিবেশিত করিয়া) ইমং (এই দেহগেহাদির অভিমান) বিহাস্যতি হি (পরিত্যাগ করিবেন) ॥ ৪৮ ॥

[প্রহ্লাদ মহাভাগবত হইবেন ইহাই বলিতেছেন] [প্রহ্লাদ] অলম্পটঃ (বিষয়ে অনাসক্ত), শীলধরঃ (চরিত্রবান্), গুণাকরঃ (গুণসমূহের আধার), পরার্দ্ধ্যা (পরের সমৃদ্ধিদর্শনে) হৃষ্টঃ (আনন্দিত) দুঃখিতেষু (ও অপরে দুঃখিত হইলে) ব্যথিতঃ (নিজে ব্যথিত হইবেন) অভূতশত্রুঃ (এবং শত্রুশূন্য হইয়া) নৈদাঘিকং তাপং (গ্রীষ্মকালের তাপকে) উড়ুরাজঃ ইব (চন্দ্র যেমন হরণ করেন), [সেইরূপ] জগতঃ শোকহর্ত্তা (জগতের শোক হরণ করিবেন) ॥৪৯॥

[হে প্রিয়ে!] তব (তোমার) পৌত্রঃ (পুত্রের পুত্র প্রহ্লাদ) স্বপুরুষেচ্ছানুগৃহীতরূপং (স্বীয় ভক্তগণের ইচ্ছানুরূপ বিগ্রহধারী) শ্রীললনাললামং (অতি সুন্দরী লক্ষ্মীদেবীর ভূষণস্বরূপ) স্ফুরৎকুণ্ডল-মণ্ডিতাননম্ (অত্যুজ্জ্বলকুণ্ডলে মণ্ডিতবদন) অমলম্ (নির্ম্মল) অজ্জনেত্রম্ (কমললোচন শ্রীহরিকে) অন্তঃ (অন্তরে) বহিঃ চ (ও বাহিরে) দ্রষ্টা (দর্শন করিবেন) ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ

প্রহ্লাদ ক্রমবর্দ্ধিত ভক্তির দ্বারা পরিশোধিত চিত্তে শ্রীহরিকে নিবেশিত করিয়া এই দেহগেহাদির অভিমান পরিত্যাগ করিবেন ॥ ৪৮ ॥

তোমার পৌত্র প্রহ্লাদ বিষয়ে অনাসক্ত হইবেন এবং চরিত্রবান্ ও গুণসমূহের আধার হইবেন; তিনি পরের সমৃদ্ধি দর্শনে আনন্দিত ও অপরে দুঃখিত হইলে স্বয়ং ব্যথিত হইবেন; তাঁহার শত্রু কেহ থাকিবে না; গ্রীষ্মকালের তাপকে যেমন নক্ষত্ররাজ চন্দ্র হরণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ তিনি জগতের শোক হরণ করিবেন ॥ ৪৯ ॥

হে প্রিয়ে! যিনি স্বীয় ভক্তগণের মনোবাসনা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত ভক্তের ইচ্ছানুসারে বিগ্রহ ধারণ করিয়া থাকেন, যিনি অতি সুন্দরী লক্ষ্মীদেবীর ভূষণস্বরূপ এবং যাঁহার বদন-মণ্ডল অত্যুজ্জ্বল কুণ্ডলদ্বয়ে মণ্ডিত, সেই নির্ম্মল কমললোচন শ্রীহরিকে তোমার পৌত্র প্রহ্লাদ অন্তরে ও বাহিরে সর্ব্বত্র দর্শন করিবেন ॥ ৫০ ॥

টীকা

মুমুক্ষবঃ যস্য জায়মানস্য প্রহ্লাদস্য শীলং স্বভাবমনুবর্ত্তিতুমনুগন্তুং নির্ব্বৈরাদিভির্যোগৈরাত্মানং ভাবয়িষ্যন্তি শোধয়িষ্যন্তি ॥ ৪৬ ॥ ৪৭ ॥ ইমং প্রসিদ্ধং দেহাদ্যভিমানং বিহাস্যতি ত্যক্ষ্যতি ॥৪৮॥৪৯॥ শ্রীরেব ললনা

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ

শ্রুত্বা ভাগবতং পৌত্রমমোদত দিতির্ভৃশম্ ।
পুত্রয়োশ্চ বধং কৃষ্ণাদ্বিদিত্বাসীন্মহামনাঃ ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে
বিদুরমৈত্রেয়-সংবাদে দিতিগর্ভাধানং নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়

শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ (মৈত্রেয়ঋষি বলিলেন) [হে বিদুর !] দিতিঃ (দাক্ষায়ণী দিতি) পৌত্রং (পুত্রের পুত্র প্রহ্লাদ) ভাগবতং (পরমবৈষ্ণব হইবে) শ্রুত্বা (শ্রবণ করিয়া) ভৃশম (অতিশয়) অমোদত (আনন্দিতা হইলেন) পুত্রয়োঃ চ (এবং পুত্রদ্বয়ের) বধং (বিনাশ) কৃষ্ণাৎ (কৃষ্ণ হইতে হইবে) বিদিত্বা (শ্রবণ করিয়া) মহামনাঃ আসীৎ (অতিশয় হৃষ্টচিত্তা হইলেন) ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ

মৈত্রেয়ঋষি বলিলেন—হে বিদুর ! দিতি পৌত্র প্রহ্লাদ ভগবদ্ভক্ত হইবে শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দিতা হইলেন এবং স্বীয় পুত্রদ্বয়ের বিনাশ শ্রীকৃষ্ণ হইতেই হইবে জানিতে পারিয়া অতিশয় হৃষ্টচিত্তা হইলেন অর্থাৎ "শ্রীহরির সহিত যুদ্ধে আমার পুত্রদ্বয়ের মৃত্যু হইলে তাহাদের কীর্ত্তিই বিস্তারিত হইবে ও তাহাদের সদ্গতি হইবে" ইহা মনে করিয়া দিতি পরম আনন্দিতা হইলেন ॥ ৫১ ॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত হইল ॥ ১৪ ॥

টীকা

অতিসুন্দরী, তস্যাঃ ললামং মণ্ডনম্ ॥ ৫০ ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীমচ্ছুকদেবকৃতসিদ্ধান্তপ্রদীপটীকায়াং
চতুর্দ্দশাধ্যায়ার্থপ্রকাশঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ

প্রাজাপত্যং হি তৎ তেজঃ পরতেজোহনং দিতিঃ।
দধার বর্ষাণি শতং শঙ্কমানা সুরার্দ্দনাৎ ॥ ১ ॥
লোকে তেন হতালোকে লোকপালা হতৌজসঃ।
ন্যবেদয়ন্ বিশ্বসৃজে ধ্বান্তব্যতিকরং দিশাম্ ॥ ২ ॥

শ্রীদেবা উচুঃ

তম এতদ্বিভো! বেত্থ সংবিগ্না যদ্বয়ং ভৃশম্।
ন হ্যব্যক্তং ভগবতঃ কালেনাস্পৃষ্টবর্ত্মনঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়

শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ (মৈত্রেয়ঋষি বলিলেন) [হে বিদুর! অনন্তর] দিতিঃ (দিতি) সুরার্দ্দনাৎ শঙ্কমানা (স্বীয় পুত্রদ্বয় উৎপন্ন হইয়া দেবতাগণকে পীড়ন করিবে এই ভয়ে শঙ্কিতা হইয়া) প্রাজাপত্যং হি (প্রজাপতি কশ্যপের) তৎ পরতেজোহনং তেজঃ (সেই অপরের শৌর্য্যবিনাশক বীর্য্য) শতং বর্ষাণি (শতবৎসর) দধার (গর্ভে ধারণ করিলেন) ॥ ১ ॥

তেন (গর্ভস্থিত প্রাজাপত্য তেজের দ্বারা) লোকে (জগৎ) হতালোকে [সতি] (আলোকবিহীন হইলে) হতৌজসঃ (হতপ্রভ) লোকপালাঃ (চন্দ্রসূর্য্যাদি লোকপালগণ) দিশাং (দিক্‌সমূহের) ধ্বান্তব্যতিকরং (অন্ধকারাচ্ছন্নতার বিষয়) বিশ্বসৃজে (বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মাকে) ন্যবেদয়ন্ (নিবেদন করিলেন) ॥২॥

শ্রীদেবাঃ উচুঃ (দেবগণ বলিলেন) বিভো! (হে ব্যাপিন্!) যৎ (যাহা হইতে) বয়ং (আমরা) ভৃশং (অতিশয়) সংবিগ্নাঃ (ভীত হইয়াছি), এতৎ তমঃ (সেই অন্ধকারের কারণ) বেত্থ

অনুবাদ

মৈত্রেয়ঋষি বলিলেন—হে বিদুর! অনন্তর দিতি "স্বীয় পুত্রদ্বয় উৎপন্ন হইয়া দেবতাগণকে পীড়ন করিবে" এই ভয়ে শঙ্কিতা হইয়া সেই প্রজাপতি কশ্যপের পরশৌর্য্য-বিনাশক বীর্য্য শতবৎসর গর্ভে ধারণ করিলেন ॥ ১ ॥

সেই গর্ভস্থিত প্রাজাপত্য তেজের দ্বারা এই জগৎ আলোকবিহীন হইলে চন্দ্রসূর্য্যাদি লোকপালগণ হতপ্রভ হইয়া (ব্রহ্মার সমীপে গমন করতঃ) বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মাকে দিক্‌সমূহের অন্ধকারাচ্ছন্নতার বিষয় নিবেদন করিলেন ॥ ২ ॥

দেবগণ বলিলেন—হে প্রভো! যাহা হইতে আমরা অতিশয় ভীত হইয়াছি,

টীকা

প্রাজাপত্যং কশ্যপাখ্যপ্রজাপতিসম্বন্ধি তেজঃ বীর্য্যং পরতেজোহনং পরশৌর্য্যঘ্নম্। উৎপন্নৌ সুরপীড়নং করিষ্যত ইত্যেবং শঙ্কমানা দধার ॥ ১ ॥ তেন প্রাজাপত্যেন তেজসা হতালোকে হতপ্রভে ধ্বান্তেন প্রভাভাবেন ব্যতিকরং মিশ্রীভাবাং ॥ ২ ॥ ব্রহ্মণি ভগবদ্দৃষ্টিং কুর্ব্বন্তো দেবা উচুস্তম ইত্যাদ্যষ্টভিঃ। হে বিভো! ত্বং বেত্থ জানাসি, জ্ঞানাবরণস্য তু কা কথা, ন স্পৃষ্টং বর্ত্ম

দেবদেব ! জগদ্ধাতর্লোকনাথশিখামণে ! ।
পরেষামপরেষাং ত্বং ভূতানামসি ভাববিৎ ॥ ৪ ॥
নমো বিজ্ঞানবীর্য্যায় মায়য়েদমুপেয়ুষে ।
গৃহীতগুণভেদায় নমস্তে ব্যক্তযোনয়ে ॥ ৫ ॥
যে ত্বানন্যেন ভাবেন ভাবয়ন্ত্যাত্মভাবনম্ ।
আত্মনি প্রোতভুবনং পরং সদসদাত্মকম্ ॥ ৬ ॥

অন্বয়

(আপনি জানেন) ; হি (যেহেতু) কালেন (কালকর্ত্তৃক) অস্পৃষ্টবর্ত্মনঃ (যাঁহার জ্ঞানপথ স্পৃষ্ট হয় না, সেই) ভগবতঃ (ষড়ৈশ্বর্য্যশালী আপনার) অব্যক্তং ন [কিঞ্চিৎ অস্তি] (অজ্ঞাত কিছুই নাই) ॥৩॥

দেবদেব ! জগদ্ধাতঃ ! (হে দেবদেব ! হে জগদ্‌বিধাতঃ !) লোকনাথশিখামণে ! (হে লোকপাল-শিরোমণে !) ত্বং (আপনি) পরেষাম্ অপরেষাং [চ] ভূতানাং (পরাপর অর্থাৎ উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট প্রাণিগণের) ভাববিৎ অসি (অভিপ্রায় অবগত হইয়া থাকেন) ॥ ৪ ॥

বিজ্ঞানবীর্য্যায় (যাঁহার বিবিধ জ্ঞানবল আছে), [যিনি] মায়য়া (কৃপা করিয়া) ইদম্ (এই চতুর্ম্মুখ বিগ্রহ) উপেয়ুষে (ধারণ করিয়াছেন), গৃহীতগুণভেদায় (যিনি রজোগুণাবলম্বী) ব্যক্তযোনয়ে (ও যিনি বিশ্বের কারণ, সেই ভগবান্) তে (আপনাকে) নমঃ নমঃ (পুনঃ পুনঃ নমস্কার) ॥ ৫ ॥

যে (যে সকল নিষ্কামী ভক্ত) অনন্যেন ভাবেন (একান্ত ভক্তিদ্বারা) আত্মনি (যাঁহাতে) প্রোতভুবনং (সমস্তজগৎ গ্রথিত আছে), সদসদাত্মকং (সেই স্থূলসূক্ষ্মাত্মক) আত্মভাবনং (স্বকারণ) পরং ত্বা (পরমেশ্বর আপনাকে) ভাবয়ন্তি (ধ্যান করিয়া থাকেন), [তাঁহারা ইন্দ্রিয় জয় করিয়া থাকেন। পরের শ্লোকের সহিত অন্বয়] ॥ ৬ ॥

অনুবাদ

আপনি অবশ্যই সেই অন্ধকারের কারণ অবগত আছেন ; যেহেতু কাল আপনার জ্ঞান তিরোহিত করিতে পারে না ; অতএব ষড়ৈশ্বর্য্যশালী আপনার অজ্ঞাত কিছুই নাই ॥ ৩ ॥

হে দেবদেব ! হে জগদ্‌বিধাতঃ ! হে লোকপালশিরোমণে ! আপনি পরাপর অর্থাৎ উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট প্রাণিগণের অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত আছেন অর্থাৎ কি অভিপ্রায়ে দিতির গর্ভ বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহা আপনি জানেন ॥ ৪ ॥

হে ভগবন্ ! আপনার বিবিধ জ্ঞানবল আছে, আপনি কৃপা করিয়া এই চতুর্ম্মুখ শরীর ধারণ করিয়াছেন ও রজোগুণাবলম্বী হইয়াছেন, আপনিই এই জগতের কারণ ; অতএব আপনাকে আমরা পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিতেছি ॥ ৫ ॥

হে ভগবন্ ! যে সকল নিষ্কামী ভক্ত একান্ত ভক্তিদ্বারা যাঁহাতে সমস্ত জগৎ গ্রথিত

টীকা

যস্য তস্য অব্যক্তমজ্ঞাতম্ ॥ ৩ ॥ ভাববিৎ অভিপ্রায়বিৎ ॥ ৪ ॥ বিজ্ঞানং বিবিধং জ্ঞানং বীর্য্যং বলং যস্য তস্মৈ, মায়য়া কৃপয়া ইদং চতুর্ম্মুখশরীরম্ উপেয়ুষে প্রাপ্তবতে, গৃহীতো গুণভেদঃ স্রষ্টৃত্বলক্ষণঃ রজোগুণো বা যেন তস্মৈ ব্যক্তযোনয়ে বিশ্বকারণায়, অকারপ্রশ্লেষে তু অদৃষ্টকারণায় ইত্যর্থঃ ॥৫॥

তেষাং সুপক্কযোগানাং জিতশ্বাসেন্দ্রিয়াত্মনাম্ ।
লব্ধযুষ্মৎপ্রসাদানাং ন কুতশ্চিৎ পরাভবঃ ॥ ৭ ॥
যস্য বাচা প্রজাঃ সর্ব্বা গাবস্তন্ত্যেব যন্ত্রিতাঃ ।
হরন্তি বলিমায়ত্তাস্তস্মৈ মুখ্যায় তে নমঃ ॥ ৮ ॥
স ত্বং বিধৎস্ব শং ভূমন্ তমসা লুপ্তকর্ম্মণাম্ ।
অদভ্রদয়য়া দৃষ্ট্যা আপন্নানর্হসীক্ষিতুম্ ॥ ৯ ॥

অন্বয়

জিতশ্বাসেন্দ্রিয়াত্মনাম্ (প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও চিত্তজয়ী), সুপক্কযোগানাং (পরিপক্ক যোগসম্পন্ন) লব্ধযুষ্মৎপ্রসাদানাং (ও আপনার অনুগ্রহপ্রাপ্ত) তেষাং (সেই নিষ্কামী ভক্তগণের) কুতশ্চিং ন পরাভবঃ (কাহা হইতেও পরাভব হয় না) ॥ ৭ ॥

[হে বিভো!] তন্ত্যা (রজ্জুদ্বারা) যন্ত্রিতাঃ (নিবদ্ধ) আয়ত্তাঃ (ও অধীন) গাবঃ ইব (গোসমূহের ন্যায়) যস্য (যে আপনার) বাচা (বেদবাক্যরূপ রজ্জুদ্বারা) [যন্ত্রিতাঃ] (নিবদ্ধ) [আয়ত্তাঃ] (ও অধীন হইয়া) সর্ব্বাঃ প্রজাঃ (সমস্ত প্রজা) বলিং (পূজোপকরণ) হরন্তি (আহরণ করিতেছে), তস্মৈ মুখ্যায় (সেই সর্ব্বনিয়ন্তা) তে (আপনাকে) নমঃ (নমস্কার করিতেছি) ॥ ৮ ॥

ভূমন্! (হে সর্ব্বব্যাপিন্!) সঃ ত্বং (আপনি) তমসা (অন্ধকারের দ্বারা) লুপ্তকর্ম্মণাং (যাহাদের বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান বিলুপ্ত হইয়াছে, সেই আমাদের) শং (মঙ্গল) বিধৎস্ব (বিধান করুন)।

অনুবাদ

আছে, সেই স্বকারণ স্থূল ও সূক্ষ্মাত্মক পরমেশ্বর আপনাকে ধ্যান করিয়া থাকেন, তাঁহারা ইন্দ্রিয় জয় করিয়া থাকেন ॥ ৬ ॥

তাঁহারা প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও চিত্তকে জয় করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের যোগ পরিপক্ক হইয়া থাকে বলিয়াই তাঁহারা আপনার অনুগ্রহ লাভ করিয়া থাকেন; সেই নিষ্কামী ভক্তগণের কখনও কাহা হইতেও পরাভব হয় না ॥ ৭ ॥

হে বিভো! গো সকল যেমন রজ্জুদ্বারা নিবদ্ধ ও অধীন হইয়া মানবগণের অভিলষিত কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে, সেইরূপ প্রজাগণ আপনার বেদবাক্যরূপ রজ্জুদ্বারা নিবদ্ধ ও অধীন হইয়া পূজোপকরণ আহরণ করিতেছে; সেই সর্ব্বনিয়ন্তা আপনাকে নমস্কার করি ॥ ৮ ॥

হে সর্ব্বব্যাপিন্! আপ।ন সর্ব্বনিয়ন্তা; অন্ধকারের দ্বারা আমাদের বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান বিলুপ্ত হইয়াছে; অতএব আপনি আমাদের মঙ্গল বিধান করুন। বিপন্ন আমাদিগকে কৃপাদৃষ্টিতে অবলোকন করিতে একমাত্র আপনিই যোগ্য হইয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

টীকা

আত্মভাবনং স্বকারণম্। ভাবয়ন্তি ধ্যায়ন্তি ॥ ৬—৯ ॥ অর্পিতং নিহিতম্। তিমিরয়ন্ তমোব্যাপ্তাঃ

এষ দেব ! দিতের্গর্ভ ওজঃ কাশ্যপমর্পিতম্ ।
দিশস্তিমিরয়ন্ সর্ব্বা বর্দ্ধতেঽগ্নিরিবৈধসি ॥ ১০ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ

স প্রহস্য মহাবাহো ! ভগবাঞ্চব্দগোচরঃ ।
প্রত্যাচষ্টাত্মভূর্দ্দেবান্ প্রীণন্ রুচিরয়া গিরা ॥ ১১ ॥

শ্রীব্রহ্মোবাচ

মানসা মে সুতা যুষ্মৎপূর্ব্বজাঃ সনকাদয়ঃ ।
চেরুর্ব্বিহায়সা লোকাল্লোকেষু বিগতস্পৃহাঃ ॥১২॥

অন্বয়

অদভ্রদয়য়া দৃষ্ট্যা (প্রচুর কৃপাদৃষ্টিদ্বারা) আপন্নান্ (বিপন্ন আমাদিগকে) ঈক্ষিতুম্ (দর্শন করিতে) অর্হসি (আপনিই যোগ্য হইয়া থাকেন) ॥ ৯ ॥

দেব ! (হে প্রভো !) কাশ্যপম্ অর্পিতম্ ওজঃ (কশ্যপনিহিত বীর্য্যসম্পন্ন) এষঃ দিতেঃ গর্ভঃ (এই দিতির গর্ভ) সর্ব্বাঃ দিশঃ (সকল দিক্) তিমিরয়ন্ (অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া) এধসি (কাষ্ঠসংযোগে) অগ্নিঃ ইব (অগ্নিবৃদ্ধির ন্যায়) বর্দ্ধতে (বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে) ॥ ১০ ॥

শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ (মৈত্রেয়ঋষি বলিলেন) মহাবাহো ! (হে বীর বিদুর !) সঃ ভগবান্ আত্মভূঃ (সেই ভগবান্ ব্রহ্মা) শব্দগোচরঃ [সন্] (দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া) প্রহস্য (দিতির কুৎসিতাচরণে হাসিলেন এবং) প্রীণন্ (দেবগণের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া) রুচিরয়া গিরা (সুমধুর বাক্যে) দেবান্ প্রতি আচষ্ট (তাঁহাদের প্রতি বলিতে লাগিলেন) ॥ ১১ ॥

শ্রীব্রহ্মা উবাচ (ব্রহ্মা বলিলেন) যুষ্মৎপূর্ব্বজাঃ (তোমাদের অগ্রজ) মে (আমার) মানসাঃ সুতাঃ (মানসপুত্র) সনকাদয়ঃ (সনকাদি ঋষিগণ) লোকেষু বিগতস্পৃহাঃ (সংসারে নিস্পৃহ হইয়া) বিহায়সা (আকাশমার্গে) লোকান্ (লোকসমূহে) চেরুঃ (বিচরণ করিতেছেন) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ

হে দেব ! কাষ্ঠসংযোগে অগ্নি যেমন ক্রমশঃ বৰ্দ্ধিত হয়, সেইরূপ কশ্যপনিহিত বীর্য্য-সম্পন্ন এই দিতির গর্ভ দিক্সমূহ অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া ক্রমশঃ বৰ্দ্ধিত হইতেছে ॥ ১০ ॥

মৈত্রেয়ঋষি বলিলেন—হে মহাবাহো ! ভগবান্ ব্রহ্মা দেবগণের প্রার্থনাবাক্য শ্রবণ করিয়া দিতির কুৎসিত আচরণে ঈষৎ হাস্য করিলেন ও দেবগণের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া সুমধুর বাক্যে তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

ব্রহ্মা বলিলেন—হে দেবগণ ! তোমাদের অগ্রজ আমার মানসপুত্র সনকাদি ঋষিগণ সংসারে নিস্পৃহ হইয়া আকাশমার্গে লোকসমূহে বিচরণ করিতেছেন ॥ ১২ ॥

টীকা

কুর্ব্বন্ ॥ ১০ ॥ শব্দগোচরঃ চতুর্মুখাদিশব্দার্থঃ ॥ ১১ ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥ অনিমিত্তঃ অনাশ্রয়ঃ ভগবান্ এব

ত একদা ভগবতো বৈকুণ্ঠস্যামলাত্মনঃ।
যযুর্ব্বৈকুণ্ঠনিলয়ং সর্ব্বলোকনমস্কৃতম্ ॥ ১৩ ॥
বসন্তি যত্র পুরুষাঃ সর্ব্বে বৈকুণ্ঠমূর্ত্তয়ঃ।
যেঽনিমিত্তনিমিত্তেন ধর্ম্মেণারাধয়ন্ হরিম্ ॥ ১৪ ॥
যত্র চাদ্যঃ পুমানাস্তে ভগবাঞ্ছব্দগোচরঃ।
সত্ত্বং বিষ্টভ্য বিরজং স্বানাং নো মৃড়য়ন্ বৃষঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়

তে (তাঁহারা) একদা (একদিন) অমলাত্মনঃ (অমলাত্মা) ভগবতঃ বৈকুণ্ঠস্য (ষড়ৈশ্বর্য্যশালী শ্রীহরির) সর্ব্বলোকনমস্কৃতম্ (সর্ব্বলোকপূজ্য) বৈকুণ্ঠনিলয়ং (বৈকুণ্ঠধামে) যযুঃ (গমন করিয়াছিলেন) ॥১৩॥

[এক্ষণে দ্বাদশটি শ্লোকে বৈকুণ্ঠধাম বর্ণনা করিতেছেন] যত্র (ঐ বৈকুণ্ঠে) বৈকুণ্ঠমূর্ত্তয়ঃ (শ্রীহরির ন্যায় বিগ্রহধারী) সর্ব্বে পুরুষাঃ (মহাপুরুষগণ) বসন্তি (বাস কবিতেছেন); যে (ঐ সকল মহাপুরুষ) অনিমিত্তনিমিত্তেন ধর্ম্মেণ (নিষ্কাম ধর্ম্মের দ্বারা) হরিম্ (শ্রীহরিকে) আরাধয়ন্ (আরাধনা করিয়া থাকেন) ॥ ১৪ ॥

যত্র চ (ঐ বৈকুণ্ঠে) শব্দগোচরঃ (বেদপ্রতিপাদিত) ভগবান্ (ষড়ৈশ্বর্য্যশালী) আদ্যঃ পুমান্ (আদিপুরুষ অর্থাৎ সনাতনপুরুষ শ্রীহরি) বিরজং (রজোগুণরহিত অর্থাৎ অপ্রাকৃত) সত্ত্বং (বিশুদ্ধ সত্ত্বমূর্ত্তি) বিষ্টভ্য (ধারণ করিয়া) বৃষঃ [সন্] (ভক্তবাঞ্ছিত বস্তুর প্রদাতা হইয়া) স্বানাং নঃ (ভক্ত আমাদিগকে) মৃড়য়ন্ (সুখ প্রদান করতঃ) আস্তে (অবস্থান কবিতেছেন) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ

সেই সনকাদি ঋষিগণ একদিন অমলাত্মা ভগবান্ শ্রীহরির সর্ব্বলোকপূজনীয় বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

[সেই বৈকুণ্ঠধাম কেমন তাহাই বলিতেছেন]—ঐ বৈকুণ্ঠধামে শ্রীহরির ন্যায় বিগ্রহধারী মহাপুরুষগণ বাস করিতেছেন; এই সকল মহাপুরুষ নিষ্কাম ধর্ম্মের দ্বারা ভগবান্ শ্রীহরিকে আরাধনা করিয়া থাকেন ॥ ১৪ ॥

ঐ বৈকুণ্ঠে বেদপ্রতিপাদিত ষড়ৈশ্বর্য্যশালী সনাতনপুরুষ শ্রীহরি বিশুদ্ধ সত্ত্বমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ও ভক্তগণের মনোবাঞ্ছা পরিপূরক হইয়া ভক্ত আমাদিগকে সুখপ্রদান করতঃ অবস্থান করিতেছেন ॥ ১৫ ॥

টীকা

নিমিত্তং যস্মিন্ তেন আরাধয়ন্ আরাধিতবন্তঃ ॥ ১৪ ॥ শব্দগোচরো বৈদৈকবেদ্যঃ সত্ত্বং শুদ্ধসত্ত্বরূপং শরীরং বিরজং রজঃউপলক্ষিতপ্রকৃতিসম্বন্ধরহিতং বিষ্টভ্য ধৃত্বা ভক্তবাঞ্ছিতপদার্থান্ বর্ষতীতি বৃষঃ স্বানাং স্বকীয়ান্ মৃড়য়ন্ সুখয়ন্ যত্র বৈকুণ্ঠে আস্তে ॥ ১৫ ॥ বৈকুণ্ঠস্থং বনং বর্ণয়তি—যত্রেতি চতুর্ভিঃ। যত্র বৈকুণ্ঠে সর্ব্বেষু ঋতুষু শ্রীঃ পুষ্পাদিসম্পৎ যেষাং তৈঃ দ্রুমৈঃ বিভ্রাজৎ শোভমানং নৈঃশ্রেয়সং

যত্র নৈঃশ্রেয়সং নাম বনং কামদুঘৈর্দ্রুমৈঃ।
সর্ব্বর্ত্তুশ্রীভির্বিভ্রাজৎ কৈবল্যমিব মূর্ত্তিমৎ ॥ ১৬ ॥
বৈমানিকাঃ সললনাশ্চরিতানি শশ্বদ্ গায়ন্তি যত্র শমলক্ষপণানি ভর্ত্তুঃ।
অন্তর্জ্জলেঽনুবিকসন্মধুমাধবীনাং গন্ধেন খণ্ডিতধিয়োঽপ্যনিলং ক্ষিপন্তঃ ॥ ১৭ ॥
পারাবতান্যভৃতসারসচক্রবাক-দাত্যূহহংসশুকতিত্তিরিবর্হিণাং যঃ।
কোলাহলো বিরমতেঽচিরমাত্রমুচ্চৈ-র্ভৃঙ্গাধিপে হরিকথামিব গায়মানে ॥ ১৮ ॥

অন্বয়

যত্র (ঐ বৈকুণ্ঠে) সর্ব্বর্ত্তুশ্রীভিঃ (যুগপৎ ঋতুসমূহের পুষ্পাদি সম্পদ্‌যুক্ত) কামদুঘৈঃ (ও অভীষ্ট পরিপূরক) দ্রুমৈঃ (কল্পবৃক্ষসমূহের দ্বারা) বিভ্রাজৎ (শোভিত) নৈঃশ্রেয়সং নাম (নৈঃশ্রেয়সনামক) বনং (একটি কানন) মূর্ত্তিমৎ কৈবল্যমিব (মূর্ত্তিমান্ মোক্ষের ন্যায়) [অবস্থান করিতেছে] ॥ ১৬ ॥

যত্র (ঐ নৈঃশ্রেয়সনামক বনে) সললনাঃ (ললনাগণের সহিত) বৈমানিকাঃ (বিমানবিহারী ভগবৎপার্ষদগণ) অন্তর্জ্জলে (জলমধ্যে) অনুবিকসন্মধুমাধবীনাং (প্রস্ফুটিত পুষ্প ও মকরন্দযুক্ত বাসন্তী লতাসমূহের) গন্ধেন (গন্ধে) খণ্ডিতধিয়ঃ অপি (চঞ্চলচিত্ত হইয়াও) অনিলং (গন্ধবহ বায়ুকে) ক্ষিপন্তঃ (উপেক্ষা করিয়া) ভর্ত্তুঃ (প্রভু শ্রীহরির) শমলক্ষপণানি (পাপনাশক) চরিতানি (লীলাসকল) শশ্বৎ (সর্ব্বদা) গায়ন্তি (গান করিয়া থাকেন) ॥ ১৭ ॥

[ঐ বনে] ভৃঙ্গাধিপে (ভ্রমররাজ) হরিকথাম্ ইব (শ্রীহরির লীলাকীর্ত্তনের ন্যায়) উচ্চৈঃ

অনুবাদ

ঐ বৈকুণ্ঠে যুগপৎ ঋতুসমূহের পুষ্পাদি সম্পদ্‌যুক্ত ও কামনাপরিপূরক কল্পবৃক্ষসমূহে পরিশোভিত নৈঃশ্রেয়স নামক এক কানন আছে ; মনে হয় যেন মোক্ষই মূর্ত্তিমান্ হইয়া ঐ কাননরূপে অবস্থান করিতেছে ॥ ১৬ ॥

ঐ নৈঃশ্রেয়সনামক কাননে ললনাগণের সহিত বিমানবিহারী ভগবৎপার্ষদগণ প্রস্ফুটিত পুষ্প ও মকরন্দযুক্ত বাসন্তীলতাসমূহের গন্ধে মুগ্ধচিত্ত হইয়াও সেই গন্ধবহ বায়ুকে উপেক্ষা করিয়াই প্রভু শ্রীহরির পাপবিনাশক লীলাচরিত্র সকল সর্ব্বদা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥ ১৭ ॥

সেই কাননে ভ্রমররাজ শ্রীহরির লীলাকীর্ত্তনের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে গুঞ্জন করিতে থাকিলে

টীকা

নাম বনং মূর্ত্তিমৎ কৈবল্যমিব তিষ্ঠতি ॥ ১৬ ॥ যত্র বনে অন্তর্জ্জলে জলমধ্যে অনুবিকসন্ত্যঃ মধুমাধব্যঃ মকরন্দযুক্তাঃ বাসন্ত্যো লতাঃ তাসাং গন্ধেন খণ্ডিতা বিক্ষিপ্তা ধীর্যেষাং তেঽপি তদ্গন্ধ-প্রাপকমনিলং বায়ুং ক্ষিপন্তস্তিরস্কুর্ব্বন্তঃ শমলানি পাপানি ক্ষিপন্তি নিরাকুর্ব্বন্তীতি তথা, তানি ভর্ত্তুঃ স্বামিনঃ চরিতানি গায়ন্তি। অনেন তত্র গন্ধাদিভোগ্যপদার্থানামতিশ্রৈষ্ঠ্যং, ততোঽপি ভোক্তৄণাং তন্নিরপেক্ষানন্দসম্প্রসন্নত্বং, ততোঽপি ভজনবচ্চরিতগানাখ্যানন্দাধিক্যং দর্শিতম্ ॥ ১৭ ॥ যত্র বনে ভৃঙ্গাধিপে হরিকথামিব গায়মানে পারাবতাদীনাং কোলাহলঃ অচিরমাত্রং ক্ষণমাত্রং বিরমতে। তেঽপি হরিকথা-শ্রোতার ইব ক্ষণমাত্রং তূষ্ণীভূতাস্তিষ্ঠন্তীত্যর্থঃ; তত্রান্যভৃতাঃ কোকিলাঃ, দাত্যূহাঃ চাতকাঃ ॥ ১৮ ॥

মন্দারকুন্দকুরবোৎপলচম্পকার্ণ-পুন্নাগনাগবকুলাম্বুজপারিজাতাঃ।
গন্ধেঽর্চ্চিতে তুলসিকাভরণেন তস্যা যস্মিংস্তপঃ সুমনসো বহু মানয়ন্তি ॥ ১৯ ॥
তৎ সঙ্কুলং হরিপদানতিমাত্রদৃষ্টৈ-র্ব্বৈদূর্য্যমারকতহেমময়ৈর্ব্বিমানৈঃ।
যেষাং বৃহৎকটিতটাঃ স্মিতশোভিমুখ্যঃ কৃষ্ণাত্মনাং ন রজ আদধুরুৎস্ময়াদ্যৈঃ ॥২০॥

অন্বয়

গায়মানে (উচ্চৈঃস্বরে গুঞ্জন কবিলে) পারাবতান্যভৃতসারসচক্রবাকদাত্যূহহংসশুকতিত্তিরিবর্হিণাং (কপোত, কোকিল, সারস, চক্রবাক, চাতক, হংস, শুক, তিত্তিরি ও ময়ূবগণের) যঃ কোলাহলঃ (যে কোলাহল), [তাহা] অচিরমাত্রং (ক্ষণকাল) বিবমতে (বিরত হইয়া থাকে) ॥ ১৮ ॥

যস্মিন্ (ঐ কাননে) তুলসিকাভরণেন (তুলসীভূষণ শ্রীহরিকর্ত্তৃক) গন্ধে (তুলসীর গন্ধ) অর্চ্চিতে (সমাদৃত হইলে) মন্দারকুন্দকুরবোৎপলচম্পকার্ণপুন্নাগনাগবকুলাম্বুজপাবিজাতাঃ (মন্দার, কুন্দ, কুরব, উৎপল, চম্পক, অর্ণ, পুন্নাগ, নাগকেশব, বকুল, পদ্ম ও পারিজাত প্রভৃতি) সুমনসঃ (পুষ্প সকল) তস্যাঃ (সেই তুলসীর) তপঃ (তপস্যাকে) বহু মানয়ন্তি (বহু প্রশংসা কবিয়া থাকে) ॥১৯॥

বৃহৎকটিতটাঃ (বিপুল নিতম্বশালিনী) স্মিতশোভিমুখ্যঃ (হাস্যমুখী রমণীগণও) উৎস্ময়াদ্যৈঃ (পরিহাসাদিদ্বারা) যেষাং কৃষ্ণাত্মনাং (যে সকল কৃষ্ণৈকচিত্ত মহাত্মার) রজঃ (কাম) ন আদধুঃ (উৎপাদন করিতে পারে না), [তেষাং] (তাঁহাদিগের) হরিপদানতিমাত্রদৃষ্টৈঃ (হরিভক্তমাত্রের দর্শনীয়) বৈদূর্য্যমারকত-হেমময়ৈঃ (এবং বৈদূর্য্য, মরকত ও সুবর্ণময়) বিমানৈঃ (বিমানসমূহে) তৎ (সেই বৈকুণ্ঠস্থান) সঙ্কুলং (পরিব্যাপ্ত আছে) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ

কপোত, কোকিল, সারস, চক্রবাক, চাতক, হংস, শুক, তিত্তিরি ও ময়ূরসমূহের যে কোলাহল, তাহা ক্ষণকালের জন্য বিরত হইয়া থাকে অর্থাৎ সেই পক্ষিগণও হরিকথা শ্রবণেচ্ছু হইয়া ভ্রমররাজের গুঞ্জনকে হরিকথা মনে করিয়া ক্ষণকাল মৌনভাবে অবস্থান করে ॥ ১৮ ॥

ঐ কাননে তুলসীভূষণ শ্রীহরিকর্ত্তৃক তুলসীর গন্ধ সমাদৃত হইলে মন্দার, কুন্দ, কুরব, উৎপল, চম্পক, অর্ণ, পুন্নাগ, নাগকেশর, বকুল, পদ্ম ও পারিজাত প্রভৃতি পুষ্প সকল তুলসী যে তপস্যা করিয়া শ্রীহরির এই সমাদর লাভ করিয়াছেন, সেই তপস্যাকে অত্যধিক প্রশংসা করিয়া থাকে; কিন্তু দ্বেষ করে না অর্থাৎ তত্রত্য সকলেই গুণগ্রাহী ॥ ১৯ ॥

[এক্ষণে আবার বৈকুণ্ঠস্থানের বর্ণনা করিতেছেন] বিপুল নিতম্বশালিনী হাস্য-মুখী রমণীগণও পরিহাসাদিদ্বারা যে সকল কৃষ্ণৈকচিত্ত মহাত্মার কাম উৎপাদন করিতে সমর্থা হয় না, সেই সকল মহাত্মার বৈদূর্য্য, মারকত ও সুবর্ণময় বিমানসমূহে সেই বৈকুণ্ঠধাম পরিব্যাপ্ত আছে; ঐ বিমানসমূহ একমাত্র হরিভক্তগণই দর্শন করিতে সমর্থ হয় ॥২০॥

টীকা

যস্মিন্ বনে মন্দারাদ্যাঃ সুমনসঃ পুষ্পজাতয়ঃ তুলসিকাভরণেন ভগবতা তুলসিকায়াঃ গন্ধে অর্চ্চিতে সতি তস্যাস্তপঃ বহু অধিকং মানয়ন্তি ॥ ১৯ ॥ বনমুপবর্ণ্য বৈকুণ্ঠং পুনর্ব্বর্ণয়তি—তদিত্যাদিনা। বৃহন্তি

শ্রী রূপিণী ক্বণয়তী চরণারবিন্দং লীলাম্বুজেন হরিসদ্মনি মুক্তদোষা।
সংলক্ষ্যতে স্ফটিককুড্য উপেতহেম্নি সম্মার্জ্জতীব যদনুগ্রহণেঽন্যযত্নঃ ॥ ২১ ॥
বাপীষু বিদ্রুমতটাস্বমলামৃতাপ্সু প্রেষ্যান্বিতা নিজবনে তুলসীভিরীশম্।
অভ্যর্চ্চতী স্বলকমুন্নসমীক্ষ্য বক্ত্রমুচ্ছেষিতং ভগবতেত্যমতাঙ্গ। যচ্ছ্রীঃ॥২২॥

অন্বয়

[ঐ বৈকুণ্ঠে] যদনুগ্রহণে ("লক্ষ্মীদেবী উপাসক আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন" এই প্রকার সঙ্কল্পে) অন্যযত্নঃ (আমরা যত্ন করিয়া থাকি), [সা] মুক্তদোষা (সেই সর্ব্বদা সর্ব্বদোষশূন্যা) রূপিণী (মূর্ত্তিমতী) শ্রীঃ (লক্ষ্মীদেবী) চরণারবিন্দং (চরণকমল) ক্বণয়তী (নূপুরধ্বনিতে মুখরিত করিয়া) লীলাম্বুজেন (লীলাকমলের দ্বারা) [ক্রীড়াকরতঃ বিচরণ করিতে করিতে] উপেতহেম্নি (স্বুবর্ণখচিত) স্ফটিককুড্যে (স্ফটিকময় ভিত্তিযুক্ত) হরিসদ্মনি (শ্রীহরির আলয়ে) সম্মার্জ্জতীব (গৃহমার্জ্জনাকারিণীর ন্যায়) সংলক্ষ্যতে (লক্ষিতা হইয়া থাকেন) ॥ ২১ ॥

অঙ্গ! (হে দেবগণ!) যং (ঐ বৈকুণ্ঠে) প্রেষ্যান্বিতা (স্বীয় পরিচারিকার সহিত) শ্রীঃ (লক্ষ্মীদেবী) নিজবনে (স্বীয় বনে অর্থাৎ লক্ষ্মীবনে) বিদ্রুমতটাসু (বিদ্রুমমণিময় তটযুক্ত) অমলামৃতাপ্সু (ও অমৃততুল্য নির্ম্মল জলযুক্ত) বাপীষু (সরোবরের তটদেশে) তুলসীভিঃ (তুলসীদ্বারা) ঈশং (শ্রীহরিকে) অভ্যর্চ্চতী (পূজা করিতে করিতে) স্বলকম্ (সুন্দর কুন্তলযুক্ত), উন্নসং (উন্নত নাসিকাযুক্ত) বক্ত্রম্ (ও জলে প্রতিবিম্বিত স্বীয় বদনমণ্ডল) ঈক্ষ্য (দর্শন করিয়া) ভগবতা (শ্রীহরিকর্ত্তৃক) উচ্ছেষিতং (এই মুখ চুম্বিত হয়) ইতি অমত (ইহা মনে করিয়া থাকেন) [অর্থাৎ স্বীয় প্রতিবিম্বদর্শনে লক্ষ্মীদেবীর শ্রীহরির কথা স্মরণ হইয়া অতিশয় আনন্দ হইয়া থাকে] ॥ ২২ ॥

অনুবাদ

"লক্ষ্মীদেবী উপাসক আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন" এই প্রকার সঙ্কল্প করিয়া লক্ষ্মীদেবীর কৃপালাভের নিমিত্ত ব্রহ্মাদি দেবগণ আমরা যত্ন করিয়া থাকি; সর্ব্বদা সর্ব্বদোষরহিতা মনোহর মূর্ত্তিধারিণী সেই লক্ষ্মীদেবী নূপুরধ্বনিতে চরণকমল মুখরিত করিয়া এবং হস্তস্থিত ভ্রাম্যমান লীলাকমলে শোভিতা হইয়া ঐ বৈকুণ্ঠে সুবর্ণখচিত স্ফটিকময় ভিত্তিযুক্ত শ্রীহরির আলয়ে গৃহমার্জ্জনাকারিণীর ন্যায় লক্ষিতা হইয়া থাকেন ॥ ২১ ॥

হে দেবগণ! ঐ বৈকুণ্ঠে স্বীয় পরিচারিকার সহিত লক্ষ্মীদেবী লক্ষ্মীবননামক বনে বিদ্রুমমণিময় তটদেশ ও অমৃততুল্য নির্ম্মল জলযুক্ত সরোবরের তীরে তুলসীপত্রসমূহের দ্বারা শ্রীহরিকে যখন পূজা করিতে থাকেন, তখন সেই সরোবরের জলে প্রতিবিম্বিত সুন্দর কুন্তল ও

টীকা

কটিতটানি যাসাং, স্মিতশোভিতানি মুখানি যাসাং তাঃ অপি যেষাং রজঃ কামম্ উৎস্ময়াদ্যৈঃ পরিহাসাদিভিঃ ন আদধুঃ ন জনয়ামাসুঃ। তত্র হেতুগর্ভিতং বিশেষণম্ কৃষ্ণাত্মনামিতি। তেষাং বিমানৈঃ তৎ বৈকুণ্ঠাখ্যং স্থানং সঙ্কুলং ব্যাপ্তম্। কথম্ভূতৈঃ? হরিপদানতিমাত্রেণ হরিপদানত্যুপলক্ষিত-হরিভক্তিমাত্রেণ দৃষ্টৈঃ, ন কর্ম্মাদিপ্রাপ্যৈঃ ॥ ২০ ॥ যদিত্যনন্তরশ্লোকগতং পদমত্র সংযোজ্যম্, যস্মিন্ বৈকুণ্ঠে মুক্তদোষা সর্ব্বদাপাস্তসমস্তদোষা যস্যাঃ অনুগ্রহণে শ্রীঃ উপাসকেষু অস্মাসু অনুগ্রহং করোতু

যন্ন ব্রজন্ত্যঘভিদো রচনানুবাদা-চ্ছৃণ্বন্তি যেঽন্যবিষয়াঃ কুকথা মতিঘ্নীঃ।
যাস্তু শ্রুতা হতভগৈর্নৃভিরাত্তসারা-স্তাংস্তান্ ক্ষিপন্ত্যশরণেষু তমঃসু হন্ত! ॥২৩॥
যেঽভ্যর্থিতামপি চ নো নৃগতিং প্রপন্না জ্ঞানঞ্চ তত্ত্ববিষয়ং সহধর্ম্ম যত্র।
নারাধনং ভগবতো বিতরন্ত্যমুষ্য সম্মোহিতা বিততয়া বত! মায়য়া তে ॥২৪॥

অন্বয়

অঘভিদঃ (পাপহারী শ্রীহরির) রচনানুবাদাৎ (লীলাকীর্ত্তন ব্যতীত) অন্যবিষয়াঃ (অপর অর্থকামাদি বিষয়পর হইয়া) যে (যে সকল ব্যক্তি) মতিঘ্নীঃ (বুদ্ধিভ্রংশকারিণী) কুকথাঃ (কুকথা) শৃণ্বন্তি (শ্রবণ করে) [এবং] আত্তসারাঃ (পুণ্যাপহারিণী) যাঃ তু (যে সকল কুকথা) হতভগৈঃ নৃভিঃ (হতভাগ্য মনুষ্যগণকর্ত্তৃক) শ্রুতাঃ (শ্রুত হইয়া) তান্ তান্ (সেই সেই হতভাগ্য মানবগণকে) অশরণেষু (নিরাশ্রয়) তমঃসু (নরকসমূহে অর্থাৎ তামসযোনিতে) ক্ষিপন্তি (পাতিত করিয়া থাকে), হন্ত! (আহা!) [তাহারা] যৎ ন ব্রজন্তি (ঐ বৈকুণ্ঠধামে গমন করিতে পারে না) ॥ ২৩ ॥

যত্র (যে মনুষ্যজন্মে) সহধর্ম্ম (ধর্ম্মের সহিত) তত্ত্ববিষয়ং জ্ঞানং চ [ভবতি] (তত্ত্ববিষয়ক জ্ঞান হইয়া থাকে), নঃ অপি (আমাদেরও) অভ্যর্থিতাং (প্রার্থিত) [তাং] নৃগতিং (সেই মনুষ্যজন্ম) প্রপন্নাঃ চ (প্রাপ্ত হইয়াও) যে (যে সকল হতভাগ্য) ভগবতঃ (ভগবান্ শ্রীহরির) আরাধনং (আরাধনা) ন বিতরন্তি (করে না), বত! (বড়ই দুঃখের বিষয়) তে (তাহারা) অমুষ্য (ঐ ভগবানের) বিততয়া মায়য়া (বিস্তৃত মায়াদ্বারা) সম্মোহিতাঃ (বিমোহিত হইয়া থাকে) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ

নাসিকাযুক্ত স্বীয় বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া তিনি "ভগবান্ শ্রীহরি এই মুখমণ্ডল চুম্বন করেন" ইহা মনে করিয়া থাকেন অর্থাৎ স্বীয় অঙ্গের প্রতিবিম্বদর্শনে লক্ষ্মীদেবীর শ্রীহরির কথা স্মরণ হইয়া অতিশয় আনন্দ হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

যিনি স্মরণমাত্রই পাপ হরণ করিয়া থাকেন, সেই শ্রীহরির লীলাকীর্ত্তন শ্রবণ না করিয়া কামাদিবিষয়ে আসক্ত হইয়া যে সকল ব্যক্তি বুদ্ধিনাশক কুকথা সকল শ্রবণ করিয়া থাকে এবং যে সকল কুকথা কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া হতভাগ্য মানবগণকে নিরাশ্রয় নরকসমূহে পাতিত করিয়া থাকে, সেই হতভাগ্য মনুষ্যগণ ঐ বৈকুণ্ঠধামে গমন করিতে পারে না ॥ ২৩ ॥

হে দেবগণ! মনুষ্যজন্মে ধর্ম্মের সহিত তত্ত্ববিষয়ক জ্ঞান জন্মিয়া থাকে; আমাদেরও

টীকা

ইতি সম্বন্ধেন অন্যেষাং ব্রহ্মাদীনাং যত্নঃ, সা রূপিণী মূর্ত্তিমতী চরণারবিন্দং কণয়তি নূপুরেণ শব্দয়ন্তী শ্রীঃ লীলাম্বুজেন উপেতহেম্নি উপেতং যথাযথং হেম যস্মিন্ তস্মিন্ হরিসদ্মনি হরের্বেশ্মনি সম্মার্জ্জতীব সংলক্ষ্যতে। ইবশব্দেন সম্মার্জ্জনাদ্যভাবঃ সূচিতঃ, তস্য বিরজস্কত্বাৎ ॥ ২১ ॥ যত্র যস্মিন্ বৈকুণ্ঠে, অঙ্গ! হে দেবাঃ! উচ্চৈর্বিতং চুম্বিতমিত্যমত অমন্যত। অনেন মুখাদ্যঙ্গপ্রতিবিম্বাদিদর্শনেনাপি শ্রিয়ঃ ভগবৎস্মরণজন্যানন্দাতিশয়ঃ সূচিতঃ ॥ ২২ ॥ যৎ বৈকুণ্ঠং স্মরণমাত্রেণ অঘং ভিনত্তীতি স তথা তস্য হরেঃ, তমঃসু তামসযোনিষু ॥ ২৩ ॥ অভ্যর্থিতাং প্রার্থিতাং নৃগতিং মনুষ্যজাতিং প্রপন্নাঃ প্রাপ্তাঃ

যচ্চ ব্রজন্ত্যনিমিষামৃষভানুবৃত্ত্যা দূরেযমা হ্যুপরি নঃ স্পৃহণীয়শীলাঃ।
ভর্ত্তুর্মিথঃ সুযশসঃ কথনানুরাগ-বৈক্লব্যবাষ্পকলয়া পুলকীকৃতাঙ্গাঃ ॥২৫॥
তদ্বিশ্বগুর্ব্বধিকৃতং ভুবনৈকবন্দ্যং দিব্যং বিচিত্রবিবুধাগ্র্যবিমানশোচিঃ।
আপুঃ পরাং মুদমপূর্ব্বমুপেত্য যোগ-মায়াবলেন মুনয়স্তদথো বিকুণ্ঠম্ ॥২৬॥

অন্বয়

অনিমিষাম (দেবগণের) ঋষভানুবৃত্ত্যা (শ্রেষ্ঠ শ্রীহরির সাধনভজনাদির দ্বারা) দূরেযমাঃ (যমভয়শূন্য) স্পৃহণীয়শীলাঃ (ও প্রশংসনীয়চরিত্র) [ভক্তগণ] মিথঃ (পরস্পর) ভর্ত্তুঃ (প্রভু শ্রীহরির) সুযশসঃ (সুমঙ্গল লীলাচরিত্রের) কথনানুরাগবৈক্লব্যবাষ্পকলয়া (কথনে যে অনুরাগ, তাহাদ্বারা প্রেমভাবে বিবশ হওয়ায় যে অশ্রুজল বিগলিত হইতেছে, তাহার সহিত) পুলকীকৃতাঙ্গাঃ (রোমাঞ্চিত কলেবর হইয়া) নঃ (আমাদের) উপরি [স্থিতম] (উপরিস্থিত) যৎ চ (ঐ বৈকুণ্ঠধামে) ব্রজন্তি হি (গমন করিয়া থাকেন) ॥ ২৫ ॥

অথো (অনন্তর) মুনয়ঃ (সনকাদি মুনিগণ) তৎ (তখন) যোগমায়াবলেন (ভক্তি ও জ্ঞানবলে) বিশ্বগুর্ব্বধিকৃতং (জগদ্গুরু শ্রীহরিকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত) বিচিত্রবিবুধাগ্র্যবিমানশোচিঃ (দেবশ্রেষ্ঠগণের নানাবিধ বিমানসমূহে দেদীপ্যমান) ভুবনৈকবন্দ্যং (সমস্ত জগতের একমাত্র বন্দনীয়) দিব্যম্ (অলৌকিক) অপূর্ব্বং তং বিকুণ্ঠম (অপূর্ব্ব সেই বৈকুণ্ঠধাম) উপেত্য (প্রাপ্ত হইয়া) পরাং মুদং আপুঃ (পরমানন্দ লাভ করিলেন) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ

বাঞ্ছিত সেই মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া যে সকল হতভাগ্য মানব ভগবান্ শ্রীহরির আরাধনা করে না, বড়ই দুঃখের বিষয় যে সেই সকল মনুষ্য ভগবানের মায়াদ্বারা বিমোহিত ॥ ২৪ ॥

দেবদেব শ্রীহরির সাধনভজনাদি করার ফলে যাঁহাদের যমভয় দূর হইয়াছে এবং যাঁহারা প্রশংসনীয়চরিত্র, সেই ভগবদ্ভক্তগণ প্রভু শ্রীহরির সুমঙ্গল লীলা চরিত্র কীর্ত্তন করেন এবং অনুরাগভরে বিবশ ও বিগলিত অশ্রুজলে রোমাঞ্চিত কলেবর হইয়া আমাদের উপরিস্থিত ঐ বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

অনন্তর সনকাদিমুনিগণ ভক্তি ও জ্ঞানবলে জগদ্গুরু শ্রীহরিকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত, দেবশ্রেষ্ঠগণের নানাবিধ বিমানসমূহে দেদীপ্যমান ও সমস্ত জগতের একমাত্র বন্দনীয় অপূর্ব্ব সেই বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন ॥ ২৬ ॥

টীকা

সন্তোঽপি ন বিতরন্তি ন কুর্ব্বন্তি ॥ ২৪ ॥ যদ্বৈকুণ্ঠং নোঽস্মাকং সুমেরুপরিসংস্থিতানাং ব্রহ্মাদীনামুপরি স্থিতম্, অনিমিষামৃষভস্য শ্রেষ্ঠস্য বিষ্ণোঃ অনুবৃত্ত্যা দূরে যমঃ সংযমনীপতিঃ যময়তি বশীকরোতীতি যমঃ অহং মমাভিমানো বা যেষাং তে ব্রজন্তি ॥ ২৫ ॥ তৎ তদা তদুক্তপ্রকারং বিকুণ্ঠং বিশ্বগুরুণা সর্ব্বোপদেষ্ট্রা ভগবতা অধিকৃতমধিষ্ঠিতং বিচিত্রাণাং বিবুধাগ্র্যবিমানানাং শোচির্দীপ্তির্যস্মিন্ তৎ, অথো অনন্তরং মুনয়ঃ যোগঃ ধ্যানযোগঃ, মায়া বয়ুনং তয়োর্ভক্তিজ্ঞানয়োর্ব্বলেন উপেত্য প্রাপ্য পরামুৎকৃষ্টাং মুদমাপুঃ। ভক্তিজ্ঞানবলেনৈব বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তির্নান্যথেতি সূচনায় তেষাং ভগবদ্বিজ্ঞানসম্প্রদায়প্রবর্ত্তকত্ব-

তস্মিন্নতীত্য মুনয়ঃ ষড়সজ্জমানাঃ কক্ষাঃ সমানবয়সাবথ সপ্তমায়াম্।
দেবাবচক্ষত গৃহীতগদৌ পরার্দ্ধ্য-কেয়ূরকুণ্ডলকিরীটবিটঙ্কবেশৌ ॥২৭॥
মত্তদ্বিরেফবনমালিকয়া নিবীতৌ বিন্যস্তয়াসিতচতুষ্টয়বাহুমধ্যে।
বক্ত্রং ভ্রুবা কুটিলয়া স্ফুটনির্গমাভ্যাং রক্তেক্ষণেন চ মনাগ্রভসং দধানৌ ॥২৮॥

অন্বয়

তস্মিন্ (সেই পূর্ব্ববর্ণিত বৈকুণ্ঠে) অসজ্জমানাঃ (অনাসক্ত হইয়া) মুনয়ঃ (সনকাদি মুনিগণ) ষট্ কক্ষাঃ অতীত্য (ছয়টি প্রাকারদ্বার অতিক্রম করিয়া) অথ (অনন্তর) সপ্তমায়াং (সপ্তম প্রাকারদ্বারে) সমানবয়সৌ (সমানবয়স্ক) গৃহীতগদৌ (গদাধারী) পরার্দ্ধ্যকেয়ূরকুণ্ডলকিরীটবিটঙ্কবেশৌ (শ্রেষ্ঠ কেয়ুর, কুণ্ডল ও কিরীটাদি দ্বারা মনোহর বেশধারী) দেবৌ (জয় ও বিজয় নামক দ্বারপাল দেবতাদ্বয়কে) অচক্ষত (দেখিতে পাইলেন) ॥ ২৭ ॥

[ঐ দ্বারপালদ্বয়কে কেমন দেখিলেন তাহাই পুনরায় বর্ণনা করিতেছেন] অসিতচতুষ্টয়বাহুমধ্যে (নীলবর্ণ বাহুচতুষ্টয়ের মধ্যে) বিন্যস্তয়া (বিন্যস্ত) মত্তদ্বিরেফবনমালিকয়া (মধুমত্ত ভ্রমরকুলপরিবেষ্টিত বনমালা দ্বারা) নিবীতৌ (তাঁহাদের কণ্ঠদেশ অলঙ্কৃত) ; কুটিলয়া ভ্রুবা (কুটিল ভ্রূ), স্ফুটনির্গমাভ্যাং (বিস্ফারিত নাসাপুটদ্বয়) রক্তেক্ষণেন চ (ও আরক্তনয়নে) মনাক্ রভসং বক্ত্রং দধানৌ (তাহাদের মুখমণ্ডল ঈষৎ ক্রোধক্ষুব্ধ বলিয়া মনে হয়) [মুনিগণ এইরূপ দ্বারপাল দেবতাদ্বয়কে দেখিতে পাইলেন] ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ

সনকাদি মুনিগণ স্বভাবতঃ বৈরাগ্যযুক্ত, ভগবদ্ধ্যান ও জ্ঞানানন্দে পরিপূর্ণ এবং ভগবদ্দর্শনে সমুৎসুক বলিয়া পূর্ব্ববর্ণিত অলৌকিক অপূর্ব্বদর্শন বৈকুণ্ঠেও অনাসক্ত হইয়া ছয়টি প্রাচীরদ্বার অতিক্রম করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সপ্তম প্রাচীরদ্বারে সমানবয়স্ক গদাধারী শ্রেষ্ঠ কেয়ূর, কুণ্ডল ও কিরীটাদির দ্বারা মনোহর বেশধারী জয় ও বিজয় নামক দ্বারপাল দেবতাদ্বয়কে দেখিতে পাইলেন ॥ ২৭ ॥

সেই দ্বারপালদ্বয়ের নীলবর্ণ বাহুচতুষ্টয়ের মধ্যে কণ্ঠবিলম্বিনী বনমালা বিরাজিত; ভ্রমরগণ মধুলোভে মত্ত হইয়া তাহাতে অবস্থান করিতেছে; তাঁহাদের কুটিল ভ্রূযুগল, বিস্ফারিত নাসাবিবর ও আরক্তলোচনযুক্ত মুখমণ্ডল দেখিয়া তাঁহারা ঈষৎ ক্ষুব্ধ বলিয়া মনে হয় ॥ ২৮ ॥

টীকা

সূচনায় চ যোগমায়াবলেনেত্যুক্তম্ ॥ ২৬ ॥ তস্মিন্ বৈকুণ্ঠেঽপি অসজ্জমানাঃ আসক্তিম্ অকুর্ব্বাণাঃ, অতিরিক্তস্বভাবত্বাৎ ভগবদ্ধ্যানজ্ঞানানন্দপূর্ণত্বাৎ ভগবদ্দিদৃক্ষাবশাচ্চ। কক্ষাঃ প্রাকারদ্বারাণি অতীত্য সপ্তমায়াং কক্ষায়াং পরার্দ্ধ্যৈঃ শ্রেষ্ঠৈঃ কেয়ূরাদিভিঃ বিটঙ্কঃ রুচিরো বেশো যয়োঃ তৌ দেবৌ অচক্ষত দৃষ্টবন্তঃ ॥ ২৭ ॥ কুটিলয়া ভ্রুবা স্ফুটৌ নির্গমৌ শ্বাসমার্গৌ নাসাপুটে তাভ্যাঞ্চ রক্তেক্ষণেন চ মনাক্ ঈষৎ রভসং ক্ষুব্ধং বক্ত্রং দধানৌ ॥ ২৮ ॥ ঈষদ্রভসবক্ত্রধারণহেতুমাহ—পুরটবিভূষিতবজ্রময্যাঃ কপাটিকা যাসু তাঃ পূর্ব্বাঃ ষট্ দ্বারঃ যথা নিবিবিশুঃ তথা তয়োর্দ্দেবয়োর্মিষতোঃ পশ্যতোঃ অপৃষ্টৈব

দ্বার্য্যেতয়োর্নিবিবিশুর্মিষতোরপৃষ্ট্বা পূর্ব্বা যথা পুরটবজ্রকবাটিকা যাঃ।
সর্ব্বত্র তেঽবিষময়া মুনয়ঃ স্বদৃষ্ট্যা যে সঞ্চরন্ত্যবিহতা বিগতাভিশঙ্কাঃ ॥২৯॥
তান্ বীক্ষ্য বাতবসনাংশ্চতুরঃ কুমারান্ বৃদ্ধান্ দশার্দ্ধবয়সো বিদিতাত্মতত্ত্বান্।
বেত্রেণ চাস্খলয়তামতদর্হণাংস্তৌ তেজো বিহস্য ভগবৎপ্রতিকূলশীলৌ ॥৩০॥

অন্বয়

যে মুনয়ঃ (যে সনকাদি মুনিগণ) সর্ব্বত্র (সকল লোকে) অবিহতাঃ (অব্যাহতগতি হইয়া) অবিষময়া স্বদৃষ্ট্যা ("ইনি পর, ইনি আপন" এই প্রকার বিষমদৃষ্টিশূন্য সমদৃষ্টির দ্বারা) বিগতাভিশঙ্কাঃ (নিঃশঙ্কচিত্তে) সঞ্চরন্তি (বিচরণ করিয়া থাকেন), তে (সেই সনকাদি মুনিগণ) মিষতোঃ এতয়োঃ (এই দ্বারপালদ্বয়ের সম্মুখেই) [ইঁহাদিগকে] অপৃষ্ট্বা (জিজ্ঞাসা না করিয়া) পূর্ব্বাঃ যাঃ পুরটবজ্রকবাটিকাঃ (পূর্ব্ব ছয়টি বজ্রময় কপাটশোভিত দ্বারে) যথা [নিবিবিশুঃ] (যেমন প্রবেশ করিয়াছেন), [সেইরূপ] দ্বারি (এই সপ্তম দ্বারেও) নিবিবিশুঃ (প্রবেশ করিলেন) ॥ ২৯ ॥

তৌ ভগবৎপ্রতিকূলশীলৌ (সেই ভগবদ্ভাববর্জ্জিত জয় ও বিজয় নামক দ্বারপাল দেবতাদ্বয়) বাতবসনান্ (উলঙ্গ), বৃদ্ধান্ (বৃদ্ধ হইলেও) দশার্দ্ধবয়সঃ (পঞ্চমবর্ষীয় বালকের ন্যায় প্রতীয়মান), বিদিতাত্মতত্ত্বান্ (আত্মতত্ত্বজ্ঞ) তান্ চতুরঃ কুমারান্ (সেই সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার নামক মুনিচতুষ্টয়কে) বীক্ষ্য (দর্শন করিয়া) তেজঃ (তাঁহাদের প্রভাবকে) বিহস্য (অনাদর করিয়া) অতদর্হণান্ চ (তাঁহারা নিষেধের একান্ত অযোগ্য হইলেও তাঁহাদিগকে) বেত্রেণ (বেত্রের দ্বারা) অস্খলয়তাম্ (নিবারণ করিলেন) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ

সনকাদি মুনিগণ সর্ব্বলোকে অব্যাহতগতি হইয়া "ইনি পর, ইনি আপন" এই প্রকার বিষমদৃষ্টিরহিত নিজ নিজ সমদৃষ্টির দ্বারা নিঃশঙ্কচিত্তে বিচরণ করিয়া থাকেন; এখানেও তাঁহারা সেই দ্বারপালদ্বয়কে জিজ্ঞাসা না করিয়া তাঁহাদের সম্মুখেই পূর্ব্বে যেমন বজ্রময় কপাটশোভিত ছয়টি দ্বার অতিক্রম করিয়াছেন, সেইরূপ এই সপ্তম দ্বারেও প্রবেশ করিলেন ॥ ২৯ ॥

যাহারা অসুরভাবান্বিত হইয়া ভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, সেই জয় ও বিজয় নামক দ্বারপাল দেবতাদ্বয় উলঙ্গ এবং বৃদ্ধ হইলেও দেখিতে পঞ্চমবর্ষীয় বালকের ন্যায় প্রতীয়মান আত্মতত্ত্বজ্ঞ সনকাদি কুমারচতুষ্টয়কে দেখিয়া তাঁহাদিগকে অগ্রাহ্য করিলেন এবং নিষেধের একান্ত অযোগ্য হইলেও তাঁহাদিগকে বেত্রের দ্বারা নিবারণ করিলেন ॥ ৩০ ॥

টীকা

তে নিবিবিশুরিতি। অপ্রশ্নে হেতুমাহ—যে সর্ব্বত্র সর্ব্বেষু লোকেষু বৈকুণ্ঠেষু চ অবিহতাঃ অনিবারিতাঃ বিগতাভিশঙ্কাঃ সঞ্চরন্তি। বিগতাভিশঙ্কত্বে হেতুমাহ—অবিষময়া স্বদৃষ্ট্যেতি ॥ ২৯ ॥ ভগবৎপ্রতিকূলশীলৌ বহুষসুরানুগ্রহার্থমসুরভাবেন ভগবন্তমারাধয়িতুং প্রবৃত্তাবিতি ফলিতোঽর্থঃ। বাতবসনান্ তেষাং তেজঃ প্রভাবং বিহস্য তন্নিবারণং নার্হন্তীতি অতদর্হণান্ বেত্রেণ চকারাদ্ বচনেন অস্খলয়তাম্ নিবারিতবন্তৌ ॥৩০॥

তাভ্যাং মিষৎস্বনিমিষেষু নিষিধ্যমানাঃ স্বর্হত্তমা হ্যপি হরেঃ প্রতিহারপাভ্যাম্।
ঊচুঃ সুহৃত্তমদিদৃক্ষিতভঙ্গ ঈষৎ কামানুজেন সহসা ত উপপ্লুতাক্ষাঃ ॥ ৩১ ॥

শ্রীমুনয় ঊচুঃ

কো বামিহৈত্য ভগবৎপরিচর্য্যয়োচ্চৈ-স্তদ্ধর্ম্মিণাং নিবসতাং বিষমঃ স্বভাবঃ।
তস্মিন্ প্রশান্তপুরুষে গতবিগ্রহে বাং কো বাত্মবৎ কুহকয়োঃ পরিশঙ্কনীয়ঃ ॥৩২॥

অন্বয়

অনিমিষেষু (বৈকুণ্ঠবাসী দেবগণ) মিষৎসু (দর্শন করিতেছেন এই অবস্থাতেই) **স্বর্হত্তমাঃ** অপি হি (পূজনীয় হইয়াও তাঁহারা) [দ্বারপালদ্বয়কর্ত্তৃক পূজিত হইলেন না, প্রত্যুত] তাভ্যাং হরেঃ প্রতিহারপাভ্যাম্ (সেই শ্রীহরির দ্বারপালদ্বয়কর্ত্তৃক) নিষিধ্যমানাঃ (নিবারিত হইলেন), [তখন] সুহৃত্তমদিদৃক্ষিতভঙ্গে (প্রিয়তম শ্রীহরির দর্শনেচ্ছার বিঘ্ন হওয়ায়) ঈষৎ কামানুজেন (ঈষৎ ক্রোধের দ্বারা) সহসা (হঠাৎ) উপপ্লুতাক্ষাঃ (আরক্তনেত্র হইয়া) তে (সেই মুনিগণ) ঊচুঃ (বলিতে লাগিলেন) ॥ ৩১ ॥

শ্রীমুনয়ঃ ঊচুঃ (মুনিগণ বলিলেন) উচ্চৈঃ ভগবৎপরিচর্য্যয়া (অতি কঠোর ভগবৎপরিচর্য্যার দ্বারা) এত্য [বৈকুণ্ঠলোকে] (আসিয়া) ইহ (এই বৈকুণ্ঠে) নিবসতাং তদ্ধর্ম্মিণাং (নিবাসী ভগবদ্ধর্ম্মপরায়ণ সাধুগণের মধ্যে) বাং (তোমাদের দুইজনের) কঃ বিষমঃ স্বভাবঃ (এই কি বিষম স্বভাব ?) প্রশান্তপুরুষে (যাহাতে প্রশান্ত পুরুষগণ অবস্থান করেন) গতবিগ্রহে (এবং যাহাতে বৈরভাব নাই), তস্মিন্ (সেই বৈকুণ্ঠধামে) আত্মবৎ (তোমরা নিজেরা যেমন কপট, সেইরূপ অন্য কোনও কপট কখনও প্রবেশ করিবে এইরূপ নিজেদের মত) কুহকয়োঃ বাং (কপট তোমাদের) কঃ বা পরিশঙ্কনীয়ঃ (আশঙ্কার পাত্র কে আছে ?) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ

বৈকুণ্ঠবাসী দেবগণ দর্শন করিতেছেন এই অবস্থাতেই দ্বারপালদ্বয় পরমপূজনীয় সেই সনকাদি মুনিগণকে পূজা করিলেন না ; প্রত্যুত তাঁহারা মুনিগণকে নিবারণ করিলেন ; প্রিয়তম শ্রীহরির দর্শনেচ্ছা প্রতিহত হইলে মুনিগণের ক্রোধের সঞ্চার হওয়ায় চক্ষু রক্তবর্ণ হইল ; তাঁহারা তখন বলিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥

সনকাদি মুনিগণ বলিলেন—অতিদীর্ঘ কঠোর ভগবৎসেবার ফলে তোমরা এই বৈকুণ্ঠধামে আসিয়াছ ; কিন্তু বৈকুণ্ঠনিবাসী ভগবদ্ধর্ম্মপরায়ণ সাধুগণের মধ্যে তোমাদের

টীকা

মিষৎসু পশ্যৎসু স্বর্হত্তমা অপি বৈকুণ্ঠবাসি তাভ্যাং মিষদ্ভিশ্চ সুষ্ঠু পূজনীয়া অপি ন পূজিতাঃ, প্রত্যুত তাভ্যাং নিষিধ্যমানাঃ সুহৃত্তমদিদৃক্ষিতভঙ্গে ভগবদ্দর্শনেচ্ছাপ্রতিঘাতে সতি কামানুজেন ক্রোধেন সহসা অকস্মাৎ উপপ্লুতানি ক্ষুভিতানি অক্ষীণি যেষাং তে ঊচুঃ ॥ ৩১ ॥ উক্তিমেবাহ—ক ইতি ত্রিভিঃ। উচ্চৈঃ মহত্যা ভগবৎপরিচর্য্যয়া এত্য প্রাপ্য ইহ বৈকুণ্ঠে তদ্ধর্ম্মিণাং ভগবদ্ধর্ম্মিণাং নিবসতাং মধ্যে বাং যুবয়োরেব কোঽয়ং বিষমঃ স্বভাবঃ। প্রশান্তাঃ পুরুষা যস্মিন্, গতঃ বিগ্রহো যস্মাৎ তস্মিন্ বৈকুণ্ঠে আত্মবৎ যথা আবাং কুহকৌ তথা অন্যোঽপি কদাচিৎ প্রবেক্ষ্যতীতি স্বদৃষ্টান্তেন বাং যুবয়োঃ কুহকয়োঃ কপটয়োঃ কঃ শঙ্কনীয়ঃ ॥ ৩২ ॥ অত্যন্তভিন্নস্ত নভসো ভাস্করাদ্

ন হ্যন্তরং ভগবতীহ সমস্তকুক্ষা-বাত্মানমাত্মনি নভো নভসীব ধীরাঃ।
পশ্যন্তি যত্র যুবয়োঃ সুরলিঙ্গিনোঃ কিং ব্যুৎপাদিতং হ্যুদরভেদি ভয়ং যতোঽস্য॥৩৩॥

অন্বয়

যতঃ (যেহেতু) সমস্তকুক্ষৌ (সমস্ত জগৎ উদরে বর্ত্তমান এইরূপ) যত্র ভগবতি (ভগবান্ শ্রীহরিতে) ধীরাঃ হি (বিবেকিগণ কখনই) অন্তরং (ভেদ) ন পশ্যন্তি (দর্শন করেন না); [তাঁহারা] ইহ আত্মনি (এই অংশীস্বরূপ পরমাত্মাতে) নভসি নভঃ ইব (অবয়বী মহাকাশে অবয়ব ঘটাকাশের ন্যায়) আত্মানং (আত্মাকে) [অন্তর্ভূতই] পশ্যন্তি (দর্শন করিয়া থাকেন)। অস্য (সেই এক ভগবানের) উদরভেদি হি ভয়ং (যে ভেদরূপ ভয়) সুরলিঙ্গিনোঃ (দেববেশধারী) যুবয়োঃ (তোমরা) ব্যুৎপাদিতং (সম্ভাবনা করিয়াছ), [তৎ] কিং (তাহা কি?) [অর্থাৎ তোমরা আমাদিগকে ভগবান্ হইতে পৃথক্ ভাবিয়াই বিষমদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়াছ এবং আমাদিগের নিকট হইতে ভয় সম্ভাবনা করিয়াছ]॥৩৩॥

অনুবাদ

দুই জনের এ কি বিষম ব্যবহার? অর্থাৎ ভগবদ্ধর্ম্মিগণের স্বভাবসুলভ সমদর্শন থাকাই উচিত; কিন্তু এখানে তোমরা তাহার বিপরীত; "কাহারও প্রবেশে অধিকার আছে, কাহারও বা নাই" এই প্রকার বিষমদর্শী কেন হইয়াছ? যে বৈকুণ্ঠধামে প্রশান্ত মহাত্মগণ বাস করিয়া থাকেন এবং যে বৈকুণ্ঠধাম হইতে বৈরভাব দূরে অবস্থিত, সেই বৈকুণ্ঠধামে কপট তোমরা "তোমাদের নিজেদের মত কপট অপর কোনও ব্যক্তি ইহাতে বা প্রবেশ করে" এইরূপ বিষমদৃষ্টি রাখিয়া কাহার আশঙ্কা করিতেছ? অর্থাৎ কাহার আশঙ্কা করিয়া আমাদিগকে নিবারণ করিলে?॥ ৩২ ॥

যাঁহার উদরে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত, সেই ভগবান্ শ্রীহরিতে বিবেকিগণ কখনই ভেদ দর্শন করেন না; পরন্তু অবয়বীস্বরূপ মহাকাশে অবয়বস্বরূপ ঘটাকাশ যেমন অন্তর্ভুক্ত, সেইরূপ এই অংশীস্বরূপ পরমাত্মাতে অংশস্বরূপ জীবাত্মাকে অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই দর্শন করিয়া থাকেন। দেববেশধারী তোমরা দুইজনে সেই এক ভগবানের যে ভেদ কল্পনা করিয়াছ, তাহা কি? অর্থাৎ তোমরা আমাদিগকে ভগবান্ হইতে পৃথক্ ভাবিয়া বিষমদৃষ্টি সম্পন্ন হইয়াছ; তাহার ফলেই আমাদিগের নিকট হইতে ভয়ের আশঙ্কা করিতেছ॥ ৩৩ ॥

টীকা

ভয়ং ভবতি, ভগবতস্তু সর্ব্বাত্মনোঽত্যন্তভিন্নবস্ত্বভাবাৎ নির্ভয়ে তস্মিন্ ভয়ং কল্পিতং, তদযুক্তমিত্যাহঃ —নেতি। যতঃ সমস্তং বিশ্বং কুক্ষৌ যস্য তস্মিন্ সর্ব্বাত্মনি ধীরাঃ হি নিশ্চিতমন্তরং সমস্তভেদং ন পশ্যন্তি। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানি"তি শ্রুতেঃ। অতঃ যত্র ভগবতি আত্মনি পরমাত্মনি আত্মানমংশভূতং নভসি অবয়বিনি বৃহদাকাশে নভঃ অবয়বভূতং ঘটাকাশমিব পশ্যন্তি। অত্র আত্মনি আত্মানমিত্যুক্ত্যা কেবলভেদপ্রতীতিস্তন্নিবাকরণার্থং নভঃ নভসীব ইত্যুক্তম্। অংশস্য স্বাধীনস্থিত্যাদিমত্ত্বাভাবাৎ অংশিভিন্নমাত্মানং পশ্যন্তীত্যর্থঃ। "আত্মত্বেনাবগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ" ইতি ন্যায়াৎ। তস্মাদস্য ভগবতঃ রাজাদেরিবোদরভেদযুক্তং ভয়ং সুরলিঙ্গিনোঃ সুরবেশধারিভ্যাং যুবাভ্যাং ব্যুৎপাদিতং

তদ্বামমুষ্য পরমস্য বিকুণ্ঠভর্ত্তুঃ কর্ত্তুং প্রকৃষ্টমিহ ধীমহি মন্দধীভ্যাম্।
লোকানিতো ব্রজতমন্তরভাবদৃষ্ট্যা পাপীয়সস্ত্রয় ইমে রিপবোঽস্য যত্র ॥ ৩৪ ॥
তেষামিতীরিতমুভাববধার্য্য ঘোরং তং ব্রহ্মদণ্ডমনিবারণমস্ত্রপূগৈঃ।
সদ্যো হরেরনুচরাবুরু বিভ্যতস্তৎ-পাদগ্রহাবপততামতিকাতরেণ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়

তৎ (অতএব) ইহ (এই অপরাধে) অমুষ্য পরমস্য (পরমেশ্বর) বিকুণ্ঠভর্ত্তুঃ (বৈকুণ্ঠাধিপতির) মন্দধীভ্যাং (মন্দবুদ্ধি) বাং (অনুচর তোমাদের) প্রকৃষ্টং (মঙ্গল) কর্ত্তুং (করিবার জন্য) [যাহা উচিত, তাহা] ধীমহি (আমরা চিন্তা করিয়াছি); [তোমরা] অন্তরভাবদৃষ্ট্যা (অত্যন্ত ভেদদৃষ্টিহেতু) ইতঃ (এই বৈকুণ্ঠলোক হইতে) যত্র (যে সকল লোকে) অস্য পাপীয়সঃ (ভেদদর্শী পাপী জীবের) ইমে ত্রয়ঃ (কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিনটি) রিপবঃ (শত্রু) [বর্ত্তমান আছে], তান্ লোকান্ (সেই লোকসমূহে) ব্রজতম্ (গমন কর) ॥৩৪॥

তেষাম্ (সেই সনকাদি মুনিগণের) ইতি (এই পূর্ব্বোক্ত প্রকার) ঈরিতং (কথিত বাক্য) অবধার্য্য (শ্রবণ করিয়া) ঘোরং (ও ভয়ঙ্কর) তং ব্রহ্মদণ্ডং (সেই ব্রহ্মশাপ) অস্ত্রপূগৈঃ (অস্ত্রসমূহের দ্বারাও) অনিবারণং (অনিবারণীয়) [অবধার্য্য] (ইহা অবধারণ করিয়া) হরেঃ (শ্রীহরির) উভৌ অনুচরৌ (অনুচর জয় ও বিজয়) অতিকাতরেণ (অতিশয় কাতরতা বশতঃ) সদ্যঃ (তৎক্ষণাৎ) তৎপাদগ্রহৌ

অনুবাদ

তোমরা ভেদদর্শী; এই অপরাধে পরমেশ্বর বৈকুণ্ঠাধিপতির অনুচর মন্দবুদ্ধি তোমাদের দুই জনের প্রকৃত মঙ্গল বিষয়ে যাহা উচিত, তাহা আমরা চিন্তা করিয়াছি; তোমাদের অত্যন্ত ভেদদৃষ্টিহেতু তোমরা এই বৈকুণ্ঠলোক হইতে যে সকল লোকে ভেদদর্শী পাপী জীবের কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিনটি শত্রু আছে, সেই লোকে গমন কর ॥ ৩৪ ॥

সনকাদি মুনিগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং অমোঘ সেই ব্রহ্মশাপ অস্ত্র-

টীকা

কিম্? স্বাত্মকাৎ স্বস্য ভয়াসম্ভবাৎ ভগবতঃ সকাশাদেতে হি অতদাত্মকা অত্যন্ততো ভিন্না ইতি ভেদদৃষ্টির্যুবাভ্যাং কৃতেতি ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥ তৎ তস্মাৎ ইহ অস্মিন্ অপরাধে বিকুণ্ঠভর্ত্তুঃ মন্দধীভ্যাং বাং যুবাভ্যাং প্রকৃষ্টং ভদ্রমেব কর্ত্তুং যদুচিতং তদ্ধীমহি চিন্তয়েম; বৈকুণ্ঠপ্রদা এব জনানাং জ্ঞানভক্তিপ্রবর্ত্তকত্বাৎ, নতু বৈকুণ্ঠাদ্ভাগবতানাং পাতহেতবঃ। ন চ বৈকুণ্ঠগতানাং পাতঃ কিন্তু যুবাভ্যাং নিমিত্তভূতাভ্যামনেকানাং ভক্তানাং বৈকুণ্ঠপ্রাপকান্ ভগবদবতারান্ কারয়িতুং চিন্তয়েমেতি ভাবঃ। অন্তরস্যাত্যন্তভেদস্য ভাবঃ সত্তা তস্য দৃষ্ট্যা দর্শনেন ইতো বৈকুণ্ঠাদ্ যত্র যেষু লোকেষু অস্য জীবস্য কামঃ ক্রোধস্তথালোভঃ ইতি ত্রয়ো রিপবস্তান্ ব্রজতম্। কামাদয়ো যদ্যপি সুরেষ্বপি সন্তি, তথাপি তেষু কামাদীনাং প্রাশস্ত্যাভাবাৎ অসুরৌ ভবত ইত্যর্থঃ। অয়ং শাপো "বরাহাদিমূর্ত্তিভির্জগদ্ধিতায় সপার্ষদৈঃ সহ লীলাবিশেষকামেন ভগবতৈব কৃতঃ শাপো ময়ৈব নির্ম্মিত" ইতি বক্ষ্যমাণাৎ। অতঃ পরবৈকুণ্ঠপ্রদেশভূতাৎ প্রকৃতাদ্ বৈকুণ্ঠাৎ পুনরাবৃত্তিশঙ্কা নাস্তীতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৩৪ ॥ ইতি পূর্ব্বোক্তং

ভূয়াদঘোনি ভগবদ্ভিরকারি দণ্ডো যো নৌ হরেত সুরহেলনমপ্যশেষম্।
মা বোঽনুতাপকলয়া ভগবৎস্মৃতিঘ্নো মোহো ভবেদিহ তু নৌ ব্রজতোরধোঽধঃ ॥৩৬॥

অন্বয়

(সেই মুনিগণের চরণ ধারণ পূর্ব্বক) উরু বিভ্যতঃ ("ভগবান্ না জানি কি করেন বা কি বলেন" এই ভয়ে অত্যধিক ভীত হইয়া) অপততাম্ (দণ্ডবৎ নিপতিত হইলেন) ॥ ৩৫ ॥

[দ্বারপালদ্বয় দণ্ডবৎ নিপতিত হইয়াই বলিতে লাগিলেন] ভগবদ্ভিঃ (আপনাদিগকর্ত্তৃক) অঘোনি (অপরাধী আমাদের উপরে) যঃ দণ্ডঃ (যে উচিত দণ্ড) অকারি (প্রযুক্ত হইয়াছে), [সঃ] নৌ ভূয়াৎ (সেই দণ্ডই আমাদের হউক) ; [এই দণ্ডই] অশেষং (সমস্ত) সুরহেলনম অপি (আপনাদের প্রতি অবজ্ঞাজনিত পাপও) হরেত (হরণ করুক) ; ইহ তু (কিন্তু এই বিষয়ে) বঃ (আপনাদের) অনুতাপকলয়া (শাপে আমাদের যে অনুতাপ হইয়াছে, তাহার লেশমাত্রের প্রভাবে) অধোঽধঃ (নীচযোনি) ব্রজতঃ (ভ্রমণ-কারী) নৌ (আমাদের) ভগবৎস্মৃতিঘ্নঃ (ভগবৎস্মৃতিনাশক) মোহঃ (মোহ) মা ভবেৎ (যেন না হয়) ॥৩৬॥

অনুবাদ

সমূহের দ্বারাও অনিবারণীয় ইহা অবধারণ করিয়া শ্রীহরির অনুচরদ্বয় জয় ও বিজয় অতিশয় ভীত হইলেন এবং অত্যন্ত কাতরতা বশতঃ তখনই মুনিগণের চরণ ধারণ পূর্ব্বক "ভগবান্ না জানি কি করেন বা কি বলেন ?" এই ভয়ে অত্যধিক ভীত হইয়া ভূমিতে দণ্ডবৎ নিপতিত হইলেন ॥ ৩৫ ॥

[দ্বারপালদ্বয় দণ্ডবৎ নিপতিত হইয়াই বলিতে লাগিলেন]—হে মুনিগণ ! আমরা অতিশয় অপরাধী ; এই অপরাধে যাহা উচিত দণ্ড, তাহাই আপনারা বিধান করিয়াছেন ; এই দণ্ডই আমাদের হউক ও আপনাদের প্রতি অবজ্ঞাজনিত সমস্ত পাপ ক্ষয় করুক ; কিন্তু ইহাই আমাদের প্রার্থনা যে—আপনাদের শাপে আমাদের যে অনুতাপ হইয়াছে, তাহার প্রভাবে আমরা নীচযোনি ভ্রমণ করিতে থাকিলেও আমাদের যেন ভগবৎস্মৃতিনাশক মোহ না হয় অর্থাৎ মোহ উৎপন্ন হইয়া আমরা যেন ভগবান্‌কে ভুলিয়া না যাই ॥ ৩৬ ॥

টীকা

তেষামাবিতমিহেত্যেতাদিভাষণমবধার্য্য ইতঃ পততমিতি ঘোরমনিবারণমনিবারণীয়ং ব্রহ্মদণ্ডং ব্রহ্ম-শাপঞ্চাবধার্য্য হরেরনুচরৌ অতি কাতরেণ অতিকাতর্য্যেণ ভয়েন সদ্যস্তৎপাদগ্রহৌ শীঘ্রং তেষাং চরণ-গ্রহণং কুর্ব্বন্তৌ সন্তৌ উরু অধিকং বিভ্যতঃ "অথ ভগবান্ কিং করিষ্যতী"তি ভগবতো ভীতান্ প্রতি দণ্ডবদপততাম্ ॥ ৩৫ ॥ অহো ! অস্মাভিরেতৌ ভগবদ্বিযুক্তৌ কৃতাবিত্যনুতপ্যমানান্ মুনীন্ প্রত্যূচতুঃ—অঘোনি অপরাধবতি যঃ উচিতো দণ্ডঃ, স এব ভবদ্ভিরকারি কৃতঃ, নাত্র ভবতাং কশ্চিদ্ ব্যতিক্রম ইতি ভাবঃ, অতোঽসৌ নৌ আবয়োঃ ভূয়াৎ। অশেষং কৃৎস্নং সুরহেলনং ভবদবজ্ঞারূপং পাপঞ্চ হরেদপনুদ্যাৎ। কিন্তু অধো মূঢ়যোনীর্ব্রজতোরপি ভগবৎস্মৃতিঘ্নো মোহো বো যুষ্মাকং দয়া-রূপোঽনুতাপস্তস্য লেশেন মা ভবেৎ। মূঢ়য়োরপ্যাবয়োর্ব্বৈরাদিনিমিত্তমপি ভগবৎপ্রাবণ্যমেব ভবেদিতি প্রার্থনা ॥৩৬॥ স্বানাং সৎসু অতিক্রমমপরাধং তদৈব তৎক্ষণমেব বিবুধ্য আর্য্যাণাং হৃদ্যো মনোজ্ঞঃ

এবং তদৈব ভগবানরবিন্দনাভঃ স্বানাং বিবুধ্য সদতিক্রমমার্য্যহৃদ্যঃ।
তস্মিন্ যযৌ পরমহংসমহামুনীনা-মন্বেষণীয়চরণৌ চলয়ন্ সহশ্রীঃ ॥ ৩৭ ॥
তং ত্বাগতং প্রতিহৃতৌপয়িকং স্বপুংভি-স্তেঽচক্ষতাক্ষবিষয়ং স্বসমাধিভাগ্যম্।
হংসশ্রিয়োর্ব্যজনয়োঃ শিববায়ুলোল-শুভ্রাতপত্রশশিকেশরশীকরাম্বুম্ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়

এবং (এই প্রকারে) স্বানাং (স্বীয় অনুচরদ্বয়ের) সদতিক্রমং (সজ্জনগণের অবমাননারূপ অপরাধ) তদৈব (তখনই) বিবুধ্য (জানিতে পারিয়া) আর্য্যহৃদ্যঃ (সজ্জনগণের হৃদয়রঞ্জন) ভগবান্ অরবিন্দনাভঃ (ভগবান্ কমলনাভ শ্রীহরি) পরমহংসমহামুনীনাম্ (পরমহংস মহামুনিগণের) অন্বেষণীয়চরণৌ (অন্বেষণীয় শ্রীচরণ) চলয়ন্ (চালনা করিয়া অর্থাৎ পদব্রজে) সহশ্রীঃ (লক্ষ্মীদেবীর সহিত) তস্মিন (সেই স্থানে) যযৌ (আগমন করিলেন) ॥ ৩৭ ॥

আগতং (পদব্রজে আগমনকারী), স্বপুংভিঃ (নিজভৃত্যগণকর্তৃক) প্রতিহৃতৌপয়িকং (আনীত ছত্রচামরাদি গমনোচিত দ্রব্যসমন্বিত), স্বসমাধিভাগ্যং (ভক্তগণের সমাধির ফলস্বরূপ) অক্ষবিষয়ং (ও প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত) হংসশ্রিয়োঃ (এবং হংসের ন্যায় শুভ্র) ব্যজনয়োঃ (চামরদ্বয়ের) শিববায়ুলোল-শুভ্রাতপত্রশশিকেশরশীকরাম্বুম্ (মঙ্গলময় বায়ুদ্বারা চন্দ্রের ন্যায় শুভ্র ছত্রের প্রান্তভাগে বিলম্বিত চঞ্চল মুক্তাহার দিয়া জলকণা যাহার উপরে পতিত হইতেছে), তং তু (সেই শ্রীহরিকে) তে মুনয়ঃ অচক্ষত (মুনিগণ দেখিতে পাইলেন) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ

এই প্রকারে স্বীয় অনুচরকর্ত্তৃক মুনিগণের অবমাননারূপ অপরাধ তখনই জানিতে পারিয়া সজ্জনগণের হৃদয়রঞ্জন ভগবান্ কমলনাভ শ্রীহরি লক্ষ্মীদেবীর সহিত পরমহংস মহামুনিগণের অন্বেষণীয় শ্রীচরণ চালনা করিয়া অর্থাৎ পদব্রজে সেই মুনিগণের নিকটে আগমন করিলেন ॥৩৭॥

পদব্রজে আগমনকারী সেই ভগবান্ শ্রীহরিকে সনকাদি মুনিগণ দেখিতে পাইলেন, তাঁহারা দেখিলেন—ভগবান্ স্বীয় ভৃত্যগণকর্ত্তৃক আনীত ছত্রপাদুকাদি গমনোচিত দ্রব্যে সুসজ্জিত; তিনি ভক্তগণের সমাধির ফলস্বরূপ হইয়া এক্ষণে তিনি ইন্দ্রিয়গোচর হইয়াছেন এবং হংসের ন্যায় শুভ্র চামরদ্বয়ের মঙ্গলময় বায়ুদ্বারা চন্দ্রের ন্যায় শুভ্র ছত্রের প্রান্তদেশে বিলম্বিত চঞ্চল মুক্তাহার বহিয়া জলকণা ভগবানের উপরে নিপতিত হইতেছে ॥৩৮॥

টীকা

তস্মিন্ স্থানে যযৌ। ভগবতো ভক্তবাৎসল্যস্য গুণস্যাতিশয়ং দর্শয়িতুং সহশ্রীঃ লক্ষ্মীসহিতঃ ইতি পরমহংসমহামুনীনামন্বেষণীয়চরণৌ চলয়ন্নিতি চ উক্তম্ ॥ ৩৭ ॥ মুনিভির্দৃষ্টং ভগবন্তং বর্ণয়তি—তমিত্যাদি পঞ্চভিঃ। তং ভগবন্তং তে মুনয়ঃ অচক্ষত নিরীক্ষিতবন্তঃ নিরীক্ষ্য চ কৈঃ প্রণেমুরিতি পঞ্চশ্লোকানামন্বয়ঃ। কথম্ভুতং? প্রতিহৃতমানীতমৌপয়িকং গমনোচিতং ছত্রপাদুকাদি যস্য তম্, স্বানাং ভক্তানাং সমাধের্ভাগ্যফলম্, তদেবাক্ষ্ণোর্বিষয়ম্, হংসবৎ শ্রীঃ শোভা যয়োস্তয়োঃ উভয়তশ্চলতোর্ব্যজনয়োশ্চামরয়োঃ যঃ শিবঃ মঙ্গলরূপো বায়ুস্তেন লোলস্তশ্চলস্তঃ শুভ্রাতপত্রশশিকেশরাঃ শুভ্রং শোভনং যদাতপত্রং তদেব শশিসদৃশত্বাৎ শশী তস্য কেশরাঃ মুক্তাহারবিলম্বাস্তেভ্যো গলন্তি শীকরাম্বুনি অম্বুক-

কৃৎস্নপ্রসাদসুমুখং স্পৃহণীয়ধাম স্নেহাবলোককলয়া হৃদি সংস্পৃশন্তম্।
শ্যামে পৃথাবুরসি শোভিতয়া শ্রিয়া স্ব-শ্চূড়ামণিং সুভগয়ন্তমিবাত্মধিষ্ণ্যম্ ॥ ৩৯ ॥
পীতাংশুকে পৃথুনিতম্বিনি বিস্ফুরন্ত্যা কাঞ্চ্যালিভির্বিরুতয়া বনমালয়া চ।
বল্গুপ্রকোষ্ঠবলয়ং বিনতাসুতাংসে বিন্যস্তহস্তমিতরেণ ধুনানমব্জম্ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়

[ভগবান্‌কে কেমন দেখিলেন তাহাই পুনরায় বলিতেছেন] কৃৎস্নপ্রসাদসুমুখং (ভগবান্ সমস্ত ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহে প্রসন্নমুখ), স্পৃহণীয়ধাম (কল্যাণগুণ সমূহের আধার), স্নেহাবলোককলয়া (স্নেহাবলোকনের দ্বারা) হৃদি (ভক্তজনের হৃদয়ে) সংস্পৃশন্তং (আনন্দদায়ক) শ্যামে (এবং শ্যামবর্ণ) পৃথৌ (বিশাল) উরসি (বক্ষঃস্থলে) শোভিতয়া শ্রিয়া (শোভিতা লক্ষ্মীদেবীদ্বারা) স্বশ্চূড়ামণিং (স্বর্গলোকের চূড়ামণি সদৃশ); আত্মধিষ্ণ্যং (এইরূপে তিনি স্বীয় বৈকুণ্ঠধামকে) সুভগয়ন্তম্ ইব (যেন শোভিত করিতেছেন) ॥ ৩৯ ॥

পৃথুনিতম্বিনি (বিশাল নিতম্বদেশস্থিত) পীতাংশুকে (পীতবসনের উপরে) বিস্ফুরন্ত্যা (অত্যুজ্জ্বল কান্তিসমন্বিত) কাঞ্চ্যা (মেখলা অর্থাৎ কটিভূষণের দ্বারা) অলিভিঃ (ও ভ্রমরগণকর্ত্তৃক) বিরুতয়া (শব্দায়মান) বনমালয়া চ (বনমালা দ্বারা শোভিত হইয়াছেন) বল্গুপ্রকোষ্ঠবলয়ং (এবং মণিবন্ধদেশে মনোহর বলয় ধারণ করিয়া) বিনতাসুতাংসে (গরুড়ের স্কন্ধদেশে) বিন্যস্তহস্তম্ (বাম হস্ত বিন্যাস করতঃ) ইতরেণ (অপর হস্তদ্বারা) অব্জং (লীলাপদ্ম) ধুনানম্ (ঘুরাইতেছিলেন) [এইরূপ ভগবান্‌কে সনকাদি মুনিগণ দেখিতে পাইলেন] ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ

[ভগবান্‌কে কেমন দেখিলেন তাহাই বলিতেছেন] সনকাদি মুনিগণ দেখিলেন—ভগবান্ সমস্ত ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহে প্রসন্নবদন, তিনি কল্যাণগুণ সমূহের আধার; স্নেহাবলোকনের দ্বারা সকলের হৃদয়ে আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছেন এবং স্বীয় শ্যামবর্ণ বিশাল বক্ষঃস্থলে শোভিতা লক্ষ্মীদেবীর দ্বারা স্বর্গলোকের চূড়ামণিসদৃশ হইয়া তিনি বৈকুণ্ঠধামকে যেন অতিশয় শোভিতই করিতেছেন ॥ ৩৯ ॥

সনকাদি মুনিগণ দেখিলেন—ভগবান্ বিশাল নিতম্বদেশে পীতবসনের উপরে অবস্থিত অত্যুজ্জ্বল কান্তিসমন্বিত কটিভূষণের দ্বারা ও ভ্রমরগণকর্ত্তৃক শব্দায়মান বনমালাদ্বারা শোভিত হইয়াছেন; তিনি মণিবন্ধদেশে মনোহর বলয় ধারণ করিয়াছেন এবং গরুড়ের স্কন্ধদেশে বামহস্ত স্থাপন করিয়া দক্ষিণ হস্তে লীলাপদ্ম ঘুরাইতেছেন ॥ ৪০ ॥

টীকা

ণানি যস্মিন্ তৎ ॥ ৩৮ ॥ কৃৎস্নস্য ভক্তবৃন্দস্য প্রসাদে সুমুখং, স্পৃহণীয়ানাং কল্যাণগুণানাং ধাম আশ্রয়ম্। স্নেহসহিতাবলোকস্য কলয়া সৌশীল্যপ্রসাদনেন সস্নেহাবলোকনেন হৃদি সংস্পৃশন্তমানন্দয়ন্তম্। স্বর্গলোকস্য চূড়ামণিবৎ স্থিতং সুভগয়ন্তং শোভয়ন্তম্ ইব ॥ ৩৯ ॥

পৃথুনিতম্বঃ আশ্রয়ত্বেন বিদ্যতে যস্য তস্মিন্, বিস্ফুরন্ত্যা কাঞ্চ্যা মেখলয়া বনমালয়া চ সুভগয়ন্তমিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। যুক্তমিতি শেষো বা, বল্গুষু সুন্দরেষু প্রকোষ্ঠেষু বলয়ানি যস্য তম, বিনতায়াঃ সুতস্য অংসে স্কন্ধে বিন্যস্তো হস্তো যেন তম্, ধুনানং ভ্রামযন্তম্ ॥ ৪০ ॥ বিদ্যুতং স্বপ্রভয়া ক্ষিপতী তিরস্কুর্ব্বতা

বিদ্যুৎক্ষিপন্মকরকুণ্ডলমণ্ডনার্হ-গণ্ডস্থলোন্নসমুখং মণিমৎকিরীটম্।
দোর্দ্দণ্ডষণ্ডবিবরে হরতা পরার্দ্ধ্য-হারেণ কন্ধরগতেন চ কৌস্তুভেন ॥ ৪১॥
অত্রোপসৃষ্টমিতি চোৎস্মিতমিন্দিরায়াঃ স্বানাং ধিয়া বিরচিতং বহুসৌষ্ঠবাঢ্যম্।
মহ্যং ভবস্য ভবতাঞ্চ ভজন্তমঙ্গং নেমুর্নিরীক্ষ্য ন বিতৃপ্তদৃশো মুদা কৈঃ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়

[পুনরায় ভগবানকে কেমন দেখিলেন তাহাই বলিতেছেন] বিদ্যুৎক্ষিপন্মকরকুণ্ডলমণ্ডনার্হ-গণ্ডস্থলোন্নসমুখং (ভগবানের মুখমণ্ডল বিদ্যুতের প্রভাকে পরাভূত করে, এইরূপ মকরাকার কুণ্ডলালঙ্কারের যোগ্য গণ্ডস্থল ও উন্নত নাসিকাযুক্ত); মণিমৎকিরীটং (তিনি মণিময় কিরীটধারী) দোর্দ্দণ্ডষণ্ডবিবরে (ও বাহুদণ্ডসমূহের মধ্যে) হরতা (মনোহর) পরার্দ্ধ্যহারেণ (শ্রেষ্ঠ হার) কন্ধরগতেন (ও কণ্ঠস্থিত) কৌস্তুভেন চ (কৌস্তুভমণি দ্বারা শোভিত); [এইরূপ ভগবান্‌কে সনকাদি মুনিগণ দেখিলেন] ॥৪১॥

ইন্দিরায়াঃ (লক্ষ্মীদেবীর) উৎস্মিতম্ (সৌন্দর্য্যাভিমান) অত্র (এই ভগবৎসৌন্দর্য্যে) উপসৃষ্টম (খর্ব্ব হইয়াছে) ইতি চ (এইরূপ) স্বানাং (ভক্তগণের) ধিয়া (নিজ নিজ বুদ্ধিদ্বারা) বিরচিতম্ (ভগবান্ বিতর্কিত হন); [যেহেতু ভগবান্] মহ্যং (ব্রহ্মা আমার), ভবস্য (শিবের) ভবতাং চ (ও দেবতা তোমাদের) [জন্য] বহুসৌষ্ঠবাঢ্যম্ (অনন্ত সৌন্দর্য্যশালী) অঙ্গং (ভজনীয় মূর্ত্তি) ভজন্তম (প্রকটিত করিয়া থাকেন); নিরীক্ষ্য (এইরূপ ভগবানকে দর্শন করিয়া) ন বিতৃপ্তদৃশঃ (অপরিতৃপ্ত নয়নে) মুদা (ও অতিশয় আনন্দভরে) কৈঃ (অবনত মস্তকে) নেমুঃ (তাঁহারা ভগবান্‌কে নমস্কার করিলেন) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ

সনকাদি মুনিগণ দেখিলেন—ভগবানের মুখমণ্ডল বিদ্যুতের প্রভাকে পরাভূত করে এইরূপ মকরাকার কুণ্ডলালঙ্কারের যোগ্য গণ্ডস্থল ও উন্নতনাসিকাসমন্বিত; তিনি মণিখচিত কিরীট ধারণ করিয়াছেন এবং বাহুদণ্ডসমূহের মধ্যে মনোহর শ্রেষ্ঠ হার ও কণ্ঠদেশে কৌস্তুভমণিদ্বারা শোভিত হইয়াছেন ॥ ৪১ ॥

"আমি সমস্ত সৌন্দর্য্যের আকর" লক্ষ্মীদেবীর এই সৌন্দর্য্যাভিমান ভগবৎ-সৌন্দর্য্যে খর্ব্ব হইয়া থাকে এইরূপে ভগবান্ ভক্তগণের নিজ নিজ বুদ্ধিদ্বারা বিতর্কিত হন, কারণ তিনি অনন্ত সৌন্দর্য্যশালী; আমার, মহাদেবের ও দেবতা তোমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত ভগবান্ নিজমূর্ত্তি প্রকটিত করিয়া থাকেন; এইরূপ ভগবান্‌কে সনকাদি মুনিগণ

টীকা

যে মকরাকারে কুণ্ডলে তাভ্যাং যন্মণ্ডনমলঙ্করণং তদর্হে গণ্ডস্থলে যস্মিন্ তচ্চ তদুন্নসং মুখং যস্য তম্, মণিমৎ কিরীটং যস্য তম্, দোর্দ্দণ্ডষণ্ডস্য ভুজদণ্ডসমূহস্য বিবরে মধ্যে সংস্থিতেন হরতা মনোহারিণা পরার্দ্ধ্যেন শ্রেষ্ঠেন হারেণ কন্ধরগতেন কণ্ঠস্থেন কৌস্তুভেন চ যুক্তম্ ॥ ৪১ ॥ ইন্দিরায়াঃ রমায়াঃ উৎস্মিতং সৌন্দর্য্যাভিমানমত্র ভগবৎসৌন্দর্য্যে উপসৃষ্টং নিমগ্নমিতি স্বানাং ভক্তানাং ধিয়া বিরচিতম তৈঃ স্ববুদ্ধ্যা বিতর্কিতমিত্যর্থঃ, যতো বহুসৌষ্ঠবেন অনন্তসৌন্দর্য্যেণ আঢ্যম্ যুক্তম্, মহ্যং ভবস্য শিবস্য ভবতাং দেবানাং চ কৃতে অঙ্গং মূর্ত্তিং ভজন্তং প্রকটয়ন্তম্ নিরীক্ষ্য দৃষ্ট্বা ন বিশেষেণ তৃপ্তা দৃশো নেত্রাণি যেষাং তে কৈঃ শিরোভি-মূর্দ্ধা হর্ষেণ নেমুর্নমশ্চক্রুঃ ॥ ৪২ ॥ অক্ষরজুষাং স্বরূপানন্দলেক্ষিমামপি তস্য শ্রীবিগ্রহৈকদেশভূতয়োঃ

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ ॥৪৩॥
তে বা অমুষ্য বদনাসিতপদ্মকোশ-মুদ্বীক্ষ্য সুন্দরতরাধরকুন্দহাসম্।
লব্ধাশিষঃ পুনরবেক্ষ্য তদীয়মঙ্ঘ্রি-দ্বন্দ্বং নখারুণমণিশ্রয়ণং নিদধ্যুঃ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়

[মুনিগণ নমস্কার করিলে] অরবিন্দনয়নস্য (কমললোচন) তস্য (সেই ভগবানের) পদারবিন্দকিঞ্জল্ক-মিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ (পাদপদ্মের কেশরমিশ্রিত তুলসীর মকরন্দযুক্ত বায়ু) স্ববিবরেণ (নিজ নিজ নাসারন্ধ্রের দ্বারা) অন্তর্গতঃ (শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া) অক্ষরজুষাম্ অপি তেষাং (ব্রহ্মানন্দসেবী হইলেও তাঁহাদের) চিত্ততন্বোঃ (চিত্ত ও শরীরের) সংক্ষোভং চকার (বিক্ষোভ উৎপন্ন করিল অর্থাৎ চিত্তে আনন্দোদ্রেক ও শরীরে রোমাঞ্চ উৎপন্ন করিল] ॥ ৪৩ ॥

তে বৈ (সেই মুনিগণ) অমুষ্য (ঐ ভগবানের) সুন্দরতরাধরকুন্দহাসং (অতি সুন্দর অধরোষ্ঠে কুন্দ কুসুমের ন্যায় বিশদ হাস্যযুক্ত) বদনাসিতপদ্মকোশম্ (নীলপদ্মের কোশসদৃশ বদন) উদ্বীক্ষ্য (দর্শন করিয়া) লব্ধাশিষঃ (পূর্ণ মনোরথ হইলেন এবং) নখারুণমণিশ্রয়ণং (অরুণমণির ন্যায় রক্তবর্ণ নখপংক্তির আশ্রয়) তদীয়ম্ অঙ্ঘ্রিদ্বন্দ্বং (ভগবানের চরণযুগল) পুনঃ অবেক্ষ্য (পুনরায় দর্শন করিয়া) নিদধ্যুঃ (ধ্যান করিতে লাগিলেন) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ

দর্শন করিলেন ; দর্শন করিয়া তাঁহাদের নয়নের পরিতৃপ্তি হইল না ; তাঁহারা আনন্দভরে অবনত মস্তকে ভগবান্‌কে নমস্কার করিলেন ॥ ৪২ ॥

মুনিগণ যখন নমস্কার করিলেন, তখন কমললোচন শ্রীহরির পাদপদ্মের কেশরমিশ্রিত তুলসীর মকরন্দযুক্ত বায়ু তাঁহাদের নিজ নিজ নাসারন্ধ্রের দ্বারা দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মানন্দসেবী হইলেও তাঁহাদের চিত্ত ও শরীরের ক্ষোভ উৎপন্ন করিল অর্থাৎ চিত্তের ক্ষোভ আনন্দ ও শরীরের ক্ষোভ রোমাঞ্চ উৎপন্ন করিল ॥ ৪৩ ॥

সনকাদি মুনিগণ ঐ ভগবানের অতিসুন্দর অধরোষ্ঠে কুন্দ কুসুমের ন্যায় শুভ্র হাস্যযুক্ত নীলপদ্মের কোশসদৃশ বদন অবলোকন করিয়া পূর্ণমনোরথ হইলেন এবং অরুণমণির ন্যায় রক্তিম নখপংক্তির আশ্রয় ভগবানের চরণযুগল পুনরায় দর্শন করিয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন অর্থাৎ এককালে ভগবানের সকল অঙ্গলাবণ্য দর্শন করিতে অসমর্থ হইয়া ধ্যানযোগে ভগবান্‌কে সম্পূর্ণরূপে দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥

টীকা

পদারবিন্দয়োঃ কিঞ্জল্কৈঃ কেশরৈরঙ্গুলীভির্মিশ্রায়াঃ তুলস্যাঃ মকরন্দেন যুক্তো বায়ুঃ স্ববিবরেণ নাসিকা-রন্ধ্রেণ অন্তর্গতঃ চিত্ততন্বোঃ সংক্ষোভং চকার। তত্র চিত্তসংক্ষোভমানন্দোদ্রেকং, তনুসংক্ষোভং রোমাঞ্চম্ ॥ ৪৩ ॥ অথ মুনয়ঃ নিরতিশয়বদনাদিসৌন্দর্য্যযুক্তং ভগবন্তং পুনঃ পুনর্বীক্ষ্য হৃদি ধ্যাত্বা স্তবন্নিত্যাহ—তে ইতি দ্বাভ্যাম্। বদনমেবাসিতপদ্মকোশান্তর্ভাগস্তম্, অসিতপদ্মকোশমিত্যদ্ভুতোপমা ; সুন্দরতরে বিম্বফলোপমে অধরোষ্ঠে কুন্দবৎ বিশদো হাসো যস্মিন্ তম্, উৎ উর্দ্ধং বীক্ষ্য লব্ধাশিষঃ প্রাপ্ত-মনোরথাঃ সন্তঃ নখা এব মণয়স্তেষাং শ্রয়ণমাশ্রয়ভূতমঙ্ঘ্রিদ্বন্দ্বং পুনরবেক্ষ্য নিদধ্যুর্ধ্যাতবন্তঃ ॥ ৪৪ ॥

পুংসাং গতিং মৃগয়তামিহ যোগমার্গৈ-র্ধ্যানাস্পদং বহুমতং নয়নাভিরামম্ ।
পৌংস্নং বপুর্দ্দর্শয়ানমনন্যসিদ্ধে-রৌৎপত্তিকৈঃ সমগৃণন্ যুতমষ্টভোগৈঃ ॥ ৪৫ ॥

শ্রীকুমারা উচুঃ

যোঽন্তর্হিতো হৃদিগতোঽপি দুরাত্মনাং ত্বং নাদ্যৈব নো নয়নমূলমনন্ত ! রাদ্ধঃ ।
যর্হ্যেব কর্ণবিবরেণ গুহাং গতো নঃ পিত্রানুবর্ণিতরহা ভবদুদ্ভবেন ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়

[সনকাদি মুনিগণ] ইহ (সংসারে) যোগমার্গৈঃ (কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের দ্বারা) গতিং মৃগয়তাম্ (ভগবৎপদ অন্বেষণকারী), পুংসাং (পুরুষগণের) ধ্যানাস্পদম্ (ধ্যানের বিষয়ীভূত) বহুমতং (ও অতি আদরণীয়) নয়নাভিরামং (নয়নের আনন্দপ্রদ) পৌংস্নং (পৌরুষ) বপুঃ (শরীর) দর্শয়ানং (প্রদর্শন করাইতেছেন এমন) অনন্যসিদ্ধেঃ (স্বীয় অসাধারণ) ঔৎপত্তিকৈঃ (নিত্য) অষ্টভোগৈঃ (অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য) যুতম্ (যুক্ত) [তম্] (সেই ভগবান্‌কে) সমগৃণন্ (সম্যক্‌রূপে স্তব করিতে লাগিলেন) ॥ ৪৫ ॥

শ্রীকুমারাঃ উচুঃ (কুমারগণ বলিলেন) অনন্ত ! (হে অসীম !) যঃ ত্বং (আপনি) দুরাত্মনাং (দুরাত্মাগণের) হৃদিগতঃ অপি (হৃদয়স্থ হইয়াও) অন্তর্হিতঃ (তিরোহিত থাকেন) ; [সঃ] (আপনি) নঃ (আমাদের) নয়নমূলং (সকল ইন্দ্রিয়ের মূল অন্তঃকরণে) অদ্যৈব (আজই) ন রাদ্ধঃ (অবস্থিত হন নাই) ; [কিন্তু] ভবদুদ্ভবেন (আপনা হইতে উদ্ভূত অর্থাৎ আপনার পুত্র) নঃ পিত্রা (আমাদের পিতা ব্রহ্মাকর্তৃক) যর্হি এব (যখন) অনুবর্ণিতরহাঃ (আমরা আপনার রহস্য অবগত হইয়াছি তখনই আপনি) নঃ (আমাদের) কর্ণবিবরেণ (কর্ণরন্ধ্রদ্বারা) গুহাং (হৃৎপদ্মে) গতঃ [অসি] (প্রবেশ করিয়াছেন) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ

এই সংসারে কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের দ্বারা ভগবৎপদ অন্বেষণকারী পুরুষগণের যিনি ধ্যানের আস্পদ হইয়া থাকেন এবং অতি আদরণীয় নয়নের আনন্দবর্দ্ধক পুরুষমূর্ত্তি যিনি প্রদর্শন করাইয়া থাকেন, সেই নিত্য অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্যযুক্ত ভগবান্ শ্রীহরিকে সনকাদি মুনিগণ সম্যক্‌রূপে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫ ॥

কুমারগণ বলিতে লাগিলেন—হে অনন্ত ! আপনি দুরাত্মাগণের হৃদয়স্থ অর্থাৎ অন্তর্য্যামী হইয়াও তাহাদের নিকটে তিরোহিত থাকেন ; আপনি আমাদের অন্তঃকরণে আজই যে অবস্থান করিয়াছেন অর্থাৎ আজই যে আপনাকে আমাদের হৃদয়গুহায় দর্শন করিতেছি তাহা নহে ; আপনা হইতে যাঁহার উদ্ভব হইয়াছে, সেই আমাদের পিতা ব্রহ্মা আপনার রহস্য

টীকা

বহুমতমত্যাদরণীয়ং পৌংস্নং পৌরুষম্ অনন্যসিদ্ধেঃ স্বাসাধারণৈঃ ঔৎপত্তিকৈঃ নিত্যৈঃ অষ্টভোগৈঃ অণিমাদ্যষ্টৈশ্বর্য্যৈঃ যুতম্। সমগৃণন্ সম্যগস্তুবন্ ॥ ৪৫ ॥ হে অনন্ত ! যস্ত্বং দুরাত্মনাং দুষ্টচিত্তানাং হৃদি গতোঽপি অন্তর্হিতঃ তিরোহিতোঽসি, স ত্বং নঃ অস্মাকং তু নয়নমূলং নয়নোপলক্ষিতসর্ব্বেন্দ্রিয়মূলমন্তঃকরণমদ্যৈব ন রাদ্ধঃ প্রাপ্তঃ, কিন্তু ভবদুদ্ভবেন ত্বৎ পুত্রেণ নঃ পিত্রা যর্হি যদৈব বর্ণিতরহা উপদিষ্টরহস্যঃ, তদৈব কর্ণবিবরেণ গুহাং হৃৎপদ্মং গতঃ প্রাপ্তোঽসি, মহদনুগ্রহেণ সদৈব ত্বাং পশ্যামো

তং ত্বাং বিদাম ভগবন্! পরমাত্মতত্ত্বং সত্ত্বেন সম্প্রতি রতিং রচয়ন্তমেষাম্।
যৎ তেঽনুতাপবিদিতৈর্দৃঢ়ভক্তিযোগৈ-রুদ্‌গ্রন্থয়ো হৃদি বিদুর্মুনয়ো বিরাগাঃ ॥৪৭॥
নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে প্রসাদং কিম্বন্যদর্পিতভয়ং ভ্রুব উন্নয়ৈস্তে।
যেঽঙ্গ! ত্বদঙ্ঘ্রিশরণা ভবতঃ কথায়াঃ কীর্ত্তন্যতীর্থযশসঃ কুশলা রসজ্ঞাঃ ॥৪৮॥

অন্বয়

ভগবন্! (হে ষড়ৈশ্বর্য্যশালিন্!) সত্ত্বেন (বিশুদ্ধ সত্ত্বময় বিগ্রহরূপে) এষাং (ভক্তগণের) সম্প্রতি রতিং (প্রতিক্ষণ প্রীতি) রচয়ন্তং (উৎপাদনকারী) পরম্ আত্মতত্ত্বং (ও পরমাত্মস্বরূপ) যং (আপনাকে) তে (আপনার) অনুতাপবিদিতৈঃ (কৃপায় অবগত) দৃঢ়ভক্তিযোগৈঃ (আপনার লীলাদি শ্রবণকীর্ত্তনাদির দ্বারা) উদ্‌গ্রন্থয়ঃ (নিরহঙ্কারী) বিরাগাঃ (অনাসক্ত) মুনয়ঃ (মুনিগণ) হৃদি (হৃদয়ে) বিদুঃ (দর্শন করিয়া থাকেন); তং ত্বাং (সেই আপনাকে) [আমরা] বিদাম (দর্শন করিলাম) ॥ ৪৭ ॥

অঙ্গ! (হে ভগবন্!) ত্বদঙ্ঘ্রিশরণাঃ যে (আপনার চরণাশ্রিত যে সকল ভক্ত) কীর্ত্তন্যতীর্থযশসঃ (কীর্ত্তনীয় পবিত্রকীর্ত্তি) ভবতঃ (আপনার) কথায়াঃ (লীলাচরিত্রের) কুশলাঃ রসজ্ঞাঃ (রসানুভবে অভিজ্ঞ), তে (তাঁহারা অর্থাৎ সেই ভক্তগণ) তে (আপনার) আত্যন্তিকং প্রসাদম্ অপি (মোক্ষরূপ অনুগ্রহও) ন বিগণয়ন্তি (আদর করেন না); তে (আপনার) ভ্রুবঃ উন্নয়ৈঃ (কটাক্ষরূপ কালভয়) অর্পিতভয়ম্ (যাহাতে নিহিত আছে, এইরূপ) অন্যং কিম্বু? (অপর স্বর্গাদিকে যে আদর করিবেন না সেই বিষয়ে আর বক্তব্য কি?) ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ

আমাদিগকে যখন উপদেশ করিয়াছেন, তখনই আপনি আমাদের হৃৎপদ্মে প্রবিষ্ট হইয়াছেন অর্থাৎ তখন হইতেই আমরা আপনাকে হৃদয়ে দর্শন করিতেছি।

হে ভগবন্! বিশুদ্ধ সত্ত্বময় বিগ্রহরূপে আপনি ভক্তগণের প্রতিক্ষণ প্রীতি উৎপাদন করিয়া থাকেন এবং আপনার কৃপায় অবগত আপনার লীলাগুণাদি শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির দ্বারা নিরহঙ্কারী অনাসক্ত মুনিগণ পরমাত্মস্বরূপ আপনাকে হৃদয়ে দর্শন করিয়া থাকেন; সেই আপনাকে আমরা এক্ষণে দর্শন করিলাম ॥ ৪৭ ॥

হে ভগবন্! আপনার চরণাশ্রিত যে সকল ভক্ত পবিত্রকীর্ত্তি আপনার লীলাচরিত্রের রসানুভবে অতিশয় অভিজ্ঞ, তাঁহারা আপনার মোক্ষরূপ অনুগ্রহকেও আদর করেন না;

টীকা

ধন্যা বয়মিতিভাবঃ ॥ ৪৬ ॥ সত্ত্বেন শুদ্ধসত্ত্বেন অপ্রাকৃতেন শ্রীবিগ্রহেণ এষাং ভক্তানাং সম্যক্ প্রতিক্ষণং রতিং প্রীতিং রচয়ন্তং যং যং ত্বাং দৃঢ়ৈর্ভক্তিযোগৈঃ ত্বৎস্বরূপগুণাদিশ্রবণকীর্ত্তনাদিভিঃ উদ্‌-গ্রন্থয়ঃ নিরহঙ্কারাঃ বিরাগাঃ হৃদি বিদুঃ জানন্তি ধ্যায়ন্তীত্যর্থঃ, তং ত্বাং বিদাম ॥ ৪৭ ॥ শ্রীবিগ্রহ-মদ্ভগবজ্জ্ঞানধ্যানাভ্যাসক্ত্যা তে মোক্ষমপি ন গণয়ন্তীত্যাহুঃ—নেতি। হে অঙ্গ! হে ভগবন্। আত্য-ন্তিকং মোক্ষমপি ন গণয়ন্তি নাদ্রিয়ন্তে, কিন্তু কিমুত তে তব ভ্রুবঃ উন্নয়ৈর্বিক্ষেপৈঃ অর্পিতং নিহিতং ভয়ং যস্মিন্ তৎ অন্যৎ মোক্ষেতরৎ স্বর্গাদি ন গণয়ন্তীতি কিং বক্তব্যম্ ॥ ৪৮ ॥ লোক-দৃষ্ট্যাহুঃ—কামমিতি। কামং যথেষ্টং ভবো জন্ম, বাচঃ তুলসিবৎ অঙ্ঘ্রিপাভ্যাং বর্ণ্যমানাভ্যাং শোভা

কামং ভবঃ স্ববৃজিনৈর্নিরয়েষু নস্তা-চ্চেতোঽলিবদ্ যদি নু তে পদয়ো রমেত।
বাচশ্চ নস্তুলসিবদ্ যদি তেঽঙ্ঘ্রিশোভাঃ পূর্য্যেত তে গুণগণৈর্যদি কর্ণরন্ধ্রঃ ॥৪৯॥
প্রাদুশ্চকর্থ যদিদং পুরুহূত! রূপং তেনেশ! নির্বৃতিমবাপুরলং দৃশো নঃ।
তস্মা ইদং ভগবতে নম ইদ্বিধেম যোঽনাত্মনাং দুরুদয়ো ভগবান্ প্রতীতঃ ॥৫০॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে
বিদুরমৈত্রেয়সংবাদে বৈকুণ্ঠবর্ণনং নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়

[হে ভগবন্! আমরা আপনার দ্বারপালদ্বয়কে অভিশাপ প্রদান করিয়াছি, অতএব] নঃ (আমাদের) **স্ববৃজিনৈঃ** (স্বীয় অপরাধে) নিরয়েষু (নরকে) কামং (যথেষ্ট) ভবঃ (জন্ম) স্যাৎ (হউক); [তাহাতে দুঃখ নাই] চেতঃ (আমাদের চিত্ত) যদি অলিবৎ নু (যদি ভ্রমরের ন্যায়) তে (আপনার) পদয়োঃ (শ্রীচরণে) রমেত (রত থাকে) নঃ বাচঃ চ (ও আমাদের বাক্য সকল) যদি তুলসিবৎ (যদি তুলসীর ন্যায়) তে (আপনার) অঙ্ঘ্রিশোভাঃ (শ্রীচরণের গুণবর্ণনে রত হয়) তে গুণগণৈঃ (এবং আপনার গুণসমূহের দ্বারা) যদি কর্ণরন্ধ্রঃ (যদি আমাদের শ্রবণবিবর) পূর্য্যেত (পরিপূর্ণ থাকে) ॥ ৪৯ ॥

পুরুহূত! (হে বিপুলকীর্ত্তে!) ঈশ! (হে পরমেশ্বর!) [আপনি] যদিদং রূপং (যে এইরূপ) প্রাদুশ্চকর্থ (প্রকটিত করিয়াছেন), তেন (তাহার দ্বারা) নঃ (আমাদের) দৃশঃ (নয়ন) অলং (অতিশয়) নির্বৃতিং (শান্তি) অবাপুঃ (প্রাপ্ত হইল)। অনাত্মনাং (যাহারা পরমাত্মতত্ত্ব বিস্মৃত হইয়াছে, তাহাদের নিকটে) দুরুদয়ঃ (অপ্রকটিত হইলেও) ইৎ (এই প্রকারে আমাদের নিকটে) যঃ ভগবান্ প্রতীতঃ (যে ভগবান্ প্রকটিত হইয়াছেন), তস্মৈ ভগবতে (সেই ভগবান্ আপনাকে) ইদং নমঃ বিধেম (নমস্কার করিতেছি) ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ

আপনার কটাক্ষরূপ কালভয় যাহাতে আছে এইরূপ স্বর্গাদিকে যে তাঁহারা আদর করিবেন না এ বিষয়ে আর বক্তব্য কি? ॥ ৪৮ ॥

হে ভগবন্: আমরা আপনার দ্বারপালদ্বয়কে অভিশাপ প্রদান করিয়া অপরাধ করিয়াছি; অতএব আমাদের এই আত্মকৃত অপরাধে নরকে জন্ম হয় হউক, তাহাতে আপত্তি নাই; যদি আমাদের চিত্ত আপনার শ্রীচরণে রত থাকে ও তুলসী যেমন আপনার চরণাশ্রিত হইয়া শোভা ধারণ করিয়া থাকে, সেইরূপ আমাদের বাক্যসকলও যদি আপনার শ্রীচরণের গুণবর্ণনে রত হয় এবং যদি আপনার গুণসমূহে আমাদের শ্রবণবিবর পরিপূর্ণ থাকে, [তাহা হইলে নরকবাসও আমাদের কষ্টকর হইবে না] ॥ ৪৯ ॥

হে বিপুলকীর্ত্তে! হে পরমেশ্বর! আপনি যে রূপ প্রকটিত করিলেন, ইহা দর্শনে আমাদের নয়ন অতিশয় পরিতৃপ্ত হইল; যাহারা পরমাত্মতত্ত্ব বিস্মৃত হইয়াছে, তাহাদের নিকটে আপনি অপ্রকটিত হইলেও আপনি আমাদের নিকটে এই প্রকারে প্রকটিত হইয়াছেন; আপনাকে আমরা নমস্কার করিতেছি ॥ ৫০ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত হইল ॥ ১৫ ॥

টীকা

যাসাং তা যদি স্যুঃ ॥ ৪৯ ॥ এবং লোকদৃষ্ট্যা সংপ্রার্থ্য অথ স্বকৃতার্থতামাহুঃ—প্রাদুরিতি। হে পুরুহূত! বিপুলকীর্ত্তে! প্রাদুশ্চকর্থ প্রকটিতবানসি; অনাত্মনাং বিস্মৃতপরমাত্মতত্ত্বানাং দুরুদয়ঃ অপ্রকটোঽপি ইৎ ইত্থং যঃ প্রতীতোঽসি, তস্মৈ ইদং নমঃ বিধেম ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীমচ্ছুকদেবকৃতসিদ্ধান্ত-
প্রদীপটীকায়াং পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ

শ্রীব্রহ্মোবাচ

ইতি তদ্‌গৃণতাং তেষাং মুনীনাং যোগধর্ম্মিণাম্ ।
প্রতিনন্দ্য জগাদেদং বিকুণ্ঠনিলয়ো বিভুঃ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

এতৌ দ্বৌ পার্ষদৌ মহ্যং জয়ো বিজয় এব চ ।
কদর্থীকৃত্য মাং যদ্বো বহ্বাক্রান্তামতিক্রমম্ ॥ ২ ॥
যস্ত্বেতয়োর্ধৃতো দণ্ডো ভবদ্ভির্মামনুব্রতৈঃ ।
স এবানুমতোঽস্মাভির্মুনয়ো দেবহেলনাৎ ॥ ৩ ॥

অন্বয়

শ্রীব্রহ্মা উবাচ (ব্রহ্মা বলিলেন) । [হে দেবগণ !] ইতি গৃণতাং (পূর্ব্বোক্ত প্রকারে স্তবকারী) যোগধর্ম্মিণাং (যোগধর্ম্মাবলম্বী) তেষাং মুনীনাং (সেই সনকাদি মুনিগণের) তৎ (বাক্য) প্রতিনন্দ্য (অভিনন্দিত করিয়া) বিকুণ্ঠনিলয়ঃ (বৈকুণ্ঠবিহারী) বিভুঃ (ভগবান্ বিষ্ণু) ইদং (ইহা অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ বাক্য) জগাদ (বলিতে লাগিলেন) ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীহরি বলিলেন) মহ্যং (আমার) জয়ঃ বিজয়ঃ এব চ (জয় ও বিজয় নামক) এতৌ দ্বৌ পার্ষদৌ (এই পার্ষদদ্বয়) মাং (আমাকে) কদর্থীকৃত্য (অবজ্ঞা করিয়া অর্থাৎ জিজ্ঞাসা না করিয়া) যৎ বঃ (আপনাদিগের) বহু অতিক্রমং (অতিশয় অবমাননা) আক্রান্তাম্ (করিয়াছে) ॥২॥

[অতএব] মুনয়ঃ ! (হে মুনিগণ !) মাম্ অনুব্রতৈঃ (আমার প্রতি অনুরক্ত ভক্ত) ভবদ্ভিঃ (আপনাদিগকর্তৃক) এতয়োঃ (এই পার্ষদদ্বয়ের) যঃ তু দণ্ডঃ (যে অভিশাপরূপ দণ্ড) ধৃতঃ (বিহিত হইয়াছে), দেবহেলনাৎ (দেবতাস্বরূপ আপনাদের অবজ্ঞা করায়) অস্মাভিঃ (আমাকর্তৃক) সঃ এব (সেই দণ্ডই) অনুমতঃ (অনুমোদিত হইল) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ

ব্রহ্মা বলিলেন—হে দেবগণ ! বৈকুণ্ঠবিহারী ভগবান্ বিষ্ণু পূর্ব্বোক্ত প্রকারে স্তবকারী যোগধর্ম্মাবলম্বী সনকাদি মুনিগণের স্তুতিবাক্য অভিনন্দিত করিয়া এই বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিতে লাগিলেন ॥১॥

শ্রীহরি বলিলেন—হে মুনিগণ ! আমার জয় ও বিজয় নামক এই পার্ষদদ্বয় আমাকে অবজ্ঞা করিয়াই অর্থাৎ জিজ্ঞাসা না করিয়াই আপনাদের অতিশয় অবমাননা করিয়াছে ॥২॥

হে মুনিগণ ! আপনারা আমার অনুরক্ত ভক্ত ; অতএব আপনারা এই পার্ষদদ্বয়ের

টীকা

তদ্বাক্যং প্রতিনন্দ্য ইদং বক্ষ্যমাণং জগাদ ॥ ১ ॥ কদর্থীকৃত্য অবজ্ঞায় অপৃষ্ট্বা ইত্যর্থঃ ; বহু যথা ভবতি তথা বঃ অতিক্রমমপচারম্ আক্রান্তাং কৃতবন্তৌ ॥ ২ ॥ ৩ ॥ স্বপুংভিঃ মদীয়ৈর্দ্বারপালৈর্বঃ

তদ্বঃ প্রসাদয়াম্যদ্য ব্রহ্ম দৈবং পরং হি মে।
তদ্ধীত্যাত্মকৃতং মন্যে যৎ স্বপুংভিরসৎকৃতাঃ ॥ ৪ ॥
যন্নামানি চ গৃহ্ণাতি লোকো ভৃত্যে কৃতাগসি।
সোঽসাধুবাদস্তৎকীর্ত্তিং হন্তি ত্বচমিবাময়ঃ ॥ ৫ ॥
যস্যামৃতামলযশঃশ্রবণাবগাহঃ সদ্যঃ পুনাতি জগদা শ্বপচাদ্বিকুণ্ঠঃ।
সোঽহং ভবদ্ভ্য উপলব্ধসুতীর্থকীর্তি-শ্ছিন্দ্যাং স্ববাহুমপি বঃ প্রতিকূলবৃত্তিম্ ॥ ৬ ॥

অন্বয়

হি (যেহেতু) ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণগণ) মে (আমার) পরং দৈবং (পরমদেবতা); তৎ (অতএব) বঃ (আপনাদিগকে) অদ্য (আজ) [আমি] প্রসাদয়ামি (অনুনয় করিতেছি অর্থাৎ আপনাদিগের নিকটে ক্ষমা চাহিতেছি); হি (যেহেতু) স্বপুংভিঃ (মদীয় দ্বারপালদ্বয়কর্ত্তৃক) অসৎকৃতাঃ (আপনারা অবজ্ঞাত হইয়াছেন); ইতি যৎ (এই যে অপরাধ), তৎ (তাহা) আত্মকৃতং মন্যে (আমি আত্মকৃত অপরাধ বলিয়া মনে করিতেছি) ॥ ৪ ॥

ভৃত্যে কৃতাগসি (ভৃত্যগণ অপরাধ করিলে) লোকঃ যন্নামানি চ (লোক যাহার নাম করে অর্থাৎ যে স্বামীর নিন্দাবাদ) গৃহ্ণাতি (উচ্চারণ করে), সঃ অসাধুবাদঃ (সেই নিন্দাবাদ) আময়ঃ (কুষ্ঠরোগ) ত্বচম্ ইব (যেমন চর্ম্মকে বিনষ্ট করে, সেইরূপ) তৎকীর্ত্তিং (সেই স্বামীর কীর্ত্তিকে) হন্তি (বিনষ্ট করিয়া থাকে) ॥৫॥

যস্য (আমার) অমৃতামলযশঃশ্রবণাবগাহঃ (মুক্তিপ্রদ পবিত্রকীর্ত্তি কর্ণবিবরে গ্রহণ করিয়া) আ শ্বপচাৎ জগৎ (আচণ্ডাল সমস্ত জগৎ) সদ্যঃ পুনাতি (সদ্যই পবিত্র হইয়া থাকে); ভবদ্ভ্যঃ (আপনাদের নিকট হইতে) উপলব্ধসুতীর্থকীর্ত্তিঃ (পবিত্রকীর্ত্তি প্রাপ্ত) সঃ বিকুণ্ঠঃ অহং (তাদৃশ আমি) বঃ (আপনাদের) প্রতিকূলবৃত্তিং (প্রতিকূলাচরণকারী হইলে) স্ববাহুম্ অপি (স্বীয় বাহু স্থানীয় লোকপালকেও) ছিন্দ্যাম্ (বিনাশ করিয়া থাকি) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ

যে অভিশাপরূপ দণ্ড বিধান করিয়াছেন, দেবতাস্বরূপ আপনাদের অবজ্ঞা করায় আমিও উহাদের সেই দণ্ডই অনুমোদন করিলাম ॥ ৩ ॥

যেহেতু ব্রাহ্মণ আমার পরম দেবতা; অতএব আমি আজ আপনাদের নিকটে ক্ষমা চাহিতেছি; কারণ আপনারা আমার দ্বারপালদ্বয়কর্ত্তৃক যে অপমানিত হইয়াছেন, তাহা আমি আত্মকৃত অপরাধ বলিয়াই মনে করিতেছি ॥৪॥

ভৃত্য কোনও অপরাধ করিলে লোক যে প্রভুর নিন্দাবাদ করে, কুষ্ঠরোগ যেমন চর্ম্মকে বিনষ্ট করে, সেইরূপ ঐ নিন্দাবাদ সেই প্রভুর কীর্ত্তিকে বিনাশ করিয়া থাকে ॥ ৫ ॥

আমার মুক্তিপ্রদ পবিত্রকীর্ত্তি কর্ণবিবরে গ্রহণ করিয়া আচণ্ডাল সমস্ত জগৎ সদ্যই

টীকা

বহুবচনং ছত্রিণো যান্তীতিবৎ। অসৎকৃতা ইতি যৎ, তদ্ধি আত্মকৃতং মন্যে ॥ ৪ ॥ যৎ যস্য স্বামিনঃ তৎ তস্য স্বামিন এব ॥ ৫ ॥ যস্য মম অমৃতং মুক্তিপ্রদং যদমলং শুদ্ধং যশঃ শ্রবণাভ্যামবগাহঃ

যৎসেবয়া চরণপদ্মপবিত্ররেণুং সদ্যঃ ক্ষতাখিলমলং প্রতিলব্ধশীলম্ ।
ন শ্রীর্বিরক্তমপি মাং বিজহাতি যস্যাঃ প্রেক্ষালবার্থমিতরে নিয়মান্ বহন্তি ॥৭॥
নাহং তথাদ্মি যজমানহবির্বিতানে শ্চ্যোতদ্ঘৃতপ্লুতমদন্ হুতভুঙ্মুখেন ।
যদ্ব্রাহ্মণস্য মুখতশ্চরতোঽনুঘাসং তুষ্টস্য ময্যবহিতৈর্নিজকর্ম্মপাকৈঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়

যৎসেবয়া (ব্রাহ্মণগণের পরিচর্য্যার ফলেই) চরণপদ্মপবিত্ররেণুং (আমার চরণধূলি পবিত্র হইয়াছে), সদ্যঃ ক্ষতাখিলমলং (আমি সমস্ত লোকের পাপমল বিনাশ করিতে সমর্থ হইয়াছি) প্রতিলব্ধশীলং (ও চরিত্রবান্ হইয়াছি) বিরক্তম্ অপি মাং (এবং আমি অনাসক্ত হইলেও আমাকে) শ্রীঃ (লক্ষ্মীদেবী) ন বিজহাতি (পরিত্যাগ করে না) , যস্যাঃ (ঐ লক্ষ্মীদেবীর) প্রেক্ষালবার্থম্ (কৃপাকটাক্ষলাভের নিমিত্ত) ইতরে (ব্রহ্মাদি দেবগণ) নিয়মান বহন্তি (নিয়মাদি ব্রত ধারণ করিয়া থাকে) ॥ ৭ ॥

বিতানে (যজ্ঞে) যজমানহবিঃ (যজমানের চরুপুরোডাশাদি) শ্চ্যোতদ্ঘৃতপ্লুতম্ [অপি] (ক্ষরিত ঘৃতাক্ত হইলেও) হুতভুঙ্মুখেন (অগ্নিমুখে) অদন্ (ভক্ষণ করিয়া) অহং (আমি) তথা ন অদ্মি (তেমন তৃপ্তির সহিত ভক্ষণ করি না), ময়ি অবহিতৈঃ নিজকর্ম্মপাকৈঃ (স্বীয় কর্ম্মফল আমাতেই সমর্পণ করিয়া) তুষ্টস্য (পরিতুষ্ট অর্থাৎ নিষ্কামী) চরতঃ (ভোজনকারী) ব্রাহ্মণস্য (ব্রাহ্মণের) মুখতঃ (মুখে) অনুঘাসং (রসাস্বাদনপূর্ব্বক প্রতি গ্রাস) যৎ (যেমন) (ভোজন করিয়া থাকি) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ

পবিত্র হইয়া থাকে , আমি আপনাদের নিকট হইতেই পবিত্র কীর্ত্তি লাভ করিয়াছি , অতএব এইরূপ ব্রাহ্মণের প্রতি যদি আমার বাহুস্থানীয় লোকপালও বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহা আপনার হইলে আমি তাহাকে বিনাশ করি, ভৃত্যের বিষয়ে আর বক্তব্য কি ? ॥৬॥

ব্রাহ্মণগণের পরিচর্য্যার ফলেই আমার চরণরেণু পবিত্র হইয়াছে ও এই চরণধূলির প্রভাবে সদ্যই আমি সমস্ত লোকের পাপমল বিনাশ করিয়া থাকি , ব্রাহ্মণগণের সেবার ফলেই আমি সৎস্বভাবসম্পন্ন হইয়াছি এবং যাহার কৃপাকটাক্ষ প্রাপ্তির নিমিত্ত ব্রহ্মাদি দেবগণ নিয়মাদি ব্রতসমূহ ধারণ করিয়া থাকে, সেই লক্ষ্মীদেবী ব্রাহ্মণগণের সেবার ফলেই আসক্তিশূন্য হইলেও আমাকে পরিত্যাগ করে না , আমি সেই ব্রাহ্মণগণের প্রতিকূলাচরণকারীকে বিনাশ করিয়া থাকি ॥৭॥

যে সকল পরমজ্ঞানী ব্রাহ্মণ আমাতেই কর্ম্মফল অর্পণ করিয়া পরিতুষ্ট হয়েন ,

টীকা

গ্রহণং যস্য তৎ আ শ্বপচাৎ জগৎ পুনাতি, সোঽহং ভবদ্ভ্যো হেতুভূতেভ্যো লব্ধা সুতার্থভূতা কীর্ত্তির্যেন স তথাভূতোঽহং বঃ প্রতিকূলবৃত্তিং স্ববাহুমপি ছিন্দ্যাম ॥ ৬ ॥ যৎ যেষাং সেবয়া চরণপদ্ময়োঃ স্থিতঃ পবিত্রো রেণুর্যস্য, অতঃ ক্ষতোঽখিলস্য লোকস্য মলো যেন তম, তেষাং বঃ প্রতিকূলবৃত্তিং ছিন্দ্যা-মিতি পূর্ব্বেণৈব সম্বন্ধঃ ॥ ৭ ॥ যজমানস্য হবিঃ চরুপুরোডাশাদি শ্চ্যোততা ক্ষরতা ঘৃতেন প্লুতং মিশ্রিতম্, বিতানে যজ্ঞে, নাদ্মি নাশ্নামি, যথা নিজকর্ম্মণাং পাকৈঃ ফলৈঃ ময়ি অবহিতৈঃ অর্পিতৈঃ তুষ্টস্য চরতো ভুঞ্জানস্য মুখতোঽনুঘাসং প্রতিগ্রাসম্ অশ্নামি ॥ ৮ ॥ অখণ্ডা সম্পূর্ণা বিকুণ্ঠা প্রতিহতিরহিতা চ

যেষাং বিভর্ম্যহমখণ্ডবিকুণ্ঠযোগ-মায়াবিভূতিরমলাঙ্ঘ্রিরজঃ কিরীটৈঃ।
বিপ্রান্ নু কো ন বিষহেত যদর্হণাম্ভঃ সদ্যঃ পুনাতি সহচন্দ্রললামলোকান্ ॥৯॥
যে মে তনূর্দ্বিজবরান্ দুহতীর্মদীয়া ভূতান্যলব্ধশরণানি চ ভেদবুদ্ধ্যা।
দ্রক্ষ্যন্ত্যঘক্ষতদৃশো হ্যহিমন্যবস্তান্ গৃধ্রা রুষা মম কুশন্ত্যধিদণ্ডনেতুঃ ॥১০॥

অন্বয়

নু (হে মুনিগণ!) অখণ্ডবিকুণ্ঠযোগমায়াবিভূতিঃ (আমার অখণ্ডা ও অপ্রতিহতা যোগমায়া নাম্নী শক্তি আছে) যদর্হণাম্ভঃ (এবং আমার চরণ প্রক্ষালিত সলিল) [অর্থাৎ গঙ্গা] সহচন্দ্রললামলোকান্ (চন্দ্রশেখর শিবের সহিত সমস্ত লোককে) সদ্যঃ পুনাতি (সদ্য পবিত্র করিয়া থাকে); [সঃ] অহং (তাদৃশ আমি) যেষাং (যাঁহাদের) অমলাঙ্ঘ্রিরজঃ (পবিত্র চরণধূলি) কিরীটৈঃ (স্বীয় কিরীটে) বিভর্ম্মি (ধারণ করিয়া থাকি), [প্রতিকূলান্ অপি তান্] বিপ্রান্ (অপকারী হইলেও সেই ব্রাহ্মণগণকে) কঃ ন বিষহেত (কোন্ ব্যক্তিই বা সহ্য না করিবে?) [অর্থাৎ পুরুষার্থকামী সকলেই ব্রাহ্মণগণকে সহ্য করিয়া থাকে] ॥৯॥

মে (আমার) তনূঃ (শরীরস্থানীয়) দ্বিজবরান্ (ব্রাহ্মণগণ), মদীয়াঃ দুহতীঃ (গাভীসকল) অলব্ধশরণানি ভূতানি চ (ও অনাশ্রয় প্রাণিগণকে) যে (যাহারা) ভেদবুদ্ধ্যা (উহারা আমা হইতে পৃথক্ এই ভেদবুদ্ধিদ্বারা) দ্রক্ষ্যন্তি (দর্শন করিয়া থাকে), অঘক্ষতদৃশঃ (পাপহেতু জ্ঞানদৃষ্টিবিহীন) তান্ (তাহাদিগকে) মম (আমার) অধিদণ্ডনেতুঃ (আজ্ঞাপালক দণ্ডধর যমের) অহিমন্যবঃ (সর্পের ন্যায় ক্রোধী) গৃধ্রাঃ (গৃধ্ররূপী দূতগণ) রুষা (ক্রোধে) কুশন্তি হি (ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ

সেই সকল ব্রাহ্মণ ভোজন করিলে আমি তাঁহাদের মুখে রসাস্বাদন পূর্ব্বক প্রতিগ্রাস ভক্ষণ করিয়া যেমন তৃপ্তিলাভ করি, যজ্ঞে যজমানের চরুপুরোডাশাদি ঘৃতে আপ্লুত হইয়া অর্পিত হইলেও আমি অগ্নিমুখে ভক্ষণ করিয়া ততটা তৃপ্তি লাভ করি না ॥ ৮ ॥

হে মুনিগণ! আমি অখণ্ড ও অপ্রতিহত যোগমায়ানাম্নী শক্তি ধারণ করিয়া থাকি এবং আমার চরণ প্রক্ষালিত সলিল চন্দ্রশেখর মহাদেবের সহিত সমস্ত লোককে সদ্যই পবিত্র করিয়া থাকে; এইরূপ আমি যাঁহাদের পবিত্র চরণধূলি স্বীয় কিরীটে ধারণ করিয়া থাকি, অপকারী হইলেও সেই ব্রাহ্মণগণকে কোন্ ব্যক্তিই বা সহ্য না করিয়া থাকে? ॥৯॥

হে মুনিগণ! ব্রাহ্মণ, গো ও নিরাশ্রয় প্রাণিগণ আমার শরীরস্থানীয়; যাহারা ভেদ-বুদ্ধি বশতঃ উহাদিগকে আমা হইতে পৃথক্‌রূপে দর্শন করে, পাপহেতু বিনষ্টদৃষ্টি সেই ভেদদর্শী ব্যক্তিগণকে আমার আজ্ঞাপালক দণ্ডধর যমের সর্পের ন্যায় ক্রোধী গৃধ্ররূপী দূতগণ ক্রোধে চঞ্চুদ্বারা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে ॥ ১০ ॥

টীকা

যোগমায়াখ্যশক্তির্বিভূতির্যস্য সঃ, যস্যার্হণাম্ভঃ চরণক্ষালনোদকং চন্দ্রললামেন শিবেন সহিতান্ লোকান্ সদ্যঃ পুনাতি, সোঽহং যেষামমলমঙ্ঘ্রিরজঃ কিরীটৈঃ বিভর্ম্মি, তান্ প্রতিকূলানপি কো ন বিষহেত, কিন্তু সর্ব্বোঽপি পুরুষার্থকামো বিষহেতৈব ॥ ৯ ॥ দুহতীর্গাঃ, অলব্ধশরণানি নিরাশ্রয়াণি, অঘক্ষত-দৃশঃ পাপোপমর্দ্দিতদৃষ্টীন্, কুশন্তি চক্ষুরাদৌ চঞ্চুভিশ্ছিন্দন্তি ॥ ১০ ॥ ভৃগুমহমিব অনুরাগেণ কলা মধুরা

যে ব্রাহ্মণান্ ময়ি ধিয়া ক্ষিপতোঽর্চ্চয়ন্ত-স্তুষ্যদ্ধৃদঃ স্মিতসুধোক্ষিতপদ্মবক্ত্রাঃ।
বাণ্যানুরাগকলয়াত্মজবদ্ গৃণন্তঃ সম্বোধয়ন্ত্যহমিবাহমুপাকৃতস্তৈঃ ॥ ১১ ॥
তন্মে স্বভর্তুরবসায়মলক্ষমাণৌ যুষ্মদ্ব্যতিক্রমগতিং প্রতিপদ্য সদ্যঃ।
ভূয়ো মমান্তিকমিতাং তদনুগ্রহো মে যৎ কল্প্যতামচিরতো ভৃতযোর্ব্বিবাসঃ ॥১২॥

অন্বয়

অহম ইব (আমি যেমন কুপিত ভৃগুমুনির পূজা করতঃ স্তব করিতে করিতে সন্তোষ সম্পাদন করিয়াছিলাম, সেইরূপ) য (যাহারা) তুষ্যদ্ধৃদঃ (সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া) ময়ি ধিয়া (বাসুদেবদৃষ্টিদ্বারা) স্মিতসুধোক্ষিতপদ্মবক্ত্রাঃ (হাস্যসুধাসিক্ত বদনকমলে) ক্ষিপতঃ (তিরস্কারকারী) ব্রাহ্মণান্ (ব্রাহ্মণগণকেও) অর্চ্চয়ন্তঃ (পূজা করতঃ) আত্মজবৎ (সৎপুত্র যেমন পিতাকে স্তব করতঃ সম্বোধন করে, সেইরূপ) অনুরাগকলয়া বাণ্যা (অনুরাগ সুমধুর স্তুতিবাক্যের দ্বারা) গৃণন্তঃ (স্তব করিতে করিতে) সম্বোধয়ন্তি (সম্বোধন করে অর্থাৎ সন্তুষ্ট করে), তৈঃ (তাহাদিগকর্ত্তৃক) অহং (আমি) উপাকৃতঃ (বশীকৃত হইয়া থাকি) ॥১১॥

তৎ (অতএব) স্বভর্তুঃ মে (প্রভু আমার) অবসায়ম (ব্রাহ্মণভক্তি বিষয়ে অভিপ্রায়) অলক্ষমাণৌ (যাহারা জানে না, সেই আমার ভৃত্যদ্বয়) যুষ্মদ্ব্যতিক্রমগতিং (আপনাদের অবমাননারূপ অপরাধের ফল) সদ্যঃ প্রতিপদ্য (সদ্যই প্রাপ্ত হইয়া) ভূয়ঃ (পুনরায়) মমান্তিকম্ (আমার নিকটে) ইতাম (আগমন করুক), মে তদনুগ্রহঃ (আমার প্রতি আপনাদের ইহাই অনুগ্রহ) যৎ (যে) ভৃতযোঃ (অনুচরদ্বয়ের) বিবাসঃ (নির্ব্বাসন) অচিরতঃ (শীঘ্রই) কল্প্যতাম্ (সম্পাদন করুন অর্থাৎ সমাপ্ত করুন) ॥১২॥

অনুবাদ

হে মুনিগণ। আমি যেমন কুপিত ভৃগুমুনির পূজা করতঃ স্তব করিতে করিতে সন্তোষ সম্পাদন করিয়াছিলাম, সেইরূপ যাহারা সন্তুষ্ট হইয়া হাস্যসুধাসিক্ত বদনকমলে ব্রাহ্মণগণ তিরস্কার করিলেও সর্ব্বত্র বাসুদেবদৃষ্টিদ্বারা সেই ব্রাহ্মণগণকে পূজা করে এবং সৎপুত্র যেমন পিতাকে স্তব করিতে করিতে সম্বোধন করে, সেইরূপ অনুরাগভরে সুমধুর স্তুতিবাক্যের দ্বারা স্তব করিতে করিতে তাঁহাদিগকে সম্বোধন করে অর্থাৎ তাঁহাদের সন্তোষ সম্পাদন করে, তাহারা আমাকে বশীভূত করিয়া থাকে অর্থাৎ আমি তাহাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকি ॥১১॥

আমার এই জয় ও বিজয় নামক অনুচরদ্বয় নীজ প্রভুর ব্রাহ্মণভক্তি বিষয়ে অভিপ্রায় না জানিয়া আপনাদিগকে অবমাননা করিয়া অধঃপতিত হইয়াছে; তাহারা এই

টীকা

তয়া গৃণন্তঃ স্তবন্তঃ ময়ি ধিয়া মদ্দৃষ্ট্যা আত্মজাঃ পিতৄন্ যথা তদ্বৎ যে ক্ষিপতঃ পরুষং ভাসমাণানপি অর্চ্চয়ন্তি, তৈরহমুপাকৃতঃ বশীকৃতোঽস্মি ॥ ১১ ॥ তস্মাৎ পূর্ব্বোক্তং বিপ্রভক্তিবিষয়মবসায়ং নিশ্চয়ম অলক্ষ্যমাণৌ অজানন্তৌ যুষ্মদ্ব্যতিক্রমস্য গতিং গম্যতে প্রাপ্যতে ইতি গতিঃ ফলং তাং সদ্যঃ প্রাপ্য ভূয়ঃ মৎসমীপমিতাং প্রাপ্নুতাম্, তদিতি স মে অনুগ্রহঃ মাং প্রতি ভবৎকৃতোঽনুগ্রহঃ; অনুগ্রহমেবাহ যৎ ভৃতয়োঃ বিবাসঃ অচিরতঃ আশু কল্প্যতাং সম্পাদ্যতাং সমাপ্যতামিতি ॥ ১২ ॥ অথ ভগবদ্বচন-

শ্রীব্রহ্মোবাচ

অথ তস্যোশতীং দেবীমৃষিকুল্যাং সরস্বতীম্ ।
নাস্বাদ্য মন্যুদষ্টানাং তেষামাত্মাপ্যতৃপ্যত ॥ ১৩ ॥
সতীং ব্যাদায় শৃণ্বন্তো লঘ্বীং গুর্ব্বর্থগহ্বরাম্ ।
বিগাহ্যাগাধগম্ভীরাং ন বিদুস্তচ্চিকীর্ষিতম্ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়

শ্রীব্রহ্মা উবাচ (ব্রহ্মা বলিলেন) অথ (ভগবদ্‌বাক্য শ্রবণানন্তর) তস্য (সেই শ্রীহরির) উশতীং (কমনীয়) দেবীম্ (সুস্পষ্ট) ঋষিকুল্যাং (ঋষিকুলযোগ্য) সরস্বতীং (বাক্য) আস্বাদ্য (অনুভব করিয়া অর্থাৎ বাক্যের মাধুর্য্য অনুভব করিয়া) মন্যুদষ্টানাম্ অপি (সর্পতুল্য ক্রোধে পরিব্যাপ্ত হইলেও) তেষাং (সেই মুনিগণের) আত্মা (মন) ন অতৃপ্যত (পরিতৃপ্ত হইল না) [অর্থাৎ ইহাই পর্য্যাপ্ত মনে করিলেন না, আরও শুনিবার আকাঙ্ক্ষা রহিয়া গেল] ॥ ১৩ ॥

সতীং (পবিত্র), লঘ্বীং (পরিমিতাক্ষরযুক্ত), গুর্ব্বর্থগহ্বরাম্ (বহু অর্থে দুর্ব্বোধ) অগাধগম্ভীরাং (ও গভীর বিষয়যুক্ত) [সরস্বতীং] (বাক্য) ব্যাদায় (সমুৎসুক কর্ণে) শৃণ্বন্তঃ (শ্রবণকারী মুনিগণ) বিগাহ্য (বিচার করিয়াও) তচ্চিকীর্ষিতং (ভগবানের অভিলষিত অর্থাৎ তাহাদিগকে কি নিন্দা করিলেন বা প্রশংসা করিলেন অথবা ভৃত্যদ্বয়ের দণ্ডহ্রাস করিলেন ইত্যাদি ভগবদিচ্ছা) ন বিদুঃ (বুঝিতে পারিলেন না) ॥১৪॥

অনুবাদ

অপরাধের ফল সত্বই প্রাপ্ত হইয়া আমার নিকটে ফিরিয়া আসুক। আপনারা আমার প্রতি এই অনুগ্রহ করুন যেন আমার এই ভৃত্যদ্বয়ের নির্ব্বাসন শীঘ্রই সমাপ্ত হয় অর্থাৎ ইহারা যেন অল্পকালের মধ্যে অপরাধের ফলভোগ করিয়া আমার নিকটে ফিরিয়া আসে। ॥১২॥

ব্রহ্মা বলিলেন—অনন্তর শ্রীহরির কমনীয় ও অতি সুস্পষ্ট ঋষিকুলযোগ্য বাক্যের মাধুর্য্য অনুভব করিয়া ক্রোধে পরিব্যাপ্ত হইলেও সনকাদি মুনিগণের মন পরিতৃপ্ত হইল না অর্থাৎ যাহারা ক্রোধে পরিব্যাপ্ত থাকে, তাহারা প্রিয়বাক্যও সহ্য করিতে পারে না; এখানে কিন্তু ভগবদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া মুনিগণের তাহা পর্য্যাপ্ত হয় নাই বলিয়া তৃপ্ত হইল না; আরও শুনিবার আকাঙ্ক্ষাই রহিয়া গেল ॥১৩॥

সনকাদি মুনিগণ সমুৎসুককর্ণে ভগবানের সেই পবিত্র, পরিমিত অক্ষরযুক্ত, বহু অর্থে

টীকা

শ্রবণানন্তরম্ তস্য ভগবতঃ উশতীং কমনীয়াং দ্যোতমানামৃষিকুল্যাম্ "যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ। স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে" ইতি শ্রীগীতানুসারেণ লোকশিক্ষার্থৈ ঋষিকুলযোগ্যাং সরস্বতীং বাণীমাস্বাদ্য তন্মাধুর্য্যমনুভূয় মন্যুদষ্টানামপি ক্রোধব্যাপ্তানামপি তেষামাত্মা মনঃ ন অতৃপ্যত অলং নামন্যত ॥ ১৩ ॥ কিঞ্চ সতীং সাধ্বীং লঘ্বীং মিতাক্ষরাং গুরুভির্বহুভিরর্থৈর্গহ্বরাং দুর্ব্বোধাম্ অগাধা-

তে যোগমায়য়ারব্ধপারমেষ্ঠ্যমহোদয়ম্।
প্রোচুঃ প্রাঞ্জলয়ো বিপ্রাঃ প্রহৃষ্টাঃ কুপিতত্বচঃ ॥ ১৫ ॥

শ্রীঋষয় উচুঃ

ন বয়ং ভগবন্! বিদ্মস্তব দেব! চিকীর্ষিতম্।
কৃতো মেঽনুগ্রহশ্চেতি যদধ্যক্ষঃ প্রভাষসে ॥ ১৬ ॥

অন্বয়

[অনন্তর] তে বিপ্রাঃ (সেই সনকাদি মুনিগণ) [ভগবানের বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিয়া] প্রহৃষ্টাঃ (আনন্দিত) কুপিতত্বচঃ (এবং ভগবান্ ভৃত্যদ্বয়কে নিগ্রহ ও আমাদিগকে অনুগ্রহ কি করিয়া করিবেন এই ভাবনায় রোমাঞ্চিতকলেবর হইয়া) যোগমায়য়া (স্বীয় সঙ্কল্পের দ্বারা) আরব্ধপারমেষ্ঠ্যমহোদয়ম্ (যিনি ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে বৈকুণ্ঠের পরমোৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন, সেই ভগবান্‌কে) প্রাঞ্জলয়ঃ (কৃতাঞ্জলিপুটে) প্রোচুঃ (বলিতে লাগিলেন) ॥ ১৫ ॥

শ্রীঋষয়ঃ উচুঃ (সনকাদি মুনিগণ বলিলেন) ভগবন্! (হে ষড়ৈশ্বর্য্যশালিন্!) দেব! (হে প্রভু!) তব (আপনার) চিকীর্ষিতম্ (কি করিতে অভিলাষ, তাহা) বয়ং (আমরা) ন বিদ্মঃ (বুঝিতে পারিলাম না) ; [তবে আপনি যে বলিয়াছেন "আপনাদিগকে অনুনয় করিতেছি" ইহা আপনি লোকশিক্ষার্থই বলিয়াছেন বুঝিতে পারিলাম] ; [আর আপনি যে] অধ্যক্ষঃ [সন্] (সর্ব্বনিয়ন্তা হইয়া) মে অনুগ্রহঃ কৃতঃ (আপনারা আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন) ইতি চ যৎ (ইহা যে) প্রভাষসে (বলিয়াছেন), [তাহাও লোকশিক্ষার্থই বুঝিলাম] ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ

দুর্ব্বোধ ও গভীর অর্থপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে বিচার করিলেন ; কিন্তু ভগবানের কি ইচ্ছা অর্থাৎ তাহাদিগকে কি নিন্দা করিলেন বা প্রশংসা করিলেন অথবা অনুচরদ্বয়ের দণ্ডহ্রাস করিলেন ইত্যাদি বিষয় কিছুই বুঝিতে পারিলেন না ॥১৪॥

অনন্তর সনকাদি মুনিগণ ভগবদ্বাক্যের তাৎপর্য্য অবগত হইয়া আনন্দিত এবং "ভগবান্ স্বীয় ভৃত্যদ্বয়কে নিগ্রহ ও আমাদিগকে অনুগ্রহ কি প্রকারে করিবেন" এই ভাবনায় রোমাঞ্চিতকলেবর হইয়া যিনি স্বীয় সঙ্কল্পের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে বৈকুণ্ঠের পরমোৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন, সেই ভগবান্‌কে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

সনকাদি মুনিগণ বলিলেন—হে ষড়ৈশ্বর্য্যশালিন্! হে প্রভু! আপনার ইচ্ছা কি

টীকা

মাশয়তঃ গম্ভীরাং বিষয়তঃ সরস্বতীং ব্যাদায় বিবৃত্য কর্ণমিতি শেষঃ। শৃণ্বন্তো বিগাহ্য বিলোড্য ধর্ম্মরক্ষায়ৈ লোকান্ শিক্ষয়িতুং "তদ্‌বঃ প্রসাদয়াম্যদ্য ব্রহ্ম দৈবং পরং হি মে" ইত্যাদি সরস্বতী ভগবতা ঈরিতেতি জ্ঞাত্বাপীত্যর্থঃ তচ্চিকীর্ষিতং ভগবতঃ তয়োঃ আত্মনু চ নিগ্রহমনুগ্রহং বা কর্ত্তুমিষ্টং মুনিশাপদ্বারৈব স্বভৃত্যবিবাসরূপং চ ন বিদুঃ ॥ ১৪ ॥ অতস্তৎসরস্বতীতাৎপর্য্যলাভাৎ প্রহৃষ্টাঃ অনয়োঃ অস্মাসু চ নিগ্রহমনুগ্রহং বা কথং করিষ্যতীতি চিন্তয়া কুপিতত্বচঃ যোগঃ সঙ্কল্পস্তদ্‌যুক্তয়া মায়য়া কৃপয়া ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে

ব্রহ্মণ্যস্য পরং দৈবং ব্রাহ্মণাঃ কিল তে প্রভো !
বিপ্রাণাং দেবদেবানাং ভগবানাত্মদৈবতম্ ॥ ১৭ ॥
ত্বত্তঃ সনাতনো ধর্ম্মো রক্ষ্যতে তনুভিস্তব ।
ধর্ম্মস্য পরমো গুহ্যো নির্ব্বিকারো ভবান্ মতঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়

প্রভো ! (হে ভগবন্ !) বিপ্রাণাং (ব্রাহ্মণগণের) দেবদেবানাং (এবং দেবদেব ব্রহ্মা ও শিব প্রভৃতির) ভগবান্ (আপনি) আত্মদৈবতম্ (কারণ ও উপাস্য দেবতা) ; ব্রহ্মণ্যস্য তে (সেই ব্রাহ্মণহিতে রত আপনার) ব্রাহ্মণাঃ (ব্রাহ্মণগণ) পরং দৈবং (পরম দেবতা) কিল (ইহা লোকশিক্ষার নিমিত্ত ব্যবহারমাত্র) ॥ ১৭॥

[হে ভগবন্ !] ত্বত্তঃ (আপনা হইতেই) সনাতনঃ ধর্ম্মঃ (বেদোক্ত সনাতন ধর্ম্ম) [প্রাদুর্ভূত হইয়াছে], তব (আপনার) তনুভিঃ (অবতার মূর্ত্তিদ্বারাই) রক্ষ্যতে (উহা রক্ষিত হইতেছে) ; নির্ব্বিকারঃ ভবান্ (নির্ব্বিকার আপনিই) ধর্ম্মস্য (ধর্ম্মের) গুহ্যঃ (অলৌকিক) পরমঃ (ফলস্বরূপ) মতঃ (ইহা সর্ব্ববেদসম্মত) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ

তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না ; তবে আপনি যে বলিয়াছেন "আপনাদিগকে অনুনয় করিতেছি" তাহা আপনি লোকশিক্ষার্থই বলিয়াছেন বলিয়া বুঝিতে পারিলাম। আর আঁপনি সর্ব্বনিয়ন্তা হইয়াও "আপনারা আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন" এই প্রকার যে বলিলেন, তাহাও লোকশিক্ষার নিমিত্তই বলিয়াছেন বলিয়া বুঝিলাম ॥ ১৬ ॥

হে প্রভো ! ব্রাহ্মণগণের এবং দেবদেব ব্রহ্মা ও শিবাদির আপনিই মূল ও উপাস্য দেবতা ; অতএব ব্রাহ্মণহিতে রত আপনি যে বলিয়াছেন "ব্রাহ্মণগণ পরমদেবতা" ইহা আপনার লোকশিক্ষার নিমিত্ত ব্যবহারমাত্র ॥ ১৭ ॥

হে ভগবন্ ! আপনা হইতে বেদোক্ত সনাতন ধর্ম্ম প্রাদুর্ভূত হইয়াছে এবং আপনার অবতার মূর্ত্তিদ্বারাই এই সনাতন ধর্ম্ম রক্ষিত হইতেছে। আর যাহা এই সনাতন ধর্ম্মের অলৌকিক ফল, তাহাও আপনিই ; অতএব লোকশিক্ষার নিমিত্ত আপনার এতাদৃশ বাক্য সঙ্গতই হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

টীকা

আরব্ধঃ আবিষ্কৃতঃ পারমেষ্ঠ্যস্য বৈকুণ্ঠস্য মহোদয়ো যেন তম্ প্রাঞ্জলয়ঃ প্রোচুঃ ॥ ১৫ ॥ চিকীর্ষিতং কর্ত্তুমিষ্টং ন বিদ্মঃ, তথা অনয়োঃ অস্মাসু চ যথেষ্টং নিগ্রহাদিকং কুর্ব্বিতি বক্তুং "তদ্বঃ প্রসাদয়াম্যস্ত" ইত্যাদি বাক্যস্যান্যথানুপপত্ত্যা লোকসংগ্রহার্থত্বং বিদ্মঃ ; ত্বং তু সর্ব্বেষাং স্বামী, ন তাদৃশবাক্যেন তব তেজঃ ক্ষতং ভবতীত্যাহুঃ—কৃতো মে ইত্যাদিনা। অধ্যক্ষঃ সন্ তদনুগ্রহো মে ইত্যাদ্যুক্ত্যা মমানুগ্রহঃ কৃতঃ ইতি যৎ প্রভাষসে, তল্লোকসংগ্রহার্থমিতি গম্যতে। অধ্যক্ষস্য সর্ব্বস্বামিনঃ অনুগ্রাহ্যত্বানুপপত্তেঃ ॥ ১৬ ॥ লোকশিক্ষার্থতা প্রপঞ্চ্যতে—ব্রহ্মণ্যেত্যাদিনা। বিপ্রাণাং কিং বহুনা দেবদেবানাং ব্রহ্মশিবাদীনামপি ভগবান্ ত্বম্ আত্মা মূলং দৈবতম্ উপাস্যং চ, তস্য তব ব্রহ্মণ্যস্য সতঃ ব্রাহ্মণাঃ পরং দৈবং হে প্রভো ! কিলেতি বার্ত্তায়াং, বার্ত্তা ব্যবহারঃ লোকশিক্ষায়ৈ ইত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

তরন্তি হ্যঞ্জসা মৃত্যুং নিবৃত্তা যদনুগ্রহাৎ।
যোগিনঃ স ভবান্ কিংস্বিদনুগৃহ্যেত যৎ পরৈঃ ॥১৯॥
যং বৈ বিভূতিরুপযাত্যনুবেলমন্যৈ-রর্থার্থিভিঃ স্বশিরসা ধৃতপাদরেণুঃ।
ধন্যার্পিতাঙ্ঘ্রিতুলসীনবদামধাম্নো লোকং মধুব্রতপতেরিব কাময়ানা ॥২০॥

অন্বয়

[আপনার লীলা লোকশিক্ষার নিমিত্ত না হইলে] যদনুগ্রহাৎ (যাঁহার অনুগ্রহে) নিবৃত্তাঃ (নিবৃত্তি-ধর্ম্মনিষ্ঠ) যোগিনঃ (যোগিগণ) অঞ্জসা (সাক্ষাৎ) মৃত্যুং তরন্তি হি (সংসার সাগর উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন), সঃ ভবান্ (তাদৃশ আপনি) যৎ (যে) পরৈঃ (অপরকর্ত্তৃক) অনুগৃহ্যেত (অনুগৃহীত হইয়া থাকেন), [তৎ] কিংস্বিৎ (তাহা আর কি হইতে পারে ? অর্থাৎ কিছুই নহে) ॥ ১৯ ॥

[এই অধ্যায়ের সপ্তম ও নবম শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন—"ব্রাহ্মণগণের সেবার ফলেই আমি বিরক্ত হইলেও ব্রহ্মাদি দেবগণের আরাধ্যা লক্ষ্মীদেবী আমাকে পরিত্যাগ করে না, ব্রাহ্মণসেবার ফলে আমার পাদপদ্মরেণু পবিত্র হইয়াছে ও আমি সংস্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছি এবং আমার পাদোদক শিব প্রভৃতি লোকসমূহকে পবিত্র করে, আমি ব্রাহ্মণের পদধূলি কিরাটে ধারণ করি" এই সকলও যে লোকশিক্ষার্থ ইহাই দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন] অন্যৈঃ অর্থার্থিভিঃ (কল্যাণকামিগণকর্ত্তৃক) স্বশিরসা (নিজ নিজ মস্তকে) ধৃতপাদরেণুঃ (যাঁহার পদধূলি ধৃত হইয়া থাকে) ধন্যার্পিতাঙ্ঘ্রিতুলসীনবদামধাম্নঃ (এবং ভক্তগণকর্ত্তৃক চরণে সমর্পিত নূতন তুলসীমালা যাঁহার আশয়স্থান, সেই) মধুব্রতপতেঃ (ভ্রমররাজের) লোকং (আশয়স্থান আপনার শ্রীচরণ) কাময়ানা ইব (কামনা করিয়াই যেন) বিভূতিঃ (লক্ষ্মীদেবী) অনুবেলং (প্রতিনিয়ত) যং (আপনাকে) উপযাতি বৈ (সেবা করিয়া থাকেন), [তাদৃশ আপনার পূর্ব্বোক্ত বাক্য লোকশিক্ষার নিমিত্তই হইয়া থাকে] ॥ ২০ ॥

অনুবাদ

আপনার অনুগ্রহে সংসারবিরাগী যোগিগণ সাক্ষাৎ সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন ; আপনি যদি লোকশিক্ষার জন্যই এইরূপ না করিবেন, তাহা হইলে "আপনি ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক অনুগৃহীত হইয়া থাকেন" এই আপনার উক্তির তাৎপর্য্য আর কি হইতে পারে ? অর্থাৎ লোকশিক্ষা ব্যতীত ইহার উদ্দেশ্য আর কিছুই হইতে পারে না ॥১৯॥

[এই অধ্যায়ের সপ্তম ও নবম শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন—"ব্রাহ্মণগণের সেবার ফলে

টীকা

তদযুক্তমেব ইত্যাহুঃ—ত্বত্ত ইতি। সনাতনঃ বেদপ্রোক্তঃ ধর্ম্মঃ ত্বত্তঃ এব ভবতি, তব তনুভিঃ মূর্ত্তিভিঃ রক্ষ্যতে চ। ধর্ম্মস্য চ পরমঃ ফলরূপঃ গুহ্যঃ দৃষ্টাৎ ঐহিকাদন্যঃ অবিকারী আমুষ্মিকাদন্যঃ মুক্ত-গম্যঃ মতঃ সর্ব্ববেদসম্মতঃ ভবানেব, অতো লোকশিক্ষার্থং তাদৃশবাক্যং তব সঙ্গতমিতি ভাবঃ ॥ ১৮ ॥ অন্যথা ত্বং যঃ সংসারার্ণবাদন্যানুদ্ধরতি, স ভবান্ অন্যৈঃ কথমনুগৃহ্যেত ইত্যাহুঃ—তরন্তীতি ॥ ১৯ ॥ যচ্চোক্তং "যৎ সেবয়া চরণপদ্মপবিত্ররেণুং, সদ্যঃ ক্ষতাখিলমলং প্রতিলব্ধশীলম্। ন শ্রীর্বিরক্তমপি মাং বিজহাতি যস্যাঃ, প্রেক্ষালবার্থমিতরে নিয়মান্ বহন্তি"॥ ইতি, "যেষাং বিভর্ম্যহমখণ্ডবিকুণ্ঠযোগমায়া-বিভূতিরমলাঙ্ঘ্রিরজ" ইতি চ, তদপি যথাশ্রুতত্বেহত্যন্তমনুপপন্নং, লোকশিক্ষার্থতয়া তু সঙ্গচ্ছতে ইত্যাশয়েনাহুঃ—যমিতি দ্বাভ্যাম্। অর্থার্থিভিঃ পুরুষার্থকামৈঃ শিরসাধৃতঃ পাদরেণুর্যস্যাঃ সা বিভূতিঃ

যস্তাং বিবিক্তচরিতৈরনুবর্ত্তমানাং নাত্যাদ্রিয়ৎ পরমভাগবতপ্রসঙ্গঃ।
স ত্বং দ্বিজানুপথপুণ্যরজঃপুনীতঃ শ্রীবৎসলক্ষ্ম কিমগা ভগভাজনস্ত্বম্ ॥২১॥

অন্বয়

যঃ (আপনি) বিবিক্তচরিতৈঃ (অসাধারণ সেবাদ্বারা) অনুবর্ত্তমানাং (সেবাকারিণী) তাং (সেই লক্ষ্মীদেবীকেও) ন অত্যাদ্রিয়ৎ (অতি আদর করেন না) ; পরমভাগবতপ্রসঙ্গঃ (পরমবৈষ্ণব ব্রহ্মাশিবাদির সহিত উত্তম সঙ্গ যাঁহার হইয়া থাকে), সঃ ত্বং (তাদৃশ আপনি) দ্বিজানুপথপুণ্যরজঃপুনীতঃ কিম্ ? (ব্রাহ্মণগণের পথসংলগ্ন পবিত্র পদধূলিদ্বারা পবিত্র হইয়াছেন কি ?) [কিঞ্চ] যঃ ভগভাজনঃ (এবং সমস্ত ঐশ্বর্য্যের আধার হইয়া) [সঃ] ত্বং (আপনি) শ্রীবৎসলক্ষ্ম অগাঃ [কিম] ? (ঐশ্বর্য্যের নিমিত্ত শ্রীবৎসচিহ্ন ধারণ করিয়াছেন কি ?) [অর্থাৎ কখনই নহে] ॥২১॥

অনুবাদ

আমার পদরেণু পবিত্র হইয়াছে ও আমি সৎস্বভাবসম্পন্ন হইয়াছি এবং ব্রাহ্মণসেবার ফলেই ব্রহ্মাদি দেবগণের আরাধ্যা লক্ষ্মীদেবী অনাসক্ত হইলেও আমাকে পরিত্যাগ করে না ; আমার পাদোদক লোকসমূহকে পবিত্র করে ; আমি স্বীয় কিরীটে ব্রাহ্মণগণের পদধূলি ধারণ করিয়া থাকি।" এই সকল ভগবদ্বাক্যও যে লোকশিক্ষার নিমিত্ত, তাহাই এক্ষণে দুইটি শ্লোকে সনকাদি মুনিগণ বলিতেছেন]—হে ভগবন্! পুরুষার্থকামী পুরুষগণ নিজ নিজ মস্তকে আপনার পদধূলি ধারণ করিয়া থাকেন এবং ভক্তগণসমর্পিত নূতন তুলসীমালা যাহার আশ্রয়, সেই মধুকররাজের আশ্রয়স্থান আপনার শ্রীচরণ কামনা করিয়াই যেন লক্ষ্মীদেবী প্রতিনিয়ত আপনাকে সেবা করিয়া থাকেন ; এতাদৃশ আপনার পূর্ব্বোক্ত বাক্যসমূহ লোকশিক্ষা ভিন্ন আর কিছুই নহে ॥ ২০ ॥

[লক্ষ্মীদেবী যেন ইহাই মনে করিয়াছেন যে—"এই ভ্রমররাজ সারগ্রাহী ও স্বভাবতঃ চঞ্চল ; মধুগ্রহণের নিমিত্ত সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া থাকে ; কিন্তু সেই ভ্রমররাজ যখন ভগবানের পাদপদ্মস্থিত তুলসীতে দলবদ্ধ হইয়া নিশ্চলভাবে রত আছে, তখন নিশ্চয়ই ভগবানের পাদপদ্মের মহিমা অত্যধিক হইবে ; যদিও আমি ভগবানের বক্ষঃস্থলে অবস্থান করিতেছি, তথাপি আমার এ সৌভাগ্য পরিত্যাগ করা উচিত নহে ; ভগবানের চরণকমল সেবা করিতে গিয়া যদিও বহু সেবকবৃন্দের সহিত দ্বন্দ্ব ও সপত্নী তুলসীর সহিত বিবাদ হইতে পারে, তথাপি আমি শ্রীচরণ সেবাই করিব।" ইহা মনে করিয়া] অপরাপর উপাসকগণের সেবা হইতে ভিন্ন প্রকারের উৎকৃষ্ট সেবাদ্বারা সতত সেবাকারিণী

টীকা

লক্ষ্মীঃ বক্ষসি স্থিতাপি ধন্যৈঃ সুকৃতিভিঃ অর্পিতম্ অঙ্ঘ্রৌ যত্তুলস্যাঃ নবদাম নূতনা মালা তদ্ধাম স্থানং মধুব্রতপতেঃ ভ্রমররাজস্য লোকং স্থানম্, অঙ্ঘ্রিং বসবিশেষলোভেন কাময়ানেব অনুবেলম্ অবসরে যমুপযাতি সেবতে ॥ ২০ ॥ যস্তু বিবিক্তচরিতৈঃ অন্যোপাসকসেবাপ্রকারভিন্নৈঃ তদসাধারণৈঃ সেবাপ্রকারৈঃ অনুবর্ত্তমানামপি নাত্যাদ্রিয়ৎ নাতীবাদৃতবান্। পরমভাগবতানাং ব্রহ্মশিবাদীনামপি প্রকৃষ্টঃ শুদ্ধার্থং সঙ্গো যস্মিন্, স ত্বং দ্বিজানামনুপথং পথি পথি লগ্নং যৎ পুণ্যং রজস্তেন পুনীতঃ পবিত্রী-

ধর্ম্মস্য তে ভগবতস্ত্রিযুগ ! ত্রিভিঃ স্বৈঃ পদ্‌ভিশ্চবাচবমিদং দ্বিজদেবতার্থম্ ।
নূনং ভৃতং তদভিঘাতি বজস্তমশ্চ সত্ত্বেন নো ববদযা তনুবা নিবস্য ॥২২॥

অন্বয়

ত্রিযুগ ! (হে ষড়ৈশ্বর্য্যশালিন্ !) দ্বিজদেবতার্থম (দ্বিজগণ ও দেবতাগণেব বক্ষাব নিমিত্ত) নঃ (আমাদেব) ববদযা (ববদাযিনী) তনুবা (নানাবিধ মূর্ত্তিদ্বাবা) তদভিঘাতি (তপস্যা প্রভৃতিব বিঘ্নকব) বজঃ তমঃ চ (বজঃ ও তমোগুণ) নিবস্য (নিবস্ত কবিযাছেন এবং) ভগবতঃ ধর্ম্মস্য তে (ধর্ম্মরূপী আপনাব) সত্ত্বেন (সত্ত্বগুণকার্য্য সত্যেব সহিত) ত্রিভিঃ স্বৈঃ পদ্ভিঃ (তপঃ, শৌচ ও দয়া এই স্বীয ত্রিপাদেব দ্বাবা) নূনম (নিশ্চযই) ইদং চবাচবং (এই চবাচব বিশ্ব) ভৃতং (পালন কবিতেছেন) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ

লক্ষ্মীদেবীকেও আপনি অত্যধিক আদব কবেন না, পবম-বৈষ্ণব ব্রহ্মা ও শিবাদিব সহিত আপনাব উত্তম সঙ্গ হইযা থাকে, তাদৃশ আপনি ব্রাহ্মণগণেব পথসংলগ্ন পবিত্র পদধূলিদ্বাবা পবিত্র হইযাছেন কি ? অর্থাৎ কখনই নহে এবং আপনি সমস্ত ঐশ্বর্য্যেব আকব হইযা ঐশ্বর্য্যেব নিমিত্ত শ্রীবৎসচিহ্ন ধাবণ কবিযাছেন কি ? অর্থাৎ কখনই নহে। আপনাব বাক্যেব যথাশ্রুত অর্থ কখনই সঙ্গত হইতে পাবে না, তবে আমবা ইহাই বুঝিযাছি যে এই সকল লীলা আপনি লোকশিক্ষাব নিমিত্তই কবিযা থাকেন ॥২১॥

[এক্ষণে "ব্রাহ্মণগণেব বক্ষাতেই বৈদিক ধর্ম্ম বক্ষিত হইযা থাকে, এই জন্যই ভগবান্ লোকশিক্ষাব নিমিত্ত ব্রাহ্মণেব প্রতি অবনত হইযা থাকেন" ইহাই তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন] —হে ষড়ৈশ্বর্য্যশালিন ! ব্রাহ্মণ ও দেবগণেব বক্ষাব নিমিত্তই আপনি আমাদেব ববপ্রদাযিনী নানাবিধ মূর্ত্তিব দ্বাবা তপস্যা প্রভৃতি চতুষ্পাদ্ধর্ম্মেব বিঘ্নকব বজঃ ও তমোগুণ বিনাশ করিযা থাকেন এবং ধর্ম্মরূপী আপনাব সত্য, তপঃ, শৌচ ও দযা এই পাদচতুষ্টয়ের দ্বারাই এই চবাচব বিশ্ব পালন করিতেছেন ॥ ২২ ॥

টীকা

কিঞ্চ কিম ? যশ্চ ভগবজ্জনঃ স্বাভাবিকৈশ্বর্য্যনিধিঃ, স ত্বং শ্রীবৎসলাঞ্ছন অগাঃ ঐশ্বর্য্যার্থং স্বীকৃতবানসি কিম ? নহি ভগবন্। যথাশ্রুতং তে বাক্যমুপপন্নম, অপি তু লোকশিক্ষার্থমিতি ভাবঃ ॥২১॥ কিঞ্চ দ্বিজোত্তমানাং বক্ষার্থং বিশ্বং ত্বযৈব পালিতং তদ্রক্ষাভাবে তন্নাশে বেদমার্গনাশঃ স্যাৎ, অতঃ লোকশিক্ষার্থং বিপ্রে অবনতস্য তব তেজো হানির্ন ইত্যাহুঃ—ধর্ম্মস্যেতি ত্রিভিঃ। হে ত্রিযুগ ! ষাড়্‌গুণ্যনিধে। দ্বিজেষু যা দেবতা ব্রাহ্মণজাতিঃ, তদ্রক্ষার্থং ধর্ম্মস্য ধর্ম্মরূপস্য তে ত্রিভিঃ সত্ত্বেন সত্ত্বগুণজন্যেন সত্যেন সহিতৈঃ চতুর্ভিরিত্যর্থঃ। স্বৈঃ স্বাসাধাবণৈঃ তপঃ শৌচদয়াসত্যৈঃ ইদং বিশ্বং নূনং নিশ্চিতম ভৃতং পালিতম, কিং কৃত্বা ? নো ববদয়া তন্বা মূর্ত্ত্যা জাতাবেকবচনম্। নানামূর্ত্তিভিঃ তদবঘাতি তপআদিঘাতকং বজস্তমশ্চ নিবস্য নিবাকৃত্য ॥ ২২ ॥ বৃষঃ শ্রেষ্ঠস্তমাত্মগোপং ভবতৈব বক্ষণীযম্ অর্হণেন পূজনেন সূনৃতেন প্রিয়বাক্য সহিতেন যদি ন গোপ্তা ন রক্ষিতা, তর্হ্যেব হে দেব ! বেদমার্গং নঙ্ক্ষ্যতি নাশং যাস্যতি, ঋষভস্য শ্রেষ্ঠস্য তব তদিদমাচরণং প্রমাণম্ অগ্র

ন ত্বং দ্বিজোত্তমকুলং যদি হাত্মগোপং গোপ্তা বৃষস্ত্বর্হণেন সসূনৃতেন।
তর্হ্যেব নঙ্ক্ষ্যতি শিবস্তব দেব ! পন্থা লোকোঽগ্রহীষ্যদৃষভস্য হি তৎ প্রমাণম্ ॥২৩॥
তত্তেঽনভীষ্টমিব সত্ত্বনিধের্বিধিৎসোঃ ক্ষেমং জনায় নিজশক্তিভিরুদ্ধৃতারেঃ।
নৈতাবতা ত্র্যধিপতের্ব্বত বিশ্বভর্ত্তু-স্তেজঃ ক্ষতং তব নতস্য স তে বিনোদঃ ॥২৪॥

অন্বয়

দেব ! (হে ভগবন্ !) বৃষঃ (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) ত্বং তু (আপনি) সসূনৃতেন (প্রিয়বাক্যের সহিত) অর্হণেন (পূজাদ্বারা) যদি আত্মগোপং (যদি নিজের রক্ষণীয়) দ্বিজোত্তমকুলং (শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলকে) ন গোপ্তা (রক্ষা না করিতেন), তর্হি এব (তবে) শিবঃ পন্থা (মঙ্গলময় বেদমার্গ) নঙ্ক্ষ্যতি হি (বিনষ্ট হইত) ; হি (যেহেতু) লোকঃ (লোকসমূহ) ঋষভস্য তব (শ্রেষ্ঠ আপনার) তৎ (এই আচরণ) প্রমাণং অগ্রহীষ্যৎ (প্রমাণ-রূপে গ্রহণ করিত) ॥ ২৩ ॥

জনায় (লোকের) ক্ষেমং (মঙ্গল) বিধিৎসোঃ (বিধানেচ্ছু) নিজশক্তিভিঃ (স্বশক্তিভূত লোকপাল সমূহের দ্বারা) উদ্ধৃতারেঃ (ধর্ম্মবিরোধীর উচ্ছেদকারী) সত্ত্বনিধেঃ (সত্ত্বমূর্ত্তি) তে (আপনার) তৎ (সেই বেদমার্গের বিনাশ) অনভীষ্টম্ ইব (অভিলষিত নহে), এতাবতা (এই প্রকার লীলায়) নতস্য (ব্রাহ্মণের প্রতি প্রণত) ত্র্যধিপতেঃ (ত্রিলোকাধিপতি) বিশ্বভর্ত্তুঃ (বিশ্বপালক) তব (আপনার) তেজঃ (প্রভাব) ন ক্ষতং (ক্ষীণ হয় না) ; বত ! (আহা !) সঃ (সেই বেদমার্গ রক্ষার নিমিত্ত যে ব্রাহ্মণের প্রতি নমস্কারাদি, তাহা) তে (আপনার) বিনোদঃ (লীলাবিলাসমাত্র) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ

হে দেব ! সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আপনি যদি আপনার রক্ষণীয় শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলকে প্রিয়বাক্য ও সম্মানাদিদ্বারা রক্ষা না করিতেন, তবে আপনার এই মঙ্গলময় বেদমার্গ বিনষ্ট হইয়া যাইত ; কারণ লোকসমূহ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আপনার আচরণেরই অনুকরণ করিত ; অতএব আপনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াও লোকশিক্ষার নিমিত্তই ব্রাহ্মণের পূজা করিয়া থাকেন ॥ ২৩ ॥

আপনি লোকসমূহের মঙ্গলবিধান করিতে ইচ্ছা করিয়া স্বীয় শক্তিস্থানীয় লোকপালাদির দ্বারা ধর্ম্মবিরোধীর উচ্ছেদ করিয়া থাকেন ; আপনি সত্ত্বমূর্ত্তিস্বরূপ ; অতএব বেদমার্গের বিনাশ আপনার কখনই অভীষ্ট নহে। এই যে আপনি ব্রাহ্মণের প্রতি নমস্কারাদি করিয়া থাকেন, তাহাতে ত্রিলোকাধিপতি বিশ্বপালক আপনার প্রভাব কখনও ক্ষীণ হয় না ; বেদমার্গ রক্ষার নিমিত্ত ইহা আপনার লীলাবিলাসমাত্র ॥ ২৪ ॥

টীকা

হীষ্যৎ। "যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ। স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে" ইতি শ্রীমুখোক্তেশ্চ ॥ ২৩ ॥ ক্ষেমং কুশলং বিধাতুমিচ্ছোঃ ইব শব্দ এবার্থে, তদ্বেদমার্গনশনমনভীষ্টমেব স্যাৎ। অতো বেদমার্গরক্ষার্থং ব্রহ্মকুলে অবনতির্যুক্তৈব, অবনতস্য তব এতাবতা অবনতিমাত্রেণ ত্র্যধিপতেস্ত্রিলোকস্বামিনঃ তেজঃ প্রভাবঃ ন ক্ষতং ক্ষীণং ন ভবতি। স বেদমার্গরক্ষার্থঃ নমনাদিস্তে বিনোদঃ ॥ ২৪ ॥ অনুমন্মহি অনুমন্যামহে, কিল্বিষেণ শাপেন অযুঙ্ক্ষহি যোজিতবন্তঃ ॥ ২৫ ॥

যং বানয়োর্দমমধীশ ! ভবান্ বিধত্তে বৃত্তিং নু বা তদনুমন্মহি নির্ব্ব্যলীকম্ ।
অস্মাসু বা য উচিতো ধ্রিয়তাং স দণ্ডো যেঽনাগসৌ বয়মযুঙ্‌ক্ষ্মহি কিল্বিষেণ ॥২৫॥

শ্রীভগবানুবাচ

এতৌ সুরেতরগতিং প্রতিপদ্য সদ্যঃ সংরম্ভসম্ভৃতসমাধ্যনুবদ্ধযোগৌ ।
ভূয়ঃ সকাশমুপযাস্যত আশু যো বঃ শাপো ময়ৈব নিমিতস্তদবৈত বিপ্রাঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়

অধীশ ! (হে জগদীশ্বর !) ভবান্ (আপনি) অনয়োঃ (এই জয় ও বিজয়ের) যং বা দমং (যে দণ্ড) নু বা (অথবা) বৃত্তিং (জীবিকা) বিধত্তে (বিধান করেন), তৎ (তাহা) নির্ব্যলীকম (সন্তুষ্টচিত্তে) অনুমন্মহি (আমরা অনুমোদন করিতেছি)। যে বয়ং (আমরা) অনাগসৌ (নিরপরাধী) [এই জয় ও বিজয়কে] কিল্বিষেণ অযুঙ্‌ক্ষ্মহি (শাপ প্রদান করিয়াছি), [অতএব] অস্মাসু বা (আমাদিগেরও) যঃ উচিতঃ সঃ দণ্ডঃ (সমুচিত দণ্ড) ধ্রিয়তাম্ (বিধান করুন) ॥ ২৫ ॥

শ্রীভগবান উবাচ (ভগবান্ বলিলেন) বিপ্রাঃ (হে মুনিগণ !) এতৌ (আমার দ্বারপালদ্বয়) সদ্যঃ [এব] (এই ক্ষণেই) সুরেতরগতিং (অসুরজন্ম) প্রতিপদ্য (প্রাপ্ত হইয়া) সংরম্ভসম্ভৃতসমাধ্যনুবদ্ধযোগৌ (আমার প্রতি ক্রোধবশতঃ সমধিক চিত্তৈকাগ্রতা লাভ করিয়া) ভূয়ঃ (পুনরায়) আশু (শীঘ্রই) সকাশম্ (আমার নিকটে) উপযাস্যতঃ (আগমন করিবে), বঃ (আপনাদের) যঃ শাপঃ (প্রদত্ত যে শাপ), তং (তাহা) ময়া এব (আমিই) নিমিতঃ (বিধান করিয়াছি বলিয়া) অবৈত (জানিবেন) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ

হে প্রভো ! এক্ষণে যদি আপনি এই জয় ও বিজয়ের অপর কোনও দণ্ড অথবা অপর কোনও বৃত্তি বিধান করেন, আমরা সন্তুষ্টচিত্তে তাহা অনুমোদন করিব। আমরা এই নিরপরাধী জয় ও বিজয়কে শাপ প্রদান করিয়া অন্যায় করিয়াছি, অতএব আমাদিগেরও সমুচিত দণ্ড বিধান করুন ॥২৫॥

ভগবান্ বলিলেন—হে মুনিগণ ! আমার দ্বারপালদ্বয় এই ক্ষণেই অসুরজন্ম লাভ করিবে এবং সেই অসুরজন্মে আমার প্রতি ক্রোধবশতঃ তাহাদের চিত্তৈকাগ্রতা বর্দ্ধিত হইবে ; তাহার ফলে শীঘ্রই আমার নিকটে তাহারা ফিরিয়া আসিবে। আপনারা যে শাপ প্রদান করিয়াছেন, তাহা আমি পূর্ব্বেই বিধান করিয়া রাখিয়াছি, অতএব আপনাদের কোনও অপরাধ নাই ॥ ২৬ ॥

টীকা

নাত্র ভবতাং কশ্চিদপরাধঃ, শাপস্তু ময়ৈব কারিতঃ। এতৌ তু বহূনামসুরাণামুপকারায় মদিচ্ছয়ৈব অসুরযোনিং প্রাপ্য শীঘ্রমাগমিষ্যত ইতি মচ্চিকীর্ষিতং জ্ঞাত্বা সুখিনো ভবন্ত্বিত্যাশয়েনাহ—ভগবানেতাবিতি। সংরম্ভেণ ক্রোধাবেশেন সম্ভৃতঃ সমৃদ্ধঃ যঃ সমাধিঃ মনসঃ ঐকাগ্র্যং তেনানুবদ্ধো দৃঢ়ীকৃতো যোগো যয়োঃ তৌ, হে বিপ্রাঃ ! যো বঃ শাপঃ যুষ্মৎকৃতঃ শাপঃ সঃ ময়ৈব নিমিতঃ নির্ম্মিতঃ কারিতঃ।

শ্রীব্রহ্মোবাচ

অথ তে মুনয়ো দৃষ্ট্বা নয়নানন্দভাজনম্ ।
বৈকুণ্ঠং তদধিষ্ঠানং বিকুণ্ঠঞ্চ স্বয়ম্প্রভম্ ॥২৭॥
ভগবন্তং পরিক্রম্য প্রণিপত্যানুমান্য চ ।
প্রতিজগ্মুঃ প্রমুদিতাঃ শংসন্তো বৈষ্ণবীং শ্রিয়ম্ ॥২৮॥
ভগবাননুগাবাহ যাতং মা ভৈষ্টমস্তু শম্ ।
ব্রহ্মতেজঃ সমর্থোঽপি হন্তুং নেচ্ছে মতন্তু মে ॥২৯॥

অন্বয়

শ্রীব্রহ্মা উবাচ (ব্রহ্মা বলিলেন) অথ (অনন্তর) তে মুনয়ঃ (সেই সনকাদি মুনিগণ) নয়নানন্দভাজনং (নয়নের আনন্দজনক) স্বয়ম্প্রভং (স্বপ্রকাশ) বিকুণ্ঠং (শ্রীহরিকে) তদধিষ্ঠানং বৈকুণ্ঠং চ (ও শ্রীহরির নিবাসস্থান বৈকুণ্ঠধাম) দৃষ্ট্বা (দর্শন করিয়া) ভগবন্তং পরিক্রম্য (ভগবান্‌কে প্রদক্ষিণ করিয়া) প্রণিপত্য (প্রণাম করতঃ) অনুমান্য চ (তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিয়া) প্রমুদিতাঃ (হৃষ্টচিত্তে) বৈষ্ণবীং শ্রিয়ং (বিষ্ণুলোকের ঐশ্বর্য্য) শংসন্তঃ (বর্ণনা করিতে করিতে) প্রতিজগ্মুঃ (স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন) ॥ ২৭-২৮ ॥

ভগবান্ (শ্রীহরি) অনুগৌ (স্বীয় অনুচরদ্বয়কে) আহ (বলিলেন) যাতম্ (তোমরা গমন কর); মা ভৈষ্টম্ (ভয় করিও না); শম্ (মঙ্গল) অস্তু (হউক)। ব্রহ্মতেজঃ (ব্রহ্মশাপ) হন্তুং (নিবারণ করিতে) সমর্থঃ অপি (সমর্থ হইলেও) [আমি] ন ইচ্ছে (তাহা ইচ্ছা করি না); তু (কারণ) [এই সনকাদি প্রদত্ত অভিশাপ] মে (আমারই) মতম্ (সম্মত অর্থাৎ অভিলষিত) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ

ব্রহ্মা বলিলেন—অনন্তর সেই সনকাদি মুনিগণ নয়নের আনন্দপ্রদ স্বপ্রকাশ শ্রীহরিকে ও শ্রীহরির নিবাসস্থান বৈকুণ্ঠধাম দর্শন করিয়া ভগবান্‌কে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিলেন এবং ভগবানের নিকট হইতে অনুমতি লইয়া হৃষ্টচিত্তে বিষ্ণুলোকের ঐশ্বর্য্য বর্ণনা করিতে করিতে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন ॥ ২৭-২৮ ॥

অনন্তর ভগবান্ শ্রীহরি স্বীয় অনুচরদ্বয়কে বলিলেন—তোমরা গমন কর : ভয় করিও না ; তোমাদের মঙ্গল হউক। আমি ব্রহ্মশাপ নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেও তাহা আমার অভিলষিত নহে, পরন্তু সনকাদি প্রদত্ত অভিশাপ আমারই অভিপ্রেত ॥ ২৯ ॥

টীকা

তৎ মম কৃত্যমবৈত জানীত ॥ ২৬ ॥ স্বয়ম্প্রভম্ স্বপ্রকাশম্ ॥ ২৭—২৮ ॥ ব্রহ্মতেজঃ সনকাদিশাপরূপং তেজঃ মে মমৈব মতম্ সম্মতম্। যুবাং নিমিত্তীকৃত্য বহুজনকল্যাণার্থং বারাহাদ্যবতারৈঃ বিহরিষ্যামীতি ভাবঃ। অন্যথা সনকাদীনাং ক্রোধঃ, হরিদ্বারপালয়োর্মুনিপ্রাতিকূল্যং, বৈকুণ্ঠবাসিনাং

এতৎ পুরৈব নির্দ্দিষ্টং রময়া ক্রুদ্ধয়া যদা।
পুরাপবারিতা দ্বারি বিশন্তী ময্যুপারতে ॥৩০॥
ময়ি সংরম্ভযোগেন নিস্তীর্য্য ব্রহ্মহেলনম্।
প্রত্যেষ্যতং নিকাশং মে কালেনাল্পীয়সা পুনঃ ॥৩১॥
দ্বাঃস্থাবাদিশ্য ভগবান্ বিমানশ্রেণিভূষণম্।
সর্ব্বাতিশয়য়া লক্ষ্ম্যা জুষ্টং স্বং ধিষ্ণ্যমাবিশৎ ॥৩২॥
তৌ তু গীর্ব্বাণবৃষভৌ দুস্তরাদ্ধরিলোকতঃ।
হতশ্রিয়ৌ ব্রহ্মশাপাদভূতাং বিগতস্ময়ৌ ॥৩৩॥

অন্বয়

পুরা (পূর্ব্বে) যদা (যখন) ময়ি উপারতে (আমি যোগনিদ্রায় শয়ান থাকিলে) বিশন্তী (লক্ষ্মীদেবী বাহিরে গিয়া পুনরায় প্রবেশ করিতে আসিলে) দ্বারি (দ্বারদেশে) [তোমাদিগকর্ত্তৃক] পুরা অপবারিতা (নিবারিতা হইয়াছিলেন), [তখন] ক্রুদ্ধয়া রময়া এব (ক্রুদ্ধা লক্ষ্মীদেবীই) এতৎ (এই তোমাদের বৈকুণ্ঠধাম হইতে পতন) নির্দ্দিষ্টম্ (নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন) ॥৩০॥

[তোমরা] ময়ি (আমাতে) সংরম্ভযোগেন (ক্রোধবশতঃ অর্থাৎ আমার প্রতি শত্রুভাব অবলম্বন করিয়া) ব্রহ্মহেলনং (ব্রহ্মশাপ) নিস্তীর্য্য (ভোগ করতঃ) পুনঃ (পুনরায়) অল্পীয়সা কালেন (অল্পকালের মধ্যে) মে (আমার) নিকাশং (নিকটে) প্রত্যেষ্যতম্ (আগমন করিবে) ॥ ৩১ ॥

ভগবান্ (শ্রীহরি) দ্বাঃস্থৌ (দ্বারপালদ্বয়কে) আদিশ্য (আদেশ করিয়া) বিমানশ্রেণিভূষণং (ব্যোমযানসমূহে সমলঙ্কৃত) সর্ব্বাতিশয়য়া লক্ষ্ম্যা (ও সর্ব্বোত্তম ঐশ্বর্য্যে) জুষ্টং (শোভিত) স্বং ধিষ্ণ্যম্ (স্বীয় বাসস্থানে) আবিশৎ (প্রবেশ করিলেন) ॥ ৩২ ॥

গীর্ব্বাণবৃষভৌ (দেবশ্রেষ্ঠ) তৌ তু (সেই জয় ও বিজয়) দুস্তরাৎ ব্রহ্মশাপাৎ (দুস্তর ব্রহ্মশাপহেতু)

অনুবাদ

পূর্ব্বে যখন আমি যোগনিদ্রায় শয়ন করিয়াছিলাম এবং লক্ষ্মীদেবী আমার আলয় হইতে বাহিরে গিয়া পুনরায় প্রবেশ করিতে আসিয়া তোমাদিগকর্ত্তৃক নিবারিতা হইয়াছিলেন, তখনই লক্ষ্মীদেবী ক্রুদ্ধা হইয়া তোমাদের বৈকুণ্ঠধাম হইতে পতন নির্দ্ধারণ করিয়াছেন ; এক্ষণে সনকাদি মুনিগণ নিমিত্তমাত্র ॥ ৩০ ॥

তোমরা অসুরজন্ম প্রাপ্ত হইয়া আমার প্রতি শত্রুভাব অবলম্বন করতঃ অল্পকালের মধ্যেই ব্রহ্মশাপ ভোগ করিয়া আমার নিকটে ফিরিয়া আসিবে। সেখানে অধিক কাল তোমাদের থাকিতে হইবে না ; অতএব ভয় করিও না ॥ ৩১ ॥

ভগবান্ শ্রীহরি দ্বারপালদ্বয়কে এইরূপ আদেশ করিয়া ব্যোমযানসমূহে সমলঙ্কৃত ও সর্ব্বোত্তম ঐশ্বর্য্যে শোভিত স্বীয় বাসস্থানে প্রবেশ করিলেন ॥৩২॥

অনন্তর সেই দেবশ্রেষ্ঠ জয় ও বিজয় দুস্তর ব্রহ্মশাপহেতু বৈকুণ্ঠধাম হইতে পতিত হইয়া গর্ব্বহীন ও নষ্টশ্রী হইল ॥ ৩৩ ॥

টীকা

পুনর্জ্জন্ম চ নৈব স্যাৎ ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥ মে নিকাশং সমীপং প্রত্যেষ্যতম্ প্রত্যাগচ্ছতম্ ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥

তদা বিকুণ্ঠধিষণাত্তয়োর্নিপতমানয়োঃ।
হাহাকারো মহানাসীদ্বিমানাগ্র্যেষু পুত্রকাঃ! ॥৩৪॥
তাবেব হ্যধুনা প্রাপ্তৌ পার্ষদপ্রবরৌ হরেঃ।
দিতের্জ্জঠরনির্ব্বিষ্টং কাশ্যপং তেজ উল্বণম্ ॥৩৫॥
তয়োরসুরয়োরদ্য তেজসা যময়োর্হি বঃ।
আক্ষিপ্তং তেজ এতর্হি ভগবাংস্তদ্বিধিৎসতি ॥৩৬॥

অন্বয়

হরিলোকতঃ (বৈকুণ্ঠধাম হইতে) [পতিত হইয়া] বিগতস্ময়ৌ (গর্ব্বহীন) হতশ্রিয়ৌ চ (ও হতশ্রী) অভূতাম্ (হইল) ॥ ৩৩ ॥

পুত্রকাঃ! (হে দেবগণ!) তদা (তখন) বিকুণ্ঠধিষণাৎ (বৈকুণ্ঠলোক হইতে) নিপতমানযোঃ তয়োঃ (নিপতিত সেই জয় ও বিজয়ের সম্বন্ধে) বিমানাগ্র্যেষু (সত্যাদি লোকস্থিত শ্রেষ্ঠ বিমান-সমূহে) মহান্ হাহাকারঃ (অতিশয় হাহাকারধ্বনি) আসীৎ (হইয়াছিল) ॥ ৩৪ ॥

হরেঃ (শ্রীহরির) তৌ পার্ষদপ্রবরৌ এব (সেই পার্ষদপ্রবর জয় ও বিজয়ই) অধুনা (এক্ষণে) দিতেঃ (দিতির) জঠরনির্ব্বিষ্টং (উদরে প্রবিষ্ট) কাশ্যপম্ (কশ্যপের) উল্বণং তেজঃ (অতি উৎকট বীর্য্য) প্রাপ্তৌ হি (প্রাপ্ত হইয়াছে) ॥ ৩৫ ॥

যময়োঃ (যমজ) তয়োঃ অসুরয়োঃ (সেই অসুরদ্বয়ের) তেজসা হি (তেজের দ্বারাই) অদ্য (সম্প্রতি) বঃ (তোমাদের) তেজঃ (তেজ) আক্ষিপ্তং (তিরোহিত হইয়াছে) ; এতর্হি (এক্ষণে) তৎ (তোমাদের তেজের তিরোধান) ভগবান্ বিধিৎসতি (ভগবানই ইচ্ছা করিয়াছেন) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ

হে দেবগণ! যখন তাহারা নিপতিত হইতেছিল, তখন তাহাদের সম্বন্ধে সত্যাদি লোকস্থিত শ্রেষ্ঠ বিমানসমূহে অতিশয় হাহাকারধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল অর্থাৎ আহা! ইহারা ভগবৎপার্ষদ হইয়াও নিপতিত হইল ইত্যাদি হাহাকারধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল ॥ ৩৪ ॥

হে দেবগণ! শ্রীহরির সেই পার্ষদপ্রবর জয় ও বিজয়ই এক্ষণে দিতির উদরে প্রবিষ্ট কশ্যপের অমোঘ বীর্য্যে দেহপ্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ৩৫ ॥

সেই যমজ অসুরদ্বয়ের তেজের দ্বারাই সম্প্রতি তোমাদের তেজ তিরোহিত হইয়াছে; ইহার প্রতিকারে আমার সামর্থ্য নাই; কারণ ভগবানই এক্ষণে তোমাদের তেজের তিরোধান ইচ্ছা করিয়াছেন ॥ ৩৬ ॥

টীকা

দুস্তরাদ্ ব্রহ্মশাপাদ্ হরিলোকতঃ পতন্তৌ হতশ্রিয়ৌ বিগতস্ময়ৌ নষ্টগর্ব্বৌ চ অভূতাম্ ॥ ৩৩ ॥ হে পুত্রকাঃ! ॥ ৩৪ ॥ তেজো বীর্য্যং প্রাপ্তৌ ॥ ৩৫ ॥ আক্ষিপ্তং তিরস্কৃতম্, তদ্যুষ্মৎতেজসস্তিরস্কারং

বিশ্বস্য যঃ স্থিতিলয়োদ্ভবহেতুরাদ্যো যোগেশ্বরৈরপি দুরত্যয়যোগমায়ঃ।
ক্ষেমং বিধাস্যতি স নো ভগবাংস্ত্র্যধীশ-স্তত্রাস্মদীয়বিমৃশেন কিয়ানিহার্থঃ ॥৩৭॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে
বিদুরমৈত্রেয়সংবাদে জয়বিজয়ভ্রংশো নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়

যঃ (যিনি) বিশ্বস্য (জগতের) আদ্যঃ স্থিতিলয়োদ্ভবহেতুঃ (সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের আদিকর্ত্তা) যোগেশ্বরৈঃ অপি (এবং যোগেশ্বরগণকর্ত্তৃকও) দুরত্যয়যোগমায়ঃ , যাঁহার সঙ্কল্পরূপা মায়াশক্তি দুজ্ঞে'য়া, সেই) ত্র্যধীশঃ (গুণত্রয়ের অধীশ্বর) সঃ ভগবান্ (শ্রীহরি) তত্র (ঐ বিষয়ে) নঃ (আমাদের) ক্ষেমং বিধাস্যতি (মঙ্গল বিধান করিবেন) ; ইহ (এই বিষয়ে) অস্মদীয়বিমৃশেন (আমাদের চিন্তায়) কিয়ান্ অর্থঃ (কি ফল হইবে ?) [অর্থাৎ কোন ফলই হইবে না] ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ

হে দেবগণ ! যিনি এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের আদিকর্ত্তা এবং যোগেশ্বরগণও যাঁহার সঙ্কল্পরূপা মায়াশক্তিকে জানিতে সমর্থ হন না, সেই গুণত্রয়ের অধীশ্বর ভগবান্ শ্রীহরিই এই বিষয়ে আমাদের মঙ্গলবিধান করিবেন ; আমাদের অনর্থক চিন্তায় কোনই ফল হইবে না ॥ ৩৭ ॥

ষোড়শ অধ্যায়েব বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত হইল ॥ ১৬ ॥

টীকা

ভগবানেব বিধাতুমিচ্ছতীতি ॥ ৩৬ ॥ বিমৃশেন বিমর্শেন ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীমচ্ছুকদেবকৃতসিদ্ধান্তপ্রদীপে
ষোড়শাধ্যায়ার্থপ্রকাশঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ

নিশম্যাত্মভুবা গীতং কারণং শঙ্কয়োজ্‌ঝিতাঃ।
ততঃ সর্ব্বে ন্যবর্ত্তন্ত ত্রিদিবায় দিবৌকসঃ ॥১॥
দিতিস্তু ভর্ত্তুরাদেশাদপত্যপরিশঙ্কিনী।
পূর্ণে বর্ষশতে সাধ্বী পুত্রৌ প্রসুষুবে যমৌ ॥২॥
উৎপাতা বহবস্তত্র নিপেতুর্জ্জায়মানয়োঃ।
দিবি ভুব্যন্তরীক্ষে চ লোকস্যোরুভয়াবহাঃ ॥৩॥

অন্বয়

শ্রীমৈত্রেয়ঃ উবাচ (মৈত্রেয়ঋষি বলিলেন) ততঃ (অনন্তর) আত্মভুবা (ব্রহ্মাকর্ত্তৃক) গীতং (বর্ণিত) কারণং (নিজেদের বিপদের কারণ) নিশম্য (শ্রবণ করিয়া) শঙ্কয়া উজ্‌ঝিতাঃ (শঙ্কারহিত হইয়া) সর্ব্বে দিবৌকসঃ (দেবগণ) ত্রিদিবায় (স্বর্গে অর্থাৎ স্ব স্ব স্থানে) ন্যবর্ত্তন্ত (গমন করিলেন) ॥ ১ ॥

সাধ্বী (পতিব্রতা) দিতিঃ তু (দিতিও) ভর্ত্তুঃ (স্বামী কশ্যপের) আদেশাৎ (বাক্যে) অপত্যপরিশঙ্কিনী (স্বীয় পুত্রদ্বয় হইতে দেবগণের উপদ্রব হইবে আশঙ্কা করিয়া) [গর্ভধারণকরণঃ] বর্ষশতে পূর্ণে (শত বৎসর পূর্ণ হইলে) যমৌ পুত্রৌ (যমজপুত্র) প্রসুষুবে (প্রসব করিলেন) ॥ ২ ॥

জায়মানয়োঃ তত্র (সেই অসুরদ্বয়ের জন্মসময়ে) দিবি (স্বর্গে), ভুবি (মর্ত্ত্যে) অন্তরীক্ষে চ (ও আকাশে) লোকস্য (লোকের) উরুভয়াবহাঃ (অতিভয়াবহ) বহবঃ উৎপাতাঃ (বহু উৎপাত) নিপেতুঃ (আবির্ভূত হইয়াছিল) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ

মৈত্রেয়ঋষি বলিলেন—হে বিদুর! অনন্তর ব্রহ্মার মুখে নিজেদের বিপদের কারণ শ্রবণ করিয়া দেবগণ শঙ্কাশূন্য হইলেন ও সকলেই ব্রহ্মার নিকট হইতে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন ॥ ১ ॥

এদিকে পতিব্রতা দিতিও স্বীয় ভর্ত্তা কশ্যপের বাক্যে স্বীয় পুত্রদ্বয় হইতে দেবগণের উপদ্রব হইবে আশঙ্কা করিয়া শতবৎসর গর্ভ ধারণ করিলেন এবং পরে যমজপুত্র প্রসব করিলেন ॥ ২ ॥

সেই অসুরদ্বয়ের জন্মসময়ে স্বর্গে, মর্ত্ত্যে ও অন্তরীক্ষে লোকসমূহের অতিশয় ভয়াবহ উৎপাতসমূহ আবির্ভূত হইয়াছিল ॥ ৩ ॥

টীকা

এবং দিত্যুদরগতয়োরসুরয়োঃ ভাবকারণমুক্তম্। অথ সপ্তদশে তজ্জন্মাদি বর্ণ্যতে। উজ্‌ঝিতাঃ- ত্যক্তাঃ ॥ ১ ॥ অপত্যাভ্যাং পরিশঙ্কিনী দেবাদ্যুপদ্রবং শঙ্কমানা ॥ ২ ॥ তত্র তজ্জন্মবেলায়াম্। নিপেতুঃ

সহাচলা ভুবশ্চেলুর্দ্দিশঃ সর্ব্বাঃ প্রজজ্বলুঃ।
সোল্কাশ্চাশনয়ঃ পেতুঃ কেতবশ্চার্ত্তিহেতবঃ ॥৪॥
ববৌ বায়ুঃ সুদুঃস্পর্শঃ ফেৎকারানীরয়ন্মুহুঃ।
উন্মূলয়ন্নগপতীন্ বাত্যানীকো রজোধ্বজঃ ॥৫॥
উদ্ধসত্তড়িদম্ভোদঘটয়া নষ্টভাগণে।
ব্যোম্নি প্রবিষ্টতমসা ন স্ম ব্যাদৃশ্যতে পদম্ ॥৬॥
চুক্রোশ বিমনা বার্দ্ধিরুদূর্ম্মিঃ ক্ষুভিতোদরঃ।
সোদপানাশ্চ সরিতশ্চুক্ষুভুঃ শুষ্কপঙ্কজাঃ ॥৭॥

অন্বয়

সহাচলাঃ ভুবঃ (পর্ব্বতসমূহের সহিত পৃথিবী) চেলুঃ (কম্পিতা হইয়াছিল), সর্ব্বাঃ দিশঃ (দিকসমূহ) প্রজজ্বলুঃ (প্রজ্বলিত হইয়াছিল), সোল্কাঃ (উল্কার সহিত) অশনয়ঃ চ (বজ্রসকল) পেতুঃ (নিপতিত হইয়াছিল) আর্ত্তিহেতবঃ (এবং লোকের অমঙ্গলসূচক) কেতবঃ চ (ধূমকেতু উদিত হইয়াছিল) ॥ ৪ ॥

বাত্যানীকঃ (ঘূর্ণীপাকসমূহযুক্ত) সুদুঃস্পর্শঃ (অতি প্রচণ্ড) বায়ুঃ (বায়ু) রজোধ্বজঃ [সন্] (ধূলিরূপ ধ্বজা উড়াইয়া) মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) ফেৎকারান্ ঈরয়ন্ (ফেৎকার শব্দ করিতে করিতে) নগপতীন্ (শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বৃক্ষসকলকে) উন্মূলয়ন্ (উন্মূলিত করিয়া) ববৌ (প্রবাহিত হইয়াছিল) ॥ ৫ ॥

উদ্ধসত্তড়িদম্ভোদঘটয়া (প্রস্ফুরিত বিদ্যুদ্যুক্ত মেঘসমূহের দ্বারা) নষ্টভাগণে (সূর্য্যাদি গ্রহনক্ষত্রের দীপ্তি তিরোহিত হইয়াছে এমন) ব্যোম্নি (আকাশে) প্রবিষ্টতমসা (অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়ায়) পদং (কিছুই) ব্যাদৃশ্যতে স্ম (দৃষ্টিগোচর হয় নাই) ॥ ৬ ॥

বার্দ্ধিঃ (সমুদ্র) বিমনাঃ [ইব] (বিমনা হইয়াই যেন) উদূর্ম্মিঃ (উত্তাল তরঙ্গযুক্ত) ক্ষুভিতোদরঃ

অনুবাদ

তখন পর্ব্বতসমূহের সহিত পৃথিবী কম্পিতা হইয়াছিল, দিকসমূহ প্রজ্বলিত হইয়াছিল, উল্কার সহিত বজ্রসকল নিপতিত হইয়াছিল এবং অমঙ্গলসূচক ধূমকেতুসমূহ উদিত হইয়াছিল ॥ ৪ ॥

তখন অতিপ্রচণ্ড ঘূর্ণীপাকযুক্ত বায়ু ধূলিরূপ ধ্বজা উড়াইয়া মুহুর্মুহুঃ ফেৎকারধ্বনি করিতে করিতে শ্রেষ্ঠ বৃক্ষসমূহকে উন্মূলিত করিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল ॥ ৫ ॥

তখন প্রস্ফুরিত বিদ্যুদযুক্ত মেঘসমূহের দ্বারা সূর্য্যাদি গ্রহনক্ষত্রের দীপ্তি একেবারে তিরোহিত হইয়াছিল এবং অন্তরীক্ষ অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়ায় কোন পদার্থই দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না ॥ ৬ ॥

তখন সমুদ্রের অন্তর্ভাগ ক্ষোভিত হইয়াছিল, সমুদ্রে উত্তাল তরঙ্গরাশি উত্থিত

টীকা

প্রাদুর্ব্বভূবুঃ ॥ ৩ ॥ ভুবঃ নানাদ্বীপরূপাঃ কেতবঃ উদ্বভূবুরিতি শেষঃ ॥ ৪ ॥ বাত্যাশ্চক্রবায়র এব অনীকং সেনা যস্য, রজ এব ধ্বজো যস্য সঃ ॥ ৫ ॥ উদ্ধসন্ত্যঃ প্রস্ফুরন্ত্যঃ তড়িতো যেষু তেষামম্বু-

মুহুঃ পরিধয়োঽভূবন্ সরাহ্বোঃ শশিসূর্য্যয়োঃ।
নির্ঘাতা রথনির্হ্রাদা বিবরেভ্যঃ প্রজজ্ঞিরে ॥৮॥
অন্তর্গ্রামেষু মুখতো বমন্ত্যো বহ্নিমুল্বণম্।
শৃগালোলূকটঙ্কারৈঃ প্রণেদুরশিবং শিবাঃ ॥৯॥
সঙ্গীতবদ্রোদনবদুন্নময্য শিরোধরাম্।
ব্যমুঞ্চন্ বিবিধা বাচো গ্রামসিংহাস্ততস্ততঃ ॥১০॥

অন্বয়

(ও বিক্ষোভিত হইয়া) চুক্রোশ (গর্জ্জন করিতেছিল) ; শুষ্কপঙ্কজাঃ (শুষ্কপদ্মযুক্ত) সোদপানাঃ (বাপী, কূপ ও তড়াগাদির সহিত) সরিতঃ চ (নদী সকলও) চুক্ষুভুঃ (ক্ষোভিত হইয়াছিল) ॥ ৭ ॥

সরাহ্বোঃ (রাহুগ্রস্ত) শশিসূর্য্যয়োঃ (চন্দ্রসূর্য্যের) পরিধয়ঃ (মণ্ডলসমূহ) মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) অভূবন্ (প্রকাশ পাইতেছিল) বিবরেভ্যঃ (এবং গিরিগুহা হইতে) রথনির্হ্রাদাঃ (রথধ্বনির ন্যায় ধ্বনি) নির্ঘাতাঃ (ও মেঘগর্জ্জন) প্রজজ্ঞিরে (উত্থিত হইতেছিল) ॥ ৮ ॥

অন্তর্গ্রামেষু (গ্রামমধ্যে) শিবাঃ (শৃগালীগণ) শৃগালোলূকটঙ্কারৈঃ (শৃগাল ও পেচকসমূহের ধ্বনির সহিত) মুখতঃ (মুখ হইতে) উল্বণং (ভয়ঙ্কর) বহ্নিম (অগ্নি) বমন্ত্যঃ (উদ্গীরণ করিতে করিতে) অশিবং প্রণেদুঃ (অমঙ্গলধ্বনি করিতেছিল) ॥৯॥

গ্রামসিংহাঃ (কুকুরগুলি) ততঃ ততঃ (যেখানে সেখানে) শিরোধরাম উন্নময্য (গ্রীবা উন্নত করিয়া) সঙ্গীতবৎ (সঙ্গীতের ধ্বনির ন্যায়) রোদনবৎ (কখনও বা রোদনধ্বনির ন্যায়) বিবিধাঃ (বিচিত্র) বাচঃ (ধ্বনি) ব্যমুঞ্চন্ (করিতেছিল) ॥১০॥

অনুবাদ

হইতেছিল ও সমুদ্র যেন শঙ্কিত হইয়াই গর্জ্জন করিতেছিল এবং শুষ্ক পদ্মসমন্বিত তড়াগাদির সহিত নদীসকলও ক্ষোভিত হইয়াছিল ॥ ৭ ॥

তখন পুনঃ পুনঃ রাহুগ্রস্ত চন্দ্রসূর্য্যের মণ্ডল প্রকাশ পাইতেছিল এবং গিরিগুহা হইতে রথধ্বনির ন্যায় ধ্বনি ও মেঘগর্জ্জন উত্থিত হইতেছিল ॥ ৮ ।

গ্রামমধ্যে শৃগালীগণ মুখ হইতে ভয়ঙ্কর অগ্নি উদ্গীরণ করিতে করিতে অপরাপর শৃগাল ও পেচকসমূহের ধ্বনির সহিত অমঙ্গলধ্বনি করিতেছিল ॥ ৯ ॥

তখন কুকুরগুলি যেখানে সেখানে গ্রীবাদেশ উন্নত করিয়া কখনও বা সঙ্গীতের মত কখনও বা রোদনধ্বনির মত বিচিত্র ধ্বনি করিতেছিল ॥ ১০ ॥

টীকা

দানাং ঘটয়া সমূহেন নষ্টঃ ভাগণঃ ভাস্করাদিদীপ্তিসমূহো যস্মিন্। পদং চক্ষুর্ব্বিষয়ো ন ব্যাদৃশ্যতে স্ম ঈষদপি নাদৃশ্যতেত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥ উদ্ধতা উর্ম্ময়ো যস্মাৎ, ক্ষোভিতোদরঃ বিকৃতাম্ভর্ভাগঃ ॥ ৭ ॥ সরাহ্বোঃ সোপরাগয়োঃ, নির্ঘাতাঃ নির্মেঘগর্জ্জিতানি রথনির্হ্রাদাঃ রথধ্বনিনিভাঃ ধ্বনয়ঃ ॥ ৮ ॥ অন্তর্গ্রামেষু গ্রামমধ্যে শৃগালাদিধ্বনিভিঃ সহ অশিবং যথা তথা প্রণেদুঃ ; কিং কুর্ব্বত্যঃ ? মুখতো মুখৈঃ বহ্নিং

খরাশ্চ কর্কশৈঃ ক্ষত্তঃ! খুরৈর্ঘ্নন্তো ধরাতলম্।
খার্কাররভসা মত্তাঃ পর্য্যধাবন্ বরূথশঃ ॥১১॥
রুবন্তো রাসভত্রস্তা নীড়াদুদপতন্ খগাঃ।
ঘোষেঽরণ্যে চ পশবঃ শকৃন্মূত্রমকুর্ব্বত ॥১২॥
গাবোঽত্রসন্নসৃগ্‌দোহাস্তোয়দাঃ পূযবর্ষিণঃ।
ব্যরুদন্ দেবলিঙ্গানি দ্রুমাঃ পেতুর্ব্বিনানিলম্ ॥১৩॥

অন্বয়

ক্ষত্তঃ! (হে বিদুর!) খার্কাররভসাঃ (গর্দ্দভজাতির শব্দ করিতে করিতে অতিশয় ত্বরান্বিত) মত্তাঃ (উন্মত্ত) খরাঃ চ (গর্দ্দভ সকলও) বরূথশঃ (দলবদ্ধ হইয়া) কর্কশৈঃ খুরৈঃ (তীক্ষ্ণ খুরের দ্বারা) ধরাতলম্ ঘ্নন্তঃ (ভূমি বিদারণ করিতে করিতে) পর্য্যধাবন্ (চারিদিকে ধাবিত হইতেছিল) ॥ ১১ ॥

রাসভত্রস্তাঃ (গর্দ্দভের সেই খার্কারধ্বনি ও খুরধ্বনি শ্রবণে ভীত) খগাঃ (পক্ষিগণ) রুবন্তঃ (রব করিতে করিতে) নীড়াৎ (স্ব স্ব নীড় হইতে) উদপতন (উৎপতিত হইয়াছিল) ঘোষে (এবং গোপপল্লীতে) অরণ্যে চ (ও অরণ্যে) পশবঃ (গবাদি পশুগণ) শকৃৎ মূত্রং [চ] (মল ও মূত্র) অকুর্ব্বত (পরিত্যাগ করিতেছিল) ॥ ১২ ॥

গাবঃ (গাভীসকল) অত্রসন্ (ত্রাসান্বিতা হইয়া) অসৃগ্‌দোহাঃ [আসন্] (স্তন হইতে রুধির ক্ষরণ করিতেছিল), তোয়দাঃ (মেঘসমূহ) পূযবর্ষিণঃ [আসন্] (পূঁয বর্ষণ করিতেছিল), দেবলিঙ্গানি (দেবপ্রতিমা সকল) ব্যরুদন্ (রোদন করিতেছিল) অনিলং বিনা (এবং বিনাবায়ুতে) দ্রুমাঃ (বৃক্ষসকল) পেতুঃ (নিপতিত হইতেছিল) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ

হে বিদুর! তখন খার্কার অর্থাৎ গর্দ্দভের শব্দ করিতে করিতে অতিশয় ত্বরান্বিত ও উন্মত্ত গর্দ্দভসকল দলবদ্ধ হইয়া তীক্ষ্ণাগ্র খুরের দ্বারা ভূতল বিদারণ করিতে করিতে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছিল ॥ ১১ ॥

সেই গর্দ্দভসমূহের খার্কারধ্বনি ও খুরধ্বনি শ্রবণে ভয়বিহ্বল বিহঙ্গমকুল রব করিতে করিতে স্ব স্ব কুলায় হইতে উড়িয়া যাইতেছিল এবং গোপপল্লীতে ও অরণ্যমধ্যে গবাদি পশুগণ মলমূত্র পরিত্যাগ করিতেছিল ॥ ১২ ॥

তখন গাভীসকল ত্রাসান্বিতা হইয়া দুগ্ধের পরিবর্ত্তে স্তন হইতে রুধির ক্ষরণ করিতেছিল, মেঘসমূহ জলের পরিবর্ত্তে পূঁয বর্ষণ করিতেছিল, দেবপ্রতিমা সকল রোদন করিতেছিল এবং বিনাবায়ুতে বৃক্ষসকল নিপতিত হইতেছিল ॥ ১৩ ॥

টীকা

রমস্যুঃ ॥ ৯ ॥ গ্রামসিংহাঃ শ্বানঃ ॥ ১০ ॥ খার্কারে খরজাতিশব্দে রভসঃ সম্ভ্রমো যেষাং তে বরূথশঃ সজ্ঘশঃ সজ্ঘীভূতা ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥ রাসভত্রস্তাঃ গর্দ্দভখুরমুখধ্বনিভির্ভীতাঃ ॥ ১২ ॥ অসৃগ্‌দোহাঃ

গ্রহান্ পুণ্যতমানন্যে ভগণাংশ্চাপি দীপিতাঃ।
অতিচেরুর্ব্বক্রগত্যা যুযুধুশ্চ পরস্পরম্ ॥১৪॥
দৃষ্ট্বান্যাংশ্চ মহোৎপাতানতত্ত্ববিদঃ প্রজাঃ।
ব্রহ্মপুত্রানৃতে ভীতা মেনিরে বিশ্বসংপ্লবম্ ॥১৫॥
তাবাদিদৈত্যৌ সহসা ব্যজ্যমানাত্মপৌরুষৌ।
ববৃধাতেঽশ্মসারেণ কায়েনাদ্রিপতী ইব ॥১৬॥

অন্বয়

পুণ্যতমান্ গ্রহান্ (শুভ গুরু, শুক্র প্রভৃতি গ্রহকে) ভগণান্ চ অপি (ও নক্ষত্রগণকে) অন্যে (অপর মঙ্গলাদিগ্রহ) দীপিতাঃ (প্রদীপ্ত হইয়া) অতিচেরুঃ (অতিক্রম করিতেছিল) বক্রগত্যা চ (ও বক্র গতিতে) [প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া] পরস্পরম্ যুযুধুঃ (পরস্পর যুদ্ধ করিতেছিল)॥ ১৪॥

অন্যান্ চ মহোৎপাতান্ (এবং অপরাপর মহোৎপাত সকল) দৃষ্ট্বা (দর্শন করিয়া) ব্রহ্মপুত্রান্ ঋতে (ব্রহ্মার পুত্র সনকাদি মুনিগণ ব্যতীত) অতত্ত্ববিদঃ (সেই দুর্নিমিত্তের কারণ যাহারা জানে না, সেই) প্রজাঃ (প্রজাগণ) ভীতাঃ (ভীত হইয়া) বিশ্বসংপ্লবং (এই জগতের প্রলয়) মেনিরে (মনে করিয়াছিল)॥১৫॥

ব্যজ্যমানাত্মপৌরুষৌ (যাহাদের পূর্ব্বসিদ্ধ সামর্থ্য প্রকাশিত হইয়াছে), তৌ আদিদৈত্যৌ (সেই আদিদৈত্যদ্বয়) সহসা (হঠাৎ) অদ্রিপতী ইব (পর্ব্বতদ্বয়ের ন্যায়) অশ্মসারেণ কায়েন (পাষাণতুল্য শরীর-বিশিষ্ট হইয়া) ববৃধাতে (বৃদ্ধি পাইতে লাগিল)॥ ১৬॥

অনুবাদ

তখন মঙ্গলাদি ক্রুর গ্রহগণ প্রদীপ্ত হইয়া গুরুশুক্রাদি শুভগ্রহ ও নক্ষত্রগণকে অতিক্রম করিয়া গমন করিতেছিল ও বক্রগতিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পরস্পর যুদ্ধ করিতেছিল॥ ১৪॥

কেবলমাত্র ব্রহ্মার পুত্র সনকাদি মুনিগণই এই সকল দুর্নিমিত্তের কারণ অবগত ছিলেন; তাঁহারা ব্যতীত অপর যাহারা এই দুর্নিমিত্তের কারণ অবগত নহে, সেই সকল প্রজা এই মহোৎপাতসকল সন্দর্শন করিয়া ভীত হইয়াছিল এবং বিশ্বের প্রলয়কাল উপস্থিত বলিয়া মনে করিয়াছিল॥ ১৫॥

এদিকে জন্মগ্রহণ করামাত্রই যাহাদের পূর্ব্বসিদ্ধ সামর্থ্য প্রকাশ পাইতেছিল, সেই আদিদৈত্যদ্বয় সহসা পর্ব্বতদ্বয়ের ন্যায় পাষাণতুল্য শরীরবিশিষ্ট হইয়া দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল॥ ১৬॥

টীকা

রুধিরদোহাঃ অত্রসন্ উদ্বেজিতবন্তঃ॥ ১৩॥ পুণ্যতমান্ সৌম্যান্, অন্যে ক্রূরাঃ অতিচেরুঃ অতিক্রম্য জগ্মুঃ, বক্রগত্যা প্রত্যাবৃত্য যুযুধুশ্চ ॥ ১৪॥ ১৫ ॥ ১৬॥ নিরুদ্ধাঃ ব্যাপ্তাঃ কাষ্ঠা দিশো যাভ্যাং

দিবিস্পৃশৌ হেমকিরীটকোটিভি-র্নিরুদ্ধকাষ্ঠৌ স্ফুরদঙ্গদাভুজৌ।
গাং কম্পয়ন্তৌ চরণৈঃ পদে পদে কট্যা সুকাঞ্চ্যার্কমতীত্য তস্থতুঃ ॥১৭॥
প্রজাপতির্নাম তয়োরকার্ষীৎ যঃ প্রাক্ স্বদেহাদ্যময়োরজায়ত।
তং বৈ হিরণ্যকশিপুং বিদুঃ প্রজা যং তং হিরণ্যাক্ষমসূত সাগ্রতঃ ॥১৮॥

অন্বয়

[সেই দৈত্যদ্বয়] হেমকিরীটকোটিভিঃ (স্বর্ণময় কিরীটের অগ্রভাগদ্বারা) দিবিস্পৃশৌ (আকাশ-স্পর্শী), নিরুদ্ধকাষ্ঠৌ (দিক্ সকল নিরোধকারী) স্ফুরদঙ্গদাভুজৌ (ও অত্যুজ্জ্বল বলয়াদিভূষণে ভূষিত হইয়া) চরণৈঃ (পদের দ্বারা) পদে পদে (প্রতি পদবিক্ষেপে) গাং (পৃথিবীকে) কম্পয়ন্তৌ (কম্পান্বিতা করিয়া) সুকাঞ্চ্যা কট্যা (এবং উজ্জ্বল কাঞ্চীযুক্ত কটিদেশের দ্বারা তেজে) অর্কম (সূর্য্যদেবকে) অতীত্য (অতিক্রম করিয়া) তস্থতুঃ (অবস্থান করিতে লাগিল) ॥ ১৭ ॥

প্রজাপতিঃ (কশ্যপ) তয়োঃ যময়োঃ [মধ্যে] (সেই যমজ পুত্রের মধ্যে) যঃ (যে পুত্র) স্বদেহাৎ (নিজ দেহ হইতে) প্রাক্ (প্রথমে) অজায়ত (উৎপন্ন হইয়াছে), তং বৈ (তাহাকে) প্রজাঃ (প্রজাগণ) হিরণ্যকশিপুং (হিরণ্যকশিপু নামে) [যথা] (যাহাতে) বিদুঃ (বলিতে পারে) সা (এবং সেই দিতি) অগ্রতঃ (প্রথমে) যম অসূত (যাহাকে প্রসব করিয়াছেন), তং বৈ (তাহাকে) [প্রজাগণ] হিরণ্যাক্ষং (হিরণ্যাক্ষ নামে) [যথা বিদুঃ] (যাহাতে বলিতে পারে), তথা (সেইরূপে) নাম অকার্ষীৎ (তাহাদের নামকরণ করিলেন) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ

সেই দৈত্যদ্বয় স্ব স্ব সুবর্ণময় কিরীটে আকাশস্পর্শী হইল ও দিক্‌সকল নিরোধ করিল অর্থাৎ সমস্ত দিক্ ব্যাপিয়া অবস্থান করিল এবং তাহারা অত্যুজ্জ্বল বলয়াদি ভূষণে সমলঙ্কৃত হইয়া প্রতি পদবিক্ষেপে পৃথিবীকে কাঁপাইতে লাগিল ও অতিশয় উজ্জ্বল কাঞ্চীসমন্বিত কটিদেশের দ্বারা তেজে সূর্য্যমণ্ডলকেও অতিক্রম করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ১৭ ॥

প্রজাপতি কশ্যপ সেই যমজ পুত্রের মধ্যে যে পুত্রটি গর্ভাধান সময়ে নিজের বীর্য্য হইতে প্রথমে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাকে প্রজাগণ যাহাতে হিরণ্যকশিপু নামে বলিতে পারে এবং দিতি প্রথমে যাহাকে প্রসব করিয়াছেন, তাহাকে প্রজাগণ যাহাতে হিরণ্যাক্ষ নামে বলিতে পারে, সেইরূপে তাহাদের নামকরণ করিলেন ॥১৮॥ *

টীকা

তৌ স্ফুরন্ত্যঙ্গদানি যেষু তে ভুজে যয়োস্তৌ, অঙ্গদেতি দৈর্ঘ্যং ছন্দোঽনুরোধেন ॥ ১৭ ॥ প্রজাপতিঃ

* গর্ভাধান সময়ে যে বীর্য্য যোনিতে প্রবিষ্ট হয়, তাহা যদি অগ্রপশ্চাৎভাবে বিভক্ত হইয়া প্রবেশ করে, তবেই যমজ সন্তান হয়; সেই বীর্য্যই সন্তানরূপে মাতৃগর্ভে পরিণত হইয়া প্রসবকালে অগ্রপশ্চাৎভাবে পিতৃক্রমের বিপরীতক্রমে মাতার গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে অর্থাৎ পিতা যে বীর্য্য পরে আধান করিয়াছেন, তাহা প্রসবকালে প্রথমে জন্মিবে ও যে বীর্য্য প্রথমে আধান করিয়াছেন, তাহা প্রসবকালে পরে জন্মিবে, এই শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তানুসারে দিতির গর্ভ হইতে যে সন্তান প্রথম উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার নাম হিরণ্যাক্ষ ও কশ্যপ প্রথম যে বীর্য্য আধান করিয়াছেন, তাহার নাম হিরণ্যকশিপু রাখিলেন।

চক্রে হিরণ্যকশিপুর্দ্দোর্ভ্যাং ব্রহ্মবরেণ চ।
বশে সপালান্ লোকাংস্ত্রীনকুতোমৃত্যুরুদ্ধতঃ ॥১৯॥
হিরণ্যাক্ষোঽনুজস্তস্য প্রিয়ঃ প্রীতিকৃদন্বহম্।
গদাপাণির্দ্দিবং যাতো যুযুৎসুর্ম্মৃগয়ন্ রণম্ ॥২০॥
তং বীক্ষ্য দুঃসহজবং রণৎকাঞ্চননূপুরম্।
বৈজয়ন্ত্যা স্রজা জুষ্টমংসন্যস্তমহাগদম্ ॥২১॥

অন্বয়

ব্রহ্মবরেণ (ব্রহ্মার বরে) অকুতোমৃত্যুঃ (যাহার কাহা হইতেও মৃত্যু নাই) দোর্ভ্যাম্ উদ্ধতঃ চ (ও যে বাহুবলে অতিশয় গর্ব্বিত), [সঃ] হিরণ্যকশিপুঃ (সেই হিরণ্যকশিপু) সপালান্ (লোকপালগণের সহিত) ত্রীন্ লোকান্ (ত্রিলোককে) বশে চক্রে (বশে আনয়ন করিল) ॥ ১৯ ॥

তস্য (সেই হিরণ্যকশিপুর) প্রিয়ঃ অনুজঃ (প্রিয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা) হিরণ্যাক্ষঃ (হিরণ্যাক্ষ নামক দৈত্য) অন্বহং (প্রতিদিন) [জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার] প্রীতিকৃৎ (সন্তোষ সম্পাদন করতঃ) যুযুৎসুঃ (যুদ্ধ করিবার বাসনায়) গদাপাণিঃ (গদাহস্তে) রণং (যুদ্ধ) মৃগয়ন্ (অন্বেষণ করিতে করিতে) দিবং যাতঃ (স্বর্গে গমন করিল) ॥ ২০ ॥

দুঃসহজবং (দুঃসহ বেগশালী), রণৎকাঞ্চননূপুরম (পদে শব্দায়মান কাঞ্চনময় নূপুরধারী), বৈজয়ন্ত্যা স্রজা জুষ্টম্ (গলে বৈজয়ন্তী মালায় শোভিত), অংসন্যস্তমহাগদম (স্কন্ধদেশে গদা ধারণকারী), মনোবীর্য্য-বরোৎসিক্তম্ (শৌর্য্য, বীর্য্য ও ব্রহ্মবরে অতিশয় গর্ব্বিত), অগণ্যম্ (অপ্রতিহতগতি) অকুতোভয়ম্

অনুবাদ

অনন্তর ব্রহ্মার বরে মৃত্যুভয়রহিত ও বাহুবলে অতিশয় গর্ব্বিত হইয়া সেই হিরণ্যকশিপু লোকপালগণের সহিত এই ত্রিলোককে নিজের বশে আনয়ন করিল ॥ ১৯ ॥

সেই হিরণ্যকশিপুর প্রিয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষদৈত্য প্রতিদিন জ্যেষ্ঠভ্রাতার সন্তোষ সম্পাদনকরতঃ যুদ্ধ করিবার বাসনায় গদাহস্তে যুদ্ধের অন্বেষণ করিতে করিতে [একদিন] স্বর্গে গমন করিল ॥ ২০ ॥

সেই হিরণ্যাক্ষ্য দৈত্য দুঃসহবেগশালী ; তাহার গমনসময়ে পদস্থিত কাঞ্চনময় নূপুর ধ্বনিত হইতেছিল, গলে বৈজয়ন্তী মালা শোভা পাইতেছিল, স্কন্ধদেশে গদা বিন্যস্ত ছিল এবং হিরণ্যাক্ষদৈত্য শৌর্য্য, বীর্য্য ও ব্রহ্মার বরে অতিশয় গর্ব্বিত, অপ্রতিহতগতি ও সর্ব্বপ্রকারে ভয়রহিত হইয়াছিল ; এই অবস্থায় তাহাকে দর্শন করিয়া দেবতাগণ অত্যন্ত

টীকা

কশ্যপঃ তয়োর্যময়োর্মধ্যে গর্ভাধানবেলায়াং যো বীর্য্যাদ্ভূতঃ স্বদেহাৎ প্রথমমজায়ত তং যথা হিরণ্যকশিপুং বিদুঃ, সা দিতিঃ প্রবেশক্রমতো নির্গমক্রমস্য বৈপরীত্যাৎ যঃ প্রথমমসূত, তং হিরণ্যাক্ষং যথা বিদুঃ, তথা নাম অকার্ষীৎ কৃতবান্ ॥ ১৮ ॥ ব্রহ্মবরেণ ন কুতোঽপি মৃত্যুর্যস্য সঃ ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥

মনোবীর্য্যবরোৎসিক্তমস্পৃণ্যমকুতোভয়ম্ ।
ভীতা নিলিল্যিরে দেবাস্তার্ক্ষ্যত্রস্তা ইবাহয়ঃ ॥২২॥
স বৈ তিরোহিতান্ দৃষ্ট্বা মহসা স্বেন দৈত্যরাট্ ।
সেন্দ্রান্ দেবগণান্ ক্ষীবানপশ্যন্ ব্যনদদ্ ভৃশম্ ॥২৩॥
ততো নিবৃত্তঃ ক্রীড়িষ্যন্ গম্ভীরং ভীমনিঃস্বনম্ ।
বিজগাহে মহাসত্ত্বো বার্দ্ধিং মত্ত ইব দ্বিপঃ ॥২৪॥
তস্মিন্ প্রবিষ্টে বরুণস্য সৈনিকা যাদোগণাঃ সন্নধিয়ঃ সসাধ্বসাঃ ।
অহন্যমানা অপি তস্য বর্চ্চসা প্রধর্ষিতা দূরতরং বিদুদ্রুবুঃ ॥২৫॥

অন্বয়

(ও সর্বপ্রকারে ভয়রহিত) তং (সেই হিরণ্যাক্ষ দৈত্যকে) বীক্ষ্য (দর্শন করিয়া) দেবাঃ (দেবতাগণ) ভীতাঃ (ভীত হইয়া) তার্ক্ষ্যত্রস্তাঃ (গরুড় দর্শনে ভীত) অহয়ঃ ইব (সর্পগণের ন্যায়) নিলিল্যিরে (তিরোহিত হইলেন অর্থাৎ পলায়ন করিলেন) ॥ ২১ ॥ ২২ ॥

সঃ বৈ দৈত্যরাট্ (সেই দৈত্যরাজ হিরণ্যাক্ষ) স্বেন মহসা (স্বীয় তেজের দ্বারা) সেন্দ্রান্ (ইন্দ্রের সহিত) দেবগণান্ (দেবগণকে) তিরোহিতান্ (পলায়নপর) দৃষ্ট্বা (দর্শন করিয়া) ক্ষীবান্ (ও তাঁহাদিগকে প্রমত্ত) অপশ্যন্ [সন্] (দেখিয়া অর্থাৎ কাপুরুষ মনে করিয়া) ভৃশং (অতিশয়) ব্যনদৎ (গর্জ্জন করিয়া উঠিল) ॥ ২৩ ॥

ততঃ (অনন্তর) মহাসত্ত্বঃ (সেই মহাপ্রাণ হিরণ্যাক্ষ) নিবৃত্তঃ (স্বর্গ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া) ক্রীড়িষ্যন্ (ক্রীড়া করিবার ইচ্ছায়) দ্বিপঃ ইব (মত্ত হস্তীর ন্যায়) মত্তঃ (উন্মত্ত হইয়া) ভীমনিঃস্বনং (ঘোর গর্জ্জনকারী) গম্ভীরং (গভীর) বার্দ্ধিং (সমুদ্রে) বিজগাহে (অবগাহন করিল) ॥ ২৪ ॥

তস্মিন (সেই হিরণ্যাক্ষ) প্রবিষ্টে (সমুদ্রে প্রবেশ করিলে) বরুণস্য (সমুদ্রাধিপতি বরুণদেবের)

অনুবাদ

ভীত হইলেন এবং গরুড়কে দর্শন করিয়া সর্পগণ যেমন ভয়ে পলায়ন করে, সেইরূপ তাঁহারা পলায়ন করিলেন ॥ ২১-২২ ॥

সেই দৈত্যরাজ হিরণ্যাক্ষ দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত দেবগণকে পলায়নপর দর্শন করিয়া ও তাঁহাদিগকে কাপুরুষ মনে করিয়া অতিশয় গর্জ্জন করিয়া উঠিল ॥২৩॥

অনন্তর সেই মহাপ্রাণ হিরণ্যাক্ষ স্বর্গ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া ক্রীড়া করিবার ইচ্ছায় মত্ত হস্তীর ন্যায় উন্মত্ত হইয়া গভীর সমুদ্রে অবগাহন করিল ; ঐ সমুদ্র তখন ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিয়া উঠিল ॥ ২৪ ॥

সেই মহাপ্রাণ হিরণ্যাক্ষ দৈত্য সমুদ্রে প্রবেশ করিলে সমুদ্রাধিপতি বরুণদেবের সৈন্য

টীকা

রণন্তৌ কাঞ্চনময়ৌ নূপুরৌ যস্য তম্, অস্পৃণ্যং নিরঙ্কুশম ; নিলিল্যিরে তিরোহিতাঃ বভূবঃ ॥ ২১ ॥ ২২ ॥ মহসা তেজসা ক্ষীবান্ মত্তান্ অপশ্যন্ সন্ অত্যর্থং ব্যনদৎ ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥ সন্নধিয়ঃ অবসন্নধিয়ঃ,

স বর্ষপূগানুদধৌ মহাবল-শ্চরন্মহোর্ম্মীন্ শ্বসনেরিতান্ মুহুঃ।
মৌর্ব্ব্যাভিজঘ্নে গদয়া বিভাবরী-মাসেদিবাংস্তাত! পুরং প্রচেতসঃ ॥২৬॥
তত্রোপলভ্যাসুরলোকপালকং যাদোগণানামৃষভং প্রচেতসম্।
স্ময়ন্ প্রলব্ধুং প্রণিপত্য নীচবজ্-জগাদ মে দেহ্যধিরাজ! সংযুগম্ ॥২৭॥
ত্বং লোকপালাধিপতির্বৃহচ্ছ্রবা বীর্য্যাপহো দুর্ম্মদবীরমানিনাম্।
বিজিত্য লোকে কিল দৈত্যদানবান্ যদ্রাজসূয়েন পুরাযজৎ প্রভো! ॥২৮॥

অন্বয়

সৈনিকাঃ (সৈন্য) যাদোগণাঃ (জলজন্তু সকল) অহন্যমানাঃ অপি (বিতাড়িত না হইলেও) তস্য (সেই হিরণ্যাক্ষের) বর্চ্চসা (তেজের দ্বারা) প্রধর্ষিতাঃ (অভিভূত) সন্নধিয়ঃ (ও হতবুদ্ধি হইয়া) সসাধ্বসাঃ (সভয়ে) দূরতরং (অতিদূরে) বিদুদ্রুবুঃ (পলায়ন করিল) ॥ ২৫ ॥

সঃ মহাবলঃ (সেই মহাপ্রাণ হিরণ্যাক্ষ) উদধৌ (সমুদ্রে) বর্ষপূগান্ (বহু বৎসর) চরন্ (বিচরণ করিতে করিতে) শ্বসনেরিতান্ (স্বীয় নিশ্বাসে চালিত) মহোর্ম্মীন্ (উত্তাল তরঙ্গরাশিকে) মৌর্ব্ব্যা গদয়া (লৌহময়ী গদাদ্বারা) মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) অভিজঘ্নে (আঘাত করিতে লাগিল)। তাত! (হে বিদুর!) [অনন্তর হিরণ্যাক্ষ] প্রচেতসঃ (বরুণের) বিভাবরীং পুরং (বিভাবরী নাম্নী পুরী) আসেদিবান্ (প্রাপ্ত হইল) ॥ ২৬ ॥

[হিরণ্যাক্ষ দৈত্য] তত্র (সেই বিভাবরী নাম্নী পুরীতে) অসুরলোকপালকং (পাতালপতি) যাদোগণানাম্ (জলজন্তুগণের) ঋষভং (প্রভু) প্রচেতসং (বরুণদেবকে) উপলভ্য (প্রাপ্ত হইয়া) প্রলব্ধুং (উপহাস করিবার নিমিত্ত) নীচবৎ (হীনজনের ন্যায়) প্রণিপত্য (প্রণিপাত করিয়া) স্ময়ন্ (ও গর্ব্বিত হইয়া) জগাদ (বলিল) অধিরাজ! (হে মহারাজ!) মে (আমাকে) সংযুগং (যুদ্ধ) দেহি (প্রদান করুন) ॥ ২৭ ॥

প্রভো! (হে মহারাজ!) ত্বং (আপনি) লোকপালাধিপতিঃ (লোকপালগণের অধীশ্বর), বৃহচ্ছ্রবাঃ

অনুবাদ

জলজন্তু সকল তাহাকর্ত্তৃক বিতাড়িত না হইলেও তেজের দ্বারা অভিভূত ও হতবুদ্ধি হইয়া সভয়ে অতিদূরে পলায়ন করিল ॥২৫ ॥

সেই মহাপ্রাণ হিরণ্যাক্ষদৈত্য সমুদ্রে বহু বৎসর বিচরণ করতঃ স্বীয় নিশ্বাসে চালিত তরঙ্গরাশিকে লৌহময়ী গদাদ্বারা পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে লাগিল। হে বিদুর! অনন্তর সেই হিরণ্যাক্ষ সমুদ্রাধিপতি বরুণদেবের বিভাবরীনাম্নী পুরীতে আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ২৬ ॥

অনন্তর হিরণ্যাক্ষ সেই বিভাবরীনাম্নী পুরীমধ্যে জলজন্তুগণের প্রভু পাতালপতি বরুণদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে উপহাস করিবার নিমিত্ত হীনজনের ন্যায় প্রণাম করতঃ গর্ব্বান্বিত হইয়া বলিল—হে মহারাজ! আমাকে যুদ্ধ প্রদান করুন ॥ ২৭ ॥

হে মহারাজ! আপনি লোকপালগণের অধীশ্বর, মহাযশস্বী ও শৌর্য্যবীর্য্যমদে প্রমত্ত-

টীকা

বর্চ্চসা তেজসা ॥ ২৫ ॥ আসেদিবান্ প্রাপ্তঃ ॥ ২৬ ॥ অসুরলোকস্য পাতালস্য পালকম্ ॥ ২৭ ॥ ২৮ ॥

স এবমুৎসিক্তমদেন বিদ্বিষা দৃঢ়ং প্রলব্ধো ভগবানপাং পতিঃ।
রোষং সমুত্থং শময়ন্ স্বয়া ধিয়া ব্যবোচদঙ্গোপশমং গতা বয়ম্ ॥২৯॥
পশ্যামি নান্যং পুরুষাৎ পুরাতনাদ্ যঃ সংযুগে ত্বাং রণমার্গকোবিদম্।
আরাধয়িষ্যত্যসুরর্ষভেহিতং মনস্বিনো যং গৃণতে ভবাদৃশাঃ ॥৩০॥

অন্বয়

(মহাযশস্বী) দুর্মদবীরমানিনাং (ও শৌর্য্যবীর্য্যমদে প্রমত্ত বীরগণের) দর্প্যাপহঃ (গর্ব্বাপহারী); যৎ (যেহেতু) [আপনি] লোকে (জগতে) দৈত্যদানবান্ (দৈত্যদানবগণকে) বিজিত্য (জয় করিয়া) পুরা কিল (পূর্ব্বে) রাজসূয়েন অযজৎ (রাজসূয় নামক যজ্ঞ করিয়াছিলেন); [অতএব আমাকে যুদ্ধ প্রদান করুন] ॥২৮॥

উৎসিক্তমদেন (মদোন্মত্ত) বিদ্বিষা (শত্রুকর্ত্তৃক) এবং (এইরূপে) দৃঢ়ং প্রলব্ধঃ (অতিশয় উপহসিত হইয়া) সঃ ভগবান্ অপাং পতিঃ (সেই ভগবান্ জলপতি বরুণ) সমুত্থং (সঞ্জাত) রোষং (ক্রোধকে) স্বয়া ধিয়া (স্বীয় বিবেকদ্বারা) শময়ন্ (প্রশমিত করিয়া) ব্যবোচৎ (বলিলেন) অঙ্গ! (হে অসুররাজ!) বয়ম্ (আমরা) উপশমং গতাঃ (সম্প্রতি যুদ্ধাদি ব্যাপার হইতে বিরত হইয়াছি) ॥ ২৯ ॥

পুরাতনাৎ পুরুষাৎ (সনাতনপুরুষ ভগবান্ ব্যতীত) অন্যং (অপর কাহাকেও) ন পশ্যামি (দেখিতে পাইতেছি না) যঃ (যে ব্যক্তি) সংযুগে (যুদ্ধে) রণমার্গকোবিদং (যুদ্ধবিদ্যায় সুনিপুণ) ত্বাং (আপনাকে) আরাধয়িষ্যতি (সন্তুষ্ট করিবে); [অতএব] অসুরর্ষভ! (হে দৈত্যরাজ!) ভবাদৃশাঃ (আপনার মত) মনস্বিনঃ (বীরগণ) যং (যাহাকে) গৃণতে (স্তবস্তুতি করিয়া থাকেন), তং (সেই ভগবৎসমীপে) ইহি (গমন করুন) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ

বীরগণের গর্ব্বাপহারী হইয়া থাকেন; কারণ আপনি জগতে সমস্ত দৈত্যদানবগণকে পরাজয় করিয়া পূর্ব্বে রাজসূয়নামক যজ্ঞ করিয়াছিলেন; অতএব যুদ্ধপ্রার্থী আমাকে যুদ্ধ প্রদান করুন ॥ ২৮ ॥

মদোন্মত্ত শত্রু হিরণ্যাক্ষকর্ত্তৃক এইরূপে উপহাসিত হইয়া সেই ভগবান্ জলাধিপতি বরুণ সঞ্জাত ক্রোধকে স্বীয় বিবেকদ্বারাই প্রশমিত করিয়া বলিতে লাগিলেন—হে অসুররাজ! আমরা সম্প্রতি যুদ্ধাদি ব্যাপার হইতে বিরত হইয়াছি ॥ ২৯ ॥

সনাতনপুরুষ ভগবান্ ব্যতীত এমন অপর কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না যে ব্যক্তি যুদ্ধে যুদ্ধবিদ্যায় সুনিপুণ আপনাকে সন্তুষ্ট করিতে পারে; একমাত্র ভগবান্‌ই সন্তুষ্ট করিতে পারেন। অতএব হে দৈত্যরাজ! আপনার মত বীরগণ যাঁহার স্তুতিবাদ করিয়া থাকেন, সেই ভগবানের সমীপে আপনি গমন করুন ॥ ৩০ ॥

টীকা

উপশমং যুদ্ধাদিতঃ উপরমম্ ॥২৯॥ হে অসুরর্ষভ! যস্ত্বামারাধয়িষ্যতি, তমিহি গচ্ছ, গৃণন্তে স্তুবন্তি ॥৩০॥

তং বীবমারাদভিপদ্য বিস্ময়ঃ শযিষ্যসে বীরশযে শ্বভির্বৃতঃ।
যস্ত্বদ্বিধানামসতাং প্রশান্তযে রূপাণি ধত্তে সদনুগ্রহেচ্ছযা ॥৩১॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুবাণে পারমহংস্যাং স'হিতায়াং বৈয়াসিক্যাং হিবণ্যাক্ষদিগ্বিজয়ে আদিদৈত্যোৎপত্তির্নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়

যঃ ([illegible]) [illegible]নুগহেচ্ছয়া (সজ্জনগণেব প্রতি অনুগ্রহ কবিবাব ইচ্ছায়) ত্বদ্বিধানাং (আপনাব মত) অসতাং [illegible] [illegible]গণেব) প্রশান্তযে (দমনেব নিমিত্ত) রূপাণি (অবতাবদেহ সকল) ধত্তে (ধাবণ করি[illegible] [illegible]) তং বীবং (সেই মহাপবাক্রমশালী ভগবানকে) অভিপদ্য (প্রাপ্ত হইয়া) [আপনি] বিস্ম[illegible] [illegible]বশূন্য) শ্বভিঃ বৃতঃ [সন্] (ও কুকুবগণে পবিবেষ্টিত হইয়া) আবাং (অচিবেই) বীবশয়ে (বণশয্যায) শয়িষ্যসে (শযন কবিবেন) । ৩১ ॥

অনুবাদ

ভগবান্ শ্রীহরি সজ্জনগণের প্রতি অনুগ্রহ কবিবাব ইচ্ছায আপনাব মত দুষ্ট[illegible]নেব **দমনের** নিমিত্ত নানাবিধ অবতাব দেহ ধাবণ করিযা থাকেন ; সেই মহাপবাক্রমশালী ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইযা আপনি অচিবেই গর্ব্বশূন্য ও কুকুরগণে পরিবেষ্টিত হইযা বণশয্যায **শয়ন করিবেন** ॥ ৩১ ॥

সপ্তদশ অধ্যাযেব বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত হইল ॥ ১৭ ॥

টীকা

বিস্ময়ঃ নষ্টগর্ব্বঃ, বীরশ[illegible] রণাঙ্গনে আবাৎ শীঘ্রং শয়িষ্যসে ॥৩১॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুবাণে তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীমচ্ছুকদেবকৃতসিদ্ধান্তপ্রদী[illegible]
সপ্তদশাধ্যায়ার্থপ্রকাশঃ ॥ ১৭ ॥



ব্রজবিদেহী মহন্ত মহারাজ শ্রী ১০৮ স্বামী সন্তদাস বাবাজী
প্রণীত

অমূল্য গ্রন্থরাজি

১। **ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা**—এই গ্রন্থ হিন্দুধর্ম্মাচার এবং দর্শনশাস্ত্রের সারব্যঞ্জক। ভারতের প্রাচীন উন্নত অবস্থার প্রমাণ সহ বর্ণনাও ইহাতে যথেষ্ট আছে। পৃষ্ঠা ৩৭৫; মূল্য দুই টাকা।

২। **দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা—প্রথম খণ্ড** (২য় সংস্করণ)—এই খণ্ডে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আছে:—বৈশেষিক-দর্শন, ন্যায়-দর্শন, পূর্ব্বমীমাংসা-দর্শন (কিয়দংশ), সাংখ্য-প্রবচনসূত্র, সাংখ্যকারিকা ও তত্ত্বসমাস বঙ্গানুবাদ সমেত। পৃষ্ঠা ৩৭৫; মূল্য দুই টাকা।

৩। **দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা—দ্বিতীয় খণ্ড** (২য় সংস্করণ)—পাতঞ্জল-দর্শন, ব্যাস-ভাষ্য ও তাহার বঙ্গানুবাদ এবং গ্রন্থের সারার্থব্যঞ্জক ভূমিকা সমেত। পৃষ্ঠা ২৯৮; মূল্য দেড় টাকা।

৪। **বেদান্ত-দর্শন (দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা—তৃতীয় খণ্ড)**—তৃতীয় সংস্করণ; শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য-ভাষ্য ও তাহার বঙ্গানুবাদ, স্থানে স্থানে শাঙ্করভাষ্য ও তাহার অনুবাদ এবং গ্রন্থকারের নিজ ব্যাখ্যা সমেত। পৃষ্ঠা ৬৫০; মূল্য চারি টাকা। **ঐ হিন্দি সংস্করণ**—মূল্য ৪৲ টাকা।

৫। **শ্রী ১০৮ স্বামী রামদাস কাঠিয়া বাবাজীর জীবন-চরিত**—চতুর্থ সংস্করণ; বাবাজী মহারাজের দুইখানি চিত্র এবং মহন্ত শ্রীসন্তদাস মহারাজের একখানি চিত্র সম্বলিত। ৫১ পৃষ্ঠা পরিশিষ্ট সমেত ২৭০ পৃষ্ঠা; মূল্য দেড় টাকা। **ঐ হিন্দি সংস্করণ**—মূল্য পাঁচ সিকা।

৬। **ভেদাভেদ (দ্বৈতাদ্বৈত) সিদ্ধান্ত এবং শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ**—পৃষ্ঠা ১৩০; মূল্য এক টাকা।

৭। **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা** (উপক্রমণিকা—গীতার ঐতিহাসিক তত্ত্ব, শ্রুতি অনুসারে ব্রহ্মস্বরূপের বর্ণনা, গীতার উপদিষ্ট ব্রহ্মতত্ত্ব, গীতার প্রতি অধ্যায়ে বর্ণিত উপদেশের মর্ম্ম—সরল ও প্রাঞ্জল অন্বয়, ব্যাখ্যা, মন্তব্য, শব্দসূচী ইত্যাদি সমন্বিত); পৃষ্ঠা ৪৭৩; মূল্য দুই টাকা।

৮। **গুরু-শিষ্য-সংবাদ (ব্রহ্মবিদ্যা)**—২য় সংস্করণ—শ্রীমৎ স্বামী সন্তদাস ব্রজবিদেহী মহন্ত মহারাজ প্রদত্ত উপদেশের কিয়দংশ তদীয় শিষ্য শ্রীসুধীরগোপাল মুখোপাধ্যায় এম্. এ. দ্বারা সংগৃহীত। পৃষ্ঠা ২৫৭; মূল্য পাঁচ সিকা। **ঐ হিন্দি সংস্করণ**—মূল্য পাঁচ সিকা।

৯। **পত্রাবলী**—ইহাতে ১৭৯ খানা পত্র ও ২৮ খানা পত্রের সারাংশ দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক পত্রই ভগবৎকথা, ভক্তিভাব ও সাধন-তত্ত্ব বিষয়ক উপদেশে পরিপূর্ণ। পৃষ্ঠা ৩০০; মূল্য পাঁচ সিকা।

—প্রাপ্তিস্থান—

চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিমিটেড্

পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক

১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।